সুরা ইয়ুনস। *

দশম অধ্যায়।

১০৯ আয়ত, ১১ রকু।

(দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ১।)

এই আয়ত সকল অটল। ২। মানবমণ্ডলীর সম্বন্ধে কি আশ্চর্য্য যে আমি তাহাদের এক ব্যক্তির প্রতি প্রত্যাদেশ করি যে তুমি লোকদিগকে ভয় প্রদর্শন কর এবং যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে তাহাদিগকে সুসংবাদ দান কর যে তাহাদের জন্য তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকটে সমুচিত পদ আছে? কাফেরগণ বলিল যে নিশ্চয় এ স্পষ্ট ঐন্দ্রজালিক। ৩। সত্যই তোমাদের প্রতিপালক সেই পরমেশ্বর যিনি ছয় দিনে স্বর্গ মর্ত্ত্য সৃজন করিয়াছেন, তদনন্তর সিংহাসনের উপর অবস্থান করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহার আদেশের পর কোন শফি (মুক্তির অনুরোধকারী) নাই, ইনিই তোমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বর, অতএব ইঁহাকে অর্চ্চনা

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়। এই সুরার আরম্ভ সূচক ব্যবচ্ছেদক অক্ষর রা। এল্‌মোল্‌হদি নামক মহাত্মা বলিয়াছেন যে পরমেশ্বর আপন ইচ্ছানুসারে সুরার নাম রাখিয়াছেন। রা এই শব্দের অর্থ আমি পরমেশ্বর "রহমাণ" (পুনর্জীবন-দাতা।) বহরোল্‌হকায়েকে উল্লিখিত হইয়াছে যে পরমেশ্বর হইতে তাঁহার বন্ধুর প্রতি ইঙ্গিতসূচক উপরি উক্ত অক্ষর। (ত, হো,)

কর, পরন্তু তোমারা কি উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না? ৪। তাঁহার প্রতি তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্ত্তন, ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য, নিশ্চয় তিনি প্রথম বারে সৃষ্টি করেন, অতঃপর যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে ও ন্যায়ানুসারে সৎকর্ম্ম করিয়াছে তাহাদিগকে পুরস্কার দান করিতে দ্বিতীয় বার করিয়া থাকেন, এবং তাহারা যে বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের নিমিত্ত উষ্ণ জল ও দুঃখকর শাস্তি আছে। ৫। তিনিই যিনি সূর্য্যকে জ্যোতির্ম্ময় ও চন্দ্রকে উজ্জ্বল করিয়াছেন এবং তাহার (চন্দ্রের) জন্য স্থান সকল নিরূপিত করিয়াছেন * যেন তোমরা বৎসরের গণনা ও হিসাব জানিতে পার, পরমেশ্বর সত্যরূপে ব্যতীত ইহাকে সৃজন করেন নাই, জ্ঞান রাখে এমন দলের জন্য তিনি নিদর্শন সকল বর্ণন করেন। ৬। নিশ্চয় দিবা রজনীর গমনাগমনে এবং যাহা ঈশ্বর ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে সৃজন করিয়াছেন তাহাতে ধর্ম্মভীরু দলের জন্য নিদর্শন সকল আছে। ৭। নিশ্চয় যাহারা আমার সাক্ষাৎকারের আশা রাখেনা ও পার্থিব জীবনে সন্তুষ্ট এবং তদ্দ্বারা সুখ বোধ করিয়াছে এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি উদাসীন। ৮।+এই সকলেই, ইহারা যাহা করিয়াছে তজ্জন্য ইহাদের স্থান নরকাগ্নি। ৯। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে তাহাদের বিশ্বাসের নিমিত্ত তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করেন, সম্পদের স্বর্গোদ্যানে তাহাদের নিম্নে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হইবে। ১০। তথায় তাহাদের ধ্বনি "হে ঈশ্বর, তোমারই পবিত্রতা;" তথায় তাহাদের

---

* আকাশে চন্দ্রের গতি অনুসারে সাইতিশটি স্থান নিরূপিত আছে, চন্দ্রমা প্রায় ২৪ ঘণ্টাতে একটি স্থান (মঞ্জেল) অতিক্রম করে।

পরস্পর কুশলাশীর্ব্বাদ সেলাম হয় এবং তাহাদের শেষ ধ্বনি এই যে "বিশ্বপালক পরমেশ্বরেরই প্রশংসা"। ১১। (র, ১)

যদি পরমেশ্বর মানবমণ্ডলীর জন্য তাহারা যেমন সত্বর কল্যাণ চাহে তদ্রূপ সত্বর দুর্গতি প্রেরণ করেন তবে অবশ্য তাহাদের প্রতি তাহাদিগের নির্দ্ধারণ সম্পাদিত হয়, অবশেষে যাহারা আমার সাক্ষাৎকারের আশা রাখেনা আমি তাহাদিগকে তাহাদিগের অবাধ্যতাতে ঘূর্ণায়মান হইতে ছাড়িয়াদি *। ১২। যখন মনুষ্যকে দুঃখ আক্রমণ করে তখন সে পার্শ্বশায়ী হইয়া অথবা বসিয়া কিম্বা দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে আহ্বান করে, অনন্তর যখন আমি তাহা হইতে তাহার দুঃখ উন্মোচন করি তখন সে ফিরিয়া যায়, তাহাকে যে প্রাপ্ত হইয়াছিল দুঃখ তাহার প্রতি সে যেন আমাকে ডাকে নাই ; এইরূপ সীমা লঙ্ঘনকারীদিগের জন্য তাহারা যাহা করিতেছিল সজ্জিত হইয়াছে। ১৩। এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের পূর্ব্বে যখন অত্যাচার করিয়াছিল বহু গ্রামকে (গ্রামবাসীদিগকে) বিনাশ করিয়াছি, নিদর্শন সকল সহ তাহাদের প্রেরিত পুরুষ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল ও তাহারা (এরূপ) ছিল না যে বিশ্বাস স্থাপন করে ; এই প্রকারে আমি অপরাধী দলকে প্রতিফল দান করি। ১৪। তদনন্তর তাহাদিগের পরে পৃথিবী মধ্যে তোমাদিগকে আমি স্থলাভিষিক্ত করিয়াছি,

---

* অর্থাৎ মনুষ্য আকাঙ্ক্ষা করে যে সৎকর্ম্মের পুরস্কার যেন তাহারা সত্বর প্রাপ্ত হয় ও তাহাদের শুভ প্রার্থনা শীঘ্র সফল হয়। এইরূপ ঈশ্বর যদি সত্বর হন তবে তাহারা আপন দুষ্কর্ম্মের শাস্তি হইতে অবকাশ পাইতে পারে না। কিন্তু এই দুই বিষয়েই স্থৈর্য্য অবলম্বিত হয়, তাহাতে সজ্জনেরা শিক্ষা লাভ করেন এবং অসৎ লোকেরা শিথিল হইয়া পড়ে। (ত, শা,)

তাহাতে দেখিব তোমরা কি প্রকার কার্য্য কর। ১৫। এবং যখন আমার উজ্জ্বল নিদর্শন সকল তাহাদের নিকটে পঠিত হয় যাহারা আমার সাক্ষাৎ কারের আশা রাখে না তাহারা বলে ইহা ব্যতীত অন্য কোরাণ উপস্থিত কর, অথবা ইহার পরিবর্ত্তন কর; তুমি বলিও আমার (ক্ষমতা) নাই যে নিজের পক্ষ হইতে ইহার পরিবর্ত্তন করি, আমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হয় তদ্ভিন্ন আমি অনুসরণ করি না, নিশ্চয় আমি আপন প্রতিপালকের বিরুদ্ধাচরণ করিলে মহাদিনের শাস্তিকে ভয় করি *। ১৬। বল, যদি ঈশ্বর চাহিতেন আমি তোমাদের নিকটে তাহা পাঠ করিতাম না এবং তিনি তৎ-সম্বন্ধে তোমাদিগকে জ্ঞাপন করিতেন না, পরন্তু নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে ইহার পূর্ব্বে এক জীবন অবস্থান করিয়াছি, তোমরা কি জানিতেছ না? †। ১৭। অনন্তর যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি অসত্য বন্ধন করিয়াছে এবং তাঁহার নিদর্শন সকলকে অসত্য বলিয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী কে? নিঃসন্দেহ সেই অপরাধিগণ উদ্ধার পাইবে না। ১৮। এবং তাহারা ঈশ্বর ব্যতীত সেই বস্তুর অর্চ্চনা করে যাহা তাহাদিগের অপকার ও তাহাদিগের উপকার করে না, এবং তাহারা বলে "ইহারাই ঈশ্বরের নিকটে আমাদিগের মুক্তির জন্য অনুরোধকারী;" তুমি বল তোমরা কি পরমেশ্বরকে তাহা জ্ঞাপন করিতেছ যাহা তিনি স্বর্গ

---

* তাহারা কোরাণের উপদেশ সকল মনোনীত করে, কিন্তু প্রতিমা সকল মিথ্যা একথা গ্রাহ্য করিতে চাহে না, বলিয়া থাকে যে এই অংশের পরিবর্ত্তন কর, তাহা হইলে আমরা অন্য সকল কথা গ্রাহ্য করিব। (ত, শা,)

† অর্থাৎ আমি আপনা হইতে ইহা রচনা করি না, চল্লিশ বৎসর জীবনে রচনা করি নাই। (ত, শা,)

মর্ত্ত্যে অবগত নহেন, পবিত্রতা তাঁহার ও তাহারা যাঁহাদিগকে অংশী স্থাপন করে তিনি তাহা অপেক্ষা উন্নত *। ১৯। এবং মনুষ্যের জন্য এক ধর্ম্ম সম্প্রদায় বৈ ছিল না, পরে বিভিন্ন হইয়াছে, এবং যদি এক উক্তি যে তোমার প্রতিপালক হইতে পূর্ব্বে হইয়াছে না তাহা হইত তবে যে বিষয়ে তাহারা বিভিন্ন হইয়াছে তদ্বিষয়ে তাহাদের মধ্যে নিষ্পত্তি করা যাইত। †। ২০। এবং তাহারা বলে "কেন তাহার প্রতি তাহার প্রতিপালক হইতে কোন নিদর্শন (অলৌকিকতা) অবতীর্ণ হইল না;" অতঃপর তুমি বল যে অন্তর্জগৎ ঈশ্বরের বৈ নহে; তবে তোমরা প্রতীক্ষা করিতে থাক, আমি তোহাদের সঙ্গে প্রতীক্ষাকারীদিগের একজন ‡। ২১। (র, ২)

যখন আমি লোকদিগকে তাহাদিগের দুঃখ প্রাপ্তির পর অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন অকস্মাৎ আমার নিদর্শন সকল সম্বন্ধে

---

* যাহারা অংশিবাদী তাহারাও বলে যে ঈশ্বর একমাত্র, এই অংশী সকল তাঁহা হইতে আমাদের প্রতি অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত। তাহাতে বলা হইল যে তিনি অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া থাকিলে এইক্ষণ তাহা নিষেধ করিতেছেন কেন? যদি তাহারা বলে, আমাদের ধর্ম্মে অংশিবাদিতা নিষেধ হয় নাই, তোমাদিগের প্রতি নিষেধ হইয়াছে, তাহার উত্তর এই যে ঈশ্বরের ধর্ম্ম এক, মূল ধর্ম্মে কোন প্রভেদ নাই। যদি বলে তোমরা সত্যবাদী হইলে এই পৃথিবীতে আমাদের প্রতি শাস্তি উপস্থিত হইত, তাহার উত্তর পরে উল্লিখিত হইতেছে যে বিচারের দিনে হইবে। (ত, শা,)

† অর্থাৎ বিচ্ছেদের শাস্তিদানে বিলম্ব হওয়ার আদেশ পূর্ব্বে হইয়াছে। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ যদি তাহারা বলে তোমাদের ধর্ম্ম যে সত্য অলৌকিকতা ভিন্ন কিরূপে আমরা জানিব। তাহাতেই আজ্ঞা হইল প্রতীক্ষা করিয়া দেখ পরমেশ্বর এই ধর্ম্মকে উজ্জ্বল করিবেন, শত্রুগণ অপদস্থ হইবে, সত্যের এই লক্ষণ। (ত, শা,)

তাহাদিগের চক্রান্ত হয়, বল, ঈশ্বর দ্রুত চক্রান্তকারী; নিশ্চয় তোমরা যে চক্রান্ত করিতেছ আমার প্রেরিতগণ লিখিতেছে * ।২২। তিনিই যিনি তোমাদিগকে স্থলপথে ও সমুদ্রে পরিচালিত করেন, যে কাল পর্য্যন্ত নৌকা সকলের মধ্যে তোমরা থাক এবং অনুকূল বায়ুযোগে তাহাদের সঙ্গে (নৌকা) চলিতে থাকে, ও তদ্দ্বারা তাহারা আহ্লাদিত, (অকস্মাৎ) তাহাতে প্রতিকূল বায়ু সংক্রামিত হয় ও সকল স্থান হইতে তরঙ্গ তাহাদের প্রতি উপস্থিত হয় এবং যখন তাহারা জানে যে তাহাদিগকে (বিপদ) ঘেরিয়াছে তখন তাহারা ঈশ্বরকে তাঁহার জন্য ধর্ম্ম বিশোধিত করিয়া আহ্বান করে, যে "তুমি যদি আমাদিগকে ইহা হইতে উদ্ধার কর অবশ্য আমরা ধন্যবাদকারী হইব"। ২৩। পরে যখন তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করেন অকস্মাৎ তাহারা পৃথিবীতে দৌরাত্ম্য করে, হে লোক সকল, তোমাদের দৌরাত্ম্য তোমাদিগের জীবনের উপর বৈ নহে, পার্থিব জীবনের ভোগ গ্রহণ করিতে থাক, তৎপর আমার দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্ত্তন, অনন্তর তোমরা যাহা করিতেছিলে আমি তাহা তোমাদিগকে অবগত করিব। ২৪। পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত যেমন বারি ইহা বৈ নহে, আমি তাহা আকাশ হইতে অবতা-রণ করি, পরে যাহা হইতে মনুষ্য ও চতুষ্পদগণ ভক্ষণ করে পৃথিবীর সেই উদ্ভিদ তাহার সঙ্গে মিশ্রিত হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভূমি আপন সৌন্দর্য্য আনয়ান করে ও সজ্জিত হয় ও তন্নিবাসিগণ মনে করে যে তাহারা তাহার উপর ক্ষমতাশালী ততক্ষণ তৎপ্রতি আমার আজ্ঞা দিবা বা রজনীতে উপস্থিত হয়, অনন্তর তাহাকে

---

* অর্থাৎ দুঃখ বিপদের সময়ে ঈশ্বরের প্রতি লোকের দৃষ্টি থাকে, কার্য্যসাধন হইলে আর ঈশ্বরকে ভয় করে না। (ত, শা,)

আমি ছিন্ন মূল ক্ষেত্র করি যেন তাহা পূর্ব্ব দিবস ছিল না, যাহারা চিন্তা করে তাহাদের জন্য আমি এইরূপ নিদর্শন সকল বর্ণন করিয়া থাকি *। ২৫। এবং ঈশ্বর শান্তি নিকেতনের দিকে আহ্বান করেন ও তিনি যাহাকে ইচ্ছা হয় সরল পথের দিকে আলোক-দান করিয়া থাকেন।২৬। যাহারা সৎকর্ম্ম করিয়াছে তাহাদেরই কল্যাণও উন্নতি; কালিমা ও দুর্গতি তাহাদের আননকে আচ্ছাদন করে না, এই সকল স্বর্গনিবাসী, ইহারা তথাকার নিত্যনিবাসী। ২৭। যাহারা মলিনতা উপার্জ্জন করিয়াছে তাহাদের বিনিময়ও তৎ-সদৃশ মলিনতা, এবং দুর্গতি তাহাদিগকে আচ্ছাদন করে, ঈশ্বরহইতে তাহাদিগের আশ্রয় দানকারী কেহ নাই, তাহাদের মুখ যেন তিমিরাবৃত রজনীখণ্ডে আচ্ছাদিত হইয়াছে, এই সকল নরক লোক নিবাসী, ইহারা তথাকার চিরনিবাসী। ২৮। যে দিবস আমি তাহাদের সকলকে সমুত্থাপন করিব (সেই দিনকে ভয় করিও) তৎপর অংশিবাদীদিগকে বলিব যে তোমাদের অংশিগণ ও তোমরা স্বস্থানে দণ্ডায়মান হও, অনন্তর তাহাদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করিব এবং তাহাদের অংশিগণ বলিবে যে তোমরা আমাদিগকে পূজা করিতে না। ২৯। অনন্তর তোমাদের ও আমাদের মধ্যে ঈশ্বরই যথেষ্ট সাক্ষী, নিশ্চয় তোমাদের পূজা বিষয়ে আমরা অজ্ঞাত। ২৯। তথায় প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা পূর্ব্বে করিয়াছিল প্রাপ্ত হইবে এবং ঈশ্বরের দিকে

---

* অর্থাৎ আত্মা স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়, দেহের সঙ্গে মিলিত হইয়া শক্তি প্রকাশ করে, পাশব ও মানবীয় কার্য্য করিয়া থাকে। যখন জীবনের সৌন্দর্য্য পূর্ণ হইল এবং তাহার উপর লোকের আশা জন্মিল তখন অকস্মাৎ মৃত্যু উপস্থিত হয়। (ত, শা,)

তাহাদের প্রকৃত প্রভু প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে এবং তাহারা যে (অসত্য) বাঁধিতেছিল তাহাদিগ হইতে তাহা বিলুপ্ত হইবে। ৩১। (র, ৩)

তুমি জিজ্ঞাসা কর যে কে তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে উপজীবিকা দান করে? অথবা কে চক্ষু কর্ণের অধিপতি? ও কে মৃত হইতে জীবিতকে এবং জীবিত হইতে মৃতকে বাহির করে এবং কে কার্য্য সাধন করে? তাহাতে অবশ্য তাহারা বলিবে যে ঈশ্বর, অনন্তর বলিও তোমরা কি ভয় পাইতেছ না? ৩২। অতএব ইনিই তোমাদের প্রতিপালক সত্য পরমেশ্বর, অনন্তর সত্যের পশ্চাৎ পথভ্রান্তি বৈ কি আছে? অবশেষে কোথা হইতে তোমরা ফিরিয়া যাইতেছ? ৩৩। এইরূপে যাহারা দুরাচারী হইয়াছে তাহাদের প্রতি (হে মোহম্মদ,) তোমার প্রতিপালকের বাক্য প্রমাণিত হইয়াছে যে তাহারা বিশ্বাস করে না। ৩৪। তুমি জিজ্ঞাসা কর তোমাদের অংশীদিগের কেহ কি আছে যে নূতন সৃজন করে, তৎপর তাহা দ্বিতীয় বার করিবে? বলিও যে ঈশ্বরই নূতন সৃজন করেন, তৎপর তাহা দ্বিতীয় বার করিয়া থাকেন, অবশেষে তোমরা কোথা হইতে ফিরিয়া যাইবে। ৩৫। তুমি জিজ্ঞাসা কর তোমাদের অংশিদিগের কেহ কি আছে যে সত্যেরদিকে পথ প্রদর্শন করে, বল ঈশ্বরই সত্যেরদিকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, অনন্তর যিনি সত্যেরদিকে পথ প্রদর্শন করেন তিনি অনুসৃত হইতে সমধিক উপযুক্ত, না যে ব্যক্তি পথ প্রদর্শন ব্যতীত পথ প্রাপ্ত হয় না সে? পরন্তু তোমাদের জন্য কি আছে? তোমরা কিরূপ আদেশ করিতেছ? ৩৬। এবং তাহাদের অধিকাংশ অনুমান বৈ অনুসরণ করেনা, নিশ্চয় অনুমানে সত্যের কিছুই লাভ হয় না, তাহারা যাহা করিতেছে সত্যই ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা। ৩৭।

এবং এই কোরাণ (এরূপ) নহে যে ঈশ্বর ব্যতীত অন্যে বদ্ধ করে কিন্তু যাহা ইহার সাক্ষাতে আছে এ তাহার প্রমাণকারী, ও ইহাতে নিঃসন্দেহ বিশ্বপালক হইতে গ্রন্থের বিবৃতি। ৩৮। তাহারা কি বলিতেছে যে তাহা বন্ধন (রচনা) করিয়াছে? বল তবে ইহার সদৃশ একটি সুরা উপস্থিত কর এবং যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে ঈশ্বর ব্যতীত যাহাকে ক্ষমতা হয় আহ্বান কর। ৩৯। বরং যাহা তাহাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না তাহারা তাহাকে মিথ্যা বলিয়াছে, এবং তাহাদের নিকটে তাহার ব্যাখ্যা সমাগত হয় নাই, * এইরূপ তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরাও অসত্যা-রোপ করিয়াছে, তৎপর দেখ অত্যাচারীদিগের পরিণাম কিরূপ হই-য়াছে। ৪০। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ আছে যে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাহাদের মধ্যে কেহ আছে যে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, এবং তোমার প্রতিপালক অত্যচারীদিগকে উত্তম জ্ঞাত। ৪১। (র, ৪)

এবং যদি তাহারা অসত্যারোপ করে তবে তুমি বলিও আমার জন্য আমার কার্য্য ও তোমাদের জন্য তোমাদের কার্য্য, আমি যাহা করি তাহা হইতে তোমরা বিমুক্ত, ও তোমারা যাহা কর তাহা হইতে আমি বিমুক্ত †। ৪২। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ আছে যে তোমার প্রতি কর্ণপাত করে, এবং যদিচ বুঝিতেছে না তথাপি

---

* তাহার তাৎপর্য্য ব্যক্ত হইতেছে না, অর্থাৎ কোরাণে যে সকল অঙ্গীকার আছে এইক্ষণও তাহার প্রকাশ হয় নাই। (ত, শা,)

† অর্থাৎ যদি ঈশ্বরের আদেশ অসত্যভাবে প্রচার করি তবে আমি অপরাধী হই, তোমরা নও, এবং যদি তাহা সত্য প্রচার করি ও তোমরা মান্য না কর তবে অপরাধ তোমাদের, আদেশ মান্য করিতে তোমাদের কোনরূপ ক্ষতি নাই। (ত, শা,)

তুমি কি বধিরকে শুনাইতেছ * ? । ৪৪। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ আছে যে তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে ও যদিচ তাহারা দর্শন করিতেছে না তথাপি তুমি কি অন্ধকে পথ প্রদর্শন করিতেছ? ৪৫। নিশ্চয় ঈশ্বর মনুষ্যের প্রতি কিছুই অত্যাচার করেন না, কিন্তু মনুষ্য আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করে †। ৪৬। যে দিবস তিনি তাহাদিগকে সমুত্থাপন করিবেন তখন তাহারা যেন দিবসের এক ঘণ্টা বৈ বিলম্ব করে নাই ‡ তাহারা পরস্পরকে চিনিবে, যাহারা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকারের বিষয়ে অসত্যারোপ করিয়াছে নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহারা পথ প্রাপ্ত হইবে না। ৪৭। এবং আমি তাহাদের সঙ্গে যে অঙ্গীকার করিয়াছি তাহার কিছু যদি তোমাকে প্রদর্শন করি, কিম্বা তোমার প্রাণহরণ করি, পরে আমার দিকেই তাহাদিগের প্রত্যাবর্ত্তন, অনন্তর তাহারা যাহা করিতেছে, তৎসম্বন্ধে ঈশ্বর সাক্ষী §। ৪৮। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্র-

---

* অর্থাৎ অন্য লোকের যেরূপ হইয়াছে তদ্রূপ উপদেশ আমাদের মনে ও প্রবেশ করুক এই আশায় তাহারা কর্ণপাত বা দৃষ্টিপাত করে, এবিষয় ঈশ্বরের হস্তে। (ত, শা,)

† অর্থাৎ অনেকের মন তাহাদের পাপের জন্য উপদেশ পরিগ্রহ করিতে পারে না, তাহারা অন্তরকে বিশুদ্ধ করিয়া শ্রবণ করে না। (ত, শা,)

‡ অর্থাৎ সেদিন কবরে বাস এক ঘণ্টা কাল বোধ হইবে। (ত, শা,)

কাফেরগণ কবরের মধ্যে যে দীর্ঘকাল শাস্তিভোগ করিবে কেয়ামতের ক্লেশ শস্তির নিকটে উহা একঘণ্টা বলিয়া অনুমিত হইবে। (ত, হো,)

§ অর্থাৎ বদরের সংগ্রাম দিবসে আমি কাফের দিগকে শাস্তিদানের অঙ্গীকার করিয়াছি, সেই শাস্তি প্রদর্শনের পূর্ব্বে যদি তোমার প্রাণ হরণ করি অর্থাৎ পৃথিবীতে যদি তাহাদিগকে দণ্ডিত না করি, পরলোকে তোমাকে তাহাদের কিরূপ শাস্তি হয় দেখাইব। (ত, হো,)

দায়ের জন্য এক এক প্রেরিতপুরুষ আছেন, তাহাদের প্রেরিত পুরুষ যথন উপস্থিত হয় তাহাদের মধ্যে ন্যায়ানুসারে নিষ্পত্তি করা হইয়া থাকে এবং তাহারা অত্যাচারগ্রস্ত হয় না। ৪৯। তাহারা বলে "যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে (বল) কবে এই অঙ্গীকার *।" ৫০। তুমি বল যে ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত আমি আপন জীবনের জন্য ক্ষতি বৃদ্ধি করিতে সক্ষম নহি, প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের জন্য (কাল) নিরূপিত আছে, যখন তাহাদের নির্দ্ধারিত কাল উপস্থিত হয় তখন তাহারা এক ঘণ্টা বিলম্ব করে না ও অগ্রবর্ত্তীও হয় না। ৫১। তুমি বল, তোমারা কি দেখিলে, যদি দিবা বা রজনীতে তাঁহার শাস্তি তোমাদের নিকটে উপস্থিত হয়, পাপিগণ তাহার কোন্‌টীকে সত্বর চাহিবে? ৫২। পরে যেমন তাহা উপস্থিত হইবে তখন কি তোমরা তৎপ্রতি বিশ্বাসী হইবে? (তৎকালে বলা হইবে) এইক্ষণ কি তোমরা বিশ্বাসী হইতেছ? বস্তুতঃ তোমরা (উপহাস পূর্ব্বক) তাহা সত্বর চাহিতেছিলে। ৫৩। তদনন্তর যাহারা অত্যাচার করিয়াছে তাহাদিগকে বলা হইবে নিত্যশাস্তি আস্বাদন কর, যাহা তোমরা উপার্জ্জন করিয়াছ তাহা বৈ তোমাদিগকে বিনিময় দেওয়া যাইবে না। ৫৪। তোমাকে তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে ইহা কি সত্য? তুমি বলিও হাঁ আমার প্রতিপালকের শপথ নিশ্চয় ইহা সত্য, এবং তোমরা (ঈশ্বরের) পরাভবকারী নও। ৫৫। (র, ৫)

এবং যদি পৃথিবীতে যাহা আছে তাহা প্রত্যেক অত্যাচারী

---

* অর্থাৎ তাহারা উপহাস করিয়া ব্যগ্রতাপূর্ব্বক বলে শাস্তিদানের অঙ্গীকার বিষয়ে যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে কবে সেই অঙ্গীকার পূর্ণ হইবে বল। (ত, হো,)

ব্যক্তির হয় তবে অবশ্য তাহারা তদ্দ্বারা (শাস্তির) বিনিময় (ফদিয়া) প্রদান করিবে, যখন তাহারা শাস্তি দর্শন করিবে তখন (লজ্জা-প্রযুক্ত বন্ধুগণ হইতে) অনুতাপ গোপান করিবে, ন্যায়ানুসারে তাহাদের মধ্যে নিষ্পত্তি হইবে ও তাহারা অত্যাচারিত হইবে না। ৫৬। জানিও নিশ্চয় স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে যাহা আছে তাহা ঈশ্বরের, জানিও ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ অবগত নহে। ৫৭। তিনি প্রাণ দান করেন ও প্রাণ হরণ করেন এবং তাঁহার প্রতি তোমরা প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে। ৫৮। হে লোক সকল, সত্যই তোমাদের প্রতিপালক হইতে উপদেশ ও যাহা তোমাদের অন্তরে আছে তাহার আরোগ্য উপস্থিত হইয়াছে, পথপ্রদর্শন ও অনুগ্রহ বিশ্বাসীদিগের জন্য *। ৫৯। বল, (হে মোহম্মদ,) ঈশ্বরের অনুকম্পায় ও তাঁহার অনুগ্রহে (অবতীর্ণ উপদেশাদি,) অতএব ইহা দ্বারা আনন্দিত হওয়া বিধেয়, যাহা তোমরা সঞ্চয় করিতেছ তদপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ। ৬০। বল, ঈশ্বর তোমাদের জন্য উপজীবিকার যাহা কিছু অবতারণ করিয়াছেন তাহা হইতে তোমরা কি দেখিয়া (কতক) বৈধ ও (কতক) অবৈধ করিয়াছ? তুমি জিজ্ঞাসা কর ঈশ্বর কি তোমাদিগকে আজ্ঞা করিয়াছেন, কিম্বা তোমরা ঈশ্বরের প্রতি (অসত্য) বন্ধন করিতেছ? ৬১। এবং যাহারা ঈশ্বরের প্রতি অসত্য বন্ধন করে কেয়ামতের দিনে তাহাদের অনুমান কি?

---

* অর্থাৎ মানব মণ্ডলীর জন্য যে কোরাণ অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা এরূপ এক গ্রন্থ যে তাহা সৎকর্ম্মের প্রবৃত্তিজনক ও অসৎ কর্ম্মের নিবৃত্তিকারক উপদেশের আকর। এবং তাহা আনুষ্ঠানিক ও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান সমন্বিত, উহা অন্তরের রোগ সন্দেহ কুসংস্কারাদি অপনয়ন করে। (ত, হো,)

নিশ্চয় ঈশ্বর মানবমণ্ডলীর প্রতি কৃপাবান্, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ কৃতজ্ঞতা দান করে না। ৬২। (র, ৬)

তুমি (হে মোহম্মদ,) কোন ভাবে থাক না, ও কোরাণের ইহা হইতে (সুরা হইতে) অধ্যয়ন কর না, এবং তোমরা (হে লোক সকল,) কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান কর না যখন তাহাতে প্রবৃত্ত হও, আমি তোমাদের উপর সাক্ষী হওয়া ব্যতীত; স্বর্গ ও পৃথিবীতে বিন্দু পরিমাণ কিছু তোমার প্রতিপালক হইতে প্রচ্ছন্ন হয় না, এবং উজ্জ্বল গ্রন্থে (লিপি) ব্যতীত ইহার ক্ষুদ্রতর ও বৃহত্তর কিছু নাই *। ৬৩। জানিও ঈশ্বরের প্রেমিকগণের উপর কোন ভয় নাই, তাহারা শোকগ্রস্ত হইবে না। ৬৪। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও ধর্ম্মভীরু হইয়াছে পার্থিব জীবনে ও পরলোকে তাহাদের জন্যই সুসংবাদ; ঈশ্বরের বাক্যের পরিবর্ত্তন নাই, ইহাই মহা ফললাভ। ৬৫। + এবং তাহাদের (কাফেরদের) বাক্য তোমাকে দুঃখিত না করুক, নিশ্চয় ঈশ্বরেরই সম্পূর্ণ প্রভাব, তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ৬৬। জানিও নিশ্চয় স্বর্গে যে কেহ আছে ও পৃথিবীতে যে কেহ আছে সে ঈশ্বরের, এবং যাহারা ঈশ্বর ব্যতীত অংশীদিগকে আহ্বান করে তাহারা অনুবর্ত্তন করে না, তাহারা কল্পনার অনুসরণ বৈ করে না এবং তাহারা মিথ্যাবাদী বৈ নহে। ৬৭। তিনিই যিনি তোমাদের জন্য রজনীকে সৃজন করিয়াছেন যেন তোমরা তাহাতে বিশ্রাম লাভ কর এবং দিবসকে আলোকময় করিয়াছেন, নিশ্চয় শ্রবণ করে এমন দলের জন্য ইহাতে নিদর্শন সকল আছে। ৬৮। তাহারা বলে যে "ঈশ্বর পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন;" পবিত্রতা তাঁহার, তিনি নিষ্কাম,

---

* উজ্জ্বল গ্রন্থ এস্থলে ঈশ্বরের ইচ্ছারূপ গ্রন্থ।

পৃথিবীতে যে কিছু আছে ও স্বর্গেতে যে কিছু আছে তাহা তাঁহার, সে বিষয়ে তোমাদের নিকটে কোন প্রমাণ নাই, ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমরা যাহা জ্ঞাত নহ তাহা কি বলিতেছ? ৬৯। বল, নিশ্চয় যাহারা ঈশ্বরের প্রতি অসত্য বন্ধন করে তাহারা উদ্ধার পাইবে না। ৭০। পৃথিবীতে (তাহাদের) ভোগ তৎপর আমার প্রতি তাহাদিগের প্রত্যাবর্ত্তন হইবে, তদনন্তর তাহারা যে ধর্ম্মদ্রোহিতা করিতেছিল তজ্জন্য তাহাদিগকে গুরুতর শাস্তি আস্বাদন করাইব। ৭১। (র ৭)

এবং তুমি তাহাদিগের নিকটে নুহের সংবাদ পাঠ কর, যখন সে আপন সম্প্রদায়কে বলিল যে "হে আমার সম্প্রদায়, যদি আমার অবস্থান এবং ঈশ্বরের নিদর্শন সকল সম্বন্ধে আমার উপদেশ দান তোমাদিগের প্রতি কঠিন হয় তবে আমি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিলাম, অতঃপর তোমাদের কার্য্য সকল ও তোমাদের অংশী সকলকে সমবেত কর, তদনন্তর তোমাদের কার্য্য তোমাদের সম্বন্ধে গুপ্ত না থাকুক, তৎপর আমার প্রতি (সেই কার্য্য) সম্পাদন কর এবং আমাকে অবকাশ দান করিও না *। ৭২। অনন্তর যদি তোমরা অগ্রাহ্য কর তবে আমি তোমাদের নিকটে

---

* কথিত আছে মহা পুরুষ নুহ নয়শত পঞ্চাশ বৎসর উৎপীড়ন সহ্য করিয়া স্বজাতিকে ঈশ্বরের দিকে আহ্বান করিয়াছিলেন; তাহারা ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিলে তিনি "হে আমার সম্প্রদায়, যদি আমার অবস্থান" ইত্যাদি এই সকল কথা বলিলেন। কার্য্য সকল একত্র করার তাৎপর্য্য উৎপীড়নে সমুদ্যোগী হও, অর্থাৎ কার্য্যসম্পাদক প্রধান পুরুষ ও দলপতি দিগকে একত্র কর। তোমাদের কার্য্য তোমাদের সম্বন্ধে গুপ্ত না থাকুক ইহার অর্থ এই যে প্রকাশ্যে আমার প্রতি তোমরা উদ্যোগী হও। (ত, হো,)

কিছু পারিশ্রমিক চাহি না, ঈশ্বরের নিকটে বৈ আমার পারিশ্রমিক নাই, আমি মোসলমানদিগের (একজন) হইতে আদিষ্ট হইয়াছি *। ৭৩। অনন্তর তাহারা তাহার প্রতি অসত্যারোপ করিল, পশ্চাৎ আমি তাহাকে ও তাহার সঙ্গে যাহারা ছিল তাহাদিগকে নৌকাতে রক্ষা করিলাম ও আমি তাহাদিগকে স্থলাভিষিক্ত করিলাম ও যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল তাহাদিগকে জলমগ্ন করিলাম, তদনন্তর দেখ ভয়প্রাপ্ত দিগের পরিণাম কীদৃশ হইল। ৭৪। অবশেষে আমি তাহার (মৃত্যুর) পর প্রেরিত পুরুষগণকে তাহাদের স্বজাতির নিকটে প্রেরণ করিলাম, তাহারা তাহাদের নিকটে নিদর্শন সকল সহ উপস্থিত হইল, পূর্ব্বে তৎপ্রতি তাহারা অসত্যারোপ করিয়াছিল তজ্জন্য বিশ্বাসী হইল না, এইরূপে আমি সেই সীমা লঙ্ঘনকারীদিগের অন্তরে মোহর করিলাম। ৭৫। তদনন্তর তাহাদিগের পরে আমি মুসা ও হারুণকে আমার নিদর্শন সহ ফেরওণও তাহার দলের নিকটে প্রেরণ করিলাম, পরে তাহারা অহঙ্কার করিল ও তাহারা অপরাধী দল ছিল। ৭৬। অনন্তর যখন তাহাদের নিকটে আমার নিকট হইতে সত্য উপস্থিত হইল তাহারা বলিল "নিশ্চয় ইহা স্পষ্ট ইন্দ্রজাল"। ৭৭। মুসা বলিল "তোমরা কি সত্যের সম্বন্ধে যখন (তাহা) তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইল (ইহা) বলিতেছ? ইহা কি ইন্দ্রজাল? ঐন্দ্রজালিকগণ উদ্ধার প্রাপ্ত হয় না"। ৭৮। তাহারা বলিল "আমাদের পিতৃগণ যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা হইতে আমাদিগকে নিবৃত্ত করিবে ও পৃথিবীতে তোমাদের দুই জনের জন্য আধিপত্য

---

* মোসল মান শব্দের অর্থ ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন লোক।

হইবে এ জন্য কি তোমরা আসিয়াছ ? আমরা তোমাদের প্রতি বিশ্বাসী নহি। ৭৯। ফেরওণ বলিল ,,আমার নিকটে প্রত্যেক জ্ঞানী ঐন্দ্রজালিককে উপস্থিত কর। ৮০। অনন্তর যখন ঐন্দ্র-জালিকগণ উপস্থিত হইল "মুসা তাহাদিগকে বলিল" তোমরা যাহার নিক্ষেপকারী তাহা নিক্ষেপ কর ; অনন্তর যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল তখন মুসা বলিল "তোমরা যাহা আনয়ন করিয়াছ তাহাতে ইন্দ্রজাল, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহা সত্বর অসত্য করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর প্রতারকদিগের কার্য্যকে সংশোধন করেন না। ৮১। পর-মেশ্বর সত্যকে স্বীয় আজ্ঞায় প্রমাণিত করিবেন, যদিচ পাপিগণ তাহা ভাল না বাসে। ৮২। (র, ৮)

অনন্তর মুসার প্রতি তাহার দলের সন্তানগণ ব্যতীত অন্য কেহ ফেরওণ ও আপন প্রধান পুরুষগণ তাহাদিগকে শাস্তি দান করিবে ভয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে নাই, নিশ্চয় ফেরওণ পৃথিবীতে গর্ব্বিত ছিল, এবং নিশ্চয় সে সীমা লঙ্ঘনকারী। ৮৩। এবং মুসা বলি-য়াছিল "হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাক, যদি আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাক তবে তাঁহার প্রতি নির্ভর কর। ৮৪। অনন্তর তাহারা বলিয়াছিল" ঈশ্বরের প্রতি আমরা নির্ভর স্থাপন করিলাম, "হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি অত্যাচারী দলের জন্য আমাদিগকে উৎপীড়নভূমি করিও না। ৮৫। এবং আপন দয়াগুণে ধর্ম্মদ্রোহি দল হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর" । ৮৬। এবং আমি মুসার প্রতি ও তাহার ভ্রাতার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম যে তোমাদের দলের জন্য মেসরে আলয় নির্ম্মাণ কর, এবং আপনাদের গৃহকে কেব্‌লা কর, ও উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, এবং বিশ্বাসী দিগকে সুসংবাদ দান কর *। ৮৭। এবং

* ইহাদের মুসার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও ঈশ্বরের উপসনায় নিযুক্ত

মুসা৹ বলিয়াছিল "হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় তুমি ফের-ওণকে ও তাহার প্রধান পুরুষদিগকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পত্তি দান করিয়াছ, হে আমাদের প্রতিপালক, যেন তাহারা তোমার পথ হইতে (লোকদিগকে) বিভ্রান্ত করে, হে আমাদের প্রতিপালক, তাহাদিগের সম্পত্তি বিলোপ কর ও তাহাদের মনের উপর কাঠিন্য স্থাপন কর, অনন্তর যে পর্য্যন্ত বিশ্বাসী না হয় তাহারা দুঃখকর শাস্তি দর্শন করুক"। ৮৮। তিনি বলিলেন "নিশ্চয় তোমাদিগের প্রার্থনা গৃহীত হইল, অতএব তোমরা দৃঢ় থাক, যাহারা জ্ঞান রাখে না তাহাদিগের পথের অনুসরণ করিও না"। *। ৮৯। এবং আমি এস্রায়েল সন্ততিদিগকে সমুদ্র পার করিলাম, তৎপর ফেরওণ ও তাহার সৈন্য অত্যাচার ও শত্রুতারূপে তাহাদের অনুসরণ করিল, এ পর্য্যন্ত যখন তাহার প্রতি নিমগ্ন হওয়া উপস্থিত হইল তখন সে বলিল "আমি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম যে এস্রায়েল সন্তানগণ যাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি-

---

৹ হওয়ার পর ফেরওণ আজ্ঞা করিল যে, বর্ত্মপ্রান্তে পল্লী ও বিপণি মধ্যে ইহাদের যে সকল ধর্ম্মমন্দির ও ভজনালয় আছে তৎসমুদায় ধ্বংস করিয়া ইহাদিগকে উপাসনা হইতে নিবৃত্ত রাখ। তাহাতে কাফেরদিগের অগোচরে আপন আপন গৃহে ভজনালয় স্থাপন করিতে তাহাদিগকে ঈশ্বর আদেশ করিলেন। (ত, হো,)

ফেরওণের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইলে মুসার প্রতি এই আদেশ হইয়াছিল যে আপন দলকে ফেরওণের দলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া রাখিও না, আপনাদের পল্লী পৃথক কর, তাহা হইলে ফেরওণীয় দলের প্রতি যে দুঃখ বিপদ্ উপস্থিত হইবে তাহার অংশী হইতে হইবে না। (ত, শা,)

* কেহ কেহ বলিয়াছেন যে এই প্রার্থনানুসারে ফেরওণের সমুদায় সম্পত্তি প্রস্তরে পরিণত হইয়াছিল। (ত, হো,)

য়াছে তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, এবং আমি আজ্ঞানু-বর্ত্তীদিগের (একজন)"। ৯০। (বলা হইল) এইক্ষণ কি তুমি বিশ্বাসী হইতেছ? নিশ্চয় পূর্ব্বে তুমি বিদ্রোহিতা করিয়াছ ও উপদ্রবকারী ছিলে *। ৯১। পরন্তু আমি অদ্য তোমাকে তোমার শরীরের সঙ্গে উদ্ধার করিব, তাহাতে যাহারা তোমার পশ্চাতে আছে তুমি সেই সকল লোকের জন্য নিদর্শন হইবে, নিশ্চয় মনুষ্য মণ্ডলীর অধিকাংশ আমার নিদর্শন সকলে উদা-সীন †। ৯২। (র, ৯)

এবং নিশ্চয় আমি এস্রায়েল সন্তানগণকে উপযুক্ত স্থান দান রূপে স্থান দিয়াছি ও তাহাদিগকে শুদ্ধ বস্তু হইতে উপজীবিকা দান করিয়াছি, অনন্তর যে পর্য্যন্ত তাহাদের নিকটে (তওরয়তের) জ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে সে পর্য্যন্ত তাহারা বিরুদ্ধাচরণ করে নাই, নিশ্চয় (হে মোহম্মদ,) তদ্বিষয়ে (এইক্ষণ) তাহারা যে

---

* অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন যে সমুদায় জীবন শত্রুতাচরণ করিয়া এইক্ষণ শাস্তি উপস্থিত দেখিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিতেছ, এই সময়ে বিশ্বাস স্থাপনে কোন ফল নাই। (ত, শা,)

† অর্থাৎ তোমার দলস্থ সমুদায় লোক সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইবে, তোমার শরীরকে আমি জলের উপর উত্তোলন করিব। কথিত আছে যখন ফেরওণ সদলে সাগরজলে নিমগ্ন হইল, এস্রায়েলীয় লোকেরা এই ভাবিয়া উৎকণ্ঠিত হইল যে ফেরওণের মৃত্যু হয় নাই, সে মুহুর্মুহু আমাদের অনুসরণে সৈন্যদিগকে নৌকাযোগে সমুদ্র পার করিবে। তখন পরমেশ্বর ফেরওণের দেহকে জলের উপরে উত্তোলন করিলেন, তাহার অঙ্গে যে কবচ ছিল তাহা দ্বারা সকলে তাহাকে চিনিতে পারিল। এস্রায়েল বংশীয় লোকেরা ফেরওণকে প্রাণশূন্য দেখিয়া শান্তি লাভ করিলেন। (ত, হো,)

বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে কেয়ামতের দিন তাহাদের মধ্যে তোমার প্রতিপালক তাহার নিষ্পত্তি করিবেন *। ৯৩। তোমার প্রতি যাহা অবতারণ করিয়াছি তৎপ্রতি যদি তুমি সন্দিগ্ধ হও তবে তোমার পূর্ব্ব হইতে যাহারা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছে তাহাদিগকে প্রশ্ন কর, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি সত্য উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি সংশয়ীদিগের (একজন) হইও না। ৯৪। যাহারা ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে তুমি তাহাদিগের হইও না; তবে ক্ষতিগ্রস্তদিগের (একজন) হইবে। ৯৫। নিশ্চয় যাহাদিগের প্রতি তোমার প্রতিপালকের বাক্য প্রমাণিত হইয়াছে তাহারা বিশ্বাস করে না। ৯৬। + ও যদিচ তাহাদের নিকটে সমুদায় নিদর্শন উপস্থিত হয় যে পর্য্যন্ত না দুঃখকর শাস্তি দর্শন করে সে পর্য্যন্ত (বিশ্বাস করে না,)। ৯৭। তৎপর কোন গ্রাম কেন (এরূপ) হইল না যে, (পূর্ব্বে) বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে ইয়ুনসের সম্প্রদায় ব্যতীত তাহার বিশ্বাস তাহাকে লাভমান করিত, যখন তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিল তখন আমি পার্থিব জীবনে অপমানের শাস্তিকে তাহাদিগ হইতে উন্মোচন করিলাম এবং তাহাদিগকে কিছুকাল ফলভোগী করিলাম ‡। ৯৮।

---

* ফেরওণের মৃত্যুর পর শামরাজ্য এস্রায়েল সন্তানদের প্রতি প্রদত্ত হইল, কোন শত্রু রহিল না। তখন তাহারা স্বীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে বা হজরত মোহম্মদের সম্বন্ধে কোন বিপরীত ভাব পোষণ করে নাই। কিন্তু এইক্ষণ শাস্ত্রের অনেক পরিবর্ত্তন করিতেছে। (ত, হো,)

+ অর্থাৎ কেন গ্রামবাসিগণ শাস্তিদর্শন করিবার পূর্ব্বে বিশ্বাসী হইল না? শাস্তির পূর্ব্বে বিশ্বাস স্থাপনে সত্বর হইলে তাহাদের মঙ্গল হইত। কিন্তু ইয়ুনসের সম্প্রদায় পূর্ব্বে বিশ্বাসী হয় নাই, শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক

এবং যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তবে অবশ্য পৃথিবীতে যাহারা আছে একযোগে তাহারা সকলে বিশ্বাসী হইত, পরন্তু তুমি কি লোকের প্রতি যে পর্য্যন্ত না বিশ্বাসী হয় বলপ্রয়োগ

নিরাপদ হইয়াছিল। এইক্ষণ উক্ত ব্যবস্থা খণ্ডিত হইয়াছে। ইয়ুনসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ;—ইয়ুনস একজন প্রেরিত মহাপুরুষ ছিলেন। পরমেশ্বর তাঁহাকে নয়নুয় নগরনিবাসীদিগের প্রতি মওসলভূমি হইতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি বহুকাল তাহাদিগকে ঈশ্বরের নামে আহ্বান করেন, তাহারা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে অনেক উৎপীড়ন করে। অবশেষে তিনি অক্ষম হইয়া, ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলেন যে "পরমেশ্বর, এই লোক সকল, আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে, অতএব তুমি ইহাদিগের উপর তোমার শাস্তি প্রেরণ কর।" তখন ঈশ্বর আদেশ করিলেন যে "তোমার সম্প্রদায়কে এই সংবাদ দান কর যে তিন দিবস বা চল্লিশ দিবস পরে তোমাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হইবে।" ইয়ুনস তাহাদিগকে এই সংবাদ দিলেন ও তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়া এক পর্ব্বতের গুহায় প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিলেন। পরে যথাসময়ে ঈশ্বরের আদেশে উষ্ণ ব্যতাসহ নিবিড় নীল মেঘ বা ধূমপুঞ্জ ও উল্কাপিণ্ডরাশি আসিয়া নয়নুয় ভূমিকে আচ্ছাদন করিল। নগরবাসিগণ বুঝিল যে ইহা ইয়ুনসের প্রার্থনার ফল। সকলে যাইয়া রাজার শরণাপন্ন হইল, রাজা ইয়ুনসকে অনুসন্ধান করিয়া উপস্থিত করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন, কিন্তু কেহই তাহার অনুসন্ধান পাইল না। রাজা বলিলেন "যদিচ ইয়ুনস প্রস্থান করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যাঁহার প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করিতেন সেই ঈশ্বর বিদ্যমান আছেন, চল সকলে দীনতা ও কাতরতা সহকারে প্রার্থনা করি। তদনুসারে দলে দলে লোক সকল ক্রন্দন আর্ত্তনাদ ও প্রার্থনা করিতে লাগিল। চল্লিশ দিন পরে তাহাদের প্রার্থনার ফল ফলিল। সেই ভয়ানক বিপদের মেঘ কাটিয়া গেল, ঈশ্বর কৃপার ছায়া নগরবাসিদিগের মস্তকে পতিত হইল। ইয়ুনস চল্লিশ দিন অন্তে নগরবাসিদিগের অবস্থার অনুসন্ধান লইবার জন্য নগরাভিমুখে যাত্রা করিয়া পথে সবিশেষ জ্ঞাত হইলেন। তখন মনে মনে ভাবিলেন যে আমি নগরস্থ লোকদিগকে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলাম, এইক্ষণ শাস্তি প্রসন্নতাতে পরিণত হইয়াছে, আমি নগরে উপস্থিত

করিতেছ? *। ৯৯। ঈশ্বরের আদেশ ভিন্ন কাহার পক্ষে বিশ্বাসী হওয়া (শ্রেয়ঃ) নহে, যাহারা জ্ঞান রাখেনা তাহাদের প্রতি তিনি দুর্গতি প্রেরণ করেন। ১০০। তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) আকাশে ও পৃথিবীতে কি আছে তোমরা দৃষ্টিকর, নিদর্শন সকল ও ভয় প্রদর্শকগণ অবিশ্বাসী দলের উপকার করে না †। ১০১। তাহাদের পূর্ব্বে যাহারা চলিয়া গিয়াছে তাহাদের কালের (শাস্তি দুর্ঘটনার কালের) সদৃশ ব্যতীত ইহারা প্রতীক্ষা করে না, তুমি বল তবে তোমরা প্রতীক্ষা করিতে থাক, নিশ্চয় আমি ও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষাকারীদের (একজন)। ১০২। অতঃপর আমি আপন প্রেরিত পুরুষদিগকে ও যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে তাহাদিগকে এইরূপে উদ্ধার করি, বিশ্বাসীদিগকে উদ্ধার করা আমার প্রতি প্রমাণিত হইয়াছে। ১০৩। (র, ১০)

তুমি বল, হে লোক সকল, যদি তোমরা আমার ধর্ম্মসম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হও, তবে (শ্রবণ কর,) তোমরা ঈশ্বর ভিন্ন যাহাদিগকে অর্চ্চনা কর আমি তাহাদিগকে অর্চ্চনা করি না, কিন্তু সেই ঈশ্বরকে অর্চ্চনা করি যিনি তোমাদিগের প্রাণ হরণ করেন, এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি বিশ্বাসীদিগের (একজন) হই। ১০৪।

হইলে সকলে আমার প্রতি অসত্যারোপ করিবে। এই আশঙ্কা করিয়া তিনি প্রান্তরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। তাঁহার নদীতে গমন ও মৎস্যের উদরের ভিতরে বদ্ধ হওয়ার বৃত্তান্ত সুরা আম্বিয়া ও সুরা সফাতে বিবৃত হইবে। (ত, হো,)

* এই আয়ত সংগ্রামের আয়ত সকলের বিরোধী।

† আকাশে ও পৃথিবীতে ঈশ্বরের যে সকল অদ্ভুতক্রিয়া ও আশ্চর্য্য সৃষ্ট পদার্থ সকল আছে তুমি তাহাদিগকে সেই সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বল, সেই সকল নিদর্শন তাহাদিগকে প্রমাণ প্রদর্শন করুক। (ও, হো,)

+ এবং (আদিষ্ট হইয়াছি) যে "স্বীয় আননকে সত্যধর্ম্মের প্রতি স্থাপন কর, ও অংশীবাদীদিগের (একজন) হইও না। ১০৫। এবং ঈশ্বর ব্যতীত যাহা তোমার উপকার ও তোমার অপকার করে না তাহাকে আহ্বান করিও না, পরে যদি তুমি কর তবে তখন নিশ্চয় তুমি অত্যাচারী দলভুক্ত হইবে। ১০৬। এবং যদি পরমেশ্বর তোমাকে দুঃখ দান করেন তবে তাহার উন্মোচনকারী তিনি ব্যতীত নাই, এবং যদি তোমার সম্বন্ধে তিনি কল্যাণ ইচ্ছা করেন তবে তাঁহার দানের প্রতিরোধকারী নাই, তিনি আপন দাসদিগের যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহার প্রতি তাহা প্রেরণ করেন, এবং তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু"। ১০৭। তুমি বল, হে লোক সকল, নিশ্চয় তোমাদের নিকটে তোমাদের প্রতিপালক হইতে সত্য উপস্থিত হইয়াছে, অনন্তর যাহারা পথপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা আপন জীবনের নিমিত্ত বৈ পথ প্রাপ্ত হয় নাই, এবং যাহারা পথভ্রান্ত হইয়াছে, তাহারা নিজের সম্বন্ধে পথভ্রান্ত হই-তেছে বৈ নহে, এবং আমি তোমাদের প্রতি রক্ষক নহি। ১০৮। এবং (হে মোহম্মদ,) তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করা যায় তুমি তাহার অনুসরণ কর, ও ঈশ্বরের আদেশ হওয়া পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ কর, তিনি আজ্ঞা প্রচারকদিগের শ্রেষ্ঠ। ১০৯। (র, ১১)

সুরা হুদ।

একাদশ অধ্যায়। *

১২৩ আয়ত, দশ রকু।

(দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ১।)

(এই) এক গ্রন্থ যে ইহার নিদর্শন সকল দ্রঢ়ীকৃত হইয়াছে, তৎপর নিপুণ তত্ত্বজ্ঞ (ঈশ্বরের) নিকট হইতে বিভক্তীকৃত হইয়াছে। ২। + এই তোমরা পরমেশ্বর ব্যতীত অন্যের অর্চ্চনা করিও না, নিশ্চয় আমি তাঁহার নিকট হইতে তোমাদিগের জন্য ভয় প্রদর্শক সুসংবাদ দাতা (আগত)। ৩। + এবং এই তোমাদের প্রতিপালকের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তৎপর তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হও, তিনি তোমাদিগকে এক নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত উত্তম ফলে ফলভোগী করিবেন এবং প্রত্যেক গৌরবশালী ব্যক্তিকে তাহার গৌরব প্রদান করিবেন, † যদি তোমরা অগ্রাহ্য কর তবে নিশ্চয় আমি

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়। ইহারও ব্যবচ্ছেদক (গুকৃফ) অক্ষর "রা"। সাধারণতঃ ব্যবচ্ছেদক বর্ণ সকলের কোন মর্ম্ম পরিগ্রহ হয় না। তাহার ভাব নিগূঢ়। এই উক্তির পরিপোষক বাক্য এই যে কেহ কোন মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে ব্যবচ্ছেদক বর্ণাবলীর অর্থ কি? তাহাতে তিনি বলেন "ঐশ্বরিক গূঢ় তত্ত্ববিষয়ে প্রশ্ন করিও না।" কেহ কেহ বলেন যে "রা" ইহার অর্থ আমি পরমেশ্বর সাধুদিগের সাধুতা ও পাপীদিগের পাপ দর্শন করি এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহাদের কার্য্যানুরূপ বিনিময় দান করি। অতএব এই বাক্য দণ্ড পুরস্কারের অঙ্গীকার সম্বন্ধীয় (ত, হো,)

† অর্থাৎ যদি বিশ্বাস স্থাপন কর তবে উত্তমরূপে তোমাদের পার্থিব জীবন যাপিত হইবে, এবং ধর্ম্মেতে অগ্রসর ব্যক্তিকে পরমেশ্বর অধিক গৌরবদান করিবেন। (ত, শা,)

তোমাদের প্রতি মহাদিনের শাস্তিকে ভয় পাইতেছি। ৪। ঈশ্বরের দিকে তোমাদিগের প্রত্যাবর্ত্তন, এবং তিনি সকল পদার্থের উপর ক্ষমতাশালী। ৫। জানিও যে নিশ্চয় তাহারা আপন অন্তরকে কুঞ্চিত করে তাহাতে তাঁহা হইতে লুক্কায়িত হইতে চাহে, জানিও যখন তাহারা স্বীয় বস্ত্র সকলকে জড়িত করে, যাহা লুক্কায়িত করে ও যাহা ব্যক্ত করিয়া থাকে তিনি তাহা জ্ঞাত হন, নিশ্চয় তিনি আন্তরিক বিষয়ের জ্ঞাতা *। ৬। এবং পৃথিবীতে কোন স্থলচর নাই যে ঈশ্বরের উপর ব্যতীত তাহার উপজীবিকার নির্ভর, তিনি তাহার অবস্থিতি ভূমি ও অর্পণ ভূমি অবগত আছেন, সকলই উজ্জ্বল গ্রন্থে আছে †। ৭। এবং তিনিই যিনি স্বর্গ ও মর্ত্ত্য ছয় দিনে সৃজন করিয়াছেন, কার্য্যেতে তোমাদের মধ্যে কে অত্যুত্তম ইহা পরীক্ষা করিতে তাঁহার সিংহাসন জলের উপর ছিল, ‡ যদি তোমরা বল যে নিশ্চয় তোমরা

---

* কাফের লোকেরা গৃহে ঈশ্বরবিদ্রোহিতার কথা বলিত, তাহার উত্তর কোরাণে ব্যক্ত হইত, তাহারা মনে করিত যে কেহ গোপনে গৃহে আসিয়া সকল কথা শুনিয়া যায়, পরে প্রেরিত পুরুষকে বলিয়া দেয়, তাহাতেই তিনি এরূপ উক্তি করিয়া থাকেন (ত, শা,)

† অবস্থিতি ভূমি স্বর্গ বা নরক, যাহাতে প্রাণিগণ স্থিতি করে। অর্পণ ভূমি কবর যাহাতে অর্পিত হয় বা পৃথিবী যাহাতে উপজীবিকা প্রদত্ত হয়। (ত, শা,)

‡ কোন কোন তফ্সিরে উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে হরিদ্বর্ণের ইয়াকুত (মাণিক্য বিশেষ) সৃজন করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহাতে সেই মণি জলে পরিণত হয়, তৎপর ঈশ্বর বায়ু সৃজন করিয়া বায়ুর উপর জল জলের উপর সিংহাসন স্থাপন করেন। এইরূপে তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য বায়ু ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। এ সকল ব্যাপার দ্বারা তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন যে তোমরা কার্য্যতঃ তাঁহার প্রতি কেমন কৃতজ্ঞ হও, এবং বায়ুর উপর জল জলের উপর স্বর্গীয় সিংহাসন স্থাপনরূপ অদ্ভুত কার্য্যকে কেমন সত্য বলিয়া স্বীকার কর। (ত, হো,)

মৃত্যুর পরে সমুত্থিত হইবে, অবশ্য ধর্ম্মদ্রোহিগণ বলিবে যে ইহা স্পষ্ট ইন্দ্রজাল বৈ নহে। ৮। এবং যদি আমি কোন নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত তাহাদিগহইতে শাস্তি ক্ষান্ত রাখি তবে তাহারা অবশ্য বলিবে যে কিসে তাহা বদ্ধ রাখিয়াছে, জানিও যে দিবস তাহা তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইবে তাহাদিগ হইতে ফিরাইয়া লওয়া হইবে না, এবং যৎপ্রতি তাহারা উপহাস করিতেছিল তাহা তাহাদিগকে আবেষ্টন করিবে। ৯। (র, ১)

এবং যদি আমি মনুষ্যকে আপনা হইতে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তৎপর তাহা হইতে তাহা ছিনিয়া লই; নিশ্চয় সে নিরাশ ও কৃতঘ্ন। ১০। এবং যদি আমি সে প্রাপ্ত হইয়াছে যে দুঃখ তাহার পর তাহাকে সুখ আস্বাদন করাই সে অবশ্য বলিবে যে "আমা হইতেই অশুভ সকল দূর হইয়াছে;" নিশ্চয় সে আহ্লাদিত গর্ব্বিত হয়। ১১। +যাহারা ধৈর্য্যধারণ ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে তাহারা ব্যতীত; ইহারাই ইহাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার আছে। ৩২। কেন তাহার প্রতি ধন অবতারিত হইল না, অথবা তাহার সঙ্গে দেবতা উপস্থিত হই না, এই যে তাহারা বলে তাহাতে বা তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করা গিয়াছে তুমি তাহার কোনটির পরিহারক হও, এবং তদ্দ্বারা বা তোমার অন্তর সঙ্কুচিত হয়, তুমি (পাপী দিগের) ভয় প্রদর্শক বৈ নহ, ঈশ্বর সকল পদার্থের উপর কার্য্য সম্পাদক। ১৩। তাহারা কি বলে যে তাহাকে (কোরাণকে) বন্ধন (রচনা) করিয়াছে, তুমি বল তবে তাহার সদৃশ বদ্ধ দশ সুরা উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে ঈশ্বর ব্যতীত যাহাকে ক্ষমতা হয় আহ্বান কর। ১৪। অনন্তর যদি তাহারা তোমাদিগকে (হে মোসলমানগণ,) গ্রাহ্য না করে তথাপি তোমরা জানিও যে ইহা (কোরাণ) ঈশ্বরের জ্ঞান সহ

অবতারিত হইয়াছে এবং (জানিও) যে তিনি বৈ ঈশ্বর নাই, পরন্তু তোমরা কি মোসলমান? ১৫। যে সকল ব্যক্তি পার্থিব জীবনও তাহার শোভা আকাঙ্ক্ষা করে আমি তাহাদের প্রতি তাহাদিগের কর্ম্ম (কর্ম্মফল) এস্থানেই দান করিব এবং তাহারা এস্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না*। ১৬। ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য পরলোকে অগ্নি ব্যতীত নাই, এস্থানে তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা প্রণষ্ট হইয়াছে এবং যাহা করিতেছিল তাহা মিথ্যা হইয়াছে। ১৭। অনন্তর যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের নিদর্শনের উপর আছে সে কি (পার্থিব জীবনের পার্থীদিগের সদৃশ?) এবং ইহাকে তাঁহার সাক্ষী অনুসরণ করে ও ইহার পূর্ব্ব হইতে মুসার গ্রন্থ অগ্রবর্ত্তী ও অনুগ্রহ রূপ আছে,† ইহারা এতৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং সম্প্রদায় সকলের যে ব্যক্তি ইহার বিরোধী পরে তাহার জন্য অগ্নি অঙ্গীকৃত, অতএব ইহার প্রতি

---

* অর্থাৎ যাহারা আপন সৎকর্ম্মের পুরস্কার পৃথিবীতে পাইতে ইচ্ছা করে, পরলোকে ফল লাভের আকাঙ্ক্ষী নহে, তাহাদিগকে আমি এই পৃথিবীতেই স্বাস্থ্য সম্পদ্ ও বহু সন্ততি প্রদান করিব। (ত, হো,)

† ঐশ্বরিক নিদর্শন যাঁহাকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিতেছে তিনি কি সংসারী লোকের সদৃশ? এবং ঈশ্বরের সাক্ষী অর্থাৎ জেব্রিল প্রভৃতি ইহার অনুসরণ করিয়াছেন, ইঁহারা ইহাকে কোরাণ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। জাদোল্‌মসির গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে ইঞ্জিল যদিচ পূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়াছে তথাপি উহা সুসংবাদ দান ও সত্যতা বিষয়ে কোরাণের অনুবর্ত্তী। ইঞ্জিলের বা কোরাণের পূর্ব্ববর্ত্তী মুসার গ্রন্থ তওরয়তও হজরত মোহম্মদের প্রেরিতত্বের সত্যতা ও তাঁহার জন্ম গ্রহণের সুসংবাদ দান বিষয়ে কোরাণের অনুবর্ত্তী অর্থাৎ কোরাণের সদৃশ। ধর্ম্মবিশ্বাসীদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ তওরয়ত, ও তাহা ঈশ্বরের অনুগ্রহ স্বরূপ। (ত, হো,)

সন্দিগ্ধ হইওনা, নিশ্চয় ইহা (এই অঙ্গীকার) সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না। ১৮। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি অসত্য বন্ধন করিয়াছে তাহা অপেক্ষা সমধিক অত্যাচারী কে? তাহারা আপন প্রতিপালকের নিকটে আনীত হইবে, এবং সাক্ষিগণ বলিবে যে "যাহারা আপন প্রতিপালকের সম্বন্ধে অসত্য বলিয়াছে ইহারাই তাহারা;" জানি ও অত্যাচারী দিগের প্রতি ঈশ্বরের অভিসম্পাত হয় *। ১৯। যাহারা ঈশ্বরের পথ হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত করে ও তাহাতে কুটিলতা ইচ্ছাকরে তাহারা পরলোকে সেই কাফের থাকে। ২০। তাহারা পৃথিবীতে (ঈশ্বরের) পরাভবকারী হয় না, এবং তাহাদের জন্য ঈশ্বর বৈ কোন বন্ধু নাই, তাহাদের নিমিত্ত শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে, তাহারা শুনিতে সক্ষম নহে, ও দর্শন করিতেছে না †। ২১। যাহরা স্বীয় জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে ইহারাই তাহারা, তাহারা যাহা বন্ধন (প্রতিমাপূজা) করিতেছিল তাহাদিগহইতে উহা বিলুপ্ত হইল। ২২। নিঃসন্দেহ যে তাহারাই পরলোকে ক্ষতিগ্রস্ত। ২৩। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে ও স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি দীনতা প্রকাশ করিয়াছে তাহারা স্বর্গ নিবাসী, তাহারা তথায়

---

* যে সকল দেবতা মনুষ্যের কার্য্য কলাপ লিপি করিয়া থাকেন পরলোকে তাঁহারা সাক্ষী হইবেন। এই কয়েক প্রকারে ঈশ্বরের সম্বন্ধে অসত্য বলা হইয়া থাকে, যথা শাস্ত্রের অসত্য ব্যাখ্যা দ্বারা, কৃত্রিম স্বপ্ন দর্শনের কথা দ্বারা, ধর্ম্ম সম্বন্ধে বুদ্ধি অনুসারে আদেশ করিয়া, আমি ঈশ্বরের সান্নিধ্যবর্ত্তী লোক আমি গূঢ় তত্ত্বের জ্ঞাতা এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া। (ত, শা,)

† ইহারা কোন আধ্যাত্মিকতত্ত্ব শ্রবণ করিতে পারে না, এবং আধ্যাত্মিক ব্যাপার দর্শন করিতে সক্ষম নহে, ইহারা ঈশ্বরতত্ত্ব কোথা হইতে লাভ করিবে? সুতরাং মিথ্যা বৈ বলেনা। (ত, শা,)

সর্ব্বদা থাকিবে। ২৪। এই দুই দলের ভাব অন্ধ ও বধির দ্রষ্টা ও শ্রোতার সদৃশ, উভয়ে কি তুল্য? অনন্তর তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না? *। ২৫। (র, ২)

এবং সত্যই আমি নুহকে তাহার সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম, (সে বলিয়াছিল) "নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভয়প্রদর্শক। ২৬। + যেন তোমরা ঈশ্বর ব্যতীত (অন্যের) অর্চ্চনা না কর, নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্বন্ধে দুঃখকর দিবসের শাস্তিকে ভয় করি"। ২৭। অনন্তর তাহার দলের যে সকল প্রধান পুরুষ ধর্ম্মদ্রোহী তাহারা বলিল যে "আমরা আমাদের ন্যায় মনুষ্য বৈ তোমাকে দেখিতেছিনা, এবং যাহারা আমাদের মধ্যে বাহ্যদর্শী নিকৃষ্ট তাহারা ব্যতীত (কেহ) তোমার অনুসরণ করিতেছে দেখিতেছিনা, এবং আমরা দেখিতেছিনা যে আমাদের উপরে তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠতা আছে, বরং তোমাদিগকে মিথ্যাবাদী মনে করিতেছি"। ২৮। সে বলিয়াছিল "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কি দেখিয়াছ? যদি আমি আপন প্রতিপালকের নিদর্শনের উপর থাকি

---

* দর্শন ও শ্রবণ বিষয়ে বিশ্বাসীদিগের অবস্থা কাফেরদিগের বিপরীত। বহরোল্‌হকায়েকে উল্লিখিত হইয়াছে যে সেই ব্যক্তিই অন্ধ যে সত্যকে অসত্য ও অসত্যকে সত্য দর্শন করে, এবং বধির সেই ব্যক্তি যে অসত্যকে সত্য ও সত্যকে অসত্য শ্রবণ করিয়া থাকে। তিনিই চক্ষুষ্মান্ যিনি সত্যকে সত্য দর্শন করিয়া তাহার অনুসরণ করেন এবং অসত্যকে অসত্য দেখিয়া তাহা হইতে বিরত থাকেন। অপিচ তিনিই শ্রোতা যিনি সত্যকে সত্য শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করেন এবং অসত্যকে অসত্য শ্রবণ করিয়া তাহা হইতে বিরত হন। যিনি ঈশ্বর যোগে দর্শন করেন তিনি ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছু অবলোকন করেন না, এবং যিনি ঈশ্বর যোগে শ্রবণ করেন তিনি ঈশ্বরের বাণী ব্যতীত শ্রবণ করেন না। (ত, হো,)

ও তাঁহার নিকট হইতে আমার প্রতি করুণা বিতরিত হইয়াথাকে তবে তোমাদের প্রতি (তাহা) প্রচ্ছন্ন, আমরা কি তাহা (গ্রাহ্য করিতে) তোমাদের প্রতি আরোপ করিব? তোমরা তাহার অবজ্ঞাকারী।২৯। এবং হে আমার সম্প্রদায়, তৎসম্বন্ধে আমি তোমাদের নিকটে ধন প্রার্থনা করি না, ঈশ্বরের নিকটে বৈ আমার পুরস্কার নাই, যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে আমি তাহাদের বহিষ্কারী নহি, নিশ্চয় তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারী, কিন্তু আমি তোমাদিগকে এমন এক দল দেখিতেছি যে মূর্খতা করিতেছ।৩০। এবং হে আমার সম্প্রদায়, যদি আমি তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করি তবে ঈশ্বরের (শাস্তি) হইতে কে আমাকে সাহায্যদান করিবে? অনন্তর তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না? ৩১। এবং আমি তোমাদিগকে বলিতেছি না যে আমার নিকটে ঈশ্বরের ভাণ্ডার, ও আমি গুপ্ত বিষয় জানি,এবং আমি বলিতেছি না যে নিশ্চয় আমি দেবতা, ও আমি বলিতেছি না যে তোমাদের চক্ষু যাহাদিগকে নিকৃষ্ট দেখিতেছে পরমেশ্বর তাহাদিগের প্রতি কখন কোন কল্যাণ বিধান করিবেন না, তাহাদের অন্তরে যাহা আছে তিনি তাহার উত্তম জ্ঞাতা, (তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ নাদিলে) নিশ্চয় আমি তখন অত্যাচারীদিগের (এক জন) হইব,,।৩২। তাহারা বলিল “হে নুহ, তুমি আমাদের সঙ্গে বিতণ্ডা করিলে, অতঃপর আমাদের সঙ্গে বহু বিতণ্ডা করিলে, তৎপর তুমি আমাদের সঙ্গে যে (শাস্তির) অঙ্গীকার করিয়াছ যদি সত্যবাদী দিগের (একজন) হও তবে তাহা আমাদিগের নিকটে উপস্থিত কর,,। ৩৩। সে বলিল “যদি ইচ্ছা করেন ঈশ্বর তোমাদের নিকটে তাহা উপস্থিত করিবেন বৈ নহে, তোমরা (তাঁহার) নির্য্যাতনকারী নহ।৩৪। যদি আমি

ইচ্ছাকরি যে তোমাদিগকে উপদেশ দানকরি ঈশ্বর তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকিলে আমার উপদেশ তোমাদিগকে উপকৃত করিবেনা, তিনি তোমাদের প্রতিপালক, তাঁহার দিকেই তোমরা প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে"। ৩৫। (হে মোহম্মদ,) তাহারা কি বলে যে ইহা (কোরাণ) বাঁধা হইয়াছে? বল, যদি ইহা বাঁধিয়া থাকি, তবে আমার প্রতি আমার অপরাধ এবং তোমরা যে অপরাধ করিতেছ তাহা হইতে আমি মুক্ত। ৩৬। (র, ৩)

এবং নুহের প্রতি এই প্রত্যাদেশ করা গেল যে নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহারা ব্যতীত তোমার দলের ইহারা কখন বিশ্বাস স্থাপন করিবে না, অতঃপর ইহারা যাহা করিতেছে তজ্জন্য তুমি দুঃখিত হইও না *। ৩৭। এবং তুমি আমার দৃষ্টিগোচরে ও আমার আজ্ঞানুসারে নৌকা নির্ম্মাণ কর, এবং যাহারা অন্যায় করিয়াছে তাহাদের সঙ্গে কথা বলিও না, নিশ্চয় তাহারা নিমগ্ন হইবে। ৩৮। এবং সে নৌকা প্রস্তুত করিতে লাগিল, ও যখন তাহার দলের প্রধান পুরুষগণ তাহার নিকটে উপস্থিত হইত তখন তাহার প্রতি উপহাস করিত, সে বলিল "যদি তোমরা আমাদের প্রতি উপহাস কর তবে নিশ্চয় তোমরা যেমন উপহাস করিতেছ, আমরাও তোমাদের প্রতি উপহাস করিব" †। ৩৯। অনন্তর সত্বর তোমরা জানিতে পাইবে

---

* প্রেরিত মহাপুরুষ নুহ ধর্ম্মগ্রন্থ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহার জাতি বর্গ তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। (ত, শা,)

† শুষ্কভূমির উপরে জলনিমজ্জন হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় অবলম্বন করা হইতেছে বলিয়া তাহারা হাস্যোপহাস করিতেছিল, এবং নুহ এজন্য উপহাস করিতেছিলেন যে ইহাদের মৃত্যু উপস্থিত, ইহারা হাস্য করিতেছে। (ত, শা,)

কোন্ ব্যক্তি যে তাহার নিকটে শাস্তি উপস্থিত হইবে যে তাহাকে লাঞ্ছিত করিবে, এবং তাহার প্রতি নিত্য শাস্তি অবতীর্ণ হইবে। ৪০। যে পর্য্যন্ত আমার আজ্ঞা উপস্থিত হইল এবং চুল্লী উচ্ছ্বসিত হইল সে পর্য্যন্ত আমি বলিলাম যে ইহার মধ্যে প্রত্যেকের জোড়া এবং যাহার উপর পূর্ব্বে কথা হইয়া গিয়াছে সে ভিন্ন আপন স্বগণদিগকে ও বিশ্বাসীদিগকে উঠাও, তাহার সঙ্গে অল্প লোক ব্যতীত বিশ্বাস স্থাপন করে নাই *। ৪১। এবং সে বলিল "ইহাতে আরোহণ কর, ঈশ্বরের নামে ইহার গতি ও স্থিতি, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল দয়ালু"। ৪২। এবং তাহাদের সহকারে তাহা পর্ব্বত তুল্য তরঙ্গের মধ্যে চলিতেছিল, এবং নুহ স্বীয় পুত্রকে যে সে কিনারায় ছিল ডাকিল "হে আমার পুত্র, আমার সঙ্গে আরোহণ কর, এবং ধর্ম্মদ্রোহীদিগের সঙ্গে থাকিও না"। ৪৩। সে বলিল "আমি সত্বর পর্ব্বতের দিকে আশ্রয় লইতেছি যে জল হইতে আমাকে রক্ষা করিবে, (নুহ) বলিল "অনুগৃহীত ব্যক্তি ব্যতীত অদ্য ঈশ্বরের (শাস্তির) আজ্ঞা হইতে রক্ষাকারী কেহ নাই; তাহাদের উভয়ের মধ্যে তরঙ্গ আবরণ হইল, অনন্তর সে জলমগ্ন হইল †। ৪৪। এবং বলা হইল "হে পৃথিবি,

---

* সেই নৌকাতে প্রত্যেক জন্তুর জোড়া (পুংস্ত্রী) সেই সকলের বংশ রক্ষার জন্য রাখা হইয়াছিল। নুহের পরিবারস্থ যাহাদের সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল সেই কেনান নামক পুত্র ও তাহার মাতা নিমগ্ন হইল, তিন পুত্র রক্ষা পাইল, সমুদায় ভবিষ্যদ্বংশীয় তাহাদেরই সন্তান। মহাত্মা নুহের গৃহে এক চুল্লী ছিল, তাহাতেই জলপ্লাবনের পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পায় যখন সেই চুল্লী হইতে জল উঠিবে তখনই নৌকায় আরোহন করিতে হইবে এরূপ নির্দ্দেশ ছিল। (ত, শা,)

† সেই দিবস উন্নত গিরিশিখরস্থ উন্নত বৃক্ষ সকল পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইয়াছিল, বিহঙ্গকুলেরও রক্ষা পাইবার উপায় ছিলনা। (ত, শা,)

তুমি স্বীয় সলিলকে গ্রাস কর, ওহে আকাশ, তুমি নিবৃত্ত হও ; * এবং জল শুষ্ক হইল ও কার্য্য সমাপ্ত হইল, এবং জুদিগিরিতে (নৌকা) স্থির হইল, এবং অত্যাচারী লোকদিগকে দূর হউক, বলা হইল। ৪৫। এবং নুহ স্বীয় প্রতিপালককে ডাকিল পরে বলিল "হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমার পুত্র আমার স্বগণ সম্বন্ধীয়, নিশ্চয় তোমার অঙ্গীকার সত্য, এবং তুমি আজ্ঞাদাতা-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা দাতা" †। ৪৬। তিনি বলিলেন "হে নুহ, নিশ্চয় সে তোমার স্বগণ সম্বন্ধীয় নহে, নিশ্চয় তাহার কার্য্য অযোগ্য, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই, তুমি তাহা আমার নিকটে প্রার্থনা করিও না, সত্যই আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে তুমি মূর্খদিগের (একজন) হইতে (নিবৃত্ত) হও" । ৪৭। সে বলিল "হে আমার প্রতিপালক, সত্যই আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি যে, যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নাই আমি তোমাকে তাহার প্রশ্ন করিয়াছি, যদি তুমি আমাকে ক্ষমা না কর ও আমাকে দয়া না কর আমি ক্ষতিগ্রস্তদিগের (একজন) হইব"। ৫৮। বলা হইল "হে নুহ, আমা হইতে শান্তি সহকারে ও

---

* মহাপুরুষ নুহ কুফা নগর হইতে কিম্বা হিন্দুস্থান হইতে অথবা দ্বিপান্তর্গত অয়নওরদা নামক স্থান হইতে নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলেন, তরণী সমুদায় পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিল। জলপ্লাবন নিঃশেষিত ও ধর্ম্মদ্রোহিদল জলমগ্ন হইলে পর এইরূপ আজ্ঞা হয়। (ত, হো,)

চল্লিশ দিন অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টিপাত ও মৃত্তিকার নিম্ন হইতে জল উত্থিত হইয়াছিল। ছয় মাস অন্তে জলের হ্রাস হয় ও পর্ব্বতের চূড়া সকল প্রকাশ পায়, শামদেশের অন্তর্গত জুদি শৈলে যাইয়া পোত সংলগ্ন হয়। (ত, শা,)

† এক ভার্য্যা তো মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছে, এইক্ষণ তুমি পুত্রকে হয় রক্ষা কর না হয় বিনাশ কর। (ত, শা,)

তোমার উপর এবং তোমার সঙ্গে যাহারা আছে তাহাদিগ হইতে (উৎপন্ন) মণ্ডলী সকলের উপর সমুন্নতি সহকারে নামিয়া এস, এবং পরে অনেক মণ্ডলী হইবে যে অবশ্য আমি তাহাদিগকে ফলভোগী করিব, তৎপর আমা হইতে দুঃখজনক শাস্তি তাহাদের প্রতি উপস্থিত হইবে *। ৪৯। এই গুপ্ততত্ত্ব তোমার প্রতি আমি প্রত্যাদেশ করিলাম, তুমি ও তোমার দল ইতিপূর্ব্বে তাহা জানিতে না, নিশ্চয় ধর্ম্মভীরুদিগের জন্য (শুভ) পরিণাম। ৫০। (র, ৪)

এবং আদজাতির প্রতি তাহাদের ভ্রাতা হুদ (প্রেরিত হইয়াছিল,) সে বলিয়াছিল "হে আমার সম্প্রদায়, পরমেশ্বরকে অর্চ্চনাকর, তোমাদেরর জন্য তিনি ব্যতীত কোন ঈশ্বর নাই, তোমরা অসত্য বন্ধনকারী বৈ নহ। ৫১। হে আমার সম্প্রদায়, আমি ইহার জন্য তোমাদের নিকটে পুরস্কার প্রার্থনা করিতেছি না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার নিকটে ব্যতীত আমার পুরস্কার নাই, পরন্তু তোমরা কি বুঝিতেছ না ? ৫২। এবং হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তৎপর তাঁহার প্রতি প্রত্যাবর্ত্তিত হও, তোমাদের উপরে তিনি বর্ষণকারী মেঘ প্রেরণ করিবেন ও তোমাদিগকে আপন শক্তির উপর শক্তি অধিক দিবেন, অপরাধী হইয়া ফিরিয়া যাইও না" †। ৫৩। তাহারা বলিল "হে হুদ, তুমি

---

* পরমেশ্বর আশ্বাস দান করিলেন যে কেয়ামতের পূর্ব্বে পুনর্ব্বার সমুদায় মানব জাতির উপর বিনাশ উপস্থিত হইবে না, কিন্তু কোন কোন দল বিনষ্ট হইবে। (ত, শা,)

† আদীয় লোকেরা হুদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিলে পর সেই অপরাধে পরমেশ্বর

আমাদের নিকটে প্রমাণ উপস্থিত কর নাই, তোমার কথানুসারে আমরা আমাদের উপাস্যদিগকে বর্জ্জন করিব না, ও আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসী নহি। ৫৪। আমাদের পরমেশ্বরদিগের কেহ তোমাকে পীড়া দিয়াছে, ইহা বৈ আমরা বলিতেছি না ;" * সে বলিল "নিশ্চয় আমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিতেছি ও তোমরা সাক্ষী থাক যে সত্যই আমি তোমারা যাহাকে অংশী করিতেছ তাহা হইতে বিমুক্ত। ৫৪। + অনন্তর তোমরা সকলে আমার প্রতি ছলনা করিও, তৎপর আমাকে অবকাশ দিও না †। ৫৫। সত্যই আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর স্থাপন করিয়াছি, কোন স্থলচর নাই যে তিনি ব্যতীত (অন্যে) তাহার মস্তক ধারণ করিয়া আছে, নিশ্চয়

তিন বৎসর তাহাদের প্রতি বারিবর্ষণ করেন নাই, এবং তিনি স্ত্রী পুরুষের সন্তান উৎপাদিকা শক্তি রহিত করিয়াছিলেন, তাহারা সকলে কৃষিজীবী ছিল, ও তাহাদের অনেক শত্রু ছিল, তাহারা শস্যোৎপত্তির উদ্দেশ্যে বৃষ্টির জন্য ও শত্রু নিবারণকারী সন্তানের জন্য প্রার্থী হইয়াছিল। (ত, হো,)

* আদীয় "লোকেরা বলিল তুমি আমাদিগকে গালি দিয়া থাক, এজন্য আমাদের পরমেশ্বরগণ তোমাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতেই যে সকল কথা বুদ্ধিসঙ্গত নহে তোমা হইতে তাহা শ্রবণ করিতেছি।" (ত, হো,)

† অনন্তর আমাকে তোমরা অবকাশ দিও না, অর্থাৎ আমার প্রতি যাহা করিতে ইচ্ছা হয় করিও, আমি ভয় করি না। ঈশ্বরের আশ্রয় পাইয়া আমি তোমাদের অত্যাচার উৎপীড়ন বিষয়ে নির্ভয় হইয়াছি। মহাপুরুষ হুদের অলৌকিকতার মধ্যে এই একটি বিশেষ অলৌকিকতা ছিল যে তিনি একাকী প্রবল পরাক্রান্ত শোণিত লোলুপ শত্রুদলের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, এবং নির্ভীক হৃদয়ে "আমাকে অবকাশ দিও না" ইত্যাদি কথা বলিয়াছিলেন, সকলে মহাক্রোধে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। (ত, হো,)

আমার প্রতিপালক সরলপথে আছেন *। ৫৬। অনন্তর যদি তোমরা অগ্রাহ্য কর তথাপি নিশ্চয় তোমাদের নিকটে প্রচার করিব, এবং আমার প্রতিপালক তোমরা ভিন্ন অন্যদলকে স্থলাভিষিক্ত করিবেন, এবং তোমরা তাঁহার কিছুই অপকার করিতে পারিবে না, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সকল পদার্থের সংরক্ষক” †। ৬৭। এবং যখন আমার আজ্ঞা উপস্থিত হইল তখন আমি হুদকে ও তাহার সঙ্গে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল তাহাদিগকে আপনার দয়াতে উদ্ধার করিলাম, এবং কঠিন শাস্তি হইতে তাহাদিগকে বাঁচাইলাম। ৫৮। এই আদজাতি যে তাহারা আপন প্রতিপালকের নিদর্শন সকলকে অস্বীকার করিয়াছিল ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের বিরোধী হইয়াছিল এবং তাহারা প্রত্যেক দুর্দ্দান্ত শত্রুতাকারীদিগের আজ্ঞার অনুসরণ করিয়াছিল। ৫৯। এবং এই পৃথিবীতে এবং কেয়ামতের দিনে তাহাদিগের পশ্চাতে অভিসম্পাত প্রেরিত হইতেছে, জানিও নিশ্চয় আদ জাতি স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিদ্রোহিতা করিয়াছে, জানিও হুদের দল যে আদ ছিল তাহাদের জন্য অভিসম্পাত হইয়াছে। ৬০। (র, ৫)

এবং সমুদজাতির প্রতি তাহাদের ভ্রাতা সালেহ (প্রেরিত হইয়াছিল,) সে বলিয়াছিল যে “হে আমার সম্প্রদায়, ঈশ্বরকে অর্চ্চনা কর, তোমাদের জন্য তিনি ব্যতীত কোন ঈশ্বর নাই, তিনি তোমাদিগকে ভূমি হইতে সৃজন করিয়াছেন ‡ এবং তথায়,

---

* অর্থাৎ সরল পথে চলিলেই তাঁহার সঙ্গে মিলন হয়। (ত, শা,)

† অর্থাৎ প্রেরিত পুরুষের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, কেন না ঈশ্বর তাঁহার রক্ষক। (ত, শা,)

‡ “তোমাদিগকে ভূমি হইতে সৃজন করিয়াছেন” ইহার অর্থ তোমাদের আদিপুরুষ আদমকে মৃত্তিকা হইতে সৃজন করিয়াছেন। (ত, হো,)

তোমাদিগকে অধিবাসী করিয়াছেন, অতএব তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তৎপর তাঁহার প্রতি প্রত্যাগমন কর, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সত্বর প্রার্থনা গ্রাহ্যকারী"। ৬১। তাহারা বলিল "হে সালেহ, নিশ্চয় তুমি ইতিপূর্ব্বে আমাদের মধ্যে আশান্বিত ছিলে, * আমরা যাহাদিগকে অর্চ্চনা করিতেছি, ও আমাদের পিতৃপুরুষগণ অর্চ্চনা করিয়াছেন তুমি কি আমা-দিগকে তাহা (করিতে) নিষেধ করিতেছ? তুমি যে সংশয়োৎপাদক বিষয়ের প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ তাহাতে নিশ্চয় আমরা সন্দিগ্ধ"। ৬২। সে বলিল "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কি দেখিলে, যদি আমি আমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শনের উপর থাকি, ও তাঁহা হইতে আমার প্রতি কোন কৃপা প্রদত্ত হয় (সে অবস্থায়) যদি আমি তাঁহার অবাধ্য হই, তবে ঈশ্বর হইতে (ঈশ্বরের শাস্তি হইতে) আমাকে কে সাহায্যদান করিবে? তোমরা ক্ষতি ভিন্ন আমার সম্বন্ধে বৃদ্ধি করিতেছ না †। ৬৩। এবং হে

---

* "তুমি ইতি পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে আশান্বিত ছিলে" অর্থাৎ তুমি যে একজন মহাপুরুষ হইবে তোমার ললাটে সেই লক্ষণ আমরা দর্শন করিতেছিলাম। (ত, হো,)

† "যদি আমি তাঁহার অবাধ্য হই" অর্থাৎ তাঁহার আজ্ঞা প্রচার অস্বীকার করি। তবে ঈশ্বরের শাস্তি হইতে কে সাহায্য দান করিবে?" অর্থাৎ কে রক্ষা করিবে? আমি তোমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে আহ্বান করিতেছি, এদিকে তোমরা স্বধর্ম্মে আমাকে আহ্বান করিয়া আমার সঙ্গে বিতণ্ডা করিতেছ। তোমরা আমার প্রতি ক্ষতি বৈ বৃদ্ধি করিতেছ না। সমুদ জাতি বহু তর্ক বিতর্কের পর তাহাদের প্রেরিত পুরুষ সালেহকে অদ্ভুত ক্রিয়া প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। যথা সুরা এরাফে তাহা বিবৃত হইয়াছে। সালেহের প্রার্থনানুসারে প্রস্তরহইতে উষ্ট্র বাহির হয়, তিনি সেই উষ্ট্রকে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করেন ও তাহার সম্বন্ধে কয়েকটী অঙ্গীকার পালন করিতে বলেন। (ত, হো,)

আমার সম্প্রদায়, এই ঐশ্বরিক উষ্ট্রী তোমাদের জন্য নিদর্শন, অতঃপর ইহাকে ছাড়িয়া দেও, সে ঈশ্বরের ভূমিতে ভক্ষণ করিতে থাকুক, এবং কোন অনিষ্ট করিবার জন্য তাহাকে স্পর্শ করিও না, তবে তোমরা সত্বর শাস্তি প্রাপ্ত হইবে * । ৬৪। অনন্তর তাহারা তাহার পদ ছেদন করিল, তৎপর সে (সালেহ) বলিল "তিন দিবস স্বীয় গৃহে তোমরা ফলভোগী হও, ইহা সত্য অঙ্গীকার"। ৬৫। তৎপর যখন আমার আদেশ উপস্থিত হইল তখন আমি সালেহকে ও যাহারা তাহার সঙ্গে বিশ্বাসী হইয়াছিল তাহাদিগকে স্বকীয় দয়াতে রক্ষা করিলাম, ও সেই দিবসের দুর্গতি হইতে (রক্ষা করিলাম,) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সেই শক্তি-শালী বিজয়ী। ৬৬। এবং যাহারা অত্যাচার করিয়াছিল ভীষণ নিনাদ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, অনন্তর তাহারা আপন গৃহে অধোভাবে (মৃত) প্রাতঃকাল করিল। ৬৭। + যেন তাহারা সেই স্থানে ছিল না, জানিও নিশ্চয় সমুদ স্বীয় প্রতি-পালকের প্রতি বিদ্রোহিতা করিয়াছে, জানিও দূর হউক (অভি-সম্পাত) সমুদের প্রতি হইয়াছে † । ৬৮। (র, ৬)

---

* সালেহের নিকটে সমুদজাতি অলৌকিকতা প্রার্থনা করিয়াছিল, সালে-হের প্রার্থনানুসারে পাষাণ ভেদ করিয়া এক উষ্ট্রী বাহির হয়, তৎক্ষণাৎ সে প্রসব করে, সেই মুহূর্ত্তে শাবক মাতার তুল্য বৃহৎ হইয়া উঠে। সালেহে বলিলেন, যে পর্য্যন্ত তোমরা ইহাকে সম্মান করিবে সে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে ক্লেশ দুর্গতি হইবে না। সেই প্রকাণ্ড উষ্ট্রীকে দেখিয়া পশু সকল ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল, তখন কোন ব্যক্তি তাহাকে কোনরূপ তাড়না করে নাই। (ত, শা,)

† তাহাদের প্রতি এই প্রকার শাস্তি উপস্থিত হইল যে, রজনীতে তাহারা শয়ান ছিল, স্বর্গীয় দূত ভয়ঙ্কর শব্দ করিল, তাহাতে তাহাদের হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া গেল। (ত, শা,)

সত্যই আমার প্রেরিতগণ সুসংবাদ সহ এব্রাহিমের নিকটে আসিয়াছিল, তাহারা বলিয়াছিল "সলাম" সে বলিয়াছিল "সলাম" তৎপর সে গোবৎস ভাজা আনয়ন করিতে বিলম্ব করে নাই * । ৬৯। অনন্তর যখন সে দেখিল যে তাহাদের হস্ত তৎপ্রতি (ভোজ্যের প্রতি) সংলগ্ন হয় না, তখন তাহাদিগকে মন্দ বোধ করিল, এবং তাহাদিগ হইতে মনে ভয় পাইল, তাহারা বলিল "ভীত হইও না, নিশ্চয় আমরা লুতীয় সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি"। ৭০। এবং (তাহার) স্ত্রী দণ্ডায়মান ছিল, তাহাতে সে হাস্য করিল, অনন্তর আমি তাহাকে এস্‌হাকের ও এস্‌হাকের অন্তে ইয়কুবের সুসংবাদ দান করিলাম। ৭১। সে বলিল "হায় আমার প্রতি আক্ষেপ! আমি কি প্রসব করিব? আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী বৃদ্ধ, নিশ্চয় এই ব্যাপার আশ্চর্য্য"। । ৭২। তাহারা বলিল "তোমরা কি ঈশ্বরের কার্য্যে আশ্চর্য্যান্বিত হও? হে গৃহস্থ, তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের দয়া ও তাঁহার প্রসন্নতা আছে, নিশ্চয় তিনি প্রশংসিত গৌরবান্বিত"। ৭৩। অনন্তর যখন এব্রাহিম হইতে ভয় বিদূরিত হইল ও তাহার নিকটে সুসমাচার উপস্থিত হইল তখন সে লুতীয় সম্প্র-

---

* সেই কয়েক ব্যক্তি স্বর্গীয় দূত ছিলেন, তাঁহারা লুতীয় সম্প্রদায়কে সংহার করিতে যাইতেছিলেন, প্রথমতঃ মহাপুরুষ এব্রাহিমের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভার্য্যার গর্ভে পুত্র হইবে এই সুসংবাদ তাঁহাকে দান করেন। এব্রাহিম অপুত্রক ছিলেন। তাঁহারা যে স্বর্গীয় দূত এব্রাহিম প্রথমতঃ চিনিতে না পারিয়া তাহাঁদের আহারার্থ ভোজ্যজাত উপস্থিত করেন। (ত, শা,)

† ভয় বিদূরিত হওয়াতে মনে আহ্লাদ হয়, তাহাতে এব্রাহিমের ভার্য্যা হাস্য করেন। পরমেশ্বর সন্তোষের উপর সন্তোষ বৃদ্ধি করিলেন। (ত, শা,)

দায়ের বিষয়ে বিতর্ক করিতে লাগিল * । ৭৪ । নিশ্চয় এব্রাহিম ধৈর্য্যশালী, দয়ালু (ঈশ্বরের প্রতি) প্রত্যাবর্ত্তক † । ৭৫ । (তাহারা বলিল) "হে এব্রাহিম, ইহা হইতে তুমি নিবৃত্ত হও, বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালকের আজ্ঞা উপস্থিত হইয়াছে, নিশ্চয় তাহারাই যে তাহদের প্রতি অনির্ব্বার্য্য শাস্তি আসিতেছে" ।৭৬। যখন আমার প্রেরিতগণ লুতের নিকটে উপস্থিত হইল, তখন সে তাহাদের কারণে দুঃখিত হইল ও তাহাদের জন্য ক্ষুব্ধমনা হইল এবং বলিল এই দিবস সুকঠিন ‡ । ৭৭ । এবং

---

* কথিত আছে যে এব্রাহিম দেবতাদিগকে বলিয়াছিলেন আপনারা গ্রামবাসীদিগকে যে নিধন করিতে উদ্যত হইয়াছেন তন্মধ্যে একশত বিশ্বাসী লোক আছেন। তাঁহারা বলিলেন তাহা নয়। এব্রাহিম কহিলেন যদি নব্বই জন থাকে? দেবতারা বলিলেন, না, তাহা হইলে সংহার করিব না। এব্রাহিম দশ দশজন ন্যূন করিয়া পাঁচজন, পরে একজন বিশ্বাসীর কথা উল্লেখ করেন। স্বর্গীয় দূতেরা বলেন যে গ্রামে একজন বিশ্বাসী থাকে আমাদের প্রতি সেই গ্রামের বিনাশ সাধনে আজ্ঞা নাই। এব্রাহিম বলিলেন তথায় প্রেরিত পুরুষ লুত আছেন। দেবতারা বলিলেন যে আমরা লুতকে সপরিবারে তথা হইতে বাহির করিয়া আনিব। (ত, হো,)

দয়াপ্রযুক্ত এব্রাহিম দেবতাদিগের সঙ্গে এরূপ বাগ্বিতণ্ডা করিয়াছিলেন, তাঁহার ইচ্ছাছিল যে উক্ত জাতিকে শাস্তিদানে বিলম্ব করা হয়, হয়তো তাহারা অনুতাপ করিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবে। (ত, হো,)

† দেবতাগণ এব্রাহিমকে বিদায় দান করিয়া মওতফকাত প্রদেশে উপনীত হন। সে দেশে চারিটী নগর ছিল। প্রত্যেক নগরে লক্ষ করবালধারী বীরপুরুষ ছিল। প্রধান নগরের নাম সদুম, সেই নগরে লুত বাস করিতেন। দেবতারা সেই নগরের অদূরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে লুত শস্যক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহারা তাঁহার নিকটে যাইয়া সলাম করিলেন। লুত তাঁহাদিগের নিমিত্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহাদের আতিথ্য সৎকার করিতে সঙ্কুচিত বলিয়া ক্ষুব্ধ হন নাই,

তাহার নিকটে তাহার সম্প্রদায় তৎপ্রতি ধাবমান হইয়া উপস্থিত হইল, পূর্ব্বে তাহারা দুষ্কর্ম্ম সকল করিতেছিল, সে বলিল, "হে আমার সম্প্রদায়, ইহারা আমার কন্যা, ইহারা তোমাদের জন্য বিশুদ্ধ, অতএব ঈশ্বরকে ভয় কর, অভ্যাগতদিগের সম্বন্ধে তোমরা আমাকে লাঞ্ছিত করিও না, তোমাদের মধ্যে কি সুপথগামী পুরুষ নাই? * ।৭৮।

তাঁহারা অতিশয় সৌম্যমূর্ত্তি ও মনোহর কান্তি এদিকে লোক সকল নির্ভীক দুরাচার, তাহা ভাবিয়াই তিনি দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। (ত, হো,)

* পরমেশ্বর স্বর্গীয় দূতদিগকে বলিয়াছিলেন যে যে পর্য্যন্ত লুত স্বীয় সম্প্রদায়ের দুষ্ক্রিয়া বিষয়ে চারি বার সাক্ষ্যদান না করে সে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বিনাশ করিবে না। লুত অভ্যাগতদিগকে দেখিয়া বলিলেন "আপনারা কি এই নগরবাসীদিগের বৃত্তান্ত ও আচরণ অবগত নহেন?" তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন "তাহাদের কিরূপ আচরণ?" লুত, সেই ঘৃণিত আচরণের কথা বলিতে লজ্জিত হইলেন, অগত্যা বলিলেন "এ নগরের লোক অত্যন্ত জঘন্য চরিত্র, পৃথিবীর কোন জাতি এরূপ নহে, ইহারা পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার করে।" তখন জেব্রিল মেকাইলকে বলিলেন "এই এক সাক্ষ্য হইল।" অনন্তর লুত তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া নগরের দিকে গমন করিলেন। নগর দ্বারে উপস্থিত হইয়া পুনরায় সেই কথা বলিলেন, নগরে প্রবেশ করিয়া আবার তাহার উল্লেখ করিলেন, এবং গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহার পুনরুক্তি করিলেন। চারিবার সাক্ষ্য দান হইল। তখন কোন কোন ব্যক্তি লুতের গৃহাগত অতিথিদিগকে দেখিয়া অপর লোকদিগকে সংবাদ দান করিল, অথবা লুতের ভার্য্যা যে ধর্ম্মবিরোধিনী ছিল সংবাদ পাঠাইল। সুশ্রী যুবকগণ লুতের গৃহে অতিথি হইয়াছে এই সংবাদ পাইয়া লোক সকল তথায় দৌড়িয়া আসিল। লুত বলিলেন "দেখ আমার কন্যা সকল বিশুদ্ধ, ইহাদিগকে বিবাহ কর।" মহাপুরুষ লুত অতিশয় ঔদার্য্য দয়া ও স্নেহগুণে আপন কন্যাগণকে উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ফলতঃ কন্যাস্থলে নগরের সাধারণ নারীগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কেন না প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক স্নেহ প্রকাশ ও শিক্ষা দান জন্য স্বীয় স্বীয় সম্প্রদায়ের

তাহারা বলিল "সত্য সত্যই তুমি জানিয়াছ যে তোমার কন্যাগণের প্রতি আমাদিগের অধিকার নাই, এবং আমরা যাহা চাহিতেছি নিশ্চয় তুমি তাহা জানিতেছ"। ৭৯। সে বলিল "যদি তোমাদের প্রতি আমার ক্ষমতা থাকিত অথবা আমি দৃঢ়স্তম্ভ আশ্রয় করিতে পারিতাম" (তবে যাহা করিবার করিতাম)। ৮০। (স্বর্গীয়দুতগণ) বলিল "হে লুত, নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত, তোমার প্রতি কখন ইহারা পঁহুছিতে পারিবে না, অতঃপর তুমি রজনীর একভাগে তোমার স্বগণ দিগকে লইয়া চলিয়া যাও, তোমার ভার্য্যার প্রতি ভিন্ন তোমাদের কেহ যেন ফিরিয়া না চায়, তাহাদের প্রতি যাহা সঙ্ঘটিত হইয়াছে নিশ্চয় উহা তাহার প্রতি সঙ্ঘটনীয়, সত্যই তাহাদিগের নিরূপণ প্রাতঃকালে, প্রাতঃকাল কি নিকটে নয়? * ।৮১। অনন্তর যখন আমার আজ্ঞা উপস্থিত হইল আমি তাহার (সেই নগরের) উন্নতিকে তাহার অবনতি করিলাম, এবং তদুপরি মৃৎকঙ্করস্বরূপ পরস্পরসংযুক্ত প্রস্তর সকল বর্ষণ

পিতাস্বরূপ। অর্থাৎ তোমরা নারীদিগকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ কর, ইহা তোমাদের জন্য বৈধ। (ত, হো,)

* মহাপুরুষ লুত গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়াছিলেন, সেই সকল দুরাত্মা পুরুষ দ্বারের বাহিরে থাকিয়া তাঁহার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিতেছিল। তাহারা প্রাচীর ভগ্ন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবার উদ্যত হইলে তাহাতে তিনি অত্যন্ত ভয়াকুল হন। মনুষ্যরূপধারী দেবগণ তাঁহাকে ভীত ও বিষণ্ণ দেখিয়া সান্ত্বনা দান করিয়া বলিলেন "যে আমরা পরমেশ্বরের প্রেরিত, ইহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি, ভয় পাইওনা, তাহারা তোমার কিছুই হানি করিতে পারিবে না ইত্যাদি।" পরে স্বর্গীয় দূতদ্বারা তাহারা অন্ধ হইয়া যায়, এবং লুতের গৃহাগত অতিথি সকল ঐন্দ্রজালিক এই বলিয়া সকলে দৌড়িয়া পলায়ন করে। জেব্রিল লুতকে বলিলেন রাত্রির কিয়ৎক্ষণ গত হইলে তুমি আত্মীয় স্বজনগণ সহ প্রস্থান করিবে; তাহাদের

করিলাম * ।৮২। + (ইহা) তোমার প্রতিপালকের নিকটে চিহ্নীকৃত হইয়াছে এবং ইহা অত্যাচারিগণ হইতে দূরে নহে ৭ ।৮৩। (র, ৭,)

এবং মদয়ন জাতির প্রতি তাহাদের ভ্রাতা শোঅয়বকে (পাঠাইয়াছিলাম,) সে বলিয়াছিল যে "হে আমার সম্প্রদায়, তোমারা পরমেশ্বরকে অর্চ্চনা কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন উপাস্য নাই, তুল ও পরিমাণকে ন্যূন করিও না, নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে সম্পদ্‌শালী দেখিতেছি, এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আবেষ্টনকারী দিনের শাস্তিকে ভয় করিতেছি ‡ ।৮৪। এবং হে আমার সম্প্রদায়, ন্যায়ানুসারে তুল ও পরিমাণকে পূর্ণ কর, লোকদিগকে তাহাদের (প্রাপ্য) কিছুই অল্প দিওনা, উপদ্রবকারী

প্রতি যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তোমার ভার্য্যা ধর্ম্মদ্রোহিনী বলিয়া তাহার প্রতিও ঘটিবে। লুত ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কখন সেই বিপদ্ উপস্থিত হইবে? তাহাতে জেব্রিল বলেন প্রাতঃকালে ঘটিবে। (ত, হো,)

* মহাবাত্যায় নগর সকলের উচ্চভূমি নিম্নভূমিতে পরিণত হয়, পরে তদুপরি কঙ্কর বর্ষণ হইয়াছিল। (ত, হো,)

+ সেই সকল প্রস্তর খণ্ড কৃষ্ণ ও শুভ্র বর্ণের রেখায় অঙ্কিত ছিল। জাদোল্‌মসিরে উক্ত হইয়াছে যে সেই উপল খণ্ড সকলের কোনটি শ্বেতবর্ণ, ও তন্মধ্যে কৃষ্ণ বর্ণের বিন্দু সকল ছিল, কোনটি কৃষ্ণবর্ণ, ও তন্মধ্যে শুভ্রবর্ণের বিন্দু সকল ছিল। কেহ বলেন সেই সকল প্রস্তর কলসির ন্যায় বৃহৎ ছিল, কেহ বলেন তদপেক্ষা বৃহৎ ছিল। এসম্বন্ধে এতদ্ভিন্ন অনেক প্রকার অদ্ভুত প্রবাদ বাক্য আছে। "ইহা অত্যাচারিগণ হইতে দূরে নহে" অর্থাৎ এসকল প্রস্তর অত্যাচারীদিগকে শাস্তিদান করিবার জন্য তাহাদের উপর বর্ষিত হইবার উপযুক্ত। (ত, হো,)

‡ আমি তোমাদিগকে ধনী দেখিতেছি তোমরা দুঃখী দরিদ্র নও যে পরিমাণে ও তুলে লোকদিগকে প্রবঞ্চনা করা তোমাদের আবশ্যক হইবে, বরং আপন সম্পত্তি

হইয়া পৃথিবীতে অহিতান্বেষণ করিও না। ৮৫। যদি তোমারা বিশ্বাসী হও তবে ঈশ্বরের রক্ষিত (লভ্য) তোমাদের জন্য উত্তম, আমি তোমাদের প্রতি রক্ষক নহি"। ৮৬। তাহারা বলিল "হে শোঅয়ব, তোমার উপাসনা কি তোমাকে আদেশ করিতেছে যে আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহাকে অর্চ্চনা করিয়াছে আমরা তাহাকে পরিত্যাগ করি, অথবা আমাদের সম্পত্তি সম্বন্ধে যাহা আমরা চাহিতেছি তাহা (পরিত্যাগ করি) নিশ্চয় তুমি গম্ভীর বিজ্ঞ"। ৮৭। সে বলিল "হে আমার সম্প্রদায়, যদি আমি স্বীয় প্রতিপালকের নিদর্শনের উপরে থাকি এবং স্বতঃ উৎকৃষ্ট উপজীবিকারূপে উপজীবিকা আমাকে দেওয়া হইয়া থাকে তোমরা কি দেখিলে (এ অবস্থায় প্রত্যাদেশের অন্যথাচরণ করা আমার উচিত?) * আমি ইচ্ছা করি না যে, যে বিষয়ে তোমাদিগকে বারণ করিতেছি তৎসম্বন্ধে তোমাদের সঙ্গে বিরুদ্ধাচরণ করি, এবং যত দূর পারি শুভাচরণ করিব বৈ ইচ্ছা করি না, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে বৈ আমার যোগ নাই, তাঁহার প্রতি আমি নির্ভর করি ও তাঁহার দিকে আমি প্রত্যাগমন করি। ৮৮। এবং হে আমার সম্প্রদায়, আমার বিপক্ষতা তোমাদের সম্বন্ধে কারণ না হউক যে নুহীয় সম্প্রদায়ের প্রতি বা

হইতে তোমাদিগের কিছু কিছু দান করা উচিত। আমি তোমাদের প্রতি আবেষ্টন-কারীদিনের শাস্তিকে ভয় করি, ইহার অর্থ এই যে সেই পুনরুত্থানের দিনে যে শাস্তি তোমাদিগকে ঘেরিবে তাহাহইতে কেহই মুক্ত হইতে পারিবেনা, তাহাই ভাবিতেছি। (ত, হো,)

* অর্থাৎ যদি আমি তত্ত্বজ্ঞান ও স্বর্গীয় নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়া থাকি এবং যদি আমাকে উত্তম উপজীবিকা অর্থাৎ প্রেরিতত্ব ও সংবাদবাহকত্ব ও বৈধ সামগ্রী ইত্যাদি আধ্যাত্মিক ও শারীরিক সৌভাগ্য তিনি আপনাহইতে প্রদান করিয়া থাকেন, এমন অবস্থায় কি প্রত্যাদেশের অন্যথাচরণ করা আমার উচিত? (ত,হো,)

হুদীয় সম্প্রদায়ের প্রতি কিম্বা সালেহীয় সম্প্রদায়ের প্রতি যাহা ঘটিয়াছে সেইরূপ তোমাদের প্রতি সংঘটিত হয়, এবং লুতীয় সম্প্রদায় তোমাদিগ হইতে দূরে নহে। ৮৯। তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তৎপর তাঁহার দিকে ফিরিয়া আইস, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক দয়ালু প্রেমিক"। ৯০। তাহারা বলিল "হে শোআয়র, তুমি যাহা বলিতেছ তাহার অধিকাংশ আমরা বুঝিতেছি না, এবং সত্যই আমাদের মধ্যে তোমাকে আমরা দুর্ব্বল দেখিতেছি, এবং যদি তোমার স্বগণ না থাকিত তবে নিশ্চয় তোমাকে প্রস্তরাহত করিতাম, তুমি আমাদের মধ্যে গৌরবান্বিত নও" *। ৯১। সে বলিল "হে আমার সম্প্রদায়, আমার স্বগণ কি তোমাদের নিকটে ঈশ্বর অপেক্ষা প্রিয়তর? তোমরা তাহাকে স্বীয় পৃষ্ঠের পশ্চাতে গ্রহণ করিয়াছ, সত্যই আমার প্রতিপালক যাহা তোমরা করিতেছ তাহার আবেষ্টনকারী। ৯২। এবং হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা স্বভূমিতে কার্য্য করিতে থাক, নিশ্চয় আমিও কার্য্যকারক, সত্বর তোমরা জানিতে পাইবে সে কোন্ ব্যক্তি যে তাহার নিকটে তাহাকে লজ্জিত করিতে শাস্তি উপস্থিত হইবে এবং কোন্ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, এবং তোমরা প্রতীক্ষা করিতে থাক, নিশ্চয় আমিও তোমা-

---

* বুদ্ধি ক্ষীণ ও চিন্তাশক্তি দুর্ব্বল ছিল বলিয়া অথবা শত্রুতা বশতঃ তাহারা সেই সকল কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই। প্রেরিতপুরুষের উক্তি না বুঝিবার কারণ এই। "যদি তোমার স্বগণ না থাকিত তবে নিশ্চয় তোমাকে প্রস্তরাহত করিতাম" অর্থাৎ তোমার জ্ঞাতি কুটুম্ব আমাদের ধর্ম্মে আছে, তাহাদিগকে আমরা অত্যন্ত ভাল বাসি, তাহা না হইলে তোমাকে হত্যা করিতাম। (ত, হো,)

দের সঙ্গে প্রতীক্ষাকারী"। ৯৩। এবং যখন আমার আজ্ঞা উপস্থিত হইল তখন আমি শোঅয়বকে ও যাহারা তাহার সঙ্গে বিশ্বাসী হইয়াছিল তাহাদিগকে আপন দয়াতে রক্ষা করিলাম, এবং যাহারা অত্যাচার করিয়াছিল তাহাদিগকে মহাশব্দ আক্রমণ করিল, অনন্তর তাহারা স্বীয় গৃহে অধোমুখে (মৃত হইয়া) প্রাতঃকাল করিল। ৯৪। +যেন তাহারা সেই স্থানে ছিলনা, জানিও যেমন সমুদ বহিষ্কৃত হইয়াছিল তদ্রূপ মদয়ন দিগের জন্য বহিষ্কৃতি। ৯৫। (র, ৮)

এবং সত্য সত্যই আমি স্বীয় নিদর্শন ও উজ্জ্বল অলৌকিকতা সহ মুসাকে ফেরওণ ও তাহার প্রধান পুরুষদিগের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম, পরে তাহারা ফেরওণের আজ্ঞার অনুসরণ করিয়াছিল, ফেরওণের আদেশ সত্য পথে ছিলনা। ৯৬ +৯৭। পুনরুত্থানের দিবসে সে আপন দলের অগ্রগামী হইবে, অনন্তর তাহাদিগকে অগ্নিতে আনয়ন করিবে, সেই উপস্থিতির ভূমি কুৎসিত ভূমি। ৯৮। এবং এই পৃথিবীতে ও পুনরুত্থানের দিবসে অভিসম্পাত তাহাদের অনুসৃত হইল সেই প্রদত্ত (অভি সম্পাত) কুৎসিত দান। ৯৯। ইহাই গ্রাম সকলের কতক সংবাদ যাহা তোমার নিকটে পাঠ করিতেছি, তাহার কোনটি প্রতিষ্ঠিত কোনটি উন্মূলিত *। ১০০। তাহাদিগের প্রতি আমি অত্যাচার করি নাই, কিন্তু তাহারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে, অনন্তর যখন তোমার প্রতিপালকের

---

* সেই গ্রাম সকলের কোন কোনটি অবশিষ্ট আছে, তাহাতে লোকের বসতি আছে ও শস্যাদি হইতেছে, এবং কোন কোন গ্রামের শস্যাদি উন্মূলিত হইয়া গিয়াছে। (ত, হো,)

আজ্ঞা উপস্থিত হইল ঈশ্বর ভিন্ন যাহাদিগকে তাহারা আহ্বান করিতেছিল তাহাদের সেই উপাস্যগণ তখন তাহাদের কিছুই উপকার করিল না, এবং তাহারা তাহাদের বিনাশ ভিন্ন (কিছুই) বৃদ্ধি করে নাই। ১০১। যখন তিনি গ্রাম সকল আক্রমণ করেন ও তাহা অত্যাচারী হয় তখন এই প্রকার তোমার প্রতিপালকের আক্রমণ, নিশ্চয় তাহার আক্রমণ কঠিন দুঃখ জনক। ১০২। নিশ্চয় যে ব্যক্তি অন্তিম দণ্ডকে ভয় করিয়াছে তাহার জন্য ইহাতে একান্ত নিদর্শন আছে, সেই এক দিন যে তাহার জন্য মানবগণ একত্রীকৃত হইবে এবং সেই একদিন যে (সমুদায়) উপস্থিতীকৃত হইবে।১০৩। আমি এক নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত তাহা স্থগিত রাখি না। ১০৪। যে দিন আসিবে তাহাতে কোন ব্যক্তি তাঁহার আদেশ ভিন্ন কথা বলিবে না, অনন্তর তাহাদের মধ্যে কেহ ভাগ্যহীন ও কেহ ভাগ্যবান্ হইবে। ১০৫। কিন্তু যাহারা ভাগ্যহীন হইল, তৎপর তাহারা অগ্নিতে রহিল, তথায় তাহাদের জন্য উচ্চ আর্ত্তনাদ ও করুণ বিলাপ হইল। ১০৬। + তোমার প্রতিপালকের ইচ্ছা হওয়া ব্যতীত যে পর্য্যন্ত স্বর্গ ও পৃথিবীর স্থিতি সেপর্য্যন্ত তথায় তাহারা নিত্যস্থায়ী, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা করেন তাহার সম্পাদক *।

---

* ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে দণ্ডের পরিবর্ত্তন করিয়া অগ্নিদণ্ডের স্থলে ভয়ানক শৈত্য দণ্ড অথবা অন্য কোন প্রকার দণ্ড বিধান করিতে পারেন। নরকে নানা প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা আছে। ধর্ম্মদ্রোহিগণ চিরকাল নরকে থাকিবে, কিন্তু সর্ব্বদা একবিধ শাস্তি যে সকলেই ভোগ করিবে তাহা নহে, যে অগ্নি দণ্ড ভোগ করিয়াছে, পরে তাহার জন্য শৈত্য দণ্ড হইতে পারে। কেয়ামতের পর এই আকাশ ও পৃথিবী থাকিবে না, তৎপরিবর্ত্তে অন্যরূপ আকাশ ও পৃথিবী হইবে। বস্তুতঃ এস্থলে আকাশ ও পৃথিবী অর্থে তাহাদের প্রকৃতিকে বুঝাইবে আকৃতি নয়।

১০৭। এবং কিন্তু যাহারা ভাগ্যবান্ পরে তাহারা স্বর্গোদ্যানে থাকিবে, তোমার প্রতিপালকের ইচ্ছা হওয়া ব্যতীত যে পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি সে পর্য্যন্ত তাহারা তথায় নিত্যস্থায়ী, (তাঁহার) অবিচ্ছিন্ন দান। ১০৮। অনন্তর ইহারা যাহাকে অর্চ্চনা করে তৎপ্রতি তুমি সন্দিগ্ধ হইওনা, ইহাদের পূর্ব্ব হইতে ইহাদের পিতৃপুরুষগণ যেরূপ অর্চ্চনা করিত ইহারা তদ্রূপ বৈ অর্চ্চনা করিতেছেনা, এবং নিশ্চয় আমি তাহাদের লভ্যাংশ অক্ষত-ভাবে তাহাদিগকে সম্যক্ দিয়া থাকি। ১০৯। (র, ৯)

সত্য সত্যই আমি মুসাকে গ্রন্থ দান করিয়াছি, অনন্তর তাহাতে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, এবং যদি তোমার প্রতি-পালকের এক বাক্য যে পূর্ব্বে হইয়াছে তাহা না হইত তবে অবশ্য তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করা যাইত, সত্যই তাহারা ইহার প্রতি অস্থিরতাজনক সন্দেহের মধ্যে আছে *। ১১০। এবং নিশ্চয় যখন (সময় আসিবে) তোমার প্রতিপালক প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহাদের কার্য্য সকলের (বিনিময়) সম্যক্ দান করি-বেন, নিশ্চয় তিনি তাহারা যাহা করিতেছে তাহার জ্ঞাতা। ১১১। অতএব তুমি যেরূপ আদিষ্ট হইয়াছ (তাহাতে) স্থির থাক ও তোমার

অর্থাৎ উর্দ্ধ ও নিম্ন। মস্তকের উপরে যাহা আরবীয় লোকেরা তাহাকে আকাশ এবং নিম্নে যাহা তাহাকে পৃথিবী বলে। যে পর্য্যন্ত উর্দ্ধ ও নিম্ন থাকিবে সে পর্য্যন্ত উক্ত পাপীরা নরকে বাস করিবে। (ত, হো,)

* "শাস্তিদানে বিলম্ব করা হইবে;" পূর্ব্বে ঈশ্বরের এই প্রকার আদেশ হইয়াছে, তাহা না হইলে তাহাদের মধ্যে মীংমাসা করা যাইত, অর্থাৎ মুসায়ী সম্প্রদায়কে শাস্তি দেওয়া যাইত। নিশ্চয় কাফের লোকেরা ইহার প্রতি অর্থাৎ কোরাণের সত্যতার প্রতি সন্দেহ করিয়া অস্থির হইয়াছে। (ত, হো,)

সঙ্গে যাহারা প্রত্যাবর্ত্তিত আছে (স্থির থাকুক) এবং অবাধ্য হইও না, নিশ্চয় তোমরা যাহা করিতেছ তিনি তাহার দ্রষ্টা। ১১২। এবং যাহারা অন্যায় করিয়াছে তাহাদের প্রতি তোমরা অনুরাগী হইও না, তবে অগ্নি তোমাদিগকে গ্রাস করিবে, এবং ঈশ্বর ব্যতীত তোমাদের জন্য কোন বন্ধু নাই, পরে তোমরা সহায্য প্রাপ্ত হইবে না। ১১৩ এবং দিবার দুইভাগে ও রজনীর কিছুকাল উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, নিশ্চয় কল্যাণ সকল অকল্যাণ সকলকে দূর করে, উপদেশ গ্রহীতাদিগের জন্য ইহা উপদেশ। ১১৪। এবং ধৈর্য্য ধারণ কর, নিশ্চয় ঈশ্বর হিতকারীদিগের পুরস্কার নষ্ট করেন না। ১১৫। অনন্তর গ্রাম সকলের তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানবান্‌দিগের মধ্য হইতে যাহা দিগকে আমি রক্ষা করিয়াছি তাহাদিগের অল্প সঙ্খ্যক ব্যতীত কেন পৃথিবীতে উপদ্রব নিবারণ করে নাই? অত্যাচারিগণ যাহার মধ্যে সুখ পাইয়াছে তাহার অনুসরণ করিয়াছে তাহারা অপরাধী ছিল ১১৬। এবং তোমার প্রতিপালক (এরূপ) নহেন যেগ্রাম সকলকে তন্নিবাসিগণ সাধু-সত্ত্বে অন্যায় পূর্ব্বক বিনাশ করেন। ১১৭। এবং যদি তোমার প্রতি-পালক ইচ্ছা করিতেন তবে অবশ্য সমুদায় লোককে এক সম্প্র-দায় করিতেন, যাহাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালক অনুগ্রহ করিয়াছেন তাহারা ব্যতীত (সকলে) সর্ব্বদা বিরুদ্ধাচারী থাকিবে, ইহার জন্য তাহাদিগকে তিনি সৃজন করিয়াছেন এবং তোমার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ হইল যে অবশ্য আমি দৈত্য ও মনুষ্য সমুদায়ের দ্বারা নরক পূর্ণ করিব। ১১৮+১১৯। এবং আমি তোমার নিকটে প্রেরিতপুরুষদিগের সংবাদাবলী সমুদায় বর্ণন করি-তেছি, এই বিষয় দ্বারা তোমার অন্তঃকরণ স্থির হইবে, এতন্মধ্যে তোমার প্রতি সত্য ও উপদেশ এবং বিশ্বাসীদিগের জন্য স্মরণীয়

(বিষয়) উপস্থিত হইয়াছে। ১২০। তুমি অবিশ্বাসীদগকে বল যে তোমরা আপন স্থলে কার্য্য কর, নিশ্চয় আমরাও কার্য্যকারক। ১২০। + এবং প্রতীক্ষা কর, নিশ্চয় আমরাও প্রতীক্ষাকারী। ১২২। এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর নিগূঢ় তত্ত্ব ঈশ্বরের জন্য এবং তাঁহার প্রতি সমগ্র কার্য্যের প্রত্যাবর্ত্তন, অতএব তাঁহাকে অর্চ্চনা কর ও তাঁহার প্রতি নির্ভর কর এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক তোমার প্রতিপালক তাহা অজ্ঞাত নহেন। ১২৩। (র, ১০)

সুরা ইয়ুসোফ। *

দ্বাদশ অধ্যায়।

১১১ আয়ত, ১০ রকু।

(দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ১।)

উজ্জ্বল গ্রন্থের এই সকল প্রবচন। ২। নিশ্চয় আমি আরব্য কোরাণ অবতারণ করিয়াছি, ভরসা যে তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিবে। ৩। আমি তোমার নিকটে অত্যুৎকৃষ্ট আখ্যায়িকা সকলের বর্ণনা করিতেছি, এই প্রকারে আমি তোমার প্রতি এই কোরাণ প্রত্যাদেশ করিয়াছি, নিশ্চয় তুমি ইহার পূর্ব্বে অজ্ঞদিগের (একজন) ছিলে। ৪। যখন ইয়ুসোফ স্বীয় পিতাকে বলিল "হে আমার পিতা, নিশ্চয় আমি (স্বপ্নে) একাদশ নক্ষত্র এবং চন্দ্র সূর্য্য দর্শন করিয়াছি, তাহাদিগকে দেখিয়াছি যে আমাকে নমস্কার করিতেছে"। ৫। (তখন) সে বলিল "হে আমার পুত্র, তোমার ভ্রাতৃগণের নিকটে স্বীয় স্বপ্ন বিবৃত করিও না, তাহা হইলে তাহারা তোমার সম্বন্ধে কোন ছলে ছলনা

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়। "অল্'রা" এই সুরার ব্যবচ্ছেদক শব্দ। ইহার মর্ম্ম গূঢ়। সঙ্ক্ষেপতঃ অবর্ণের অর্থ আমি "ল" এর অর্থ কোমল এবং রা এয়ের অর্থ অনুগ্রহ কারী। (ত, হো,)

পূর্ব্ব দুই অধ্যায়েও ব্যবচ্ছেদক শব্দ "রা" স্থানে "অল'রা" বুঝিতে হইবে।

করিবে, নিশ্চয় শয়তান মনুষ্যের জন্য স্পষ্ট শত্রু *। ৬। এই প্রকারে তোমার প্রতিপালক তোমাকে গ্রহণ করিবেন ও (স্বপ্ন) বৃত্তান্তের ব্যাখ্যা তোমাকে শিক্ষা দিবেন এবং তোমার প্রতি ও ইয়কুবের সন্তানগণের প্রতি আপন দান পূর্ণ করিবেন, যেমন ইতি-পূর্ব্বে তোমার পিতৃগণ এব্রাহিম ও এস্‌হাকের প্রতি তাহা পূর্ণ করিয়াছেন, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক জ্ঞাতা ও নিপুণ"। ৭। (র, ১)

সত্য সত্যই ইয়ুসোফে ও তাহার ভ্রাতৃবর্গে জিজ্ঞাসুদিগের জন্য নিদর্শন সকল ছিল †। ৮। স্মরণ কর, যখন তাহারা (পরস্পর) বলিল যে "অবশ্য ইয়ুসোফ ও তাহার (সহোদর) ভ্রাতা আমাদের অপেক্ষা আমাদের পিতার নিকটে প্রিয়তর এবং

---

* ইয়কুব জানিয়াছিলেন যে ইয়ুসোফ উন্নতপদ লাভ করিবেন। তাঁহার একাদশ ভ্রাতা ছিল, তাহারা একাদশ নক্ষত্রস্থলে ইঙ্গিত হইয়াছে, পিতা মাতা চন্দ্র সূর্য্যের স্থলবর্ত্তী হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে ইয়ুসোফকে সম্মান করিতেছেন, স্বপ্নের ভাব এই। ইয়কুব ভাবিলেন যে এ বিষয় ইয়ুসোফের ভ্রাতৃগণ শ্রবণ করিলে তাহাকে বধ করিতে চেষ্টা করিবে। (ত, হো,)

† কথিত আছে যে কোরেশগণ ইহুদিদিগকে বলিয়াছিল যে "পরীক্ষা করিবার জন্য মোহম্মদকে কিছু প্রশ্ন করিব, কি প্রশ্ন করিব তোমরা তাহা বলিয়া দেও।" ইহুদিরা বলিল "তোমরা যাইয়া জিজ্ঞাসা কর যে এব্রাহিমের বাসস্থান শামদেশে ছিল, তাঁহার বংশোদ্ভব বনিএস্রায়েল মেসরে কিরূপে উপস্থিত হইল যে মেসরের রাজা ফেরওণের সঙ্গে তাহাদের বিবাদ সঙ্ঘটিত হয়।" তাহাতেই এই সুরা অবতীর্ণ হইল। কোরেশগণ তাহাদের এক ভ্রাতা হজরত মোহম্মদের প্রতি ঈর্ষ্যা করিয়া তাঁহার আনুগত্য অস্বীকার করিয়াছিল, পরে পরমেশ্বর তাঁহার নিকট তাহাদিগকে কৃপা প্রার্থী করেন; এই প্রকার ইহুদিগণও ঈর্ষ্যা করিয়া পতিত হয়, কোরেশগণ স্বীয় ভ্রাতাদিগকে স্বদেশ হইতে তাড়াইয়া দেয়, পরে তাহাদেরই উন্নতি হয়। (ত, হো,)

আমরা বহুলোক, নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে আছেন *। ৯। + ইয়ুসোফকে বধ কর অথবা তাহাকে কোন স্থলে নিক্ষেপ কর, তোমাদের জন্য তোমাদের পিতার মনোযোগ মুক্ত হইবে, অতঃপর তোমরা এক উত্তম দল হইবে"। ১০। তাহাদের মধ্যে এক বক্তা বলিল "ইয়ুসোফকে বধ করিও না, তাহাকে অন্ধকারময় কূপে নিক্ষেপ কর, যদি তোমরা এই কার্য্যের কারক হও তবে পথিকদিগের কেহ তাহাকে উঠাইয়া লইবে"। ১১। তাহারা বলিল "হে আমাদের পিতা, তোমার কি হইল যে আমাদিগকে ইয়ুসোফের সম্বন্ধে বিশ্বস্ত মনে করিতেছ না, সত্যই আমরা তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী। ১২। কল্য তাহাকে আমাদের সঙ্গে প্রেরণ করিও সে পর্য্যাপ্ত ভোগ করিবে ও ক্রীড়া করিবে এবং নিশ্চয় আমরা তাহার রক্ষক"। ১৩। সে বলিল "নিশ্চয় আমাকে দুঃখিত করিতেছে যে তোমরা তাহাকে লইয়া যাও, আমি ভয় পাইতেছি যে তাহাকে ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করিবে এবং তোমরা তৎপ্রতি উদাসীন থাকিবে"। ১৪। তাহারা "বলিল যদি তাহাকে ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করে আমরা বহুলোক আছি, নিশ্চয় তখন আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব †"। ১৫। অনন্তর

---

* অর্থাৎ আমরা যথাসময়ে কার্য্যে ব্যবহৃত হইব, আর ইয়ুসোফ ও তাহার ভ্রাতা শিশু বালক কোন কাযে আসিবে না। ইয়ুসোফের একটি মাত্র সহোদর ভ্রাতা ছিল, অন্য সকলেই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। (ত, শা,)

† সত্যই আমরা যখন তাহাকে ব্যাঘ্রের মুখে সমর্পিত দেখিব তখন আমাদের ক্ষতি হইবে। ইয়ুসোফের ভ্রাতৃবর্গ এইরূপ অনেক কথা বলিয়া একান্ত অনুরোধ করিল ও ইয়ুসোফও মাঠের শোভা দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করিল, তাহাতে ইয়কুব অগত্যা ভ্রাতৃগণের সঙ্গে তাহাকে বিদায় দানে সম্মত হইলেন। তিনি বেশ বিন্যাস করাইয়া দুঃখের সহিত তাঁহাকে ভ্রাতাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। (ত, হো,)

যখন তাহাকে লইয়া গেল তখন স্থির করিল যে তাহাকে অন্ধকার-ময় কূপে নিক্ষেপ করে, এবং আমি তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম যে অবশ্য তুমি তাহাদিগকে তাহাদের এই কার্য্যের সংবাদ দান করিবে এবং তাহারা চিনিবে না *। ১৬। তাহারা সন্ধ্যাকালে ক্রন্দন করিয়া আপন পিতার নিকটে উপস্থিত হইল। ১৭। + বলিল "হে আমাদের পিতা, নিশ্চয় আমরা অগ্রসর হইব বলিয়া দৌড়িয়াছিলাম, এবং ইয়ুসোফকে আমাদের বস্তু-জাতের নিকটে রাখিয়াছিলাম, অনন্তর তাহাকে ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করিয়াছে, যদিচ আমরা সত্যবাদী তথাপি তুমি আমাদের সম্বন্ধে বিশ্বাসী নও। ১৮। তাহারা মিথ্যা শোণিত যুক্ত তাহার উপরের

---

* ইয়কুব প্রিয় পুত্র ইয়ুসোফকে সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য সন্তানদিগকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহারা ইয়ুসোফকে সাদরে স্কন্ধে ধারণ পূর্ব্বক পিতার নিকট হইতে বিদায় হইয়া প্রান্তরাভিমুখে গমন করে। ইয়কুব দৃষ্টির অন্তরাল হইলে পর তাহারা ইয়ুসোফকে ভূমিতে নিক্ষেপ করে, ও দুর্ব্বাক্য বলিতে থাকে এবং "রে মিথ্যা স্বপ্নদর্শী বালক, যে সকল নক্ষত্র তোকে নমস্কার করিয়াছিল তাহারা এইক্ষণ কোথায়? তাহারা আসিয়া আমাদের হস্ত হইতে অদ্য তোকে উদ্ধার করুক;" এরূপ বলে। ইয়ুসোফ বলিল "ভাই সকল, এই কি ব্যাপার? একবার বৃদ্ধ পিতার বিষয় চিন্তা কর এবং আমাকে দুর্ব্বল শিশু বলিয়া দয়া কর।" তাহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে চপটাঘাত করিল, ক্ষুধা তৃষ্ণায় আকুল সেই সুকুমার শিশুকে কণ্টকাবৃত ভূমির উপর দিয়া টানিয়া ওষ্ঠাগত প্রাণ করিয়া লইয়া চলিল। ইয়ুসোফের নিবাস ভূমি কেনানের নয় মাইল অন্তর এক গভীর অন্ধকূপ ছিল, তাহারা ইয়ুসোফকে বন্ধন করিয়া তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করিল, ও তাঁহার অঙ্গ বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া গেল। পরমেশ্বর স্বর্গদূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিলেন এবং বলিলেন যে শীঘ্র তোমাকে উদ্ধার করিয়া উন্নত পদে স্থাপন করিব, পরে ভ্রাতৃগণ তোমার শরণাপন্ন হইবে, এবং তুমি তাহাদের দুর্ব্ব্যবহারের কথা বলিবে ও তাহারা তোমাকে চিনিয়া উঠিতে পারিবে না। (ত, হো,)

অঙ্গাবরণ উপস্থিত করিল, সে বলিল "বরং তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন এক কার্য্য করিয়াছে, অনন্তর (আমার কার্য্য) উত্তম ধৈর্য্য, এবং তোমরা যাহা ব্যক্ত করিতেছ তজ্জন্য ঈশ্বরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করা গিয়াছে"। ১৯। এবং এক দল পথিক উপস্থিত হইল, অনন্তর তাহারা স্বীয় দূত প্রেরণ করিল, পরে সে আপন জলপাত্র (সেই কূপে) নিক্ষেপ করিল, সে বলিল "হে বোশরা, ইহা এক বালক, এবং তাহাকে মূলধন রূপে লুকাইয়া রাখিল এবং তাহারা যাহা করিতেছিল ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা * ।২০। তাহারা নির্দ্দিষ্ট নিকৃষ্ট মুদ্রার মূল্যে তাহাকে বিক্রয় করিল, এবং তৎপ্রতি তাহারা বিরাগী ছিল। ২১। (র, ২).

মেসরের যে ব্যক্তি তাহাকে ক্রয় করিয়াছিল সে আপন স্ত্রীকে বলিল যে "তাহার পদকে সম্মানিত করিও, সম্ভব যে আমাদের উপকারে আসিবে, অথবা আমরা তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিব ;"

---

* একদল মদয়নবাসী বণিক্ সেই কূপের নিকট দিয়া মেসরাভিমুখে যাইতেছিল, তাহারা জলান্বেষণে লোক পাঠায়। সেই লোক জল উত্তোলন করিবার জন্য দলভ নামক জলপাত্র বিশেষ রজ্জুযোগে কূপে নিক্ষেপ করে, তখন ইয়ুসোফ সেই দলভে চড়িয়া বসেন। বণিকের ভৃত্য জলপাত্রকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত বোধ করিয়া ও তন্মধ্যে পরম রূপবান্ বালককে দেখিয়া উত্তোলনের সাহায্যের জন্য দলপতিকে আহ্বান করে। সেই দলপতির নাম বোশরা ছিল, এই শব্দে সুসংবাদকেও বুঝায়। ভ্রাতৃবর্গ তখন ইয়ুসোফকে দেখিয়া অবর ভাষায় ভয় দেখাইয়া বলিয়াছিল যে আমরা যাহা বলিব তাহার অন্যথা বলিলে তোমার শিরশ্ছেদন করিব।" তখন ইয়ুসোফ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহারা বণিকৃদলপতিকে বলিল "এ বালক আমাদের ভৃত্য, এ বড় দুষ্ট ও ও অবাধ্য, ইহাকে তুমি অন্য দেশে লইয়া যাও, এই ভৃত্যকে আমরা তোমার নিকটে বিক্রয় করিতেছি।" অতঃপর অতি সামান্য কয়েক মুদ্রায় তাঁহাকে বিক্রয় করিয়া তাহারা চলিয়া যায়। (ত, হো,)

এবং এই প্রকারে আমি ইয়ুসোফকে সেদেশে স্থান দিলাম, তাহাতে বিবরণ সকলের তাৎপর্য্য তাহাকে শিক্ষা দান করি, ঈশ্বর আপন কার্য্যে ক্ষমতাশালী কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য জ্ঞাত নহে *। ।২২। এবং যখন সে স্বীয় যৌবনে উপস্থিত হইল তখন আমি তাহাকে বিজ্ঞান ও বিদ্যা দান করিলাম এবং এই প্রকারে আমি

---

* মেসরের অজিজ ইয়ুসোফকে ক্রয় করিয়াছিল। তখন তথাকার রাজার প্রধান কর্ম্মচারীর অজিজ উপাধিত হইত। অজিজ ইয়ুসোফকে বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন দেখিয়া দাসত্বে নিযুক্ত না করিয়া স্বীয় কার্য্য কর্ম্মে প্রতিনিধি হইবার জন্য সন্তান ভাবে রাখিয়াছিলেন। এইরূপে পরমেশ্বর সেদেশে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং তাঁহারই উপলক্ষে সমুদায় বনি এস্রায়েলকে তথায় স্থাপন করিলেন। এই নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে ইয়ুসোফ প্রধান রাজ পুরুষদিগের সঙ্গে থাকিয়া রাজ কৌশল অবগত ও রাজনীতিবিষয়ে সুশিক্ষিত হয়। তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ চেষ্টা করিয়াছিল যে তাহাকে দুর্দ্দশাপন্ন করে, কিন্তু তিনি তাহাদিগের সেই দুশ্চেষ্টায় উন্নতপদ লাভ করেন, যেহেতু ঈশ্বর তাঁহার সহায় ছিলেন। (ত, শা,)

বণিক্ তাঁহাকে মেসরে লইয়া আইসে, সেই সময়ে অলিদঅমলিকির পুত্র রয়ান মেসরের রাজা ছিলেন। তিনি রাজ্যশাসনের ভার কতফির নামক মন্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, কতফিরেরই অজিজ উপাধি ছিল। যখন মদয়নের বণিক্‌দল মেসরে উপস্থিত হইলেন, তখন অজিজের অনুচরগণ তাহাদের নিকটে আসিয়া ইয়ুসোফকে দর্শন করে, তাহারা তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়, এবং অজি-জকে যাসিয়া তদ্বিষয় জ্ঞাপন করে। জোলয়খানাম্নী অজিজের এক পত্নী ছিলেন। বণিক্ ইয়ুসোফকে সুসজ্জিত করিয়া বিক্রয়ার্থ বাজারে উপস্থিত করিলে বহু লোক ব্যাকুল হইয়া আপন আপন ধন সম্পত্তি সহ ক্রয় করিতে আইসে, পরে অজিজ প্রচুর অর্থদানে তাহাকে ক্রয় করেন। অজিজ অপুত্রক ছিলেন, তিনি ইয়ুসোফকে পুত্রস্থলে গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতি আদর সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য স্বীয় ভার্য্যা জোলয়খাকে অনুরোধ করেন। (ত, হো,)

হিতকারী দিগকে পুরস্কার দিয়া থাকি *। ২৩। সে যাহার গৃহে ছিল সেই স্ত্রী তাহার জীবন হইতে (প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য) তাহাকে কামনা করিল, ও দ্বার সকল বন্ধ করিল এবং বলিল "সত্বর এস; আমি তোমারই;" সে বলিল "ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই, নিশ্চয় তিনি আমার প্রতিপালক, তিনি আমার পদ উত্তম করিয়াছেন, সত্যই অন্যায়কারী উদ্ধার পায়না †। ২৪। সত্য সত্যই সেই স্ত্রী তাহার প্রতি উদ্যত হইয়াছিল, এবং সে সেই স্ত্রীর প্রতি উদ্যত হইয়াছিল, সে যদি আপন প্রতিপালকের নিদর্শন দর্শন করে এরূপ না হইত (তবে সে ব্যভিচার করিত) ‡ এই প্রকার (করিলাম,) তাহাতে তাহা হইতে মন্দভাব ও নির্লজ্জতা দূর করিলাম, নিশ্চয় সে আমার নির্ব্বাচিত ভৃত্যদিগের (একজন ছিল,)। ২৫। উভয়ে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, এবং নারী তাহার কামিজ পশ্চাদ্দিকে ছিন্ন করিয়াছিল এবং তাহার স্বামীকে উভয়ে দ্বারের নিকটে প্রাপ্ত হইয়াছিল, নারী বলিয়াছিল যে ব্যক্তি তোমার

---

* "বিজ্ঞান ও বিদ্যাদান করিলাম" অর্থাৎ আমি তাহাকে দুরূহ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিবার বুদ্ধি ও ঈশ্বর জ্ঞান প্রদান করিলাম। (ত, শা,)

† অজিজের পত্নী জোলয়খা ইয়ুসোফের রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহা দ্বারা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি সপ্ততল প্রাসাদের ভিতর ইয়ুসোফকে লইয়া গিয়া সমুদায় দ্বার বন্ধ করিয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইয়ুসোফ ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলেন "তিনি আমাকে অজিজ দ্বারা উচ্চ পদ প্রদান করিয়াছেন, আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারি না"। (ত, হো,)

‡ সত্যই জোলয়খা ইয়ুসোফের সঙ্গে সম্মিলিত হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং ইয়ুসোফ জোলয়খাকে দূর করিয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ঈশ্বরের নিদর্শন প্রেরিতত্ব ও পবিত্রতা যে ইয়ুসোফের জীবনে ছিল যদি তিনি তাহা দেখিতে না পাইতেন তবে নিশ্চয় প্রলোভনে পড়িয়া দুষ্কর্ম্ম করিতেন। (ত, হো,)

পরিবারের প্রতি মন্দ ইচ্ছা করে কারারুদ্ধ হওয়া অথবা দুঃখজনক শাস্তি ব্যতীত (তাহার জন্য) অন্য বিনিময় কি”? ২৬। সে বলিয়াছিল “এই নারী আমার জীবন হইতে আমার প্রার্থী হইয়াছে, এবং সেই স্ত্রীর স্বগণ সম্পর্কীয় এক সাক্ষী সাক্ষ্য দান করিল যে, যদি তাহার কামিজ সম্মুখভাগে ছিন্ন হইয়া থাকে তবে নারী সত্য বলিয়াছে এবং এই পুরুষ মিথ্যাবাদীদিগের (একজন)*। ২৭। এবং যদি তাহার কামিজ পশ্চাদ্দিকে ছিন্ন হইয়া থাকে তবে নারী মিথ্যা বলিয়াছে এবং সেই পুরুষ সত্যবাদী দিগের (একজন”) ।২৮। অনন্তর সে (অজিজ) তাহার কামিজকে পশ্চাদ্দিকে ছিন্ন দেখিল বলিল যে “ইহা তোমরা নারীগণের চক্রান্ত, নিশ্চয় তোমাদের চক্রান্ত প্রবল। ২৯। হে ইয়ুসোফ, তুমি ইহা হইতে নিবৃত্ত হও, এবং (হে জোলয়খা,) তুমি স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তুমি অপরাধিনী আছ”। ৩০। (র, ৩)

---

* ইয়ুসোফ অজিজকে বলিলেন যে “জোলয়খা আমাদ্বারা দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছে, আমি সম্মত হই নাই, এবং পলায়ন করিতে ছিলাম।” আজিজ বলিলেন “একথা যে সত্য আমি কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব, কেহ কি এবিষয় জ্ঞাত আছে?” ইয়ুসোফ বলিলেন “সেই গৃহে চারি মাসের একটি শিশু ছিল, সে জোলয়খার মাতৃস্বসার পুত্র, সেই শিশু আমার সাক্ষী।” এই কথা শুনিয়া অজিজ বলিলেন যে “শিশুর চারিমাস বয়ঃক্রম, সে কি জানে? এবং সে কেমন করিয়া কথা বলিবে? তুমি আমার সঙ্গে উপহাস করিতেছ।” ইয়ুসোফ বলিলেন যে “আমার পরমেশ্বর অনন্তশক্তিশালী, তিনি সেই শিশুকে বাক্‌শক্তিদান করিবেন, সে আমার নির্দ্দোষিতা বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিবে।” এই কথা শুনিয়া অজিজ বালককে জিজ্ঞাসা করেন, বালক দৈব শক্তির প্রভাবে কথা বলিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং “যদি তাহার কামিজ সম্মুখ ভাগে ছিন্ন হইয়া থাকে” ইত্যাদি কৌশলের কথা বলে। (ত, হো,)

এবং নগরে নারীগণ (পরস্পর) বলিল যে অজিজের স্ত্রী স্বীয় যুবক (দাসকে) তাহার জীবন হইতে (প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য) কামনা করিতেছে, নিশ্চয় তাহার প্রেম গাঢ় হইয়াছে, সত্যই আমরা তাহাকে স্পষ্ট পথভ্রান্তির মধ্যে দেখিতেছি। ৩১। অনন্তর যখন সে তাহাদের চাতুরী শ্রবণ করিল তখন তাহাদের নিকট (লোক) পাঠাইল এবং তাহাদিগের জন্য এক সভার আয়োজন করিল এবং তাহাদের প্রত্যেককে একটি ছুরিকা দান করিল ও বলিল "(হে ইয়ুসোফ,) ইহাদের নিকটে বাহির হও, অনন্তর যখন তাহারা তাহাকে দেখিল তখন তাহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিল এবং স্বীয় হস্ত সকল ছেদন করিল, এবং বলিল "ঈশ্বর পবিত্র, এ মনুষ্য নহে, এ মহাদেবতা বৈ নহে" *। ৩২। সে (জোলয়খা) বলিল "এ ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছ, সত্য সত্যই তাহার জীবন হইতে (প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য) তাহাকে কামনা করিয়াছি, পরন্তু সে পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছে, এবং আমি তাহাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছি সে যদি তাহা না করে তবে অবশ্য কারাবদ্ধ করা যাইবে এবং অবশ্য সে দুর্দ্দশাপন্নদিগের (একজন) হইবে। † । ৩৩। সে বলিল "হে আমার প্রতিপালক, তাহারা আমাকে যৎপ্রতি আহ্বান করিতেছে

---

* জোলয়খা সভাস্থ নারীদিগকে ফল কাটিয়া ভক্ষণ করিবার জন্য ছুরিকা দান করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইয়ুসোফকে দেখিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যে এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে আপন আপন হাত কাটিয়া ফেলিলেন। (ত, শা,)

† জোলয়খা সেই নারী মণ্ডলীর সাক্ষাতে এই উদ্দেশ্য এইরূপ বলেন যে তাঁহারা ইয়ুসোফকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন, ও ইয়ুসোফও কারাগারের কথা শুনিয়া ভয় পাইবে। (ত, শা,)

তাহা অপেক্ষা কারাবাস আমার নিকটে প্রিয়তর, এবং যদি তুমি আমাহইতে ইহাদের চক্রান্ত নিবৃত্ত না কর তবে আমি ইহাদের প্রতি উৎসুক হইব এবং মূর্খদিগের (একজন) হইব। ৩৪। অনন্তর তাহার প্রতিপালক তাহার (প্রার্থনা) গ্রাহ্য করিলেন, অতঃপর তাহাদের চক্রান্ত তাহা হইতে নিবৃত্ত করিলেন, তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা *। ৩৫। তৎপর তাহারা যে সকল নিদর্শন দেখিয়াছিল যে অবশ্য সে কিয়ৎকাল তাহাকে কারারুদ্ধ করিবে, পরে তাহাদের জন্য তাহা প্রকাশিত হইল। ৩৬। (র, ৪)

এবং তাহার সঙ্গে দুই যুবক কারাগারে প্রবেশ কয়িয়াছিল তাহাদের এক জন বলিয়াছিল, "নিশ্চয় আমি আমাকে (স্বপ্নে) দেখিতেছি যে আমি সুরা নিঃসারণ করিতেছি;" এবং দ্বিতীয় বলিল যে "নিশ্চয় আমি আমাকে দেখিতেছি যে আমি স্বীয় মস্তকে রুটি বহন করিতেছি, তাহা হইতে পক্ষী ভক্ষণ করিতেছে, তুমি আমাদিগকে ইহার ব্যাখ্যা জ্ঞাপন কর, সত্যই আমরা তোমাকে হিতকারীদিগের (একজন) দেখিতেছি" †। ৩৭। সে বলিল

---

* স্পষ্ট বুঝা যায় যে এইরূপ প্রার্থনা করাতেই ইয়ুসোফকে কারারুদ্ধ হইতে হইয়াছিল, কিন্তু পরমেশ্বর তাহাদের চক্রান্ত নিবৃত্ত করার প্রার্থনামাত্র গ্রাহ্য করিলেন। কারাভোগ যেন ইয়ুসোফের অদৃষ্টাধীন ছিল। (ত, শা,)

† মেসরাধিপতি রয়াণের ইয়ুনা নামক এক জন পানপাত্র দাতা এবং মজনত নামক এক জন পাচক ছিল। খাদ্যের সঙ্গে তাহারা বিষ মিশ্রিত করিয়া দিয়াছে সন্দেহ হওয়াতে রয়াণ তাহাদিগকে কারাগারে প্রেরণ করেন, ঘটনা ক্রমে ইয়ুসোফের সঙ্গেই তাহারা কারা গৃহে উপস্থিত হয়। ইয়ুসোফ কারাগারে বন্দীদিগের তত্ত্বাবধান করিতেন এবং তাহাদের স্বপ্ন সকলের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেন। একদিন স্বপ্ন দর্শন করিয়াই হউক কিম্বা স্বপ্ন না দেখিয়া ইয়ুসোফকে

"কোন খাদ্য যাহা তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাহা তোমাদের নিকটে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে তোমাদিগকে আমার জ্ঞাপন করা ব্যতীত তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইবে না, আমার প্রতিপালক আমাকে যাহা শিক্ষা দান করিয়াছেন ইহা তাহার (অন্তর্গত,) যে সম্প্রদায় ঈশ্বরে ও পরলোকে বিশ্বাসী নহে ও যাহারা কাফের আমি তাহাদের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি * ।৩৮। এবং আমি আপন পিতৃপুরুষ এব্রাহিম ও এস্‌হাক ও ইয়কুবের ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছি, কোন বস্তুকে যে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে অংশী স্থাপন করিব আমাদের নিমিত্ত তাহা নয়, আমাদের প্রতি ইহা ঈশ্বরের কৃপা, কিন্তু অধিকাংশ লোক

পরীক্ষা করিবার জন্য হউক ইয়ুনা ও মজনত ক্রমে দুই স্বপ্নের কথা উল্লেখ করে। (ত, হো,)

* ইয়ুসোফ তাহাদের স্বপ্নে অমনোযোগ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে তোমাদিগকে যে খাদ্য জীবিকা প্রদত্ত হয়, সেই খাদ্যের কিরূপ বর্ণ ও স্বাদ উহা তোমাদের নিকটে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে আমি বলিতে সক্ষম। তাহারা ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে একজন ভবিষ্যদ্বক্তা গণক বলিয়া স্থির করিল। তাহাতে ইয়ুসোফ বলিলেন যে আমি সেরূপ ভবিষ্যদ্বক্তা নহি, এবিষয় ঈশ্বর আমাকে প্রত্যাদেশ করেন ও শিক্ষা দেন, যে সকল লোক ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করে না আমি তাহাদের দলভুক্ত নহি। (ত, হো,)

পরমেশ্বর কারাগৃহে এই কৌশল করিলেন যে ইয়ুসোফের মন কাফের দিগের প্রতি অনুরক্ত হইল না, তাহাতে ঐশ্বরিক জ্ঞান তাহার অন্তরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি প্রথমতঃ ইচ্ছা করিলেন যে সেই কারাবাসীদ্বয়কে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, পরে স্বপ্নের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন, এজন্য তিনি তাহাদিগকে সান্ত্বনা করেন যেন উতলা না হয়, বলেন যে ভোজনের সময় পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা কর, তখন উহা বলিয়া দিব। (ত, শা,)

কৃতজ্ঞ হয় না *। ৩৯। হে কারা গৃহের সঙ্গীদ্বয়, ভিন্ন ভিন্ন বহু ঈশ্বর কি ভাল, না, পরাক্রান্ত এক ঈশ্বর (ভাল)? ৪০। তোমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কতগুলি নামের অর্চ্চনা বৈ করিতেছ না, তাহাদের নামকরণ তোমরা করিয়াছ ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ (করিয়াছে,) পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি (নাম সকলের সত্যতা বিষয়ে) কোন প্রমাণ প্রেরণ করেন নাই, ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতীত আজ্ঞা নাই, ঈশ্বর আদেশ করিয়াছেন যে তাঁহাকে ব্যতীত অর্চ্চনা করিবে না, ইহাই সরল ধর্ম্ম, কিন্তু অধিকাংশ লোক বুঝিতেছেনা। ৪১। হে কারাগৃহের সঙ্গীদ্বয়, তোমাদের একজন কিন্তু অতঃপর স্বীয় প্রভুকে সুরা পান করাইবে, অন্যজন কিন্তু পরে শূলেতে চড়িবে, তাহার মস্তক হইতে পক্ষী (চক্ষু) ভক্ষণ করিবে, তোমরা তদ্বিষয়ে যাহা প্রশ্ন করিতেছ সেই কার্য্য স্থির হইয়াছে †। ৪২। উভয়ের মধ্যে যাহাকে মনে করিয়াছিল যে, সে মুক্তি পাইবে সে (ইয়ুসোফ) তাহাকে বলিল "তোমার প্রভুর নিকটে আমাকে স্মরণ করিও, অনন্তর শয়তান তাহাকে বিস্মৃত করিল

---

* অর্থাৎ আমাদের এই ধর্ম্মেতে স্থিতি করা সমুদায় মনুষ্যের সম্বন্ধে কল্যাণ। (ত, শা)

† ইয়ুসোফ বলিলেন যে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রাজাকে সুরাদান করিয়া থাকে তিন দিবস অন্তর সে কারামুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার স্বীয় পূর্ব্ব পদে নিযুক্ত হইবে, শূলের উপর অন্য জনের প্রাণ দণ্ড হইবে, যে কিছুকাল তদবস্থায় শূলের উপর থাকিবে, পরে শিকারী পক্ষী তাহার চক্ষু খুলিয়া খাইবে। এই কথা শুনিয়া তাহারা বলিল যে আমরা মিথ্যা কথা বলিয়াছি, বাস্তবিক তদ্রূপ স্বপ্ন দেখি নাই। তাহাতে ইয়ুসোফ বলিলেন তোমরা যে বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছ, তদ্বিষয়ে ঈশ্বরের আজ্ঞা স্থির হইয়া গিয়াছে। (ত, হো,)

যে স্বীয় প্রভুর নিকটে স্মরণ করে পরে সে (ইয়ুসোফ) কারাগারে কয়েক বৎসর বাস করিল *। ৪৩। (র, ৫)

এবং রাজা বলিল "সত্যই আমি সাতটী স্থূলাকৃতি গো দেখিতেছি তাহাদিগকে সাতটী কৃশ গো ভক্ষণ করিতেছে এবং সাতটী শস্য সরস (দেখিতেছি) অন্য সাতটী শুষ্ক, হে প্রধান পুরুষগণ, যদি তোমরা স্বপ্নের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাকারী হও তবে আমার স্বপ্ন বিষয়ে আমাকে উত্তর দান কর"। ৪৪। তাহারা বলিল "এই স্বপ্ন বিক্ষিপ্ত, এবং আমরা বিক্ষিপ্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা অবগত নহি। ৪৫। এবং সেই দুই জনের মধ্যে যে ব্যক্তি মুক্ত হইয়া ছিল সে বলিল, এবং কিয়ৎকাল পর স্মরণ করিল "আমি তোমাদিগকে ইহার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সংবাদ দিব, অতএব তোমরা আমাকে প্রেরণ কর"। ৪৬। (সে যাইয়া বলিল,) "হে ইয়ুসোফ, হে সত্যবাদিন্, সাতটী স্থূলাকৃতি গোবিষয়ে যে তাহাদিগকে সাতটী কৃশাঙ্গ গো ভক্ষণ করিতেছে, এবং সাতটী শস্য সরস ও অপর (সাতটী) শুষ্ক এবিষয়ে আমাকে উত্তর দান কর, তবে আমি লোকদিগের নিকটে ফিরিয়া যাই, সম্ভব যে তাহারা জ্ঞান পাইবে" †। ৪৭। সে বলিল "তোমরা সাত বৎসর যথারীতি শস্য

---

* তিন দিবস গত হইলে পাচকের দোষ প্রমাণিত হয়, রাজা তাহাকে শূলাগ্রে বধ করেন, শূলের উপর সে তদবস্থায় থাকে, পক্ষী তাহার চক্ষু উৎপাটন করে। এবং সুরাদাতা নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হয়, রাজা তাহাকে পূর্ব্ব পদে নিযুক্ত করেন। সে স্বীয় পদ লাভ করিয়া ইয়ুসোফকে ভুলিয়া যায় রাজার নিকটে আর তাঁহার নির্দ্দোষিতার বিষয় উল্লেখ করে না। ইয়ুসোফ সাত বৎসর কেহ কেহ বলেন আদ্যোপান্ত বার বৎসর কারাগারে বন্দী থাকেন। (ত, হো,)

† "তাহারা জ্ঞান পাইবে" অর্থাৎ রাজপুরুষগণ স্বপ্নের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম

ক্ষেত্র করিবে পরে যাহা কর্ত্তন করিলে তৎপর তাহার শস্যেতে তাহাকে রাখিয়া দিবে যাহা ভক্ষণ করিয়া থাক তাহা কিয়দংশ বৈ নহে * । ৪৮। অবশেষে ইহার পর সাতটি কঠিন (বৎসর) আসিবে, তাহাদের জন্য পূর্ব্বে তোমরা যাহা পাঠাইয়াছ ভক্ষণ করিবে যাহা যত্ন পূর্ব্বক রাখিবে তাহা কিয়দংশ বৈ নহে † । ৪৯। অবশেষে ইহার পর এক বৎসর আসিবে যে তাহাতে লোক সকলের আর্ত্তনাদ গৃহীত হইবে এবং তাহাতে (দ্রাক্ষা-রসাদি) নিঃসৃত হইবে” ‡ । ৫০। (র, ৬)

এবং রাজা বলিল “তাহাকে আমার নিকটে লইয়া আইস, অনন্তর যখন প্রেরিত ব্যক্তি (ইয়ুসোফের নিকটে) আসিল

করিবে এবং তাহাতে তোমার বিজ্ঞতা ও নিপুণতা বুঝিতে পারিবে ও তোমাকে নিকটে আহ্বান করিবে। (ত, হো,)

* সাতটি শস্যশালী বৎসর প্রথমোক্ত সাতটি স্থূলাকার গো, “তৎপর যাহা কর্ত্তন করিলে তাহা শস্যেতে রাখিয়া দিবে” অর্থাৎ কর্ত্তিত শস্য পুঞ্জকে তুষ বিমুক্ত না করিয়া স্থাপিত করিবে। “যাহা ভক্ষণ করিয়া থাক তাহা কিয়দংশ বৈ নহে” অর্থাৎ কিয়দংশ শস্য তুষ মুক্ত করিয়া ভক্ষণ করিবে। (ত, হো,)

† সাতটি কঠিন বৎসর বা সাতটি দুর্ভিক্ষ বৎসর, উহা শেষোক্ত সাতটি কৃশাঙ্গ গো, তাহাদের জন্য পূর্ব্বে তোমরা যাহা পাঠাইয়াছ, ভক্ষণ করিবে” অর্থাৎ এই ৭ বৎসরের জন্য পূর্ব্বে তোমরা যাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছ তখন তাহা ভক্ষণ করিবে। বীজের জন্য যত্ন পূর্ব্বক কিয়দংশ শস্যমাত্র রাখিয়া দিবে। পূর্ব্বোক্ত সরস সাতটি শস্য, সাত বৎসরের উৎপন্ন শস্যরাশি এবং সাতটি শুষ্কশস্য সপ্ত দুর্ভিক্ষ বৎসরের জন্য সঞ্চিত শুষ্ক শস্য পুঞ্জ। (ত, হো,)

‡ সাতটি দুর্ভিক্ষ বৎসরের পর লোকের প্রার্থনা গৃহীত হইবে, অর্থাৎ পর্য্যাপ্ত বৃষ্টি হইবে, প্রচুর শস্য জন্মিবে, দ্রাক্ষা, জয়ত প্রভৃতির রস, গো ছাগাদির দুগ্ধ নিঃসৃত হইবে। ইহা দ্বারা সুবৎসর বুঝায়। (ত, হো,)

তখন সে বলিল "তুমি তোমার প্রভুর নিকটে ফিরিয়া যাও, পরে তাঁহাকে প্রশ্ন কর যে যাহারা স্ব স্ব হস্ত ছেদন করিয়াছে সেই স্ত্রীলোকদিগের কি অবস্থা? নিশ্চয় আমার প্রতিপালক তাহাদের প্রতারণা অবগত। ৫১। সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "যখন তোমরা ইয়ুসোফকে তাহার জীবন হইতে (প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে) কামনা করিয়াছিলে তখন তোমাদের কি ভাব ছিল?" তাহারা বলিয়াছিল যে "ঈশ্বরেরই পবিত্রতা; আমরা তাহাতে কোন কুভাব দেখি নাই;" আজিজের ভার্য্যা বলিয়াছিল "এইক্ষণ সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, আমি তাহার জীবন হইতে তাহাকে (প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য) কামনা করিয়াছিলাম, নিশ্চয় সে সত্যবাদী *। ৫২। (ইয়ুসোফ) বলিয়াছিল "ইহা এজন্য যে আজিজ জ্ঞাত হন যে নিশ্চয় আমি গোপনে তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই, অপিচ (জ্ঞাত হন) যে ঈশ্বর বিশ্বাস ঘাতকদিগের প্রবঞ্চনাকে কুশলে পরিণত করেন না †। ৫৩। এবং আমি আপন জীবনকে শুদ্ধ বলিতেছি না, আমার প্রতিপালক

---

* ইয়ুসোফ ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে স্বীয় নির্দ্দোষিতা রাজার নিকটে ব্যক্ত করেন, তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে কাহার ও কোন কথা বলিবার ক্ষমতা থাকিবে না। এই জন্যই তিনি তদ্রূপ প্রশ্ন করিয়া পাঠান। প্রেরিত ব্যক্তি রাজার নিকটে ফিরিয়া আসিয়া ইয়ুসোফের নিবেদন জ্ঞাপন করিলে রাজা জোলয়খা সহ নারীদিগকে ডাকিয়া আনিলেন ও তাহাদের নিকটে ইয়ুসোফের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন, নারীগণ ইয়ুসোফের নির্দ্দোষিতার সাক্ষ্য দান করিল এবং জোলয়খা আপন দোষ স্বীকার করিল। (ত, হো,)

† রাজা ইয়ুসোফের নিকটে সংবাদ পাঠাইলেন যে "মহিলাগণ আত্মদোষ স্বীকার করিয়াছে, তুমি এইক্ষণ এস, তোমার সাক্ষাতে তাহাদিগকে শাস্তি দান করিব।" তাহাতে ইয়ুসোফ বলিলেন যে শাস্তি দান করা হয় ইহা আমার উদ্দেশ্য

যখন দয়া করেন সেই সময় ব্যতীত নিশ্চয় জীবন পাপেতে প্রবর্ত্তক হয়, সত্যই আমার প্রতিপালক ক্ষমাশাল দয়ালু”। ৫৪। এবং রাজা বলিল “তাহাকে আমার নিকটে উপস্থিত কর, আমি আপন জীবনের জন্য তাহাকে বিশেষত্ব দান করিব;” অনন্তর যখন (রাজা) তাহার সঙ্গে কথোপকথন করিল তখন বলিল (হে ইয়ুসোফ,) “নিশ্চয় তুমি অদ্য আমাদের নিকটে পদস্থ বিশ্বস্ত;” সে বলিল “ভূমির ধনভাণ্ডার সম্বন্ধে তুমি আমাকে নিযুক্ত কর, নিশ্চয় আমি সংরক্ষক ও বিজ্ঞ”। ৫৫। এইরূপে আমি সেই দেশে ইয়ুসোফকে স্থান দান করিলাম, সেই স্থানের যথা ইচ্ছা সে স্থান গ্রহণ করিতেছিল, আমি যাহাকে ইচ্ছা করি তাহার প্রতি আপন কৃপা প্রেরণ করিয়া থাকি, আমি সৎকর্ম্মশালদিগের পুরস্কার বিনষ্ট করি না। ৫৬। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও তিতিক্ষু হইয়াছে তাহাদের জন্য পারলৌকিক পুরস্কারই উত্তম *। ৫৭। (র, ৭)

এবং ইয়ুসোফের ভ্রাতৃবর্গ উপস্থিত হইল, অবশেষে তাহারা তাহার নিকটে আগমন করিল, তখন সে তাহাদিগকে চিনিল

নহে, আমি বিশ্বাস ঘাতকতা করি নাই, অজিজ ইহা বুঝিতে পারেন এজন্যই এরূপ প্রার্থনা করিয়াছি। (ত, হো,)

* এই ক্ষণ পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর হইতেছে, যথা দুর্ভিক্ষ নিপীড়িত হইয়া এব্রাহিমের সন্তানগণ শামদেশ হইতে মেসরে আগমন করে, এবং বিবৃত হইয়াছে যে মহাত্মা ইয়ুসোফকে তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছিল, পরে পরমেশ্বর তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া একটি রাজ্যের উপর কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিলেন। হজরত মোহম্মদের সম্বন্ধেও এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। (ত, শা,)

এবং তাহারা তাহার সম্বন্ধে পরিচয় প্রাপ্ত হইল না *। ৫৮।
এবং যখন সে তাহাদের সামগ্রী তাহাদের জন্য আয়োজন করিল তখন সে বলিল "তোমরা তোমাদের পিতা হইতে (উৎপন্ন) আপন (বৈমাত্র) ভ্রাতাকে আমার নিকটে উপস্থিত কর, তোমরা কি দেখিতেছ না যে আমি (শস্যের) পরিমাণ পূর্ণ করিয়া

---

* ইয়ুসোফ্ রাজ্য সম্বন্ধীয় গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া প্রজাদিগকে কৃষিকর্ম্মে মনোযোগ বিধানে আদেশ করিলেন এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শস্যাগার সকল নির্ম্মাণ করিলেন, সাতবৎসর যত শস্য উৎপন্ন হইল প্রজাদের খাদ্যোপযোগী তাহাদিগকে প্রদান করিয়া তাহার অবশিষ্ট সমুদায় শস্যাগারে যত্নপূর্ব্বক সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। অনন্তর দুর্ভিক্ষ বৎসর উপস্থিত হইল, মেসর এবং কেনানের অধিবাসীদিগের অত্যন্ত অন্নাভাব হয়, মেসরবাসিগণ ইয়ুসোফের আশ্রয় গ্রহণ করে, তিনি প্রথম বৎসর মুদ্রা গ্রহণ করিয়া তাহাদের নিকটে শস্য বিক্রয় করেন, তাহাতে প্রজাদিগের সমুদায় মুদ্রা নিঃশেষিত হয়। দ্বিতীয় বৎসর অলঙ্কারাদির বিনিময়ে, তৃতীয় বৎসর দাস দাসীদিগের বিনিময়ে, চতুর্থ বৎসর গোমেষাদি গৃহ পালিত পশুর বিনিময়ে, পঞ্চম বৎসর শস্যক্ষেত্রাদির বিনিময়ে, ষষ্ঠ বৎসর সন্তানাদির বিনিময়ে প্রজাদের নিকটে শস্য বিক্রয় করেন; সপ্তম বৎসর সকলে অন্নের জন্য ইয়ুসোফের নিকটে দাসত্ব স্বীকার করে। ইয়ুসোফ মেসরাধিপতির নিকট এবিষয় নিবেদন করিলে তিনি বলিলেন, "এইক্ষণ সমুদায় প্রজা তোমার ক্রীতদাস হইয়াছে, তাহাদের উপর তোমার সম্পূর্ণ আধিপত্য।" ইয়ুসোফ রাজার সাক্ষাতে সকলকে দাসত্ব হইতে মুক্তিদান করিলেন। তাহাদের টাকা পয়সা ভূমি সম্পত্তি পুত্র কন্যা দাস দাসী যাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন সমুদায় ফিরাইয়া দিলেন। মেসরবাসীরা এক সময় ইয়ুসোফকে দাসরূপে বিক্রীত হইতে দেখিয়াছিল, পরে ঈশ্বর তাঁহার দাসত্ববন্ধনে সকলকে বদ্ধ করিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে কাহার ও কোন রূপ কুৎসা করিবার পথ রহিল না। পরন্তু কেনানে ও মহা দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, ইয়কুবের সন্তানগণ অন্নাভাবে নিপীড়িত হইয়া পিতাকে বলিয়াছিল যে মেসরাধিপতি অন্নদান করিয়া দুর্ভিক্ষ নিপীড়িত লোকদিগের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন, দীন দরিদ্র ও পথিক লোকেরা তাঁহার নিকটে সাহায্য পাই-

দিতেছি? আমি আতিথেয় শ্রেষ্ঠ *। ৫৯। পরন্তু যদি তাহাকে আমার সমীপে আনয়ন না কর তবে আমার নিকটে তোমাদের জন্য (শস্যের) সেই পরিমাণ নাই, ও তোমরা আমার নিকটবর্ত্তী হইও না †। ৬০। তাহারা বলিল "সত্বর আমরা

তেছে, তুমি অনুমতি করিলে আমরা সেখানে যাইয়া অন্নক্লিষ্ট কেনানবাসীদিগের জন্য অন্ন আনয়ন করিতে পারি। ইয়কুব এ বিষয়ে সম্মতি দান করিলেন, মহাপুরুষ ইয়ুসোফের সহোদর ভ্রাতা বেনয়ামিন ব্যতীত অন্য দশ ভ্রাতা এক একটি উষ্ট্র ও কিছু মূল ধন সঙ্গে করিয়া মেসরে যাত্রা করিলেন। বেনয়ামিনের জন্য শস্য আনয়ন করিতে একটি উষ্ট্র লইয়া গেলেন। চল্লিশ বৎসর অন্তে ইয়ুসোফের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হয়, এই দীর্ঘকালের অদর্শন নিবন্ধন তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। (ত, হো,)

* ইয়ুসোফ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কে? তোমাদিগকে গুপ্ত চরের ন্যায় বোধ হইতেছে।" তাহারা বলিল "মহারাজ, ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমরা তাহা নহি, আমরা সকলে এক পিতার পুত্র, আমাদের পিতার নাম ইয়কুব ও তাঁহার অপর নাম এস্রায়েল।" ইয়ুসোফ জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের পিতার কয়জন সন্তান?" তাহারা বলিল "তাঁহার দ্বাদশ পুত্র ছিল, শৈশবাবস্থায় এক পুত্রকে ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করিয়াছে, এবং এক জনকে পিতা আপন সেবার জন্য নিকটে রাখিয়াছেন, আমরা দশ ভ্রাতা উপস্থিত হইয়াছি।" ইয়ুসোফ জিজ্ঞাসা করিলেন "এস্থানে এমন কেহ আছে যে তোমাদিগকে চিনে?" তাহারা বলিল "মেসরে এমন কেহই নাই যে আমাদের পরিচয় রাখে।" ইয়ুসোফ বলিলেন "এক জন এখানে থাকিয়া তোমরা সকলে কেনানে প্রতিগমন কর এবং উক্ত ভ্রাতাকে লইয়া আইস। তদনুসারে শমুন নামক ব্যক্তি মেসরে স্থিতি করিল, গোধূম পুঞ্জসহ অপর ভ্রাতৃবর্গ কেনানে চলিয়া গেল। (ত, হো,)

† ইয়ুসোফ প্রত্যেক দশ ভ্রাতার জন্য এক একটি উষ্ট্রের বহন যোগ্য গোধূম নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, তাহারা গৃহস্থিত ভ্রাতার জন্যও সেই পরিমাণ গোধূম প্রার্থনা করিয়াছিল। ইয়ুসোফ বলিলেন "আমি লোক সংখ্যানুসারে দান করিয়া

তাহাকে তাহার পিতার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি নিশ্চয় আমরা কার্য্য সম্পাদক। ৬১। এবং সে স্বীয় দাসদিগকে বলিল" যখন তাহারা আপন স্বগণের নিকটে ফিরিয়া যাইবে সম্ভবতঃ তাহারা ফিরিয়া আসিবে, তোমরা তাহাদের মুলধন তাহাদের দ্রব্যাধারে রাখিয়া দেও, যেন তাহারা তাহা চিনিয়া লয়"। ৬২। অনন্তর যখন তাহারা স্বীয় পিতার নিকটে ফিরিয়া আসিল তখন বলিল "হে আমাদের পিতা, আমাদের প্রতি (শস্যের) তুল করা নিষিদ্ধ হইয়াছে, অতএব আমাদের সঙ্গে আমাদের ভ্রাতাকে প্রেরণ কর, আমরা তুল করিয়া লইব এবং নিশ্চয় আমরা তাহার সংরক্ষক"। ৬৩। সে বলিল "কিন্তু আমি পূর্ব্বে যেরূপ ইহার ভ্রাতার সম্বন্ধে তোমাদিগকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম তদ্রূপ কি ইহার সম্বন্ধে তোমাদিগকে বিশ্বাস করিব? অনন্তর ঈশ্বরই উত্তম রক্ষক এবং তিনি দয়ালুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। ৬৪। এবং যখন তাহারা স্বীয় দ্রব্যজাত উন্মুক্ত করিল তখন আপনাদের মূলধন আপনাদের প্রতি প্রত্যর্পিত প্রাপ্ত হইল, তাহারা বলিল "হে আমাদের পিতা, আমরা কি চাহিতেছি? এই আমাদের মূলধন আমাদের প্রতি প্রত্যর্পিত হইয়াছে, আমরা আপন আত্মীয়দিগের জন্য খাদ্য আনয়ন করিব এবং স্বীয় ভ্রাতাকে রক্ষা করিব, এক উষ্ট্রের পরিমাণ অধিক আনিব এই তুল (যাহা আনয়ন করিয়াছি) সামান্য"। ৬৫। সে বলিল "যে পর্য্যন্ত তোমরা আমার নিকটে ঈশ্বরের (নামে) প্রতিজ্ঞা না কর যে

থাকি, উষ্ট্রের লঙ্খ্যানুসারে নয়।" কিন্তু তাহারা তাহা দান করিতে একান্ত অনুরোধ করে, তাহাতেই তিনি "যদি তাহাকে আমার নিকটে আনয়ন না কর ইত্যাদি বলেন। (ত, হো,)

তোমরা আবদ্ধ হওয়া ব্যতীত অবশ্য তাহাকে ফিরাইয়া আনিবে সে পর্য্যন্ত কখন আমি তোমাদের সঙ্গে তাহাকে পাঠাইব না. অনন্তর যখন তাহারা তাহাকে স্বীয় অঙ্গীকার দান করিল তখন সে বলিল "আমরা যাহা বলি ঈশ্বর তৎপ্রতি দৃষ্টি কারক"। ৬৬। এবং বলিল "হে আমার পুত্রগণ, এক দ্বার দিয়া তোমরা প্রবেশ করিও না, ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া প্রবেশ করিও, * তোমাদিগহইতে ঈশ্বরের কিছুই দূর করিতেছি না, ঈশ্বরের জন্য ব্যতীত কর্ত্তৃত্ব নাই, তাঁহার প্রতি আমি নির্ভর করিয়াছি, নির্ভরকারীদিগের উচিত যে তাঁহার প্রতি নির্ভর করে। ৬৭। এবং যে স্থান দিয়া তাহাদের পিতা তাহাদিগকে (প্রবেশ করিতে) আজ্ঞা করিয়াছিল যখন তাহারা প্রেরণ করিল (সেই স্থান দিয়া প্রবেশ করিল) ইয়কুবের অন্তরে এক স্পৃহা যাহা নিহিত হইয়াছিল তদ্ব্যতীত তাহাদের হইতে ঈশ্বরের (বিধি) কিছুই অন্তর্হিত করে (এরূপ) হইল না † আমি যাহা তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলাম সে বিষয়ের নিমিত্ত নিশ্চয় সে জ্ঞানবান্ ছিল, কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য অবগত নহে। ৬৮। (র, ৮)

---

* অর্থাৎ তোমরা সকল ভ্রাতা এক যোগে এক দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিবে না- তাহা হইলে তোমাদের রূপলাবণ্য ও দলবদ্ধ ভাব ও ঘটা দেখিয়া তোমাদের প্রতি লোকের কুদৃষ্টি পড়িবে না। (ত, হো,)

† ইয়কুবের অন্তরে সন্তানের জন্য এক স্পৃহা জলিয়াছিল তজ্জন্য তিনি তাহাদিগকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করেন, "তাহাদিগহইতে ঈশ্বরের (বিধি) কিছু অন্তর্হিত করে (এরূপ) হইল না" অর্থাৎ ইয়কুবের অভিপ্রায়ানুসারে চলিয়াও তাহারা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিল বরং বেনয়ামিনের প্রতি চুরি করার অপবাদ হয়, তাহাতে সমুদায় ভ্রাতাকে দুঃখিত হইতে হইয়াছিল। (ত, হো)

এবং যখন তাহারা ইয়ুসোফের সন্নিধানে প্রবেশ করিল তখন সে আপনার সমীপে স্বীয় ভ্রাতাকে স্থান দান করিল, বলিল, "সত্যই আমি তোমার ভ্রাতা, অতএব তাহারা যাহা করিতেছিল তজ্জন্য দুঃখিত হইও না" *। ৬৯। অনন্তর যখন সে তাহাদের জন্য তাহাদের সামগ্রীর আয়োজন করিল তখন স্বীয় ভ্রাতার দ্রব্যাধারে একটি জলপাত্র রাখিয়া দিল, পরে নিনাদকারী নিনাদ করিল যে "হে বণিক্‌দল, নিশ্চয় তোমরা চোর"

---

* যখন ইয়কুবের সন্তানগণ ইয়ুসোফের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল তখন ইয়ুসোফ আবরণে আবৃত হইয়া সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তোমরা কে? তাহারা বলিল আমরা কেনান নিবাসী, আপন ভ্রাতাকে আনয়ন করিবার জন্য তুমি আমাদিগকে আজ্ঞা করিয়াছিলে, আমরা বিশেষ অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়া তাহাকে পিতার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া আসিয়াছি। অনন্তর ছয়খানা ভোজনপাত্র তাহাদের নিকটে স্থাপন করিয়া ইয়ুসোফ বলিলেন "তোমরা এক পিতার ঔরসে এক মাতার গর্ভজাত দুই দুই জন ভ্রাতা এক এক ভোজনপাত্রে ভোজন কর;" তদনুসারে তাহারা দুই জন করিয়া এক এক ভোজন পাত্রে বসিয়া গেল। বেনয়ামিন একাকী রহিল। সে ক্রন্দন করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণান্তর সে চৈতন্য লাভ করিলে ইয়ুসোফ জিজ্ঞাসা করিলেন "কেনানী যুবক, তোমার কি হইয়াছিল যে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিলে?" তখন সে বলিল "মহাশয় যাহারা সহোদর ভ্রাতা তাহারা দুই জন করিয়া এক এক ভোজনপাত্রে ভোজন করে আপনি এরূপ আদেশ করিয়াছেন, আমার সহোদর ভ্রাতার নাম ইয়ুসোফ ছিল, তাঁহাকে স্মরণ হইল, মনে মনে ভাবিলাম যে তিনি যদি আমার সঙ্গে এই ভোজনে যোগ দিতেন আমি একাকী থাকিতাম না, ইহা ভাবিতে ভাবিতে অনুরাগানল অন্তরে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তাহাই আমার রোদন করার ও অচৈতন্য হওয়ার কারণ।" ইয়ুসোফ বলিলেন "এস আমি তোমার ভাই হইয়া এক ভোজ্যপাত্রে ভোজন করি" অনন্তর স্থানান্তরে উভয়ে ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন, ইয়ুসোফ যবনিকার ভিতরে রহিলেন তথাহইয়া ভোজ্যপাত্রে হস্ত প্রসারণ করিলেন। বেনয়ামিন ইয়ুসোফের হস্ত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রন্দন করিতে

*। ৭০। (ইয়কুবের সন্তানগণ) তাহাদের নিকটে অগ্রসর হইল ও বলিল "যাহা তোমরা হারাইয়াছ তাহা কি?"। ৭১। তাহারা বলিল "আমরা রাজার জলপাত্র হারাইয়াছি, যাহাকে এক উষ্ট্রের ভার (শস্য দেওয়া যায়) তাহার জন্য উহা আনায়ন করা হয়;" এবং (নিনাদকারী বলিল) "আমি তদ্বিষয়ে প্রতিভূ" । ৭২। তাহারা বলিল "সত্য সত্যই তোমরা জানিতেছ যে এদেশে আমরা উপদ্রব করিতে আসি নাই এবং আমরা চোর নহি" । ৭৩। বলিল "যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তবে ইহার প্রতি-ফল কি?"। ৭৩। বলিল "তাহার বিনিময় (এই), যাহার দ্রব্যাধারে পাওয়া যাইবে অনন্তর সেই তাহার বিনিময়;" এই রূপে আমি অত্যাচারীদিগকে প্রতিফল দান করি। ৭৫। অনন্তর (ইয়ুসোফ) আপন ভ্রাতার দ্রব্যাধার (অনুসন্ধান করার পূর্ব্বে তাহাদের দ্রব্যাধার (অনুসন্ধানে) প্রবৃত্ত হইল, অতঃপর তাহা স্বীয় ভ্রাতার দ্রব্যাধার হইতে বাহির করিল, এইরূপে আমি ইয়ুসোফের নিমিত্ত ছলনা করিয়াছিলাম, ঈশ্বরের ইচ্ছা হওয়া

লাগিল। ইয়ুসোফ ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে "আমার ভ্রাতা ইয়ুসোফের হস্তের ন্যায় এই হস্ত দেখিতেছি, তাহাতেই আমার মনে এক ভাবের উদয় হইয়াছে"। এই কথা শুনিয়া ইয়ুসোফ তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হইয়া বলিলেন যে আমিই তোমার ভ্রাতা ইয়ুসোফ। (ত, হো,)

* সেই জলপাত্র মণিমুক্তা খচিত রৌপ্য বা স্বর্ণ নির্ম্মিত ছিল, রাজা তদ্দ্বারা জলপান করিতেন। এই সময়ে খাদ্য সামগ্রীর সম্মান ও গৌরবের অনু-রোধে তাহাকে পরিমাপক করা হইয়াছিল। ইয়ুসোফের আজ্ঞানুসারে তাঁহার এক জন প্রিয়পাত্র বেনয়ামিনের দ্রব্যাধারে উহা লুকাইয়া রাখে সকল বণিক্ গোধূমাদি সহ নগরের বাহিরে চলিয়া গেলে, ইয়ুসোফের কতিপয় অনুচর তাহাদের নিকটে উপস্থিত হয়। এবং এক জন ডাকিয়া বলে তোমরা চোর। (ত, হো,)

ব্যতীত স্বীয় ভ্রাতাকে যে রাজবিধিতে গ্রহণ করে (উচিত) হইল না, আমি যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে পদোন্নত করিয়া থাকি, সকল জ্ঞানবানের উপর একজন জ্ঞানবান্ আছেন *। ৭৬। তাহারা বলিল "যদি এ ব্যক্তি চুরি করিল তবে নিশ্চয় ইহার ভ্রাতা পূর্ব্বে চুরি করিয়াছে, অতঃপর ইয়ুসোফ তাহা স্বীয় অন্তরে গুপ্ত রাখিল, এবং তাহাদের নিমিত্ত তাহা প্রকাশ করিল না, তোমরা যাহা বর্ণন করিতেছ ঈশ্বর তাহার উত্তম জ্ঞাতা" † । ৭৭। তাহারা বলিল "হে অজিজ, সত্যই মহা বৃদ্ধ ইহার এক পিতা আছে, অতএব তাহার স্থানে আমাদের একজনকে গ্রহণ কর, নিশ্চয় আমরা তোমাকে হিতকারী দেখিতেছি"। ৭৮। সে বলিল "যাহার নিকটে আমরা আপন দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাকে ব্যতীত (অন্য) ব্যক্তিকে গ্রহণ করিব! ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই, নিশ্চয় আমরা তখন অত্যাচারী হইব। ৭৯। (র, ৯)

---

* অনন্তর বণিকদিগকে ইয়ুসোফের অনুচরগণ নগরে ফিরাইয়া আনিল, তাহাদিগকে ইয়ুসোফের নিকটে উপস্থিত করিলে, তিনি লোকের সন্দেহ না হয় এই উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ সহোদর ভ্রাতার দ্রব্যাধার অনুসন্ধান না করিয়া অন্য বণিকদিগের দ্রব্যাধার অনুসন্ধান করেন, পরে সহোদর ভ্রাতার দ্রব্যাধার হইতে জলপাত্র বাহির করেন। রাজবিধিতে চোরের যে শাস্তি নির্দ্ধারিত আছে স্বীয় ভ্রাতাকে সেই শাস্তি দান করা ইয়ুসোফ উচিত বোধ করিলেন না। (ত, হো,)

† বণিকগণ বলিল "যখন বেনয়ামিন চুরি করিল তখন ইহার ভ্রাতা ইয়ুসোফ যে চুরি করিয়াছে তদ্বিষয়ে কিছুই আশ্চর্য্য নহে।" কথিত আছে যে ইয়ুসোফের মাতৃস্বসার গৃহে একটি কুক্কুট ছিল, এক জন ভিক্ষুক দ্বারে উপস্থিত হয়, অন্য কেহ নিকটে ছিল না, ইয়ুসোফ সেই কুক্কুটটি ভিক্ষুককে দান করেন, তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ তাঁহার প্রতি কুক্কুট চুরির অপবাদ দেয়। (ত, হো,)

অনন্তর যখন তাহা হইতে তাহারা নিরাশ হইল তখন মন্ত্রণা করিতে এক প্রান্তে গেল, তাহাদের জ্যেষ্ঠ বলিল "তোমরা কি জান না যে তোমাদের পিতা তোমাদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের অঙ্গী-কার গ্রহণ করিয়াছেন এবং পূর্ব্বে তোমরা ইয়ুসোফের সম্বন্ধে অপরাধ করিয়াছ?" যে পর্য্যন্ত আমাকে আমার পিতা আদেশ না করেন অথবা ঈশ্বর আমাকে আজ্ঞা না করেন সে পর্য্যন্ত আমি এ স্থান ছাড়িব না, তিনিই শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা প্রচারক। ৮০। তোমরা তোমাদের পিতার নিকটে গমন কর, পরে তাঁহাকে বল যে হে আমাদের পিতা, নিশ্চয় তোমার পুত্র চুরি করিয়াছে এবং আমরা যাহা জানিতেছিলাম তদ্ব্যতীত সাক্ষ্যদান করি নাই, ও আমরা গুপ্ত বিষয়ের সাক্ষী নহি। ৮১। এবং যে স্থানে আমরা ছিলাম সেই গ্রামকে প্রশ্ন কর এবং যাহাদের প্রতি আমরা উপ-স্থিত হইয়াছিলাম সেই বণিক্‌দলকে (প্রশ্ন কর) নিশ্চয় আমরা সত্যবাদী" *। ৮২। সে বলিল "বরং তোমাদের জন্য তোমা-দের অন্তর এক কার্য্য প্রস্তুত করিয়াছে, অনন্তর ধৈর্য্যই উত্তম, আশা যে পরমেশ্বর সকলকে এক যোগে আমার নিকটে উপস্থিত করি-বেন, নিশ্চয় তিনি জ্ঞাতা ও নিপুণ †। ৮৩। এবং সে, তাহা-

---

* "সেই গ্রামকে প্রশ্ন কর" অর্থাৎ মেসরের রাজধানীর লোকদিগকে প্রশ্ন কর। এবং মেসর হইতে কেনানাভিমুখে যাত্রা করিয়া যে সকল বণিকের সঙ্গে আসিয়া আমরা মিলিত হইয়াছিলাম তাহাদিগকে প্রশ্ন কর। সেই সকল বণিক্ কেনাম নিবাসী ও ইয়কূবের প্রতিবেশী ছিল। (ত, হো,)

† ইয়কূবের সন্তানগণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ববিল অথবা ইহদার আজ্ঞানুসারে কেনানে চলিয়া আইসে এবং পিতার নিকটে উপস্থিত হইয়া ভ্রাতা যাহা বলিয়া-ছিল তাহা নিবেদন করে, তাহাতেই তিনি "বরং তোমাদের জন্য" ইত্যাদি বলেন। (ত, হো,)

দিগ হইতে মুখ ফিরাইল, এবং বলিল "হায়, ইয়ুসোফের সম্বন্ধে আমার আক্ষেপ ;" এবং শোকেতে তাহার চক্ষু শুভ্র হইয়া গিয়াছিল, ও সে দুঃখ পূর্ণ ছিল। ৮৪। তাহারা বলিল "ঈশ্বরের শপথ, তুমি সর্ব্বদা ইয়ুসোফকে স্মরণ করিতেছ এতদূর পর্য্যন্ত যে তুমি রোগগ্রস্ত হইবে অথবা মৃত্যুগ্রস্তদিগের (একজন) হইবে"। ৮৫। সে বলিল "ঈশ্বরের নিকটে আমি আমার শোক ও দুঃখের কুৎসা করিতেছি বৈ নহে, তোমরা যাহা জানিতেছ না, ঈশ্বর দ্বারা তাহা আমি জ্ঞাত আছি। ৮৬। হে আমার পুত্রগণ, গমন কর, অনন্তর ইয়ুসোফ ও তাহার ভ্রাতার অনুসন্ধান কর এবং ঈশ্বরের কৃপায় নিরাশ হইও না, বাস্তবিক ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায় ব্যতীত ঈশ্বরের কৃপায় নিরাশ হয় না * । ৮৭। অন-

---

* ইয়কুব মেসরাধিপতির নিকটে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছিলেন যথা ;— "আমি এস্‌হাকের পুত্র এব্রাহিমের পৌত্র ইয়কুব, আমরা দুঃখ বিপদের আশ্রিত, নমরুদ আমার পিতামহকে হস্ত পদ বন্ধন করিয়া অগ্নিতে বিসর্জ্জন করিয়াছিল, পরমেশ্বর তাঁহাকে উদ্ধার করেন, আমার পিতা এস্‌হাকের গলদেশে ছুরিকা অর্পিত হইয়াছিল, পরে ঈশ্বর তাঁহার বিনিময়ে এক মেষকে বলিরূপে প্রেরণ করেন। আমার এক পুত্র ছিল, তাহাকে আমি সকল পুত্র অপেক্ষা অধিকতর স্নেহ করিতাম, তাহার ভ্রাতৃগণ তাহাকে অরণ্যে লইয়া যায়, শোণিতলিপ্ত বস্ত্র আমাকে অর্পণ করিয়া বলে যে সেই ভ্রাতাকে ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করিয়াছে, আমি তাহার বিচ্ছেদে এরূপ ক্রন্দন করিয়াছি যে তাহাতে আমার চক্ষুর তারা শুভ্র হইয়া গিয়াছে। তাহার এক সহোদর ভ্রাতা ছিল, তদ্দ্বারা আমি সান্ত্বনা লাভ করিতেছিলাম। আপনি তাহাকে চোর বলিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা ঈদৃশ বংশের লোক নহি যে চুরি করিব কিম্বা আমাদের দ্বারা চুরি হইতে পারে। যদি আপনি সেই বালককে প্রত্যর্পণ করেন ভালই নচেৎ অভিসম্পাত করিব যে আপনার সন্তানের প্রতি তাহা ফলিবে।" ইয়কুব এই প্রকার পত্র লিখিয়া সন্তানগণের নিকটে অর্পণ করেন। এবং তৈল কার্পাস ও পনির ইত্যাদি কিঞ্চিৎ মূলধন সংগ্রহ করিয়া

স্তর যখন তাহারা তাহার নিকটে প্রবেশ করিল তখন বলিল "হে অজিজ্, আমাদের প্রতি ও আমাদিগের আত্মীয়দিগের প্রতি দুঃখের সঞ্চার হইয়াছে, এবং আমরা সামান্য মূলধন আনয়ন করিয়াছি অতএব আমাদিগকে (খাদ্যের) পরিমাণ পূর্ণ করিয়া দেও, আমাদের প্রতি সদকা কর * নিশ্চয় ঈশ্বর সদকা দাতা দিগকে পুরস্কার দান করেন। ৮৮। সে বলিল যখন তোমরা মূর্খ ছিলে তখন ইয়ুসোফের প্রতি ও তাহার ভ্রাতার প্রতি যাহা করিয়াছিলে তাহা কি জ্ঞাত আছ?" † । ৮৯। তাহারা বলিল "সত্যই তুমি কি ইয়ুসোফ?" সে বলিল "আমিই ইয়ুসোফ এবং এই আমার ভ্রাতা, নিশ্চয় পরমেশ্বর আমাদের প্রতি কল্যাণ বিধান করিয়াছেন, বস্তুতঃ যে ব্যক্তি ধর্ম্মভীরু হয় ও ধৈর্য্য ধারণ করে, পরে নিশ্চয় ঈশ্বর সেই হিতকারীর পুরস্কার নষ্ট করেন না"। । ৯০। তাহারা বলিল "ঈশ্বর আমাদের উপর তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন, এবং নিশ্চয় আমরা অপরাধী ছিলাম" ‡ । ৯১।

তাহাদিগকে পুনর্ব্বার মেসরে পাঠাইয়া দেন। তাহারা তৎসহ ইয়ুসোফের নিকটে নিকটে উপস্থিত হন। (ত, হো,)

* ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দরিদ্রদিগকে যাহা দান করা হয় তাহাকে সদকা বলে।

† ইয়ুসোফের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ ইয়ুসোফকে যে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল তাহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাহারা ভ্রাতা বেনয়ামিনের প্রতি কিরূপ দুর্ব্যবহার করিয়াছিল তাহার কোন বিশেষ বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। তবে নিকৃষ্ট মনে করিয়া তাহার প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছল্য প্রকাশ করিত তাহার সঙ্গে সদ্ভাবে কথা কহিত না। (ত, হো,)

‡ কথিত আছে ভ্রাতৃগণ ইয়ুসোফকে চিনিয়াই সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল এবং তাহার পদচুম্বন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। ইয়ুসোফ সিংহাসন হইতে নামিয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন দান করেন। (ত, হো,)

সে বলিল "অদ্য তোমাদের প্রতি অনুযোগ নাই, তোমাদিগকে পরমেশ্বর ক্ষমা করিবেন, তিনি দয়ালুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। ।৯২। তোমরা আমার এই কামিজ লইয়া যাও তৎপর ইহা আমার পিতার মুখের উপর নিক্ষেপ কর, তিনি চক্ষুষ্মান্ হইবেন * এবং তোমরা আপন আত্মীয়দিগকে এক যোগে আমার নিকটে আনয়ন কর।" ৯৩। (র, ১০)

এবং যখন সেই বণিক্‌দল (মেসর হইতে) প্রস্থান করিল তখন তাহাদের পিতা বলিল "যদি তোমরা আমাকে বুদ্ধিভ্রষ্ট মনে না কর তবে নিশ্চয় আমি ইয়ুসোফের গন্ধ প্রাপ্ত হইতেছি †। ৯৪। (উপস্থিত লোকেরা) বলিল "ঈশ্বরের শপথ, সত্যই তুমি স্বীয় পুরাতন ভ্রান্তিতে আছ"। ৯৫। অনন্তর যখন সুসংবাদ দাতা উপস্থিত হইল তখন তাহার মুখে তাহা নিক্ষেপ করিল, তৎপর সে চক্ষুষ্মান্ হইল, সে বলিল "আমি কি তোমা-

* ঈশ্বরের নিকটে প্রত্যেক রোগের ঔষধ আছে, পুত্র বিচ্ছেদে ইয়কুবের চক্ষু দৃষ্টি শক্তিহীন হইয়াছিল পুত্রের শরীরের এক দ্রব্যের সংস্পর্শে দৃষ্টি লাভ হইল। মহাত্মা ইয়ুসোফের এই এক অদ্ভুত ক্রিয়া ছিল। (ত, শা,)

† জ্যেষ্ঠভ্রাতা ইহুদা বলিয়াছিল যে "হে ইয়ুসোফ, পূর্ব্বে শোণিতলিপ্ত বস্ত্র পিতার নিকটে উপস্থিত করিয়াছিলাম, এইক্ষণ তোমার গাত্রের কামিজ আমার প্রতি অর্পণ কর আমি তাহা লইয়া যাইব ও পিতাকে প্রদান করিব। হয় তো ইহা পাইয়া তিনি সেই দুঃখ ভুলিয়া যাইবেন। তদনুসারে ইয়ুসোফ স্বীয় কামিজ তাহাকে প্রদান করেন। কথিত আছে যে সেই কামিজ মহাপুরুষ এব্রাহিমের ছিল, স্বর্গীয় দূতের সাহায্যে ইয়ুসোফ তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইয়ুসোফ সেই কামিজ এবং পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের আগমনের জন্য পাথেয় দ্রব্যজাত ইহুদার হস্তে সমর্পণ করিলেন। ইহুদা ভ্রাতৃবর্গসহ মেসর হইতে কেনানে যাত্রা করিলে, ঈশ্বরের আদেশে প্রাতঃসমীরণ সেই অঙ্গ বস্ত্রের সৌরভ ইয়কুবের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে অর্পণ করে। (ত, হো,)

দিগকে বলি নাই যে তোমরা যাহা জানিতেছ না নিশ্চয় আমি ঈশ্বর দ্বারা তাহা জানিতেছি"। ৯৬। তাহারা বলিল "হে আমাদের পিতা, আমাদের জন্য আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, সত্যই আমরা অপরাধী ছিলাম"। ৯৭। সে বলিল "আপন প্রতিপালকের নিকটে তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব, নিশ্চয় তিনি ক্ষমা শীল দয়ালু। ৯৮। অনন্তর যখন তাহারা ইয়ুসোফের নিকটে প্রবেশ করিল, তখন সে স্বীয় পিতা মাতাকে আপন সন্নিধানে স্থান দান করিল এবং বলিল" "যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়াছেন তবে তোমরা শান্তিযুক্ত হইয়া মেসরে প্রবেশ কর" *। ৯৯। এবং সে আপন পিতা ও মাতাকে সিংহাসনের উপর বসাইল, এবং তাহার প্রতি তাহারা নমস্কার করিয়া পতিত হইল, সে বলিল হে আমার পিতা, পূর্ব্বতন স্বপ্নের ইহাই ব্যাখ্যা, নিশ্চয় আমার প্রতি-

---

* ইয়কুব যখন মেসরের নিকটবর্ত্তী হইল তখন ইয়ুসোফ নরপতি রয়্যাণ ও প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী এবং সৈন্য সামন্ত সহ পিতাকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হন। ইয়কুব সন্তানগণ সহ এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া লোকজনের ঘটা ও সৈন্যশ্রেণী দর্শনে বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইয়ুসোফ পিতাকে দেখিয়াই যান হইতে অবতরণ করেন, ইয়কুবও পদব্রজে অগ্রসর হন। ইয়কুব ইয়ুসোফকে দেখিয়া, মস্তক নত করিয়া সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করেন, এবং উভয়ে পরস্পর স্কন্ধ ধারণ করিয়া, আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে থাকেন। মেসরের নিকটবর্ত্তী একস্থানে উচ্চ রাজপ্রাসাদ ছিল, ইয়ুসোফ সেই প্রাসাদে পিতা মাতা সহ উপস্থিত হন। ইয়ুসোফের গর্ভধারিণী ছিলেন না, মাতৃস্বসাই জননীর স্থলবর্ত্তিনী ছিলেন। সেই প্রাসাদে আসিয়া ইয়ুসোফ পিতাকে আলিঙ্গন দান জননীকে ও ভ্রাতৃগণকে বিশেষ ভাবে সম্ভাষণ করিলেন। কেহ বলেন চল্লিশ বৎসর পরে কেহ বলেন ষাট বৎসর পর ইয়ুসোফের সঙ্গে ইয়কুবের পুনর্ম্মিলন হইয়াছিল। (ত, হো,)

পালক তাহা সত্য করিয়াছেন, এবং যখন আমাকে তিনি কারাগার হইতে বাহির করিলেন নিশ্চয় তখন আমার প্রতি উপকার বিধান করিলেন, এবং তোমাদিগকে অরণ্য হইতে ও আমার ও আমার ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে শয়তান বিরোধ উপস্থিত করিয়াছিল তাহা-হইতে লইয়া আসিলেন, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহার প্রতি কোমল ব্যবহারকারী হন, নিশ্চয় তিনি জ্ঞাতা ও নিপুণ *। ১০০। হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে রাজ্যদান করিয়াছ এবং বৃত্তান্তের ব্যাখ্যা করিতে শিক্ষা দিয়াছ, তুমি স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি কর্ত্তা, ও তুমি সংসার ও পরলোকে বন্ধু, আমাকে বিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুগ্রস্ত করিও এবং সাধুদিগের সঙ্গে আমাকে মিলিত করিও। ১০১। (হে মোহ-ম্মদ,) ইহা অব্যক্ত সংবাদাবলী, আমি তোমার প্রতি ইহা প্রত্যাদেশ করিতেছি, † এবং যখন তাহারা আপন কার্য্যের যোজনা করিয়াছিল ও তাহারা ছলনা করিতেছিল তখন তুমি তাহাদের নিকটে ছিলে না। ১০২। এবং যদি তুমি বিশ্বাসী হই-বার জন্য উত্তেজনা কর, অধিকাংশ লোক (তাহাতে সম্মত) নয়। ১০৩। তুমি তাহাদের নিকটে ইহার জন্য (কোরাণ

---

* সুখ সম্পদ পরমেশ্বরের কৃপায় দুঃখ বিপদ শয়তানের প্ররোচনায় হই-য়াছে এরূপ লিখিত হইল। পূর্ব্বে মৃন্নির্ম্মিত আদমকে অগ্নিসম্ভূত দেবতাগণ নমস্কার করিয়াছিলেন, এইক্ষণ ঈশ্বরোদ্দেশ্যে ব্যতীত নমস্কার করার বিধি নাই, কিন্তু ইয়ুসোফের সময়ে এই রীতি প্রচলিত ছিল। (ত, শা,)

† অর্থাৎ তওরয়তে ও পূর্ব্বতন গ্রন্থ সকলে ইহার উল্লেখ নাই, ইহা নূতন ব্যক্ত হইল। (ত, শা,)

প্রচারের জন্য) কোন পুরস্কার প্রার্থনা করিতেছ না, ইহা জগদ্বাসীদিগের জন্য উপদেশ বৈ নহে। ১০৪। (র, ১১)

এবং আকাশে ও পৃথিবীতে (এমন) কত নিদর্শন আছে যাহার উপর তাহারা সঞ্চরণ করিতেছে এবং তাহারা তাহা হইতে মুখ ফিরাইতেছে। ১০৫। তাহাদের অধিকাংশেই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস করে না, এবং কিন্তু তাহারা অংশী নির্দ্ধারণকারী। ১০৬। অনন্তর তাহাদের নিকটে যে ঈশ্বরের দণ্ডের যন্ত্রণা আসিবে কিম্বা অকস্মাৎ কেয়ামত তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইবে তাহা হইতে কি তাহারা নির্ভয় হইয়াছে? এবং তাহারা জানিতেছে না। ১০৭। তুমি বল, "ইহাই আমার পন্থা, আমি ঈশ্বরের প্রতি আহ্বান করিতেছি, আমি ও যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে সে চক্ষুষ্মান্, ঈশ্বরেরই পবিত্রতা, আমি অংশীবাদী দিগের (একজন) নহি, । ১০৮। এবং গ্রামবাসীদিগের যাহাদের প্রতি আমি প্রত্যাদেশ করিয়াছি তাহারা ভিন্ন (অন্য) পুরুষদিগকে তোমার পূর্ব্বে আমি প্রেরণ করি নাই, অনন্তর তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই? তাহা হইলে তাহাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল তাহাদের কিরূপ পরিণাম হইয়াছে তাহারা দেখিত যাহারা ধর্ম্মভীরু হইয়াছে নিশ্চয় তাহাদের জন্য পারলৌকিক আলয় উত্তম, পরন্তু তোমরা কি বুঝিতেছ না? । ১০৯। যে অবধি প্রেরিত পুরুষগণ নিরাশ হইল এবং মনে করিল যে তাহারা মিথ্যা বলিতেছে, * তদবধি তাহাদের নিকটে আমার সাহায্য উপস্থিত

---

* প্রেরিত পুরুষগণ মনে করিল যে কাফের লোকেরা বিশ্বাসের অঙ্গীকারে তাহাদের সঙ্গে মিথ্যা বলে। (ত, হো,)

হইল, অনন্তর যাহাকে আমি ইচ্ছা করিলাম মুক্তি দেওয়া গেল, অপরাধিদল হইতে আমার শাস্তি প্রতিরোধ করা যায় না। ।১১০। সত্য সত্যই বুদ্ধিমান্ লোকদিগের জন্য তাহাদের আখ্যায়িকা সকলেতে উপদেশ আছে, আমার কথা এরূপ নহে যে যে (অসত্য) বদ্ধ হইবে, কিন্তু যাহা তাহার সম্মুখে আছে উহা তাহার প্রমাণ ও সকল বিষয়ের বর্ণনা এবং বিশ্বাসী দলের জন্য দয়া ও পথ প্রদর্শন *। ১১১। (র, ১২)

---

* "আমার কথা" অর্থাৎ আমার কোরাণ। যাহা তাহার সম্মুখে আছে উহা তাহার প্রমাণ" অর্থাৎ তওরয়ত বাইবলাদি যে সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণের নিকটে উপস্থিত আছে কোরাণ তাহার প্রমাণ। (ত, হো,)

স্থুরা রঅদ। *

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

৪৩ আয়ত, ৬ রকু।

(দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ১।)

সেই গ্রন্থের এই সকল আয়ত, এবং তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য বিশ্বাস করে না। ২। যিনি নভোমণ্ডলকে যে তোমরা দেখিতেছ স্তম্ভ ব্যতীত উন্নমিত করিয়াছেন তিনিই ঈশ্বর, তৎপর সিংহাসনের উপর তিনি স্থিতি করিয়াছেন এবং চন্দ্র ও সূর্য্যকে বশীভুত রাখিয়াছেন, প্রত্যেকে নির্দ্ধারিত সময়ে সঞ্চরণ করিতেছে, তিনি কার্য্য সম্পাদন করেন এবং নিদর্শন সকল বর্ণনা করেন, ভরসা যে তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের সাক্ষাৎকারে বিশ্বাসী হইবে। ৩। এবং তিনিই যিনি ভূতলকে প্রসারিত করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে পর্ব্বত সকল ও নির্ঝর সকল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে সমুদায় ফলের দুই দুই জাতি সৃজন

---

* মক্কাতে এই স্থুরার আবির্ভাব হয়। ইহার ব্যবচ্ছেদক শব্দ আলম্মরা" ব্যবচ্ছেদক শব্দের বর্ণাবলী যে সকল বাক্যের সারাংশ সেই সমস্ত বাক্য ঈশ্বরের গুণ প্রকাশ করে, যথা আলম্মার" আ তাঁহার দান, ল তাঁহার অনন্ত কোমলতা, ম তাঁহার অক্ষয় রাজত্ব ব্যক্ত করে। (ত, হো,)

করিয়াছেন, * তিনি দিবা দ্বারা রজনীকে আচ্ছাদিত করেন, চিন্তা-শীল দলের জন্য নিশ্চয় ইহাতে নিদর্শন সকল আছে। ৪। এবং ভূতলে পরস্পর সংলগ্ন বিভাগ সকল আছে ও দ্রাক্ষার উদ্যান সকল এবং খোর্ম্মা তরু সকল এবং ক্ষেত্র সকল আছে (কোনটি) এক মূলে বহু শাখা বিশিষ্ট ও (কোনটি) তদ্রূপ বহুশাখা সমন্বিত নয়, (সে সকল) একজলে অভিষিক্ত হয়, কিন্তু ফল সম্বন্ধে আমি পরস্পরকে পরস্পরের উপর (বিভিন্ন) উন্নতি দান করিতেছি, সত্যই যাহারা জ্ঞান রাখে সেই দলের জন্য ইহার মধ্যে নিদর্শন সকল আছে †। ৫। এবং যদি তুমি আশ্চর্য্যান্বিত হও তবে তাহাদের বাক্য আশ্চর্য্য কি আমরা যখন মৃত্তিকা হইব তখন কি সত্যই নূতন সৃজনে আসিব। ৬। ইহারাই যাহারা স্বীয় প্রতিপালকের সম্বন্ধে বিদ্রোহী হইয়াছে, এবং ইহারাই যে ইহাদের গলদেশে বন্ধন আছে, এবং ইহারাই নরকনিবাসী, ইহারা তথায় চিরনিবাসী হইবে। ৭। এবং তাহারা মঙ্গলের পূর্ব্বে অমঙ্গলকে সত্বর চাহিতেছে এবং নিশ্চয় তাহাদের পূর্ব্বে (শাস্তির) দৃষ্টান্ত সকল হইয়া গিয়াছে, এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মনুষ্যের জন্য তাহাদের অত্যাচার সত্ত্বে ক্ষমাকারী, এবং নিশ্চয় তোমার

---

* দ্বিবিধ-জাতীয় ফল, যথা রক্ত পীত, কৃষ্ণ ও শুভ্র, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, অম্ল ও মধুর, উষ্ণ ও শীতল, শুষ্ক ও সরস, বন্য ও উদ্যান জাত ইত্যাদি। (ত, হো,)

† এক বিধ জলে প্রতিপালিত তরুশ্রেণীতে বিভিন্ন ফল পুঞ্জ, উৎপন্ন হইতেছে ইহা ঐশীশক্তি ব্যতীত হইতে পারে না। মানবজাতির সম্বন্ধেও এই দৃষ্টান্ত সংলগ্ন হয়। এক মাতা পিতা হইতে মানবজাতির জন্ম, কিন্তু আকৃতি প্রকৃতি, বর্ণ ও শব্দ চরিত্রাদি বিভিন্ন হয়। মানসিক গুণ ও শক্তি বিষয়ে সমুদায় মনুষ্য পরস্পর বিভিন্ন হয়। (ত, হো,)

প্রতিপালক কঠিন শাস্তিদাতা *। ৮। এবং ধর্ম্মদ্রোহিগণ বলিয়া থাকে "তাহার প্রতি তাহার প্রতিপালক হইতে কেন অলৌকিকতা অবতীর্ণ হইল না ?" তুমি ভয় প্রদর্শক ও সমুদায় জাতির জন্য পথপ্রদর্শক ইহা বৈ নহে। ৯। (র, ১)

সমুদায় নারী যাহা গর্ভে ধারণ করে এবং গর্ভ্ভ সকল যাহা হীন করে ও যাহা বৃদ্ধি করে ঈশ্বর তাহা জানেন এবং প্রত্যেক বস্তু তাঁহার নিকটে পরিমেয় †। ১০। তিনি অন্তরের জ্ঞাতা ও মহাদীপ্যমান শ্রেষ্ঠ। ১১। তোমাদের যে ব্যক্তি বাক্য গোপন করে ও যে ব্যক্তি তাহা উচ্চৈঃস্বরে বলে

---

* যখন হজরত কাফেরদিগকে শাস্তির কথা বলিয়া ভয়প্রর্শন করিতেছিলেন তখন হারসের পুত্র নজর ও অন্য কোন কোন ব্যক্তি উপহাস করিয়া বলে যে শীঘ্র শাস্তি উপস্থিত কর। পরমেশ্বর হজরতের প্রতি অসত্যারোপকারী কাফেরদিগকে কেয়ামত পর্য্যন্ত শাস্তিদানে বিলম্ব করা স্থির করিয়াছেন এবং এই দলের মূলোচ্ছেদক দণ্ড রহিত করিয়াছেন। ঈশ্বর হইতে কল্যাণ লাভের বিলম্ব বশতঃ কাফেরগণ মূলোচ্ছেদক শাস্তি সত্বর চাহিতেছে, আশ্চর্য্য যে তাহারা শাস্তি প্রার্থনা করিতেছে। অহঙ্কার ও অগ্রাহ্য করার নিমিত্ত কাফেরদিগের প্রতি কঠিন শাস্তি নির্দ্ধারিত। পুনশ্চ তিনি ক্ষমাশীল যেন কেহ তাঁহার দয়াতে নিরাশ না হয়, তিনি শাস্তিদাতা যেন কেহ তাঁহার সম্বন্ধে ভয় শূন্য না হয়। বিশ্বাসী লোকেরা ভয় ও আশার পথ অবলম্বন করেন। তাঁহার দণ্ডদানের অঙ্গীকার না থাকিলে সকল লোক তাঁহার ক্ষমার প্রতি নির্ভর করিয়া পাপ কার্য্য হইতে বিরত হইত না এবং তাঁহার ক্ষমা না থাকিলে কাহারও আমোদ প্রমোদে রুচি হইত না। (ত, হো,)

† "গর্ভ সকল যাহা হীন করে ও যাহা বৃদ্ধি করে ঈশ্বর তাহা জানেন" অর্থাৎ গর্ভে যে সন্তান অপূর্ণাঙ্গ হয় কিম্বা যে ভ্রূণের অতিরিক্ত অঙ্গ হয় ঈশ্বর তাহা জানেন। অথবা সন্তানের সংখ্যানুসারে এই ন্যূনাধিক্য, যথা গর্ভ এক সন্তান না, একাধিক সন্তান বহন করিতেছে ঈশ্বর তাহা জানেন। (ত, হো,)

এবং যে ব্যক্তি রজনীতে প্রচ্ছন্ন ও যে ব্যক্তি দিবাভাগে বিচরণকারী তাঁহার নিকটে তুল্য। ১২। তাহার জন্য প্রহরী সকল তাহার অগ্রে ও তাহার পশ্চাতে আছে তাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহাকে রক্ষা করে, যে পর্য্যন্ত অন্তরে যাহা আছে তাহার পরিবর্ত্তন (না) করে সে পর্য্যন্ত পরমেশ্বর কোন সম্প্রদায়ের কিছু পরিবর্ত্তন করেন না, * এবং যখন ঈশ্বর কোন সম্প্রদায়ের প্রতি দুর্গতি ইচ্ছা করেন তখন তাহার নিবারণ নাই, এবং তাহাদের নিমিত্ত তিনি ব্যতীত কার্য্যসম্পাদক নাই। ১৩। তিনিই যিনি তোমাদিগকে ভয় ও লোভের জন্য বিদ্যুৎ প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং ঘন মেঘ উত্তোলন করেন †। ১৪। জলদনির্ঘোষ তাঁহার প্রশংসাতে ও দেবগণ তাঁহার ভয়েতে স্তব করে এবং তিনি বজ্র সকল প্রেরণ করেন, অনন্তর যাহাকে ইচ্ছা হয় তৎপ্রতি উহা সঞ্চারিত করিয়া থাকেন এবং তাহারা ঈশ্বরের সম্বন্ধে

---

* মনুষ্যের অগ্র পশ্চাতে স্বর্গীয় দূতগণ প্রহরীর কার্য্য করেন, মনুষ্যের কার্য্য ও বাক্য তাঁহারা লিখিয়া রাখেন, ইঁহাদিগকে কেরামোল কাতবিন, (শ্রেষ্ঠ লিপিকর) বলে, ঈশ্বর মনুষ্যদিগকে দুঃখ বিপদ ও ছল চক্রান্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য দেবতাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ বলেন দিবাভাগের জন্য দশ জন এবং রাত্রির জন্য দশ জন দেবতা নিযুক্ত আছে। অধিক সত্য ও প্রসিদ্ধ যে দুই জন স্বর্গীয় দূত দিবাভাগে ও দুই জন নিশাকালে এ কার্য্যে নিযুক্ত। (ত, হো,)

অর্থাৎ পরমেশ্বর কোন জাতিকে স্বীয় অনুগ্রহ ও রক্ষা কার্য্য হইতে বঞ্চিত করেন না। যে পর্য্যন্ত তাহারা আপন ভাব স্বভাবকে ঈশ্বরের বিরোধী না করে সে পর্য্যন্ত ঈশ্বর হইতে আনুকূল্য পাইয়া থাকে। (ত, শা,)

† বৃষ্টি যাহাদিগের হানি করিতে পারে, এমন পথিকদিগকে ভয় দেখাইয়া সতর্ক করিতে এবং যে সকল গৃহবাসী বৃষ্টির প্রার্থী তাহাদিগকে আশা দিবার জন্য ঈশ্বর বিদ্যুৎ প্রকাশ করেন। (ত, হো,)

বিতণ্ডা করে ও তিনি কঠিন শাস্তিদাতা *। ১৫। তাঁহার উদ্দেশ্যেই প্রার্থনা করা সত্য, এবং তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে প্রার্থনা করে তাহাদের জন্য তাহারা তদ্রূপ ব্যতীত কিছুই গ্রাহ্য করে না, যেমন কেহ স্বীয় উভয় করতল জলের দিকে প্রসারণ করে যেন তাহার অভিমুখে তাহা উপস্থিত হয় কিন্তু তাহা উপস্থিত হইবার নয়; ধর্ম্মদ্রোহীদিগের প্রার্থনা নিষ্ফল ব্যতীত

---

* রবির পুত্র আরিদ বজ্রপাতে নিহত হইয়াছিল। হজরতের মদিনা প্রস্থানের নবম বৎসরে তোকয়লের পুত্র আমের আরিদকে বলিয়াছিল যে "চল আমরা মোহম্মদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই, যখন আমি তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইব তুমি পশ্চাদ্দিক্ হইতে আসিয়া তাহার গলদেশে করবালের আঘাত করিও"। এইরূপ স্থির করিয়া আমের হজরতের নিকটে উপস্থিত হয় এবং তাঁহার সঙ্গে কথোপ কথন করিতে থাকে। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর সে বলিল "হে মোহম্মদ, আমি এইক্ষণ যাইতেছি, বহু সংখ্যক অশ্বারূঢ় ও পদাতিক দুর্জ্জয় সৈন্য তোমাকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত সত্বরই প্রেরণ করিতেছি।" এই বলিয়া সে আরিদের সঙ্গে বাহিরে চলিয়া গেল। তখন হজরত প্রার্থনা করিলেন যে হে ঈশ্বর, এই দুই জনকে যেরূপ তোমার ইচ্ছা হয় শাস্তি দান কর।" অনন্তর আমের আরিদকে বলিল সেই সকল পরামর্শ কোথায় চলিয়া গেল, তুমি কেন করবাল চালনা কর নাই?" আরিদ বলিল "যখন আমি মোহম্মদকে করবালের আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, তুমি আমার ও তাহার মধ্যে ব্যবধান হইয়াছিলে তজ্জন্যই সুযোগ হইয়া উঠে নাই।" পরে তাহারা মদিনার বাহিরে চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ বজ্রপাতে আরিদ দগ্ধ হইল, আমেরও পথিমধ্যে কোন দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। সেই সময়ে একজন ইহুদী হজরতের নিকটে আসিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিল "তোমার ঈশ্বর মুক্তা নির্ম্মিত, না, মাণিক্য নির্ম্মিত, না, স্বর্ণ নির্ম্মিত? তখনই অশনিপাত হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিল। তৎকালে ঈশ্বর এই আয়ত প্রেরণ করিলেন। (ত, হো,)

নহে *। ১৬। যে কেহ স্বর্গে ও পৃথিবীতে আছে তাহারা ও তাহাদের ছায়া প্রাতঃসন্ধ্যা ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক ঈশ্বরকে নমস্কার করে †। ১৭। জিজ্ঞাসা কর কে দ্যুলোক ভূলোকের প্রতিপালক? বল ঈশ্বর; জিজ্ঞাসা কর অনন্তর তোমরা কি তাঁহাকে ছাড়িয়া (এমন) বন্ধু গ্রহণ করিয়াছ যাহারা আপন জীবনের ক্ষতি বৃদ্ধি করিতে সক্ষম নহে? জিজ্ঞাসা কর অন্ধ ও চক্ষুষ্মান্ কি তুল্য? ১৮। + অথবা অন্ধকার ও আলোক কি তুল্য? ১৯। তাহারা কি ঈশ্বরের জন্য অংশী সকলকে নির্দ্ধারিত করে যে তাহারা (অংশিগণ) তাঁহার সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টি করিয়াছে, অতএব তাহাদের প্রতি সৃষ্টির উপমা হইয়াছে, বল ঈশ্বর সমুদায় পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তিনি একমাত্র বিজেতা। ২০। তিনি আকাশ হইতে জল অবতারণ করিয়াছেন, অনন্তর তৎপরিমাণে নদী সকল প্রবাহিত হইয়াছে, পরে জলপ্রবাহ, উপরে ফেণপুঞ্জ ধারণ করিয়াছে, এবং যে বস্তু হইতে অলঙ্কার অথবা তৈজস সামগ্রীর অন্বেষণ হয় অগ্নি মধ্যে তাহাকে জ্বালান হইয়া থাকে (উহা) তৎসদৃশ ফেণ (খাদ) হয়, এইরূপ পরমেশ্বর সত্য ও অসত্যের বর্ণনা করেন, পুনশ্চ কিন্তু ফেণ (বা খাদ) পরে অসার

---

* কোন তৃষ্ণার্ত্ত কূপের নিকটে উপস্থিত হইয়া হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক জল তুলিয়া পান করিবার চেষ্টা করিলে তাহার সেই চেষ্টা যেমন বিফল হয় ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের নিকটে প্রার্থনা তদ্রূপ বিফল হইয়া থাকে। (ত, হো,)

† যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, তিনি আহ্লাদ পূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করেন, এবং যে জন বিশ্বাস স্থাপন করে নাই, পরিণামে সেও ঈশ্বরের আদেশ মান্য করিতে বাধ্য হয়। প্রাতঃসন্ধ্যা মনুষ্য দেহের ও বস্তুজাতের ছায়া সকল ভূমিতলে বিস্তৃত হইয়া থাকে, ইহাও ঈশ্বরোদ্দেশ্যে নমস্কার স্বরূপ। (ত, শা,)

হইয়া দূর হয় এবং যে বস্তু লোকের উপকারে আইসে অবশেষে তাহা পৃথিবীতে থাকে, এই প্রকার পরমেশ্বর দৃষ্টান্ত সকল বর্ণন করেন * ।২১। যাহারা স্বীয় প্রতিপালকের (বাক্য) গ্রাহ্য করিয়াছে তাহাদের জন্য কল্যাণ, এবং যাহারা তাহা গ্রাহ্য করে নাই, যদি পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমুদায় তাহাদের হয় এবং তৎসদৃশ (সমুদয়) তাহার সঙ্গে থাকে তাহারা অবশ্য তাহা (শাস্তির) বিনিময় (স্বরূপ) দান করিবে, ইহারাই যে ইহাদের জন্য দুরূহ বিচার; ইহাদের আশ্রয় ভূমি নরক, ও (তাহা) কুৎসিত স্থান।২২। (র, ২)

অনন্তর তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে যাহারা তাহা সত্য জানিতেছে তাহারা কি যাহারা অন্ধ তাহাদিগের সদৃশ? বুদ্ধিমান্ লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে বৈ নয়।২৩। + যাহারা পরমেশ্বরের অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে এবং অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে না।২৪। + এবং যাহারা ঈশ্বর যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন যে আপন প্রতিপালকের প্রতি যোগ স্থাপন কর এবং তাঁহাকে ভয় কর; তৎপ্রতি যোগ স্থাপন করে এবং বিচারের কাঠিন্যকে ভয় করে।২৫। + এবং যাহারা স্বীয়

---

* অর্থাৎ স্বর্গ হইতে সত্য ধর্ম্ম অবতীর্ণ হয়, প্রত্যেকে স্ব স্ব ক্ষমতা অনুসারে তাহা গ্রহণ করে; পরে সত্য ও মিথ্যা স্বর্গীয় ও পার্থিবের প্রভেদ বুঝিয়া লয়। যেমন পৃথিবীতে আকাশ হইতে বারি বর্ষিত হইয়া নদীরূপে প্রবাহিত হইয়া থাকে ও স্বর্ণরজতাদি ধাতু অগ্নি সংযোগে দ্রবীভূত হয়, এবং নদী প্রবাহের উপর ফেণ পুঞ্জ ও দ্রবীভূত ধাতুর উপর খাদ উঠিয়া থাকে ফেণ পুঞ্জ ও খাদ রাশি অসার অবস্তু ও অপ্রয়োজনীয় তাহা বহির্নিক্ষিপ্ত হয়, সার বস্তুই কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরিণামে সত্যই জয় লাভ করে। প্রত্যেক ব্যক্তির মনের অসত্যকে দূর করিয়া সত্য উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়। (ত, শা,)

প্রতিপালকের আননের প্রার্থনায় ধৈর্য্য ধারণ করে ও উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং তাহাদিগকে প্রকাশ্যে ও গোপনে আমি যে উপজিবীকা দিয়াছি তাহা ব্যয় করে এবং সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে দূর করে তাহারাই, তাহাদিগের জন্য পারলৌকিক আলয়। ২৬। + তাহারা নিত্য স্বর্গোদ্যান সকলে প্রবেশ করে, এবং যাহারা স্বীয় পিতৃগণের প্রতি ও স্বীয় ভার্য্যাগণের প্রতি ও স্বীয় সন্তানগণের প্রতি সদাচরণ করে তাহারা ও দেবগণ প্রত্যেক দ্বার দিয়া তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত হয়। ২৭। + (তাহারা বলে) তোমরা যে ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছ তজ্জন্য তোমাদের প্রতি শান্তি, অনন্তর পারলৌকিক আলয় (তোমাদের জন্য)। ২৮। + এবং যাহারা ঈশ্বরের অঙ্গীকার তাহা সম্বদ্ধ হওয়ার পর ভঙ্গ করে এবং ঈশ্বর সম্মিলনের যে আজ্ঞা করিয়াছেন তাহা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে দৌরাত্ম্য করে তাহারাই তাহাদিগের জন্য অভিসম্পাত, এবং তাহাদিগের জন্য দুঃখের আলয়। ২৯। + যাহার প্রতি ইচ্ছা হয় ঈশ্বর তাহাকে বিস্তৃত উপজিবীকা দান করেন এবং সংকীর্ণ দিয়া থাকেন, এবং (কাফেরগণ) পার্থিব জীবনে আনন্দিত পরলোক সম্বন্ধে পার্থিব জীবন ক্ষুদ্র সামগ্রী বৈ নহে। ৩০। (র, ৩)

এবং ধর্ম্মদ্রোহিগণ বলে যে "কেন তাহার প্রতি তাহার প্রতিপালক হইতে অলৌকিকতা অবতীর্ণ হয় নাই?" তুমি বল, নিশ্চয় ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা হয় বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন এবং যে ব্যক্তি উন্মুখ হয় তাহাকে আপনার দিকে পথ প্রদর্শন করেন। ৩১। (কাহারা তাঁহার প্রতি উন্মুখ) যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও ঈশ্বর প্রসঙ্গে যাহাদের অন্তর শান্তি লাভ করে, জানিও ঈশ্বর প্রসঙ্গে হৃদয় শান্তি লাভ করিয়া থাকে। ৩২।

যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও সৎকর্ম্ম সকল করিয়াছে তাহাদের জন্য সুখের অবস্থা এবং উত্তম প্রত্যাবর্ত্তন ভূমি। ৩৩। এইরূপে আমি সেই মণ্ডলীর প্রতি নিশ্চয় যাহার পূর্ব্বে অনেক মণ্ডলীগত হইয়াছে তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি যেন তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছি, তুমি তাহাদের নিকটে তাহা পাঠ কর; তাহারা পরমেশ্বরের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিতেছে তুমি বল তিনিই আমার প্রতিপালক, তিনি ভিন্ন ঈশ্বর নাই, তাঁহার প্রতি আমি নির্ভর করিয়াছি, তাঁহার দিকে আমার প্রত্যাবর্ত্তন। ৩৪। এবং যদি এক কোরাণ হইতে যে তদ্দ্বারা পর্ব্বত সকল স্থান চ্যুত অথবা ভূমি বিদারিত হইত কিম্বা মৃত ব্যক্তি কথা বলিত (তথাপি তাহারা বিশ্বাস করিত না,) বরং ঈশ্বরের সমুদায় কার্য্য, * অনন্তর যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে তাহারা কি জানে না যে যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করিতেন তবে সমুদায় মনুষ্যকে পথ দেখাইতেন, এবং যাহারা ধর্ম্মদোহী হইয়াছে তাহারা যাহা করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের প্রতি নিত্যশাস্তি উপস্থিত হইবে, অথবা যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের অঙ্গীকার সমাগত হয় তাহাদের গৃহের নিকটে অবতীর্ণ

---

* কতিপয় কোরেশ বলিয়াছিল যে "হে মোহম্মদ, যদি তুমি ইচ্ছা কর যে আমরা তোমার আনুগত্য স্বীকার করি তবে কোরাণ দ্বারা পর্ব্বত সকলকে মক্কার প্রান্তর হইতে স্থানান্তরিত কর, তাহা হইলে আমরা বিস্তৃত ক্ষেত্র লাভ করিব, এবং ভূমিকে বিদীর্ণ কর যেন প্রস্রবণ সকল উৎপন্ন হয় ও আমরা কৃষি কর্ম্ম করিতে পারি। অপিচ কোলাবের পুত্র কসাকে জীবিত কর তাহা হইলে আমাদের পিতৃ পুরুষগণ তোমার বিষয়ে যাহা বক্তব্য আমাদিগের নিকটে বলিবেন তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। "বরং ঈশ্বরের সমুদায় কার্য্য" অর্থাৎ ঈশ্বর সমুদায় করিতে সক্ষম। (ত, হো,)

হইবে, নিশ্চয় ঈশ্বর অঙ্গীকারের অন্যথা করেন না *। ৩১।
(র, ৪)

এবং সত্য সত্যই তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেরিত পুরুষগণের প্রতি উপহাস করা হইয়াছে, পরে কাফেরদিগকে আমি অবকাশ দিয়াছি তৎপর তাহাদিগকে ধরিয়াছি, পরিশেষে আমার শাস্তি কিরূপ ছিল। ৩২। অনন্তর যে ব্যক্তি প্রত্যেক লোকের উপরে তাহারা যাহা করিয়াছে তজ্জন্য (প্রহরীরূপে) দণ্ডায়মান তিনি কি (অন্য দুর্ব্বলের তুল্য,) তাহারা পরমেশ্বরের নিমিত্ত অংশী সকল নিযুক্ত করিয়াছে, বল, তোমরা তাহাদের নামকরণ কর, তিনি পৃথিবীতে যাহা জানিতেছেন না তদ্বিষয়ে অথবা বাহ্যিক কথা দ্বারা তোমরা কি তাঁহাকে সংবাদ দিতেছ? বরং কাফের-দিগের জন্য তাহাদের চক্রান্ত সজ্জিত হইয়াছে এবং তাহারা (ঈশ্বরের) পথ হইতে নিবারিত আছে, ঈশ্বর যাহাকে পথভ্রান্ত করেন পরে তাহার জন্য পথ প্রদর্শক নাই †। ৩৩। তাহা-

---

* ঈশ্বরের অঙ্গীকার কেয়ামত বা মৃত্যু, তাহা উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত মক্কার কাফেরগণ যে হজরতের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল সেই অপরাধের জন্য সর্ব্বদা নানা বিপদে পতিত থাকিবে, ঈশ্বর এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন। তাহাদের শত্রুগণ তাহাদের গৃহের নিকট হইতে ধন সম্পত্তি ও গোমেষাদি পশু হরণ করিয়া লইয়া যাইত। (ত, হো,)

† "তোমরা তাহাদের নাম করণ কর" অর্থাৎ অংশী প্রতিমা সকলকে তাহাদের নাম ও উপযুক্ত গুণানুসারে প্রশংসা করিতে থাক, কিন্তু বিবেচনা করিও যে তাহারা ঈশ্বরের অংশী হইবার ও পূজা পাইবার যোগ্য কি না? ইহার তাৎপর্য্য এই যে পরমেশ্বর জীবন দাতা, জীবিকা দাতা, সৃষ্টি কর্ত্তা, সর্ব্বশক্তিমান্ জ্ঞানময়, কৌশলময়, শ্রোতা ও দ্রষ্টা; এই নামে কোন প্রতিমা অভিহিত হইতে পারে না। (ত, হো,)

দের জন্য সাংসারিক জীবনে শাস্তি ও অবশ্য পরলোকে গুরুতর শাস্তি আছে, এবং ঈশ্বর হইতে তাহাদের নিমিত্ত কোন রক্ষা কর্ত্তা নাই। ৩৫। ধর্ম্মভীরুদিগের জন্য যাহা অঙ্গীকৃত হইয়াছে সেই স্বর্গলোকের বর্ণনা, তাহার নিম্ন দিয়া জলপ্রণালী সকল প্রবাহিত, তাহার ফল সকল ও তাহার ছায়া সকল নিত্য, যাহারা ধর্ম্মভীরু হইয়াছে তাহাদের এইরূপ চরম (পুরস্কার) এবং ধর্ম্ম-দ্রোহীদিগের অগ্নি চরম (পুরস্কার)। ৩৫। এবং যাহাদিগকে আমি গ্রন্থ দান করিয়াছি তাহারা তোমার প্রতি যাহা অবতারিত হইয়াছে তাহাতে আহ্লাদিত, এবং সেই দলের কেহ আছে যে তাহা কতক অস্বীকার করে * তুমি বল, ইহা বৈ নহে যে আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে ঈশ্বরকে অর্চ্চনা করি এবং তাঁহার সঙ্গে অংশী স্থাপন না করি, তাঁহার দিকে আহ্বান করিতেছি এবং তাঁহার দিকে আমার প্রত্যাবর্ত্তন। ৩৬। এইরূপে আমি ইহাকে আরব্য আদেশ রূপে অবতারিত করিয়াছি এবং তোমার নিকটে যে জ্ঞান আসিল তাহার পরেও যদি তুমি তাহাদিগের ইচ্ছার অনুসরণ কর তবে তোমার জন্য ঈশ্বর অপেক্ষা কোন বন্ধু ও রক্ষাকর্ত্তা নাই। ৩৭। (র, ৫)

---

* ইহুদি ও ঈসায়ীদিগের অনেক লোক এই কোরাণ গ্রন্থের প্রতি সন্তুষ্ট, কিন্তু কোন কোন লোক যথা ইহুদি বংশোদ্ভব রবির পুত্র কেনানা ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ এবং অনেক ঈসায়ী কোরাণের কোন কোন অংশ অগ্রাহ্য করিয়াছে। এবং গ্রন্থাধিকারী কিতাবিগণ যথা ইহুদি বংশীয় সলামের পুত্র অবদোল্লা ও তাঁহার সহচরগণ এবং ষাটজন ঈসায়ী যাহার চল্লিশ জন নজরাণের আট জন এয়মনের দুই জন আফ্রিকার ছিলেন এই সকল লোক কোরাণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। (ত, হো,)

এবং সত্য সত্যই আমি তোমার পূর্ব্বে প্রেরিত পুরুষদিগকে প্রেরণ করিয়াছি ও তাহাদিগকে ভার্য্যাবর্গ ও সন্তান সকল দান করিয়াছি, এবং ঈশ্বরের আদেশ ব্যতীত কোন নিদর্শন আনয়ন করা কোন প্রেরিত পুরুষের পক্ষে সঙ্ঘটন হয় নাই, প্রত্যেক নিরূপিত কালের জন্য লিপি আছে *। ৩৮। পরমেশ্বর যাহা ইচ্ছা হয় তাহা বিলুপ্ত করেন ও স্থির রাখেন, এবং তাঁহার নিকটে মূল গ্রন্থ আছে †। ৩৯। তাহাদিগের সঙ্গে যাহা অঙ্গীকার করিয়া থাকি যদি তাহা তোমাকে প্রদর্শন করি বা (তৎপূর্ব্বে) তোমার প্রাণ হরণ করি ফলতঃ তোমার প্রতি প্রচার ও আমার প্রতি বিচার ইহা বৈ নহে। ৪০। তাহারা কি দেখিতেছে না যে আমি এই ভূমিতে আসিতেছি যে তাহার পার্শ্ব সকল হইতে তাহাকে ক্ষয় করিতেছি ‡ ঈশ্বর আদেশ করেন, তাঁহার আজ্ঞার প্রতিরোধ কারী নাই, এবং তিনি বিচারে সত্বর। ৪১। এবং তাহাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল, নিশ্চয় তাহারা চক্রান্ত করিয়াছিল, পরন্তু

---

* যখন সেই নির্দ্ধারিত কাল উপস্থিত হয় আদেশ প্রচার হইয়া থাকে। (ত, হো,)

† পৃথিবীর সমুদায় বিষয়ই কারণ হইতে উৎপন্ন, কোন কোন কারণ ব্যক্ত কোন কোন কারণ অব্যক্ত, কারণের প্রকৃতির একটি পরিমাণ আছে, কিন্তু যখন ঈশ্বর ইচ্ছা করেন সেই প্রকৃতির পরিমাণের ন্যূনাধিক্য করিয়া থাকেন অথবা সাম্যাবস্থায় রাখেন। কখন প্রস্তর কণিকার আঘাতে মনুষ্যের মৃত্যু হয় আবার বন্দুকের গুলিদ্বারা আহত হইয়াও মানুষ জীবিত থাকে। ঈশ্বরের আজ্ঞা ক্রমে প্রত্যেক বস্তুর এক পরিমাণ আছে, যাহার কখন পরিবর্ত্তন হয় না। তাহাকে বিধিনির্দ্ধারণ বলে। (ত, শা,)

‡ অর্থাৎ আমি আরব দেশে এস্‌লাম ধর্ম্ম বিস্তার করিতেছি এবং পৌত্তলিকতার বিনাশ সাধন করিতেছি। (ত, শা,)

ঈশ্বরের সমুদায় চক্রান্ত, প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা আচরণ করে তিনি তাহা জানেন, এবং সত্বর ধর্ম্মদ্রোহিগণ জানিতে পাইবে যে পারলৌকিক আলয় কাহার হইবে। ৪২। এবং ধর্ম্মদ্রোহিগণ বলিতেছে যে তুমি প্রেরিত নও, তুমি বল আমার ও তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরই যথেষ্ট সাক্ষী এবং যাঁহার নিকটে গ্রন্থ জ্ঞান আছে তিনি *। ৪৩। (র, ৬)

---

* গ্রন্থজ্ঞান যাঁহার নিকটে আছে তিনি জেব্রিল সাক্ষী। (ত, হো,)

সুরা এব্রাহিম। *

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

৫২ আয়ত, ৭ রকু।

(দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ১।)

এই গ্রন্থ, ইহাকে তোমার প্রতি অবতারণ করিয়াছি যেন তুমি মানবমণ্ডলীকে অন্ধকার হইতে জ্যোতির দিকে বহির্গত কর, তাহাদের প্রতিপালকের আজ্ঞাক্রমে সেই প্রশংসিত গৌরবান্বিত ঈশ্বরের পথের দিকে (আনয়ন কর) যিনি, স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাঁহারই, গুরুতর শাস্তিতে কাফেরদিগের আক্ষেপ হইবে †। ২×৩। যারা পারলৌকিক জীবনের উপর পার্থিব জীবনকে প্রেম করে এবং ঈশ্বরের পথ হইতে (লোকদিগকে) নিবারণ করে ও তৎপ্রতি কুটিলতা অন্বেষণ করে তাহারা দূরতর পথভ্রান্তির মধ্যে আছে। ৪। আমি কোন প্রেরিত পুরুষকে স্বজাতীয় ভাষায় তাহাদের নিমিত্ত প্রচার

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়। ইহার ব্যবচ্ছেদক বর্ণ "অলরা" কোরানের নাম বিশেষ। (ত, হো,)

† অন্ধকার অধর্ম্ম সংশয় কপটতা, জ্যোতিঃ বিশ্বাস বা প্রেম। আত্মাভিমানের ন্যায় গভীর অন্ধকার অন্য কিছুই নয়, এই অন্ধকার মুক্ত হইলেই পুণ্য স্বরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব হৃদয়দর্পণে প্রতিভাত হয়, এই কোরাণ দ্বারা সেই অন্ধকার বিদূরিত হয়। (ত, হো,)

করিতে ভিন্ন প্রেরণ করি নাই, অনন্তর ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা হয় বিভ্রান্ত করেন ও যাহাকে ইচ্ছা হয় পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তিনি পরাক্রান্ত ও নিপুণ। ৫। সত্য সত্যই আমি স্বীয় নিদর্শন সহ মুসাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, (বলিয়াছিলাম) যে স্বজাতিকে অন্ধকার হইতে জ্যোতির দিকে বাহির কর, এবং ঐশ্বরিক দিবস সম্বন্ধে তাহাদিগকে উপদেশ দেও * নিশ্চয় তাহাতে প্রত্যেক সহিষ্ণু ও কৃতজ্ঞ লোকদিগের জন্য নিদর্শন সকল আছে। ৬। (স্মরণ কর) যখন মুসা সম্প্রদায়কে বলিল "তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের দান স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদিগকে ফেরওনের স্বগণ হইতে উদ্ধার করিলেন, তাহারা তোমাদের প্রতি কুৎসিত শাস্তি প্রয়োগ করিতেছিল ও তোমাদের পুত্রদিগকে বধ করিতে-ছিল এবং তোমাদের কন্যাদিগকে জীবিত রাখিতেছিল এবং ইহার মধ্যে তোমাদের প্রতিপালক হইতে মহা পরীক্ষা ছিল। ৭। (র, ১)

সেই সময় তোমাদের প্রতিপালক জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে "যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও অবশ্য তোমাদিগকে অধিক দিব, এবং যদি তোমরা বিদ্রোহিতা কর তবে নিশ্চয় আমার শাস্তি কঠিন"। ৮। এবং মুসা বলিয়াছিল যে "যদি তোমরা ধর্ম্ম-দ্রোহী হও ও যাহারা পৃথিবীতে আছে তাহারা সকলে (ধর্ম্ম-দ্রোহী হয়,) তথাপি নিশ্চয় ঈশ্বর প্রশংসিত, নিশ্চিন্ত। ৯। নুহীয় ও আদীয় ও সমুদীয় সম্প্রদায় যাহারা তোমাদের পূর্ব্বে

---

* পূর্ব্বে যে সকল দিবসে পরমেশ্বর কাফের দিগকে শাস্তি দিয়াছেন সে সমস্ত দিবস বিষয়ে তুমি তাহাদিগকে উপদেশ দেও, অথবা তাহা স্মরণ করিতে দেও। (ত, হো,)

ছিল ও তাহাদের পরে যাহারা ছিল তাহাদের সংবাদ কি তোমাদিগের নিকটে উপস্থিত হয় নাই ? পরমেশ্বর ব্যতীত (কেহ তাহাদিগকে জানে না, * তাহাদের নিকটে তাহাদের প্রেরিত পুরুষগণ প্রমাণ সকল সহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা তাহাদের মুখে আপন হস্ত সমর্পণ করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল যে "নিশ্চয় তোমরা যৎসহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহার বিরোধী, তোমরা যে সন্দিগ্ধ বিষয়ের প্রতি আহ্বান করিতেছ নিশ্চয় আমরা তৎপ্রতি সন্ধিগ্ধ"। ১০। তাহাদের প্রেরিত পুরুষগণ বলিয়াছিল "ঈশ্বরের প্রতি কি সন্দেহ ? তিনি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন যেন তোমাদের নিমিত্ত তোমাদের পাপ ক্ষমা করেন এবং এক নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত তোমাদিগকে অবকাশ দেন ;" তাহারা বলিয়াছিল যে "তোমরা আমাদের ন্যায় মনুষ্য বৈ নহ, আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহাকে অর্চ্চনা করিতেন আমাদিগকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে তোমরা ইচ্ছা করিতেছ, অতঃপর আমাদের নিকটে উজ্জল প্রমাণ উপস্থিত কর"। ১১। তাহাদের প্রেরিত পুরুষগণ তাহাদিগকে বলিয়াছিল যে "আমরা তোমাদের ন্যায় মনুষ্য বৈ নহি, কিন্তু ঈশ্বর আপন দাসদিগের যাহার প্রতি

---

* তাহাদের সংখ্যা এতাধিক যে পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কেহ তাহাদের সকলকে জানে না। অথবা ঈশ্বর অজমও আরবের অনেক সম্প্রদায়কে বিনাশ করিয়াছেন, তাহাদের চিহ্নও নাই, ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেহ তাহার সংবাদ রাখে না। মহা পুরুষ এব্রাহিম হইতে হজরত মোহম্মদের পূর্ব্ব পুরুষ অদনান পর্য্যন্ত তিন সহস্র বৎসর গত হইয়াছে, সেই সময়ের লোকদিগের সংবাদ কেহ জ্ঞাত নহে। (ত, হো,)

ইচ্ছা হয় হিত সাধন করিয়া থাকেন, ঈশ্বরের আদেশ ব্যতীত যে আমরা তোমাদের নিকটে কোন প্রমাণ উপস্থিত করিব আমাদের জন্য তাহা নহে, অতঃপর বিশ্বাসীদিগের উচিত যে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে। ১২। এবং আমাদের জন্য কি আছে যে আমরা ঈশ্বরের উপর ব্যতীত নির্ভর করি, নিশ্চয় তিনি আমাদিগকে আমাদের পথ সকল প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং তোমরা আমাদের প্রতি যে উৎপীড়ন কর তৎপ্রতি অবশ্য আমরা ধৈর্য্য ধারণ করিব, অনন্তর নির্ভরশীল লোকদিগের উচিত যে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে"। ১৩। (র, ২)

ধর্ম্মদ্রোহিগণ আপনাদের প্রেরিত পুরুষদিগকে বলিয়াছিল যে "অবশ্য আমরা তোমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিব, অথবা অবশ্য তোমারা আমাদের ধর্ম্মে ফিরিয়া আসিবে;" তৎপর তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন যে "অবশ্য অত্যাচারীদিগকে বিনাশ করিব"। ১৪। ×এবং অবশ্য তাহাদের অন্তে তোমাদিগকে দেশে স্থাপন করিব যে ব্যক্তি আমার স্থানে ভয় পায় ও আমার দণ্ডাঙ্গীকারকে ভয় করে তাহার জন্য ইহা। ১৫। এবং তাহারা (প্রেরিত পুরুষগণ) বিজয় প্রার্থী হইল ও সমুদায় বিরোধী দুর্দ্দান্ত লোক নিরাশ হইল। ১৬।×তাহাদের সম্মুখে নরক রহিয়াছে এবং পীত সলিল (তাহাদিগকে) পান করান যাইবে। ১৭।×তাহারা ক্রমশঃ তাহা পান করিবে ও প্রায় তাহা অধঃকরণ করিতে পারিবে না ও সকল স্থান হইতে তাহাদের নিকটে মৃত্যু উপস্থিত হইবে এবং তাহারা মৃত্যুগ্রস্ত হইবে না, এবং তাহাদের সম্মুখে কঠিন শাস্তি রহিয়াছে। ১৮। যথা আপন প্রতিপালকের প্রতি যাহারা বিরুদ্ধাচারী হইয়াছে তাহাদের ক্রিয়া সকল

ভস্মের ন্যায়, ঝড়ের দিনে তাহাতে বায়ু প্রবল আঘাত করিবে, তাহারা তাহা হইতে কোন বিষয়ে উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে না, ইহাই সেই দূরতর পথভ্রান্তি। ১৯। তুমি কি দেখ নাই যে ঈশ্বর সত্যরূপে ভূলোক ও দ্যুলোক সৃজন করিয়াছেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদিগকে দূর করিবেন এবং নূতন সৃষ্টি আনয়ন করিবেন। ২০। X এবং ইহা ঈশ্বরের সম্বন্ধে কঠিন নহে। ২১। এবং সকলে ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, তৎপর দুর্ব্বলগণ যাহারা অহঙ্কার করিতেছিল তাহাদিগকে বলিবে "নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুগামী ছিলাম, অতঃপর তোমরা আমাদিগহইতে ঈশ্বরের কিছু শাস্তির নিবারণকারী কি হও?" তাহারা বলিবে "যদি ঈশ্বর আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতেন তবে অবশ্য আমরা তোমাদিগকে পথ দেখাইতাম, আমরা অধৈর্য্য হই বা ধৈর্য্য ধারণ করি আমাদের প্রতি তুল্য, আমাদের জন্য উদ্ধার নাই" । ২২। (র, ৩)

কার্য্য নিষ্পত্তি হইলে শয়তান বলিবে যে "ঈশ্বর তোমাদিগের সঙ্গে অঙ্গীকার করিয়াছেন সত্য অঙ্গীকার, এবং আমি তোমাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করিয়া তোমাদের সঙ্গে অন্যথা করিয়াছি, এবং তোমাদিগকে আহ্বান করা ব্যতীত তোমাদের উপর আমার কোন প্রভাব ছিল না, অনন্তর তোমরা আমার (বাক্য) গ্রাহ্য করিয়াছ, অতঃপর তোমরা আমাকে ভৎ'সনা কর, আমি তোমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ কারী নহি এবং তোমরা আমার প্রার্থনা শ্রবণ কারী নহ, পূর্ব্বে তোমরা আমাকে যে অংশী করিয়াছ, তদ্বিষয়ে আমি বিরোধী হইয়াছি, নিশ্চয় অত্যাচারী দিগের জন্য দুঃখকর শাস্তি আছে। ২৩। যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে ও সৎকার্য্য সকল করিয়াছে তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যান সকলে প্রবেশ

করান যাইবে তাহারা তথায় আপন প্রতিপালকের আজ্ঞাক্রমে নিত্যবাস করিবে, এবং তথায় তাহাদের পরস্পর শুভ সম্ভাষণ সলাম হইবে *। ২৪। তুমি কি দেখ নাই যে ঈশ্বর উত্তম বাক্যের উদাহরণ কেমন ব্যক্ত করিয়াছেন? তাহা উত্তম বৃক্ষ সদৃশ তাহার মূল দৃঢ় তাহার শাখা আকাশে (বিস্তৃত)। ২৫। সকল সময়ে সে স্বীয় প্রতিপালকের আজ্ঞাক্রমে স্বীয় ফল সকল প্রদান করে; ঈশ্বর মানবমণ্ডলীর জন্য দৃষ্টান্ত সকল ব্যক্ত করেন যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে। ২৬। এবং যথা মন্দ বাক্য মন্দ বৃক্ষ সদৃশ, তাহা মৃত্তিকার উপর হইতে উন্মূলিত হয়, তাহার নিমিত্ত কোন স্থিতি নাই। ২৭। যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে তাহাদিগকে পরমেশ্বর ঐহিক ও পারত্রিক জীবনে সত্য বাক্য দ্বারা দৃঢ় করেন, এবং পরমেশ্বর অত্যাচারীদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন, এবং ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা হয় করেন। ২৮। (র, ৪)

তাহাদের প্রতি তুমি কি দৃষ্টি কর নাই যাহারা ঈশ্বরের দানকে ধর্ম্মদ্রোহিতা দ্বারা পবিবর্ত্তন করিয়াছে ও স্বজাতিকে মৃত্যুর আলয়ে অবতারিত করিয়াছে? † যাহা নরক, তাহাতে তাহারা

---

* ইহলোকে কুশল অবস্থায় সলাম, প্রর্থনা; পরলোকে কুশল অবস্থায় সলাম শুভ সম্ভাষণ। (ত, শা,)

† পরমেশ্বরের দানের কৃতজ্ঞতা স্থলে যাহারা অকৃতজ্ঞ ও বিরুদ্ধাচারী হইয়াছে, তাহাদিগ হইতে সেইদান প্রত্যাহার করা হইয়াছে, অধর্ম্ম ব্যতীত তাহাদের হস্তে কিছুই অবশিষ্ট নাই। এই উক্তি মক্কার অধিবাসীদিগের প্রতি। পরমেশ্বর তাহাদিগকে উত্তম স্থান দিয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি উপজীবিকার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন এবং প্রেরিত মহাপুরুষ মোহম্মদের বিদ্যমানতারূপ সম্পদ্ দ্বারা তাহাদিগকে ভাগ্যবান্ করিয়াছিলেন তাহারা কৃতঘ্ন হইয়া এই দানের মর্য্যাদা

প্রবেশ করিবে, ও (তাহা) মন্দ নিবাস। ২৯। এবং তাহারা ঈশ্বরের জন্য সদৃশ সকল (পুত্তলিকা সকল) নির্দ্ধারিত করিয়াছে যেন (লোকদিগকে) তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত করে, তুমি বল, তোমরা ফলভোগী হইতে থাক, অতঃপর নিশ্চয় অনলের দিকে তোমাদের প্রতি গমন। ৩০। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, উপসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে এবং আমি যে উপ-জীবিকা প্রকাশ্যে ও গোপনে যাহাদিগকে দান করিয়াছি যে দিবসে ক্রয় বিক্রয় ও বন্ধুতা হইবে না তাহা আসিবার পূর্ব্বে যেন তাহা ব্যয় করে আমার সেই দাসদিগকে তুমি বল। ৩১। পরমেশ্বরই যিনি স্বর্গ ও পৃথিবী সৃজন করিয়াছেন ও আকাশ হইতে জল অবতারিত করিয়াছেন, অনন্তর তোমাদিগের নিমিত্ত তাহা দ্বারা ফল সকল উপজীবিকা রূপে বাহির করিয়াছেন ও তোমাদের নিমিত্ত নৌকা সকলকে অধিকৃত করিয়াছেন যেন তাঁহার আজ্ঞা ক্রমে সমুদ্রে চলিয়া যায়, এবং তোমাদের নিমিত্ত জল প্রণালী সকলকে অধিকৃত করিয়াছেন। ৩২। এবং তোমা-দের নিমিত্ত নিত্য গতিশীল সূর্য্য চন্দ্রকে অধিকৃত করিয়াছেন ও তোমাদিগের নিমিত্ত দিবা রজনীকে অধিকৃত করিয়াছেন। ৩৩। তোমরা যাহা তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিয়া ছিলে তিনি সেই

রক্ষা করে নাই, তজরতকে মক্কাহইতে তাড়িত করে। সুতরাং সাত বৎসর দুর্ভিক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং অনেকে বদরের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হয়। ইহারা কোরেশ জাতির দুই প্রধান শ্রেণীর লোক, যথা "বনৌ মখযুরা" ও "বনি আমিয়া"। (ত, হো,)

মক্কার প্রধান পুরুষগণ এই উক্তির লক্ষ্য, যাহারা আরবীর লোকদিগকে পথ-ভ্রান্ত করিয়াছিল। (ত, শা,)

সমুদায় তোমাদিগকে দিয়াছেন, যদি তোমরা ঈশ্বরের দান গণনা কর তাহা আয়ত্ত করিতে পারিবে না, নিশ্চয় মনুষ্য ধর্ম্মদ্রোহী অত্যাচারী। ৩৪। (র, ৫)

এবং (স্মরণ কর) যখন এব্রাহিম বলিয়াছিল যে "হে আমার প্রতিপালক, এই নগরকে তুমি শান্তির আলয় কর, ও আমাকে ও আমার সন্তানগণকে প্রতিমা সকলের পূজা করা হইতে নিবৃত্ত রাখ। ৩৫। হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় এই প্রতিমা সকল অধিকাংশ মনুষ্যকে পথভ্রান্ত করিয়া থাকে, অনন্তর যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে নিশ্চয় সে আমারই এবং যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হইল অবশেষে তুমি নিশ্চয় (তাহার পক্ষে) ক্ষমাশীল দয়ালু। ৩৬। হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি আমার কোন সন্তানকে তোমার সম্মানিত নিকেতনের নিকটে শস্যক্ষেত্র-শূন্য প্রান্তরে স্থাপন করিয়াছি যেন তাহারা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে, অনন্তর কতক মনুষ্যের অন্তরকে তাহাদের প্রতি অনুরাগী কর, এবং তাহাদিগকে ফল সকল উপজীবিকা দেও, ভরসা যে তাহারা কৃতজ্ঞতা দান করিবে *। ৩৭। হে আমাদের প্রতিপা-

---

* এস্থলে মহাপুরুষ এব্রাহিম যে সন্তানের উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহার নাম এস্মাইল। শাম দেশে হাজেরার গর্ভে তিনি জন্ম গ্রহণ করিলে এব্রাহিমের প্রধান পত্নী সারার মহা ঈর্ষ্যা হয়, তিনি এব্রাহিমকে বলেন যে হাজেরাকে ও তাহার সন্তানকে জল ও ফল শস্যাদি শূন্য স্থানে রাখিয়া আইস। তখন এব্রাহিম ঈশ্বরের এরূপ আদেশ শুনিতে পাইলেন যে সারা যাহা বলে তদনুরূপ কার্য্য কর। তাহাতে এব্রাহিম হাজেরা ও শিশু এস্মাইলকে সঙ্গে করিয়া শামদেশ হইতে মক্কার প্রান্তরে চলিয়া আইসেন এবং সেখানে তাহাদিগকে রাখিয়া তাহাদের জন্য প্রার্থনা করণান্তর প্রস্থান করেন। ঈশ্বর তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। এব্রাহিম চলিয়া যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই জমজমনামক প্রস্রবণ প্রকাশিত হয়;

লক, আমরা যাহা গোপন করি এবং যাহা প্রকাশ করি নিশ্চয় তুমি তাহা জানিতেছ; স্বর্গে ও পৃথিবীতে ঈশ্বরের নিকটে কিছুই গোপন নহে। ৩৮। সেই ঈশ্বরের প্রশংসা যিনি বৃদ্ধাবস্থায় আমাকে এস্মায়িল ও এস্‌হাক (পুত্রদ্বয়) দান করিয়াছেন, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক প্রার্থনাশ্রবণকারী। ৩৯। হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ও আমার সন্তানকে উপাসনার প্রতিষ্ঠাতা কর, হে আমাদের প্রতিপালক আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য কর। ৪০। হে আমাদের প্রতিপালক, যে দিবস বিচার প্রতিষ্ঠিত হইবে সেই দিবস আমাকে ও আমার পিতা মাতাকে ও বিশ্বাসীদিগকে ক্ষমা করিও"। ৪১। (র ৬)

এবং অত্যাচারিগণ যাহা করিতেছে তদ্বিষয়ে তোমরা কখন ঈশ্বরকে উদাসীন মনে করিও না, সেই দিবসের নিমিত্ত যাহাতে দৃষ্টি সকল ঊর্দ্ধদিকে থাকিবে তিনি তাহাদিগকে অবকাশ দিতেছেন ইহা বৈ নহে। ৪২। + তাহারা মস্তক উত্তোলন করিয়া ধাবমান হইবে, তাহাদের দিকে তাহাদের চক্ষু ফিরিয়া আসিবে না ও তাহাদের অন্তঃকরণ শূন্য থাকিবে *। ৪৩। এবং লোক দিগকে ভয় প্রদর্শন কর যে, যে দিবস তাহাদের প্রতি শাস্তি উপস্থিত হইবে তখন যাহারা অত্যাচার করিয়াছিল তাহারা

এবং জরহাম বংশীয় লোকেরা তথায় বসতি করিতে অভিলাষ করে। এব্রাহিম যখন প্রার্থনা করিয়াছিলেন তৎকালীন সেইস্থানে ঈশ্বরের মন্দির ছিল না, মন্দিরের ভূমিমাত্র ছিল। (ত, হো,)

* পুনরুত্থানের দিন স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইলে স্বর্গীয় দূত সকল অবতরণ করিয়া লোকদিগকে শাস্তিদানে প্রবৃত্ত হইবেন, সেই ভয়ে সকলের চক্ষু ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকিবে, নীচের দিকে দৃষ্টি করিবার অবকাশ পাইবে না। (ত, শা,)

বলিবে "হে আমাদের প্রতিপালক, নির্দ্দিষ্ট অল্প সময় পর্য্যন্ত আমাদিগকে তুমি অবকাশ দান কর, আমরা তোমার আহ্বান গ্রাহ্য করিব এবং প্রেরিত পুরুষদিগের অনুবর্ত্তী হইব;" (তখন বলা হইবে) "পূর্ব্বে তোমরা কি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছিলে না যে আমাদের জন্য কোন বিনাশ হইবে না? ৪৪। + "এবং যাহারা আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল তোমরা তাহাদের স্থানে স্থিতি করিয়াছ এবং আমি তাহাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করিয়াছি তোমাদিগের নিমিত্ত তাহা প্রকাশিত হইয়াছে ও আমি তোমাদের নিমিত্ত দৃষ্টান্ত সকল ব্যক্ত করিয়াছি"। ৪৫। এবং নিশ্চয় তাহারা আপন ছলনাতে ছলনা করিয়াছে, তাহাদের ছলনা ঈশ্বরের নিকটে (ব্যক্ত) আছে, তাহাদের ছল না (এরূপ) নয় যে তদ্দ্বারা তাহারা পর্ব্বতকে বিচালিত করে * । ৪৬। অতঃপর তোমরা ঈশ্বরকে মনে করিও না যে তিনি স্বীয় প্রেরিত পুরুষগণের সঙ্গে অঙ্গীকারের অন্যথাকারী, নিশ্চয় ঈশ্বর পরাক্রান্ত ও প্রতিশোধ দাতা। ৪৭। সেই দিবস ভূমি ভূমিশূন্যতাতে ও আকাশ পরিবর্ত্তিত হইবে এবং একমাত্র পরাক্রান্ত ঈশ্বরের সম্মুখে (সকলে) উপস্থিত হইবে। ৪৮। এবং তুমি সেই দিবস পাপীদিগকে শৃঙ্খলে বদ্ধ দেখিবে। ৪৯। তাহাদের অল্‌কত্‌রার বস্ত্র হইবে ও অগ্নি তাহাদের মুখ আচ্ছাদন করিবে। ৫০। তখন ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহারা যাহা করিয়াছে তাহার

---

* মক্কাবাসিগণ সকলে মিলিয়া হজরতকে হত্যা বা বন্দী করিতে কত প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল সকলই বিফল হইয়া গিয়াছে, এই আয়তে তাহারই উল্লেখ হইয়াছে। (ত, শা,)

বিনিময় দিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর বিচারে সত্বর। ৫১। ইহা মানব মণ্ডলীর জন্য প্রচার কর ও তাহাতে ইহা দ্বারা তাহারা ত্রাস যুক্ত হইবে এবং তাহাতে জানিবে যে তিনি একমাত্র ঈশ্বর ইহা ব্যতীত নহে, এবং তাহাতে বুদ্ধিমান্ লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করিবে। ৫২। (র, ৭)

সুরা হেজ্‌র। *

পঞ্চদশ অধ্যায়।

৯৯ আয়ত, ৬ রকু।

(দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ১।)

এই প্রবচন সকল সেই গ্রন্থের ও উজ্জ্বল কোরাণের †। ২। অনেক সময় ধর্ম্মদ্রোহিগণ বন্ধুতা স্থাপন করে, হায়, যদি তাহারা মোসলমান হইত ‡। ৩। তুমি তাহাদিগকে আহারে ও ভোগ সাধনে ছাড়িয়া দেও, এবং তাহাদিগের কামনা তাহাদিগকে

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়। এই সুরার ব্যবচ্ছেদক বর্ণ "আল্‌রা" কাহার কাহার মতে আয়ে আল্লা, লয়ে জেব্রিল, রায়ে রসুল (প্রেরিতপুরুষ) বুঝায়। অর্থাৎ এই বাণী ঈশ্বর হইতে জেব্রিলের যোগে প্রেরিত পুরুষের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে। (ত, হো,)

† গ্রন্থ ও কোরাণ দুই এক পদার্থ, কিন্তু ভিন্ন নামে উক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক শব্দই ভাবকে প্রমাণিত করে। গৌরবার্থে "কোরাণ" এই শব্দের উল্লেখ হইয়াছে। (ত, হো,)

‡ "যদি তাহারা মোসলমান হইত" এই আকাঙ্ক্ষার ভাব কাফেরদিগের প্রতি পৃথিবীতে বিজয় লাভের সময়ে বিশ্বাসীদিগের হয়; বা কাফেরদিগের মৃত্যুকালে কিম্বা ভূগর্ভে সমাহিত অবস্থায় অথবা পুনরুত্থানের দিনে কিম্বা বিচারের সময়ে তাঁহাদের এইরূপ ইচ্ছা হয়।

(সংসারে) লিপ্ত রাখুক, অতঃপর শীঘ্রই তাহারা জানিতে পাইবে। ৪। এবং আমি কোন গ্রামকে তাহার জন্য নিরূপিত লিপি ব্যতীত বিনাশ করি নাই *। ৫। কোন সম্প্রদায় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কালের অগ্রবর্ত্তী ও পশ্চাদ্বর্ত্তী হয় না। ৬। এবং তাহারা বলে যে "ওহে তুমি সেই ব্যক্তি যাহার উপর উপদেশ (কোরাণ) অবতীর্ণ হইয়াছে, নিশ্চয় তুমি ক্ষিপ্ত। ৭। +যদি তুমি সত্যবাদীদিগের এক জন হও তবে কেন আমাদের নিকটে দেবতাদিগকে আনয়ন করিতেছ না"। ৮। আমি দেবগণকে ন্যায়ানুসারে ব্যতীত অবতারণ করি না, এবং তখন তাহারা (ধর্ম্মদ্রোহিগণ) অবকাশ প্রাপ্ত হইবে না। ৯। নিশ্চয় আমি উপদেশ অবতারণ করিয়াছি, এবং নিশ্চয় আমি তাহার সংরক্ষক। ১০। এবং সত্য সত্যই আমি (হে মোহম্মদ,) তোমার পূর্ব্বে পূর্ব্ববর্ত্তী সম্প্রদায় সকলের মধ্যে (সংবাদবাহক) প্রেরণ করিয়াছি। ১১। এবং (এমন) কোন প্রেরিত পুরুষ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হয় নাই যে তাহারা তাহার প্রতি উপহাস বৈ করে নাই। ১২। এই প্রকারে আমি অপরাধীদিগের অন্তরে তাহা (বিদ্রূপ) চালনা করি। ১৩। +তাহারা ইহার প্রতি (কোরাণের প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন করে না, নিশ্চয় (এইক্ষণ) পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের পদ্ধতি চলিয়া গিয়াছে †। ১৪। এবং যদি আমি তাহাদের প্রতি আকাশের দ্বার মুক্ত করি তবে তাহারা তন্মধ্যে আরোহণকারী হইবে। ১৫।

---

* সময় নির্দ্ধারিত ছিল, এবং স্বর্গে সংরক্ষিত বিধিপুস্তকে লিপি ছিল যে ধর্ম্মবিরোধীদিগকে কত দিন অবকাশ দেওয়া যাইবে ও কি প্রকার তাহাদের বিনাশ হইবে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মদ্রোহী লোকদিগের সংহার সাধনে ঈশ্বরের যে প্রণালী ছিল এইক্ষণ তাহা রহিত হইয়াছে। (ত, হো,)

†তাহারা অবশ্য বলিবে যে "আমাদের চক্ষু বিহ্বল হইয়াছে বৈ নহে, বরং আমরা ইন্দ্রজালমুগ্ধ এক জাতি। ১৬। (র, ১)

এবং সত্য সত্যই আমি আকাশে গ্রহমণ্ডল সকল উৎপাদন করিয়াছি, এবং দর্শকদিগের নিমিত্ত তাহাকে শোভিত করিয়াছি *। ১৭। +যে লুকাইয়া শ্রবণ করিয়াছে তাহা ব্যতীত সমুদায় নিস্তাড়িত শয়তান হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছি, অনন্তর তাহাকে উজ্জ্বল উল্কাপিণ্ড অনুসরণ করিয়াছে †। ১৮+১৯। এই পৃথিবী, ইহাকে আমি প্রসারিত করিয়াছি ও ইহার মধ্যে পর্ব্বত সকল স্থাপন করিয়াছি এবং ইহার মধ্যে প্রত্যেক পরিমিত বস্তু উৎপাদন করিয়াছি। ২০। এবং ইহার মধ্যে তোমাদের উপজীব্য সামগ্রী সৃজন করিয়াছি এবং তোমরা যাহার জীবিকা দাতা নও তাহাকে (জীবদিগকে সৃজন করিয়াছি)। ২১। এবং (এমন) কোন বস্তু নাই যে আমার নিকটে তাহার ভাণ্ডার নাই, এবং আমি নির্দ্ধারিত পরিমাণ ব্যতীত তাহা অবতারণ করি না। ২২। এবং আমি ভারস্থাপনকারী বায়ুকে প্রেরণ করিয়াছি, তৎপর আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করিয়াছি, অনন্তর তাহা

---

* আকাশে মেষ বৃষাদি দ্বাদশটী গ্রহমণ্ডল আছে। নক্ষত্র বৃন্দে নভোমণ্ডল শোভিত হইয়াছে। (ত, শা,)

† আদমের সময় হইতে মহাপুরুষ ঈশার সময় পর্য্যন্ত দৈত্যগণ নভোমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া দেবতাগণ যে স্বর্গীয় গ্রন্থ পাঠ করিতেন তাহা শ্রবণ করিত, এবং পৃথিবীতে আসিয়া সেই সকল কথা তাহাদের বন্ধু ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে জানাইত। মহাত্মা ঈশা জন্মগ্রহণ করিলে পর তিন স্বর্গে গমনে তাহারা নিষিদ্ধ হয়, চতুর্থ স্বর্গ পর্য্যন্ত গমনাগমন করিত। মহাপুরুষ মোহম্মদ আবির্ভূত হইলে সমুদায় স্বর্গ হইতেই তাহারা তাড়িত হয়। তাহাকে অর্থাৎ সেই শয়তানদিগকে তাড়াইবার জন্য উজ্জ্বল উল্কাপিণ্ড নিযুক্ত থাকে ও সমুদায় গুপ্তপথ অবরুদ্ধ হয়। (ত, হো,)

তোমাদিগকে পান করাইয়াছি; তোমরা তাহার সংগ্রহকারী নও *। ২৩। এবং নিশ্চয় আমি জীবন দান করি ও প্রাণ হরণ করি এবং আমিই স্বত্বাধিকারী †। ২৪। এবং সত্য সত্যই আমি তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগকে জ্ঞাত আছি ও সত্য সত্যই আমি পরবর্ত্তীদিগকে জ্ঞাত আছি ‡। ২৫। এবং নিশ্চয় (যিনি) তোমার প্রতিপালক, তিনি তাহাদিগকে সমুত্থাপন করিবেন, নিশ্চয় তিনি নিপুণ ও জ্ঞাতা। ২৬। (র, ২)

এবং সত্য সত্যই আমি মনুষ্যকে দুর্গন্ধ কর্দ্দমের শুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করিয়াছি। ২৭। এবং পূর্ব্বে দৈত্যদিগকে জ্বলন্ত অগ্নি দ্বারা সৃজন করিয়াছি। ২৮। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক দেবতাদিগকে বলিয়াছিল যে "নিশ্চয় আমি দুর্গন্ধ কর্দ্দমের শুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা §। ২৯। অনন্তর যখন আমি তাহাকে ঠিক করিয়া লইব এবং তন্মধ্যে আপন প্রাণ ফুৎকার করিব ‖ তখন তোমরা তাহাকে নমস্কার

---

* বৃষ্টি উৎপাদনের জন্য প্রথমতঃ বাষ্প সকল উৎপন্ন হয়, বায়ু সেই বাষ্পপুঞ্জ দ্বারা মেঘকে ভারাক্রান্ত করিয়া প্রকাশ করে, তৎপর বারিবর্ষণ হয়। (ত, শা,)

† অর্থাৎ আমি প্রাণের সঞ্চার করিয়া নশ্বর দেহকে জীবিত করি, এবং প্রাণ হরণ করিয়া তাহাকে নির্জীব করিয়া থাকি। অথবা দর্শনের জ্যোতিতে অন্তরকে সজীব করি এবং সাধনার অগ্নিতে পশু জীবনকে ধ্বংস করিয়া থাকি। (ত, হো,)

‡ আদমের সময় হইতে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও মরিয়াছে এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত যাহারা জন্মিবে ও মরিবে সমুদায় আমি জ্ঞাত আছি। (ত, হো,)

§ পরমেশ্বর আদমকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করিয়াছেন। প্রথমতঃ মৃত্তিকার উপর জলবর্ষণ করিয়া তাহাকে কর্দ্দমে পরিণত করেন, কিছুকাল গত হইলে তাহা শুষ্ক হয় পরে তদ্দ্বারা আদমকে সৃষ্টি করেন। (ত, হো,)

‖ "আপন প্রাণ ফুৎকার করিব, অর্থাৎ আমার গুণ ভাব যাহাতে বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত সেই আত্মাকে দেহের মধ্যে সঞ্চারিত করিব। (ত, শা,)

করিবে”। ৩০। পরে শয়তান ব্যতীত দেবগণ সমুদায় একযোগে নমস্কার করিল, সে নমস্কারকারীদিগের সঙ্গী হইতে অসম্মত হইল। ৩১+৩২। তিনি বলিলেন “হে শয়তান, তোমার কি হইয়াছে যে তুমি নমস্কারকারীদিগের সঙ্গী হইলে না”। ৩৩। সে বলিল “দুর্গন্ধ কর্দ্দমের শুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা তুমি যাহাকে সৃজন করিয়াছ আমি সেই মনুষ্যকে নমস্কার করিতে কখন (বাধ্য) নহি”। ৩৪। তিনি বলিলেন “তবে তুমি এস্থান হইতে বাহির হও, অতঃপর নিশ্চয় তুমি তাড়িত। ৩৫।+এবং নিশ্চয় তোমার প্রতি কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত অভিসম্পাত হইল”। ৩৫। সে বলিল “হে আমার প্রতিপালক, অতঃপর আমাকে পুনরুত্থানের দিন পর্য্যন্ত অবকাশ দেও”। ৩৬। তিনি বলিলেন “অতঃপর নিশ্চয় তুমি নির্দ্ধারিত সময়ের দিবস (আগমন) পর্য্যন্ত অবকাশ প্রাপ্তদিগের (একজন)” *। ৩৭+৩৮। সে বলিল “হে আমার প্রতিপালক, যেহেতু তুমি আমাকে বিভ্রান্ত করিলে, আমি অবশ্য পৃথিবীতে তাহাদের জন্য (পাপকে) সজ্জিত করিব এবং আমি অবশ্য এক যোগে তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিব। ৩৯।+তাহাদের মধ্যে তোমার বিশেষ দাসগণ ব্যতীত (সকলকে বিভ্রান্ত করিব,)”। ৪০। তিনি বলিলেন “ইহাই (এই বিশেষত্ব,) আমার দিকে সরল পথ। ৪১। পথভ্রান্তদিগের যে ব্যক্তি তোমার

---

* “নির্দ্ধারিত সময়ের দিবস পর্য্যন্ত” অর্থাৎ প্রথম সুরধ্বনি হইলে প্রলয় হইবে, দ্বিতীয় সুরধ্বনিতে মৃত সকল জীবিত হইয়া উঠিবে। দ্বিতীয় সুরধ্বনি প্রথম ধ্বনির চল্লিশ বৎসর পরে হইবে। শয়তান সেই নির্দ্ধারিত চল্লিশ বৎসর মৃত থাকিয়া পরে বাঁচিয়া উঠিবে। ঈশ্বর শয়তানের প্রার্থনানুসারে তাহাকে পুনরুত্থানের দিন পর্য্যন্ত অবকাশ না দিয়া প্রলয় দিবস পর্য্যন্ত অবকাশ দিলেন। (ত, হো,)

অনুসরণ করিয়াছে তৎপ্রতি ভিন্ন নিশ্চয় আমার দাসগণের প্রতি তোমার প্রভাব নাই। ৪২। এবং নিশ্চয় নরক তাহাদের সকলের অঙ্গীকৃত ভূমি। ৪৩।+তাহার সপ্ত দ্বার, তাহাদিগের প্রত্যেক দ্বারের জন্য অংশ বিভাগ করা আছে" *। ৪৪। (র, ৩)

নিশ্চয় ধর্ম্মভীরুগণ উদ্যান ও প্রস্রবণ সকলে বাস করিবে †। ৪৫। (বলা হইবে) নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দে এস্থানে প্রবেশ কর। ৪৬। এবং তাহাদের বক্ষে পরস্পর ভ্রাতৃবিদ্বেষ যাহা থাকে তাহা আমি বাহির করিব, তাহারা সিংহাসনের উপরে পরস্পর সম্মুখীন থাকিবে ‡। ৪৭। তথায় কোন দুঃখ তাহা-

---

* যেমন স্বর্গের আট দ্বার আছে ও সৎকর্ম্মশীলদিগের জন্য তাহার বিভাগ হয়; তদ্রূপ নরকের সাত দ্বার আছে দুষ্ক্রিয়াশীলদিগের নিমিত্ত তাহা বিভক্ত হইয়া থাকে। বোধ করি স্বর্গের এক দ্বার এজন্য অধিক আছে যে সৎকর্ম্ম ব্যতীত কেবল ঈশ্বরকৃপায় লোকে সেই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে পারে। (ত, শা,)

এস্থানে নরকের দ্বার অর্থে নরকের শ্রেণী, এক এক শ্রেণীর নরক এক এক সম্প্রদায়ের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। একেশ্বরবাদী পাপীদিগের জন্য "জহন্নম" নামক নরক নির্দ্দিষ্ট, "নতি" ঈসায়িদিগের নিমিত্ত, "হোতমা" ইহুদিদিগের নিমিত্ত, "সয়ির" সাবী সম্প্রদায়ের নিমিত্ত, "সকর" অগ্নিপূজকদিগের নিমিত্ত "জহিম" অংশীবাদীদিগের নিমিত্ত, "হাভিয়া" কপটদিগের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত। বহরোল হকায়েকে উক্ত হইয়াছে যে লোভ, মোহ, ঈর্ষ্যা, হিংসা, ক্রোধ, কাম, অহঙ্কার এই সাতটী নরকের দ্বার। অপিচ অপর গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, উদর, জননেন্দ্রিয়, হস্ত, পদ মনুষ্যের এই সাতটী অঙ্গ নরকের দ্বার, এই সপ্ত অঙ্গ দ্বারা মনুষ্য পাপ করিয়া থাকে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ যে সকল উদ্যানে দুগ্ধ ও সুরা প্রভৃতির প্রস্রবণ প্রবাহিত তথায় তাহারা বাস করিবে (ত, হো,)

‡ পৃথিবীতে যাঁহাদের ভ্রাতৃবিদ্বেষ ছিল উন্নত লোকে তাহা থাকিবে না; সকলে প্রণয়সূত্রে বদ্ধ হইবেন। কথিত আছে যে স্বর্গবাসীদিগের কেহ কাহার

দিগকে প্রাপ্ত হইবে না, এবং তাহারা তথা হইতে বহিষ্কৃত হইবে না ৪৮। আমার দাসদিগকে (হে মোহম্মদ) সংবাদ দান কর যে আমি ক্ষমাশীল দয়ালু। ৪৯। +এবং এই যে আমার শাস্তি তাহা দুঃখজনক শাস্তি। ৫০। এবং তাহাদিগকে এব্রাহিমের অতিথিদিগের সংবাদ দান কর *। ৫১। যখন তাহারা তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল তখন "সলাম" বলিয়াছিল, সে বলিয়াছিল যে "নিশ্চয় আমরা তোমাদিগ হইতে ভীত আছি"। ৫২। তাহারা বলিয়াছিল "ভয় করিও না, নিশ্চয় আমরা তোমাকে জ্ঞানবান্ পুত্রের সুসংবাদ দান করিতেছি"। ৫৩। সে বলিয়াছিল যে "আমাকে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তদবস্থায় কি তোমরা আমাকে সুসংবাদ দান করিতেছ? অনন্তর কিরূপ শুভ সংবাদ দিতেছ?"। ৫৪। তাহারা বলিয়াছিল যে "যথার্থ ভাবে আমরা তোমাকে সুসংবাদ দান করিতেছি, অতএব তুমি নিরাশদিগের (একজন) হইও না"। ৫৫। এবং সে বলিয়াছিল "পথভ্রান্তগণ ব্যতীত কে স্বীয় প্রতিপালকের দয়াতে নিরাশ হয়?"৫৬। বলিয়াছিল "হে প্রেরিতগণ, অতঃপর কি তোমাদের অভিপ্রায়?" ৫৭। তাহারা বলিয়াছিল যে "নিশ্চয় আমরা লুতের স্বগণ ব্যতীত (অন্য) অপরাধিদলের প্রতি

পৃষ্ঠদেশ দর্শন করেন না, তাঁহারা যে স্থানে যে অবস্থায় কেন না থাকেন পরস্পরের মুখ দর্শন করেন, এবং চলিবার সময় তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসনও চলিয়া থাকে। (ত, হো,)

* অর্থাৎ সেই তিন স্বর্গীয় দূত বা অষ্ট কিংবা দ্বাদশ স্বর্গীয় দূত, যাঁহারা এব্রাহিমের নিকটে সুসংবাদ দানের জন্য ও লুতের নিকটে তাঁহার সম্প্রদায়ের বিনাশ সাধনের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। (ত, হো,)

প্রেরিত হইয়াছি, নিশ্চয় আমরা তাহার ভার্য্যা ব্যতীত তাহাদিগকে (লুতের স্বগণদিগকে) এক যোগে উদ্ধার করিব, আমরা স্থির করিয়াছি যে নিশ্চয় সেই নারী পতিতদিগের (একজন)"। ৫৮+৫৯+৬০। (র, ৪)

অনন্তর যখন প্রেরিত পুরুষগণ লুতের স্বগণবর্গের নিকটে উপস্থিত হইল। ৬১।+সে বলিল "নিশ্চয় তোমরা অপরিচিত দল"। ৬২। তাহারা বলিল "বরং তাহারা যে বিষয়ে সন্দেহ করিতেছিল তৎসহ আমরা তোমার নিকটে আসিয়াছি *। ৬৩। এবং আমরা তোমার নিকটে সত্য ভাবে উপস্থিত হইয়াছি এবং নিশ্চয় আমরা সত্যবাদী। ৬৪। অতঃপর তুমি রজনীর একভাগে স্বজনসহ প্রস্থান করিও, ও তুমি তাহাদিগের পশ্চাদ্গমনের অনুসরণ করিও এবং তোমাদের কেহ যেন পশ্চাদ্দৃষ্টি না করে, এবং যেস্থানে তোমরা আদিষ্ট হইয়াছ তথায় চলিয়া যাইবে" †। ৬৫। এবং তাহার প্রতি আমি এই বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলাম, যে প্রাতঃকাল হইলে ইহাদিগের মূল ছিন্ন হইবে। ৬৬। এবং নগরবাসিগণ আনন্দসহকারে উপস্থিত হইল। ৬৭। সে বলিল "নিশ্চয় ইহাঁরা আমার অতিথি, অতঃ-

---

* অর্থাৎ লুত যে সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহারা পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার করিত। এই পাপের জন্য যে শাস্তির অঙ্গীকার আছে এবিষয়ে তাহাদের সন্দেহ ছিল। এইক্ষণ স্বর্গীয় দূতগণ বলিতেছেন যে তাহারা যে শাস্তি বিষয়ে সন্দেহ করিতেছে তাহাদিগকে সেই শাস্তি দান করিবার জন্যই আমরা উপস্থিত হইয়াছি। (ত, শা,)

† শাম বা যেসর দেশে যাইবার জন্য তাহাদের প্রতি আদেশ হইয়াছিল, তথাকার নিবাসিগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না। (ত, হো,)

পর তোমরা আমাকে অপমানিত করিও না। ৬৮।+এবং ঈশ্বরকে ভয় কর ও আমাকে লাঞ্ছিত করিও না"। ৬৯। এবং তাহারা বলিল "ধরাতলবাসীদিগকে (অতিথি করিতে) আমরা কি তোমাকে বারণ করি নাই ?"৭০। সে বলিল "যদি তোমরা কার্য্যকারক হও তবে ইহাঁরা আমার কন্যা" (বিবাহ কর) * ৭১। তোমার জীবনের শপথ (হে মোহম্মদ,) † নিশ্চয় তাহারা স্বীয় মত্ততায় ঘূর্ণায়মান ছিল। ৭২। অনন্তর উষাকাল আগত হইলে ঘোর নিনাদ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। ৭৩।+ অতঃপর আমি তাহার (নগরের) উন্নতিকে তাহার অবনতি করিলাম এবং তাহাদিগের উপরে প্রস্তরকঙ্কর সকল বর্ষণ করিলাম। ৭৪। নিশ্চয় ইহাতে শিক্ষার্থীদিগের নিমিত্ত নিদর্শন সকল আছে। ৭৫। এবং নিশ্চয় তাহা (সেই নগর) পথিমধ্যে স্থিত। ৭৬। নিশ্চয় ইহাতে বিশ্বাসীদিগের জন্য নিদর্শন সকল আছে। ৭৭। নিশ্চয় আয়কা ‡ নিবাসিগণ অত্যাচারী ছিল। ৭৮।

---

* প্রত্যেক প্রেরিত পুরুষ আপন আপন মণ্ডলীর পিতাস্বরূপ, এজন্য লুত স্বীয় সম্প্রদায়ের কন্যাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমার কন্যাগণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

† পরমেশ্বর সৃষ্ট বস্তু সকলের যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহার উল্লেখ করিয়া শপথ করিয়া থাকেন, কিন্তু কোন জীব ঈশ্বরের উল্লেখ ব্যতীত শপথ করে না। সৃষ্ট জীবের মধ্যে হজরত অপেক্ষা কেহই শ্রেষ্ঠ নহে, এজন্য পরমেশ্বর অন্য কাহার জীবনের শপথ করেন নাই। যেহেতু তাঁহার জীবন সত্য জীবন ছিল এবং ঈশ্বরের অতি প্রিয় ও সান্নিধ্যবর্ত্তী ছিল। (ত, হো,)

‡ মহাপুরুষ শোঅয়বের সম্প্রদায় "অয়কা" নিবাসী ও "মদয়ন" নিবাসী ছিল। যে স্থানে ঘন সন্নিবিষ্ট পাদপশ্রেণী তাহাকে "আয়কা" বলে। অনেক উদ্যান ছিল বলিয়া উক্ত স্থানকে 'আয়কা" বলিত। আয়কা নিবাসিগণ শোঅয়বের অবাধ্য

অনন্তর আমি তাহাদিগহইতে প্রতিশোধ লইয়াছি, ও নিশ্চয় উভয় স্থান * পথি মধ্যে প্রকাশিত আছে। ৭৯। (র, ৫)

এবং সত্য সত্যই হেজর নিবাসিগণ প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল †। ৮০। তাহাদিগকে আমি আপন নিদর্শন সকল দান করিয়াছিলাম, পরন্তু তাহারা তাহার প্রতি বিমুখ ছিল। ৮১। + এবং তাহারা পর্ব্বত সকল হইতে নিরাপদ আলয় কাটিয়া লইয়াছিল ‡। ৮২। অতন্তর প্রাতঃকাল হইলে বিকটধ্বনি তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইল। ৮৩। + পরিশেষে তাহারা যাহা করিতেছিল তাহাদিগ হইতে তাহা দূর করিল না। ।৮৪। এবং আমি সত্যভাবে ব্যতীত স্বর্গ ও মর্ত্ত্য এবং উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা সৃজন করি নাই, এবং নিশ্চয় কেয়ামত উপস্থিত হইবে, অতঃপর উত্তম ক্ষমারূপে ক্ষমা কর §। ৮৫।

হওয়াতে এবং মদয়নের লোকগণ তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলাতে ভয়ঙ্কর নিনাদে আক্রান্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। (ত, হো,)

* "উভয় স্থান" অর্থাৎ লুতীয় সম্প্রদায়ের নিবাস ভূমি "সদুমা" এবং শোঅয়বীয় সম্প্রদায়ের বাসস্থান "আয়কা"। (ত, হো,)

† হেজর নিবাসী সমুদ জাতি, তাহারা তাহাদের প্রেরিত পুরুষ সালেহকে অসত্যবাদী বলিয়াছিল। (ত, শা,)

‡ পাষাণ হ'তে প্রকাণ্ডকায় উষ্ট্রী প্রসূত হওয়া এবং সেই উষ্ট্রীতে আশ্চর্য্য জীবনের ক্রিয়া প্রকাশ পাওয়া ইত্যাদি যে অলৌকিক ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল সমুদ জাতি তাহা গ্রাহ্য করে নাই। তাহারা শাস্তি ও দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পর্ব্বত খুদিয়া সুদৃঢ় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। উহা তাহাদিগহইতে বিপদ্ দূর করিতে পারে নাই। (ত, হো,)

§ পূর্ব্ববর্ত্তী মণ্ডলীদিগের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পরমেশ্বর বলিলেন যে ক্রীড়ার ভাবে আমি জগৎ সৃজন করি নাই, সত্যভাবে সৃষ্টি করিয়াছি, স্বয়ং তাহার তত্ত্বা-

নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তিনিই সৃষ্টি কর্তা জ্ঞানবান্। ৮৬। এবং সত্য সত্যই তোমাকে (হে মোহম্মদ,) আমি দ্বিরুক্তির সপ্ত (আয়ত) এবং মহা কোরাণ প্রদান করিয়াছি *। ৮৭। যাহা দ্বারা আমি তাহাদিগের অনেক প্রকারের লোককে লাভমান্ করিয়াছি তুমি তাহার প্রতি আপন দৃষ্টিকে প্রসারণ করিও না ও ইহাদের সম্বন্ধে শোক করিও না এবং বিশ্বাসিগণের জন্য স্বীয় বাহুকে নত কর †। ৮৮। বল নিশ্চয় আমি স্পষ্ট ভয় প্রদর্শক। ৮৯। +যদ্রূপ আমি বিভাগকারীদিগের প্রতি শাস্তি অবতারণ করিয়াছি তদ্রূপ যাহারা কোরাণকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছে

বধান করিতেছি। পরিশেষে প্রলয় উপস্থিত হইবে। আজ্ঞা প্রচার হইলেও যখন কাফেরগণ গ্রাহ্য করিল না, তখন আদেশ হইল যে বিরোধের প্রয়োজন নাই, সন্ধি ও অঙ্গীকারের পথ অনুসরণ কর। (ত, শা,)

* একদা সাত দল বণিক্ বহুমূল্য দ্রব্যজাত সহ মক্কায় উপস্থিত হইয়াছিল। হজরতের কোন কোন ধর্ম্মবন্ধু তাহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে "হায়! যদি এ সকল সম্পত্তি আমাদিগের হস্তে থাকিত তাহা হইলে সমুদায় ঈশ্বরোদ্দেশ্যে ব্যয় করিতাম।" হজরতের মনেও আন্দোলন উপস্থিত হয় যে বিশ্বাসিগণের অন্ন বস্ত্রের কষ্ট আর অংশীবাদীদিগের এই সকল সম্পত্তি, এ কেমন ব্যাপার? তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয় যে সপ্ত বণিকের সম্পত্তি অপেক্ষা মূল্যবান্ ফাতেহা সুরার সপ্ত আয়ত, অথবা প্রথম হইতে সপ্ত সুরা তোমাকে দান করিয়াছি। কোরাণকে দ্বিরুক্তি এজন্য বলা হইল যে তাহাতে অনুজ্ঞা ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সকলের পুনরুক্তি হইয়াছে। (ত, হো,)

† অনেক প্রকার কাফের যথা—ইহুদি, ঈসায়ী, সূর্য্যোপাসক ও পৌত্তলিক ইত্যাদি। ঈশ্বর বলিতেছেন, যে তাহাদিগকে আমি যাহা দান করিয়াছি তৎপ্রতি তুমি অনুরাগ প্রকাশ করিও না, উহা অতি নিকৃষ্ট ও হেয়। ইহাদিগের অর্থাৎ বিশ্বাসীদিগের দরিদ্রতা দেখিয়া শোক করিও না। "বিশ্বাসীদিগের জন্য স্বীয় বাহুকে নত কর" ইহার অর্থ বিশ্বাসীদিগকে সম্মান কর। (ত, হো,)

তাহাদিগের প্রতি (শাস্তি প্রেরণ করিব) *। ৯০+৯১। অনন্তর তোমার প্রতিপালকের শপথ যে তাহারা যাহা করিতেছিল এক যোগে তাহাদিগকে তাহার প্রশ্ন করিব। ৯২+৯৩। অতঃপর যে বিষয়ে তুমি আদিষ্ট হইতেছ তাহা প্রচার কর এবং অংশিবাদিগণ হইতে বিমুখ হও। ৯৪। নিশ্চয় আমি বিদ্রূপকারীদিগকে তোমার পক্ষে যথেষ্ট করিলাম †। ৯৫।+যাহারা ঈশ্বরের সঙ্গে অপর ঈশ্বর নির্দ্ধারিত করে অতঃপর সত্বর তাহারা জানিবে। ৯৬। এবং সত্য সত্যই আমি জানিতেছি তাহারা যাহা বলিতেছে তজ্জন্য তোমার বক্ষঃস্থল সঙ্কুচিত হইতেছে। ৯৭।+অনন্তর তুমি আপন প্রতিপালকের গুণ পবিত্রভাবে কীর্ত্তন কর এবং প্রণামকারীদিগের (এক জন) হও। ৯৮।+এবং যে পর্য্যন্ত তোমার প্রতি মৃত্যু উপস্থিত হয়, সে পর্য্যন্ত আপন প্রতিপালককে অর্চ্চনা কর। ৯৯। (র, ৬)

---

* কাফেরগণ যখন কোরাণ শ্রবণ করিত তখন উপহাস করিয়া এক জন বলিত আমি "বকর স্থূরা" লইব, অন্য জন বলিত আমি "মায়দা" লইব, অপর ব্যক্তি কহিত আমি "অন্‌কবুত স্থূরা গ্রহণ করিব। ইহাদিগকে কোরাণ বিভাগকারী বলা হইয়াছে। (ত, শা,)

কতক গুলি লোক কোরাণকে কাব্য ও ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র এই সংজ্ঞায় বিভক্ত করিত, তাহারা দ্বাদশ জন ছিল। যাত্রিকদিগের আগমনের সময়ে অলিদ মঘয়রা তাহাদিগকে মক্কার পথে পাঠাইয়া দিত। তাহারা যাত্রিক দেখিলেই তাহাদিগকে বলিত যে মোহম্মদ, কবি, ভবিষ্যদ্বক্তা, ঐন্দ্রজালিক বৈ নহে। তাহারা কোরাণকে কাব্য ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ দান করিত। (ত, হো,)

† প্রধান পাঁচ জন কোরেশ অলিদ মঘয়রা প্রভৃতি হজরতকে উৎপীড়ন করিতে বিশেষ উদ্যোগী ছিল। তাহারা তাঁহাকে যে স্থানে পাইত উপহাস বিদ্রূপ করিত। ঈশ্বর সেই পাঁচ ব্যক্তিকে হজরতের পক্ষে যথেষ্ট শাস্তি দান করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

সুরা নহল। *

ষোড়শ অধ্যায়।

১২৮ আয়ত, ১৬ রকু।

(দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

ঈশ্বরের আজ্ঞা উপস্থিত, অতএব তাহা সত্বর প্রার্থনা করিও না; তিনি পবিত্র, এবং তাহারা যাহাকে অংশী নির্দ্ধারণ করে তাহা হইতে তিনি উন্নত †। ১। তিনি দেবতাদিগকে আত্মাসহ স্বীয় আজ্ঞাক্রমে ভয় প্রদর্শন করিতে আপন দাসদিগের যাহার উপরে ইচ্ছা হয় অবতারণ করেন, ‡ যথা আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, অতএব তোমরা আমাকে ভয় কর। ২। তিনি সত্যভাবে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য সৃজন করিয়াছেন, তাহারা যাহাকে অংশী

---

* মক্কাতে এই সুরা অবতীর্ণ হয়।

† অর্থাৎ কেয়ামতের উপস্থিতি সম্বন্ধে অথবা ধর্ম্মদ্রোহীদিগের শাস্তি বিষয়ে ঈশ্বরের আদেশ নিকটবর্ত্তী, অতএব আর তাহা সত্বর প্রার্থনা করিও না। প্রেরিত পুরুষ কাফেরদিগকে কেয়ামতের ও ঐহিক শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিলে তাহারা উপহাস করিয়া বলিতেছিল যে শীঘ্র কেয়ামত ও শাস্তি উপস্থিত কর, তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। যথা তোমরা যাহা বলিতেছ তাহা সঙ্ঘটিত হইবে। তোমরা প্রতিমাকে যে ঈশ্বরের অংশী করিয়াছ সে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। ঈশ্বর প্রতিমা হইতে উন্নত। (ত, হো,)

‡ এ স্থলে আত্মা শব্দে প্রত্যাদেশ বুঝাইবে। অথবা ঈশ্বরের সান্নিধ্যবর্ত্তী এক দল আত্মা আছে যখন পরমেশ্বর কোন স্বর্গীয় দূতকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন, সেই আত্মা সকলকে তাহার সঙ্গে পাঠাইয়া থাকেন। (ত, হো,)

নির্দ্ধারণ করে তাহা হইতে তিনি উন্নত। ৩। তিনি শুক্র হইতে মনুষ্য সৃজন করিয়াছেন, অতঃপর অকস্মাৎ সে স্পষ্ট বিরোধী হইল। ৪। এবং তিনি চতুষ্পদদিগকে তোমাদের নিমিত্ত সৃজন করিয়াছেন, তন্মধ্যে উষ্ণ রোম (বস্ত্রের জন্য) ও লাভ সকল আছে এবং তাহাদের (কোন কোনটি) তোমরা ভক্ষণ করিয়া থাক। ৫। যখন (প্রান্তর হইতে) প্রত্যানয়ন কর ও যখন ছাড়িয়া দেও তখন তন্মধ্যে তোমাদের জন্য শোভা আছে। ৬। এবং তাহারা তোমাদের ভার কোন নগরের দিকে বহন করিয়া থাকে, (অন্যথা) তোমরা আত্মিক ক্লেশ ব্যতীত কখন সেই ভার সহ সমাগত হও না, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অনুগ্রহকারী দয়ালু। ৭। এবং অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভদিগকে (তিনি সৃজন করিয়াছেন) যেন তোমরা তদুপরি আরোহণ কর ও শোভার নিমিত্ত (সৃজন করিয়াছেন), তোমরা যাহা অবগত নও তিনি তাহা সৃজন করেন। ৮। এবং ঈশ্বরের প্রতিই সরল পথ পঁহুছে ও তাহার (কোনটী) কুটিল, এবং যদি তিনি ইচ্ছা করিতেন তবে এক যোগে তোমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতেন *। ৯। (র, ১)

তিনিই যিনি তোমাদের জন্য আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, তাহা হইতে পান করা হয় এবং তাহা হইতে বৃক্ষ (তৃণাদি) হয়, তাহাতে তোমরা (পশুদিগকে) চরাইয়া থাক। ১০। তিনি তদ্দ্বারা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র ও জয়তুন ও খোর্ম্মাতরু এবং দ্রাক্ষা এ সর্ব্ববিধ ফল উৎপাদন করেন, নিশ্চয় যাহারা চিন্তা করে সেই দলের জন্য ইহাতে নিদর্শন সকল

---

* তাঁহার ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহার গুণ স্পষ্ট বুঝা যায়। যাহার বুদ্ধি সরল নয় সেই তাঁহার পথ হইতে পলায়ন করে। (ত, শা,)

আছে। ১১। এবং তিনিই তোমাদের জন্য দিবা ও রজনী এবং সূর্য্য ও চন্দ্র অধিকৃত করিয়াছেন, এবং নক্ষত্রবৃন্দ তাঁহার আজ্ঞা ক্রমে অধিকৃত; নিশ্চয় ইহাতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন সকল আছে। ১২।+এবং তিনি তোমাদের জন্য ধরা-তলে যাহা বিকীর্ণ করিয়াছেন তাহার বিভিন্ন বর্ণ; উপদেশ গ্রহণকারী দলের জন্য নিশ্চয় ইহাতে নিদর্শন সকল আছে। ১৩। এবং তিনিই যিনি সমুদ্রকে আয়ত্ত করিয়াছেন, যেন তাহা হইতে তোমরা সদ্য মাংস ভক্ষণ করিতে পাও ও অভরণ যাহা পরিধান করিয়া থাক তাহা হইতে বাহির কর; এবং তুমি দেখিতেছ (হে মোহম্মদ,) যে নৌকা সকল তাহাতে চলিয়া থাকে; (তিনি সমুদ্রকে অধিকৃত করিয়াছেন) যেন তোমরা তাঁহার গুণে (জীবিকা) অন্বেষণ করিতে থাক, ভরসা যে তোমরা কৃতজ্ঞ হইবে *। ১৪।

---

* পরমেশ্বর বাহ্য জগতে নদনদী ও সাগর সৃজন করিয়াছেন এবং তাহা পার হইবার জন্য নৌকা সকল নিযুক্ত রাখিয়াছেন। অন্তর রাজ্যেও নদী সকল আছে, যথা;—আসক্তি নদী, বিষাদ, লোভ, ঔদাসিন্য, বিচ্ছেদ নদী ইত্যাদি। এ সমুদায় নদী হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্যও তিনি নৌকা সকল নিরূপিত করিয়া রাখিয়াছেন। যিনি নির্ভরের নৌকায় আরোহণ করেন তিনি আসক্তি নদী হইতে বিষয়মুক্তির তীরে উত্তীর্ণ হন। যে ব্যক্তি সন্তোষতরণীতে আরোহণ করেন তিনি বিষাদ নদী পার হইয়া শান্তিতটে সমাগত হইয়া থাকেন। যে জন ধৈর্য্যপোতে আরূঢ় হন তিনি লোভসাগর হইতে বৈরাগ্য কূলে উপস্থিত হন। যিনি বৈরাগ্যতরিতে উপবেশন করেন তিনি ঔদাসিন্যসরিৎ পার হইয়া তত্ত্ব জ্ঞানের তটে সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। যিনি একত্ববাদের নৌকায় সমারূঢ় হন তিনি ভিন্নতার স্রোতস্বতী অতিক্রম করিয়া যোগের ভূমিতে আসিয়া পঁহুছেন। প্রকৃত পক্ষে ভিন্নতাই স্থিতি, যোগ প্রলয়। যাহারা আত্মবান্ (আসক্তিযুক্ত) তাহারা ভিন্নতার মৃত্যুজনক ভূমিতে স্থিতি করে। যিনি আসক্তিহীন তিনিই যোগভূমিতে বাস করেন। (ত, হো,)

এবং তিনি ধরাতলে পর্ব্বত সকল স্থাপন করিয়াছেন যেন তাহা তোমাদিগকে স্থিরতর রাখে, * এবং জলস্রোত সকল ও রত্ন সকল (সৃজন করিয়াছেন) ভরসা যে তোমরা পথ প্রাপ্ত হইবে। ।১৫।+এবং (পথের) নিদর্শন সকল (সৃজন করিয়াছেন) তাহারা নক্ষত্র যোগে পথ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৬। অনন্তর যিনি সৃজন করেন তিনি কি যে সৃজন করে না তাহার তুল্য? পরন্তু তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না? ১৭। এবং যদি তোমরা ঈশ্বরের দান গণনা কর তাহা আয়ত্ত করিতে পারিবে না, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশালী দয়ালু। ১৮। এবং তোমরা যাহা গোপন কর ও যাহা ব্যক্ত করিয়া থাক ঈশ্বর তাহা জানিতেছেন। ১৯। এবং যাহারা ঈশ্বর ব্যতীত (অন্য বস্তু সকলকে) আহ্বান করে (সেই সকল বস্তু) কিছুই সৃষ্টি করে না ও তাহারা সৃষ্ট হইয়া থাকে। ২০। মৃত সকল জীবিত নহে; ও তাহারা জানে না যে কখন সমুত্থাপিত হইবে †। ২১। (র, ২)

তোমাদের ঈশ্বর এক ঈশ্বর, অনন্তর যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাহাদের অন্তর অগ্রাহ্যকারী এবং তাহারা অহঙ্কারী। ২২। নিঃসন্দেহ যে তাহারা যাহা গোপন করে ও যাহা ব্যক্ত করিয়া থাকে ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত হন, নিশ্চয় তিনি অহঙ্কারীদিগকে

---

* যখন পরমেশ্বর জলের উপর পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন, তখন পৃথিবী কম্পিত হইতেছিল, তদুপরি পর্ব্বত সকল স্থাপন করিলে পর তাহা স্থির হয়। (ত, হো,)

† অর্থাৎ যখন পুত্তলিকাদি আপনার ও অন্যের পুনরুত্থানের সময় অবগত নহে, তখন কি প্রকারে স্বীয় সেবকদিগকে পুরস্কার দিতে সক্ষম। উপাস্যের উচিত যে উপাসকের পুনরুত্থানের তত্ত্ব জ্ঞাত থাকে ও তাহাদিগকে পুরস্কার দানে সক্ষম হয়। (ত, হো,)

প্রেম করেন না। ২৩। যখন তাহাদিগকে বলা যায় "যাহা তোমাদের প্রতিপালক অবতারণ করিয়াছেন তাহা কি?" তখন তাহারা বলে "পূর্ব্বতন বৃত্তান্ত সকল"। ২৪। + তাহাতে তাহারা স্বীয় (পাপের) ভার ও যাহারা অজ্ঞানতা বশতঃ তাহাদিগকে পথভ্রান্ত করিতেছে তাহাদিগের কোন ভার কেয়ামতের দিনে বহন করিবে, জানিও যে কিছু ভার তাহারা বহন করে তাহা মন্দ। ২৫। (র, ৩)

যাহারা ইহাদের পূর্ব্বে ছিল নিশ্চয় তাহারা ছলনা করিয়াছিল, তৎপর তাহাদের অট্টালিকার ভিত্তির দিকে ঈশ্বর আগমন করিলেন, অনন্তর তাহাদের ঊর্দ্ধ হইতে তাহাদের উপর ছাদ পতিত হইল, তাহাদের প্রতি সেই দিক্ দিয়া শাস্তি উপস্থিত হইল যে তাহারা জানিত না *। ২৬। অতঃপর কেয়ামতের

---

* কথিত আছে যে নোম্রুদের অট্টালিকার পতন সম্বন্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। নোম্রুদ বাবেল প্রদেশে এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহার উচ্চতা দশ সহস্র হস্ত, দৈর্ঘ্য ও পরিসর তিন ক্রোশ ছিল। সেই অট্টালিকার সাহায্যে স্বর্গে আরোহণ করিয়া এব্রাহিমের ঈশ্বরের সঙ্গে সংগ্রাম করে নোম্রুদের এই চেষ্টা হয়। প্রাসাদ প্রস্তুত হইলে ঈশ্বর ভয়ঙ্কর বাত্যা প্রেরণ করেন, তাহাতে উহা সমূলে চূর্ণ হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন অট্টালিকার চূরা নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়, অবশিষ্ট অংশ নোমরুদের অনুবর্ত্তিগণের গৃহের উপর পড়িয়া যায় এবং এক ভয়ঙ্কর শব্দ হয়, তাহাতে সেই দেশে এক সম্প্রদায়ের কথা অন্য সম্প্রদয়ের অবোধ্য হইয়া উঠে। পূর্ব্বে সমুদায় জাতির এক ভাষা ছিল, এই ঘটনার পর হইতে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত হয় এবং পৃথিবীতে দ্ব্যধিক সপ্ততি ভাষায় লোকে কথোপকথন করে। এইক্ষণ ঈশ্বর সংবাদ দান করিতেছেন যে যেমন নোম্রুদ ও নোম্রুদের অনুবর্ত্তিগণ চক্রান্ত করিয়াছিল, আমি ও তাহাদের অট্টালিকা চূর্ণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলাম। (ত, হো,)

দিনে তিনি তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন, এবং বলিবেন "কোথায় আমার অংশিগণ যে তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে বিরোধ করিতেছিলে?" জ্ঞানবান্ লোকেরা বলিবে যে "নিশ্চয় সেই দিবসের লাঞ্ছনা ও অকল্যাণ ধর্ম্মদ্রোহীদিগের প্রতি"। ২৭।+আপন জীবনের প্রতি অত্যাচারী (অবস্থায়) দেবগণ যাহাদিগের প্রাণ হরণ করিয়াছিল অনন্তর তাহারা সম্মিলন স্থাপন করে, বলে যে "আমরা মন্দ আচরণ করিতাম না" (তখন বলা হয়) "হাঁ নিশ্চয় ঈশ্বর তোমরা যাহা করিতেছিলে তাহার জ্ঞাতা"। ২৮। অতঃপর তোমরা নরকের দ্বার সকলে প্রবেশ কর, তন্মধ্যে তোমরা নিত্য স্থায়ী, পরন্তু অহঙ্কারীদিগের স্থান কদর্য্য। ২৯। এবং যাহারা ধর্ম্মভীরু হইয়াছিল তাহাদিগকে বলা হইল "তোমাদের প্রতিপালক যাহা অবতারণ করিয়াছেন তাহা কি?" তাহারা বলিল "কল্যাণ;" যাহারা এই সংসারে শুভকার্য্য করিয়াছে তাহাদের জন্য শুভ হয়, এবং অবশ্য পারলৌকিক আলয় কল্যাণ এবং অবশ্য ধর্ম্মভীরুদিগের নিকেতন উত্তম। ৩০। নিত্য উদ্যান সকল, তন্মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিবে, তাহার নিম্নে জল প্রণালী সকল প্রবাহিত, তাহারা যাহা ইচ্ছা করিবে তাহা তাহাদের জন্য তথায় আছে, এইরূপে পরমেশ্বর ধর্ম্মভীরুদিগকে বিনিময় দান করেন। ৩১।+দেবগণ বিশুদ্ধ আছে (এই অবস্থায়) যাহাদিগের প্রাণ হরণ করে তাহাদিগকে বলিয়া থাকে "তোমাদের প্রতি সলাম, তোমরা যাহা করিতেছিলে তজ্জন্য স্বর্গলোকে প্রবেশ কর"। ১২। তাহাদের (কাফেরদিগের) নিকটে দেবগণ উপস্থিত হওয়া অথবা তোমার প্রতিপালকের আদেশ সমাগত হওয়া ব্যতীত তাহারা প্রতীক্ষা করে না, তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরাও এই প্রকার করিয়াছিল, ঈশ্বর

তাহাদের প্রতি অত্যাচার করেন নাই, কিন্তু তাহারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করিতেছিল। ৩৩। অনন্তর তাহারা যাহা বলিয়াছিল তাহার অশুভ সকল তাহাদের প্রতি উপস্থিত হইয়াছে, ও তাহারা যে বিষয়ে উপহাস করিতেছিল তাহা তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে। ৩৪। (র, ৪)

এবং অংশিবাদিগণ বলে "যদি ঈশ্বর চাহিতেন আমরা তাঁহাকে ভিন্ন কোন বস্তুকে অর্চ্চনা করিতাম না ও আমাদের পিতৃপুরুষগণ অর্চ্চনা করিত না এবং আমরা তাঁহার (আজ্ঞা) ব্যতীত কোন বস্তুকে অবৈধ স্থির করিতাম না ;" যাহারা তাহাদের পূর্ব্বে ছিল তাহারাও এই প্রকার করিয়াছে ; অনন্তর প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি স্পষ্ট প্রচার করা বৈ নহে। ৩৫। সত্য সত্যই আমি প্রত্যেক মণ্ডলীর প্রতি প্রেরিতপুরুষ প্রেরণ করিয়াছি, (বলিয়াছি) যে তোমরা ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিও এবং প্রতিমা সকল হইতে নিবৃত্ত থাকিও, অনন্তর তাহাদের মধ্যে কেহ ছিল যে ঈশ্বর তাহাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহ ছিল যে তাহার প্রতি পথভ্রান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে, অতঃপর তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে থাক, পশ্চাৎ দেখ যে মিথ্যাবাদীদিগের পরিণাম কি হইল। ৩৬। যদি তুমি (হে মোহম্মদ,) তাহাদিগের পথ প্রদর্শনে উৎসুক হও তবে (জানিও) যাহারা পথভ্রান্ত করে নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করেন না, এবং তাহাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই। ৩৭। তাহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে স্বীয় দৃঢ় শপথে শপথ করিয়াছে যে যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে ঈশ্বর তাহাকে উত্থাপন করিবেন না ; হাঁ (উত্থাপন করিবেন) অঙ্গীকার করা তাঁহার সম্বন্ধে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক অবগত নহে। ৩৮।+(তিনি উত্থা-

পন করিবেন) যাহারা এ বিষয়ে বিরোধ করিতেছে তাহাদিগের জন্য তাহাতে ব্যক্ত করিবেন এবং তাহাতে ধর্ম্মদ্রোহিগণ জানিবে যে নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী ছিল। ৩৯। কোন বিষয়ের নিমিত্ত আমার ইহা বৈ কথা নহে যে যখন আমি তাহা (সৃষ্টির) ইচ্ছা করি তজ্জন্য হউক বলি তাহাতেই হয়। ৪০। (র, ৫)

এবং যাহারা অত্যাচরিত হওয়ার পর ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দেশ-ত্যাগ করিয়াছে আমি অবশ্য তাহাদিগকে পৃথিবীতে উত্তমরূপে স্থান দান করিব, এবং নিশ্চয় পারলৌকিক পুরস্কার শ্রেষ্ঠ, হা! যদি তাহারা জানিত। ৪১।+যাহারা ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছে ও স্বীয় প্রতিপালকের উপর নির্ভর করিয়াছে (তাহাদিগকে উত্তম-রূপে স্থান দান করিব,)। ৪২। আমি যাহাদের প্রতি প্রত্যা-দেশ করিতেছিলাম তোমার পূর্ব্বে (হে মোহম্মদ,) সেই পুরুষ-দিগকে ব্যতীত প্রেরণ করি নাই, অনন্তর যদি তোমরা (হে কোরেশগণ,) অজ্ঞাত থাক তবে গ্রন্থাধিকারীদিগকে প্রশ্ন কর * । ৪৩।+প্রমাণ সকল ও গ্রন্থ সকল সহ (তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলাম) এবং তোমার প্রতি উপদেশ অবতারণ করিয়াছি যেন তুমি লোকদিগকে তাহাদের সম্বন্ধে যাহা অবতারিত হই-য়াছে তাহার বর্ণনা কর, ভরসা যে তাহারা চিন্তা করিবে। ৪৪। অনন্তর যাহারা কুৎসিত ছলনা করিয়াছে তাহাদিগকে ভূমিতে প্রোথিত করা বা অজ্ঞাত স্থান দিয়া তাহাদের প্রতি শাস্তি

---

* কোরেশগণ বলিয়াছিল যে ঈশ্বর অত্যন্ত ক্ষমতা শালী, তিনি মনুষ্যদিগকে ধর্ম্মবিধি প্রচারে প্রেরণ না করিয়া দেবতাকে তৎকার্য্যে পৃথিবীতে প্রেরণ করিতে পারেন। এই উক্তির প্রতিবাদস্বরূপ এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

উপস্থিত হওয়া কিংবা তাহাদের গমনাগমনে তাহাদিগকে আক্রমণ করা (বিষয়ে) তাহারা কি নির্ভয় হইয়াছে? পরন্তু তাহারা (ঈশ্বরের) পরাভবকারী নহে। ৪৫+৪৬। অথবা ভয় দ্বারা তাহাদিগকে আক্রমণ করা (বিষয়ে কি নির্ভয় হইয়াছে?) পরন্তু নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অনুগ্রহকারী দয়ালু * ।৪৭। ঈশ্বর যে বস্তু সৃজন করিয়াছেন তৎপ্রতি কি তাহারা দৃষ্টি করে নাই? ঈশ্বরোদ্দেশ্যে নমস্কার করত তাহার ছায়া সকল বামে ও দক্ষিণে ঘুরিয়া থাকে এবং সে সকল হীনাবস্থাপন্ন † ।৪৮। এবং যাহা কিছু স্বর্গে ও যাহা কিছু পৃথিবীতে জীবও দেবতা আছে তাহারা ঈশ্বরকে প্রণিপাত করে ও তাহারা অহ-ঙ্কার করে না ‡।৪৯। তাহারা আপনার উপরে (পরাক্রান্ত) আপন প্রতিপালককে ভয় করে এবং যাহাতে আদিষ্ট হয় তাহা করিয়া থাকে। ৫০। (র, ৬)

এবং ঈশ্বর বলিয়াছেন "তোমরা দুই ঈশ্বর গ্রহণ করিও না, তিনি একমাত্র ঈশ্বর ইহা বৈ নহে; অতঃপর আমা হইতে ভীত হও §। ৫১। এবং স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা আছে তাহা

---

* পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মদ্রোহী লোকেরা যেরূপ আকস্মিক দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল সেই দণ্ড ভয় হইতে কি তাহারা মুক্ত হইয়াছে? কিন্তু ঈশ্বর দয়ালু শাস্তিদানে বিলম্ব করেন। (ত, হো,)

†। অর্থাৎ কাফেরগণ প্রণিপাত করে না ক্ষতি কি? তাহাদের ছায়া সকল প্রণাম করিয়া থাকে।" সে সকল হীনাবস্থাপন্ন "অর্থাৎ বিনীত, অবনত। (ত, হো,)

‡ প্রণিপাত দ্বিবিধ, আর্চ্চনিক প্রণিপাত ও আবনত্য প্রণিপাত। ঈশ্বরা-র্চ্চনা কালে ললাটদেশ যে ভূমিতে স্থাপন করা হয় তাহা আর্চ্চনিক প্রণিপাত, জ্ঞানবান্‌দিগের এই প্রণিপাত। অজ্ঞান পদার্থের আবনতিক প্রণিপাত। (ত, হো,)

§ অর্থাৎ ঈশ্বরত্বে একত্ব প্রয়োজন। ঈশ্বরত্বের সঙ্গে অংশিত্ব সম্ভবনীয়

তাঁহারই এবং তাঁহারই সাধনা উচিত হইয়াছে, পরন্তু তোমরা কি ঈশ্বর ব্যতীত অন্যকে ভয় কর? ৫২। যে কিছু সম্পদ তোমাদের সঙ্গে আছে তাহা ঈশ্বর হইতে হইয়াছে, পরে যখন তোমাদিগের প্রতি দুঃখ উপস্থিত হয় তখন তাঁহার দিকে আর্ত্তনাদ করিয়া থাক। ৫৩। অতঃপর যখন তিনি তোমাদিগ হইতে দুঃখ দূর করেন অকস্মাৎ তোমাদের এক দল আপন প্রতিপালকের সম্বন্ধে অংশী স্থাপন করে। ৫৪। + তাহাতে আমি যাহা তাহাদিগকে দান করিয়াছি তাহারা তৎসম্বন্ধে অধর্ম্ম করে; অতঃপর তোমরা ফলভোগ করিতে থাক, অবশেষে সত্বর জানিতে পাইবে। ৫৫। এবং আমি তাহাদিগকে যে উপজীবিকা দান করিয়াছি, তাহারা যাহাকে জ্ঞাত নহে তাহার জন্য উহার অংশ নির্দ্ধারণ করে; ঈশ্বরের শপথ তোমরা যে (অসত্য) বন্ধন করিতেছিলে তদ্বিষয়ে অবশ্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে *। ৫৬। এবং তাহারা ঈশ্বরের জন্য কন্যা সকল নির্দ্ধারণ করে, পবিত্রতা তাঁহার; এবং তাহারা যাহা ইচ্ছা করে তাহা তাহাদের নিমিত্ত হয় †। ৫৮।এবং যদি তাহার এক ব্যক্তিকে কন্যা (উৎপত্তির) সুসংবাদ দেওয়া

নহে, যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে। অতএব ঈশ্বরকে অদ্বিতীয়রূপে সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করা উচিত। তিনি কোন বস্তুর সঙ্গে মিশ্রিত নহেন। বস্তু সকল তাঁহারই দ্বারা প্রকাশিত, তিনি বস্তুর সাহায্য ব্যতীত স্থিতি করিতেছেন। (ত, হো,)

* অর্থাৎ যে প্রতিমার ক্ষমতাদি তাহারা জ্ঞাত নহে তাহার জন্য তাহারা শস্য ও পালিত পশুর অংশ নিরূপণ করে। সুরা এনামে এতদ্বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। (ত, হো,)

† খোজাআ ও কননা সম্প্রদায় বলিত যে দেবীগণ ঈশ্বরের কন্যা। মলিহ সম্প্রদায়ের এই উক্তি যে ঈশ্বর দৈত্যনারীদিগের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়াছি-

যায় তবে তাহার মুখ মলিন ও সে বিষাদ পূর্ণ হয় ।৫৮। তাহাকে যে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে সেই দুঃখ হেতু দল হইতে সে লুক্কায়িত হয়, (ভাবে) যে তাহাকে কি দুরবস্থায় রাখিবে অথবা কি তাহাকে মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিবে ; জানিও তাহারা যাহা আদেশ করে তাহা অশুভ * । ৫৯। যাহারা পরলোকে বিশ্বাস স্থাপন করে নাই তাহাদের ভাব মন্দ, এবং ঈশ্বরের ভাব উন্নত, ও তিনি পরাক্রান্ত নিপুণ। ৬০। (র, ৭)

এবং যদি পরমেশ্বর লোকদিগকে তাহাদের অত্যাচারের জন্য ধৃত করেন তবে পৃথিবীতে কোন জীব মুক্তি পায় না, কিন্তু তিনি নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দান করেন, অনন্তর যখন তাহাদের সময় উপস্থিত হইবে তখন তাহারা এক ঘণ্টা পশ্চাতে থাকিবে না ও অগ্রসর হইবে না †। ৬১। এবং তাহারা যাহা অবজ্ঞা করে তাহা ঈশ্বরের জন্য নিরূপণ করিয়া থাকে, ও তাহাদের রসনা অসত্য বর্ণন করে যে তাহাদের নিমিত্ত কল্যাণ আছে ; নিঃসন্দেহ এই যে তাহাদের নিমিত্ত অগ্নি আছে ও এই যে তাহারা (নরকে) প্রথম প্রেরিত ‡। ৬২। ঈশ্বরের

লেন তাহাতে তাঁহার সন্তান হইয়াছিল। তাহারা যাহা ইচ্ছা করে তাহা লইয়াই আমোদ করিয়া থাকে। (ত, হো,)

*। বনো তমিন ও বনো নজির সম্প্রদায় সদ্যোজাত কন্যাদিগকে জীবিতাবস্থায় ভূগর্ভে প্রোথিত করিত। (ত, হো,)

† অর্থাৎ যখন মৃত্যুর বা শাস্তির নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইবে তখন তৎক্ষণাৎ তাহা সজ্ঘটিত হইবে। (ত, হো,)

‡ যাহারা অযোগ্য বস্তু ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করিয়া মনে করে যে, আমাদের স্বর্গ লাভ হইবে এই কথা তাহাদের নিমিত্ত বলা হইয়াছে। তাহারা নরকের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। (ত, শা,)

শপথ সত্য সত্যই আমি তোমার পূর্ব্বে মণ্ডলী সকলের প্রতি (তত্ত্ব বাহকদিগকে) প্রেরণ করিয়াছিলাম, অনন্তর শয়তান তাহাদের নিমিত্ত তাহাদের কার্য্যকে সজ্জিত করিয়াছিল, অতঃপর অদ্য ও সেই তাহাদের বন্ধু, তাহাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তি আছে। ৬৩। এবং যাহা তাহারা বিপরীত করিয়াছে সে বিষয়ে তাহাদিগের নিমিত্ত বর্ণন করিতে ও বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের নিমিত্ত পথ প্রদর্শন এবং দয়া করিতে বৈ আমি তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) গ্রন্থ অবতারণ করি নাই। ৬৪। এবং ঈশ্বর আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়াছেন, তৎপর তদ্দ্বারা ভূমিকে তাহার মৃত্যুর অন্তে জীবিত করিয়াছেন, * নিশ্চয় ইহাতে শ্রোতৃ দলের জন্য নিদর্শন সকল আছে। ৬৫। (র, ৮)

নিশ্চয় তোমাদিগের নিমিত্ত পশুদিগের মধ্যে উপদেশ আছে, তাহাদের উদরে যাহা আছে তাহা হইতে আমি তোমাদিগকে পান করাইয়া থাকি, মল ও শোণিতের ভিতর হইতে পানকারীদিগের জন্য বিশুদ্ধ সুস্বাদু দুগ্ধ হয় †। ৬৬। এবং খোর্ম্মাতরু

---

* এই প্রকার অন্তরের সহিত শ্রবণ করিলে কোরাণদ্বারা মূর্খকে ঈশ্বর জ্ঞানী করিবেন। (ত, শা)

† পশুগণ তৃণাদি ভক্ষণ করিলে তাহা পাকস্থলীতে যখন পরিপাক হইতে থাকে, তখন তিনটি থাক হয়, নিম্ন থাকে মল মধ্যস্থলে দুগ্ধ উপরের থাকে শোণিত উৎপন্ন হইয়া থাকে। রক্ত শিরা সকলে ও দুগ্ধ স্তনে সঞ্চারিত হয় এবং মল স্বীয় নির্দ্দিষ্ট পথে বাহির হইয়া যায়। দুগ্ধ ও শোণিত মলেতে স্থিতি করে না। ভক্ষিত জীর্ণ দ্রব্য সকলের সার ভাগ হৃৎপিণ্ড আকর্ষণ করিয়া থাকে, স্থূল অসার অংশ যে মল, তাহা পরিত্যাগ করে। প্রথম পরিপাকের পর ভক্ষিত দ্রব্য হইতে যে রস নির্গত হয় তাহা পাকস্থলীতে জীর্ণ হইয়া কফ, রক্ত পিত্ত ও পীতরস উৎপাদন করে এবং সে সকল যথোপযুক্ত রূপে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সঞ্চারিত হয়। যখন

ও দ্রাক্ষালতার ফল হইতে তোমরা মাদক দ্রব্য ও উত্তম উপজীবিকা গ্রহণ করিয়া থাক * নিশ্চয় ইহাতে জ্ঞানিমণ্ডলীর জন্য নিদর্শন সকল আছে। ৬৭। এবং তোমার প্রতিপালক (হে মোহম্মদ,) মধুমক্ষিকার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছেন যে "তুমি পর্ব্বত সকলের ও বৃক্ষ সকলের মধ্যে এবং (মনুষ্য) যে (গৃহ) নির্ম্মাণ করে তাহাতে গৃহ সকল প্রস্তুত কর ৬৮। + তৎপর তুমি প্রত্যেক ফল ভক্ষণ কর, অনন্তর বিনীতভাবে তোমার প্রতিপালকের পথে চলিতে থাক ;" তাহার উদর হইতে বিবিধ বর্ণের পেয় দ্রব্য যাহাতে লোকের আরোগ্য হয় বাহির হইয়া থাকে, নিশ্চয় ইহাতে চিন্তাশীল দলের জন্য নিদর্শন সকল আছে † । ৬৯।

কোন জন্তু গর্ভধারণ করে স্ত্রীপ্রকৃতির সরসতার বৃদ্ধি প্রযুক্ত তাহার ভক্ষ্য দ্রব্যের অনুরূপ উপরি উক্ত চতুর্বিধ রস বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এবং সেই বর্দ্ধিত রস গর্ভ কোষে ভ্রূণের জন্য সঞ্চারিত হয়। সন্তান প্রসূত হইলে তাহা পয়োধরে প্রবেশ করে, পয়োধরে মাংসপেশী সকলের সংস্পর্শে সেই রস শুভ্র হইয়া যায়, উহাকেই দুগ্ধ বলে। পশুগণ হরিদ্বর্ণ তৃণ পত্রাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে তাহাদের মাংস পেশীর ভিতর দিয়া এরূপ শুভ্র ও সুস্বাদু রস নির্গত হওয়া ও রক্তের সঞ্চার হওয়া স্পষ্ট অলৌকিকতা ও উজ্জ্বল নিদর্শন। শুভ্র বিশুদ্ধ দুগ্ধের ন্যায় ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের আচরণ হওয়া উচিত। দুগ্ধ যেমন মল ও রক্তের সংস্রব শূন্য মনুষ্যের চরিত্রও যেন কপটতা রূপ মল ও কামনারূপ শোণিত হইতে মুক্ত হয়, তাহা হইলে উহা ঈশ্বরের দ্বারা গৃহীত হইতে পারে। কার্য্যে কপটতা, গুপ্ত অংশিবাদিত্ব, এবং কামনা দ্বারা ক্রিয়ার বিশুদ্ধভাব নষ্ট হয়। কপটতায় লোকের প্রতি দৃষ্টি কামনায় নিজের প্রতি দৃষ্টি থাকে। ইহার কিছুর সঙ্গে যোগ থাকিলে ক্রিয়া মলিন হয়। (ত, হো,)

* এই আয়ত সুরাপান নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়াছে। (ত, হো,)

† শ্লেষ্মাদি রোগে মধু ঔষধ বা ঔষধের অনুপান রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একদা এক ব্যক্তি হজরতের নিকটে আসিয়া নিবেদন করিয়াছিল যে

এবং ঈশ্বর তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন তৎপর তোমাদিগের প্রাণ হরণ করিবেন, এবং তোমাদের মধ্যে কেহ আছে যে নিকৃষ্ট-তর জীবনের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে জ্ঞান লাভের পর কিছু জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে না, নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞানী ও ক্ষমতাশালী *। ৭০। (র, ৯)

পরমেশ্বর তোমাদের এক জনকে অন্য জনের উপরে জীবিকা সম্বন্ধে উন্নতি দান করিয়াছেন, অনন্তর যাহারা উন্নত হইয়াছে তাহারা স্বীয় জীবিকা আপন অধীনস্থদাসদিগের প্রতি প্রত্যর্পণ করে

"প্রেরিত মহাপুরুষ, আমার ভ্রাতা উদরের বেদনায় আর্ত্তনাদ করিতেছে।" হজরত বলিলেন "তাহাকে মধুপান করাও।" পুনঃ পুনঃ কয়েক বার মধুপান করাইলে পর সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। মধু যেরূপ বাহ্য রোগ সকলের আরোগ্যজনক ঔষধ তদ্রূপ কোরাণ আন্তরিক পীড়ার ঔষধ। প্রথমোক্ত ঔষধ শারীরিক রোগ নষ্ট করে, শেষোক্ত ঔষধ আন্তরিক রোগের প্রতীকারক। এবিষয়ে যাহারা চিন্তা করে তাহাদের জন্য নিদর্শন সকল আছে। মধুমক্ষিকার প্রকৃতি ঈশ্বরের একটি আশ্চর্য্য ক্রিয়া। তাহারা প্রত্যাদেশ ভিন্ন জীবন ধারণ করে না। সেই জ্ঞানময় শক্তিময় ঈশ্বর দ্বারা পরিচালিত হইয়া সেই ক্ষুদ্র দুর্ব্বল জীব কেমন জ্ঞান কৌশলের কার্য্য সকল করে। কখন মধুমক্ষিকা তাঁহার আজ্ঞার বিরুদ্ধ পথে চলে না, তাহারা আশ্চর্য্য মধু প্রদান করে, বিশুদ্ধ বস্তু আহার করিয়া থাকে, অবিশ্রান্ত পরি-শ্রম করিয়া থাকে, স্বীয় দলপতির অবাধ্য হয় না, বহু ক্রোশের পথ চলিয়া গিয়াও পুনর্ব্বার গৃহে ফিরিয়া আইসে, তাহারা ষট্‌কোণ গৃহ সকলে যে শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া থাকে পৃথিবীর সমুদায় সুনিপুণ শিল্পী একত্র হইয়া যত্ন করিলেও সেরূপ করিতে পারে কি না সন্দেহ। যেমন মধুদ্বারা বাহ্যিক রোগের উপশম হয়, তদ্রূপ মধুমক্ষিকার প্রকৃতি আলোচনা দ্বারা আন্তরিক রোগ যে অজ্ঞানতা তাহা দূরীভূত হয়। (ত, হো,)

* নিকৃষ্টতর জীবন বার্দ্ধক্য, অর্থাৎ যখন তোমাদের কেহ বৃদ্ধ হইবে, তখন বালকের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অনেক বিষয় বিস্মৃত হইয়া যাইবে। (ত, হো,)

(এমন) নহে যে তৎপর তাহারা সে বিষয়ে তুল্য হইবে, অতঃপর তাহারা কি ঈশ্বরের দানকে অগ্রাহ্য করে? *। ৭১। এবং পরমেশ্বর তোমাদের নিমিত্ত তোমাদের জাতি হইতে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের নিমিত্ত তোমাদিগের স্ত্রীগণ হইতে পুত্রগণ ও পৌত্রগণ সৃজন করিয়াছেন এবং বিশুদ্ধ বস্তু সকল হইতে তোমাদিগকে উপজীবিকা দিয়াছেন, অনন্তর তাহারা কি অসত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে এবং তাঁহারা ঈশ্বরের দান সম্বন্ধে অধর্ম্ম করিতেছে? † ৭২। + তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সেই বস্তুর অর্চ্চনা করে যে তাহাদিগকে আকাশ ও ভূমি হইতে কিছুই জীবিকা দানে অধিকারী নহে এবং ক্ষমতা রাখে না। ৭৩। অনন্তর ঈশ্বর সম্বন্ধে উপন্যাস সকল বলিও না, ‡ নিশ্চয় ঈশ্বর অবগত আছেন ও তোমরা অবগত নহ। ৭৪। ঈশ্বর এক ক্রীত দাসের আখ্যায়িকা ব্যক্ত করিলেন যে সে কোন বিষয়ে ক্ষমতা রাখেনা, যে ব্যক্তিকে আমি উত্তম উপজীবিকা দান

---

* হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে যখন কোন দাস তাহার প্রভুর জন্য অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করে তখন তাহাকে অগ্নির উত্তাপ ও ধূমের ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, প্রভুর উচিত যে ভোজন করিবার সময় তাহাকে সঙ্গে বসাইয়া ভোজন করেন, অথবা তাহার মুখে দুই চারি গ্রাস অর্পণ করেন। (ত, শা,)

† অর্থাৎ তাহারা প্রতিমা সকল হইতে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করে। যথা প্রতিমা রোগ হইতে মুক্ত করিয়াছে, পুত্রদান ও ধন দান করিয়াছে, এইরূপ তাহারা অনেক অসত্য কথা বলিয়া থাকে। কিন্তু প্রতিমাদিগের কিছুই দান করিবার ক্ষমতা নাই, তাহারা কৃতজ্ঞতার পাত্রও নহে। (ত, শা,)

‡ অংশিবাদী লোকেরা বলে যে ঈশ্বরই কর্ত্তা, পুত্তলিকাগণ তাঁহারই নিয়োজিত কর্ম্মচারী, এজন্য আমরা তাহাদের অর্চ্চনা করিয়া থাকি। ইহা মিথ্যা কথা, ঈশ্বর সমুদায় কার্য্য স্বয়ং করেন, কাহার প্রতি তিনি কার্য্যের ভার অর্পণ করেন নাই। (ত, শা,)

করিয়াছি অতঃপর সে তাহা হইতে প্রকাশ্যে ও গোপনে দান করে, তাহারা কি তুল্য হয় ? ঈশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা, বরং তাহাদের অনেকেই জ্ঞাত নহে *। ৭৫। ঈশ্বর দুই ব্যক্তির আখ্যায়িকা ব্যক্ত করিলেন, তাহাদের একজন মূক, সে কোন বিষয়ে ক্ষমতা রাখে না এবং সে তাহার প্রভুর উপর ভারস্বরূপ, তাহাকে যে স্থানে প্রেরণ করা হয় সে তথা হইতে কোন কল্যাণ আনয়ন করে না, সে, ও যে ব্যক্তি ন্যায়ানুসারে আদেশ করে সে (এই দুইয়ে) কি তুল্য ? সে সরল পথে আছে †। ৭৬। (র, ১০)

স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের গুপ্ত (তত্ত্ব) ঈশ্বরেরই, কেয়ামতের কার্য্য চক্ষুর নিমিষ বৈ নহে, অথবা তাহা নিকটতম, নিশ্চয় ঈশ্বর সমুদায় বিষয়ের উপরে ক্ষমতা শালী। ৭৭। এবং ঈশ্বরই তোমাদিগকে তোমাদের মাতৃগণের গর্ভ হইতে বাহির করেন, তোমরা কিছুই জানিতে না, তিনি তোমাদের জন্য চক্ষু ও কর্ণ ও অন্তর সকল সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও ‡। ৭৮। তোমরা কি আকাশ মণ্ডলে বিধৃত পক্ষীদিগের প্রতি দৃষ্টি করিতেছ না ? ঈশ্বর বৈ (কেহ) তাহাদিগকে ধারণ করে না, যাহারা বিশ্বাস করে

---

* অর্থাৎ প্রভু যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহাকে দান করিতে পারেন কিন্তু কোন প্রতিমার কোন বস্তুর উপর প্রভুত্ব নাই। (ত, শা,)

† যথা ঈশ্বরের দুই ভৃত্য এক মূক সে অকর্ম্মণ্য, কথা বলিতে পারেনা, দ্বিতীয় প্রেরিত পুরুষ, যিনি সহস্র সহস্র লোককে ঈশ্বরের পথ প্রদর্শন করেন এবং তাঁহারই দাসত্বে নিযুক্ত। এ দুয়ের মধ্যে কে ভাল ? (ত, শা,)

‡ অর্থাৎ অনেকে উপজীবিকার ভাবনায় ধর্ম্ম গ্রহণে সঙ্কুচিত হইতেছিল, তাহাতেই এই আদেশ হইল যে কেহ মাতৃগর্ভ হইতে কিছুই সঙ্গে করিয়া আনয়ন করে নাই, ঈশ্বরই উপার্জ্জনের উপায় চক্ষু কর্ণ মন ইত্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন। (ত, শা,)

সেই দলের জন্য নিশ্চয় ইহাতে নিদর্শন সকল আছে। ৭৯। এবং ঈশ্বরই তোমাদের গৃহ সকল দ্বারা তোমাদের বাসস্থান করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য পশুচর্ম্ম দ্বারা আলয় সকল করিয়াছেন, স্বীয় পর্য্যটনের দিনে ও স্বীয় অবস্থিতির দিনে তোমরা তাহা লঘু বোধ করিয়া থাক, এবং তিনি উষ্ট্র, মেষ ও ছাগরোম দ্বারা সাময়িক গৃহসামগ্রী ও বাণিজ্য দ্রব্য করিয়াছেন। ৮০। এবং ঈশ্বর যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হইতে তিনি তোমাদের জন্য ছায়া সকল উৎপাদন করিয়াছেন ও তোমাদের জন্য পর্ব্বতের গহ্বর সকল করিয়াছেন এবং উষ্ণতা হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ সকল করিয়াছেন ও যুদ্ধ হইতে রক্ষা করিতে তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ সকল করিয়াছেন, এই প্রকারে তোমাদিগের সম্বন্ধে তিনি আপন দান পূর্ণ করিয়াছেন যেন তোমরা অনুগত হও *। ৮১। অনন্তর যদি তাহারা বিমুখ হয় তবে (হে মোহম্মদ,) তোমার প্রতি স্পষ্ট প্রচার করা বৈ নহে। ।৮২। তাহারা ঈশ্বরের দান বুঝিতেছে, অতঃপর তাহা অগ্রাহ্য করিতেছে, তাহাদের অধিকাংশই কাফের। ৮৩। (র, ১১)

এবং যে দিন আমি প্রত্যেক মণ্ডলী হইতে সাক্ষী দণ্ডায়মান করিব, তৎপর সেই দিন যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া যাইবে না, এবং তাহারা (ঈশ্বরের) প্রসন্নতাতে আহুত হইবে না †। ৮৪। এবং যখন অত্যাচারিগণ শাস্তি

---

* আরব উষ্ণ প্রধান দেশ, তথায় শীতের একান্ত অভাব বলিয়া শীত নিবারণোপযোগী বস্ত্রের উল্লেখ হয় নাই। (ত, হো,)

† সেই পুনরুত্থানের দিনে এক এক মণ্ডলীর সাক্ষী এক এক জন প্রেরিত পুরুষ হইবেন। কাফেরদিগকে অনুমতি দেওয়া যাইবে না অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনার

দেখিবে তখন তাহাদিগ হইতে (তাহা) খর্ব্ব করা যাইবে না এবং তাহারা অবকাশ প্রাপ্ত হইবে না। ৮৫। এবং যাহারা অংশী স্থাপন করিয়াছে তাহারা যখন স্বীয় অংশীদিগকে দেখিবে তখন বলিবে "হে আমাদের প্রতিপালক, তোমাকে ছাড়িয়া আমরা যাহাদিগকে আহ্বান করিতেছিলাম ইহারাই আমাদের অংশী ;" তৎপর উহারা তাহাদের প্রতি এই বাক্য স্থাপন করিবে যে নিশ্চয় তোমরা মিথ্যাবাদী। ৮৬। এবং তাহারা সেই দিন ঈশ্বরাদ্দেশ্যে সম্মিলন স্থাপন করিবে, ও তাহারা যাহা বন্ধন (অংশি স্থাপনাদি) করিতেছিল তাহাদিগ হইতে তাহা হারাইয়া যাইবে। ৮৭। এবং যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে ও (লোকদিগকে) ঈশ্বরের পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে তাহাদের অত্যাচারের জন্য আমি তাহাদিগকে শাস্তির উপর অধিক শাস্তি দান করিব * । ৮৮। এবং যে দিন আমি প্রত্যেক মণ্ডলীর মধ্যে তাহাদের প্রতি তাহাদের জাতি হইতে সাক্ষী দণ্ডায়মান করিব এবং সেই দিন তোমাকেও উহাদের উপরে সাক্ষীরূপে আনয়ন করিব, প্রত্যেক বিষয় বর্ণনার জন্য এবং মোসলমান দিগের নিমিত্ত সুসংবাদ

জন্য বা পৃথিবীতে প্রতিগমনের নিমিত্ত অনুমতি দান করা হইবে না, এবং তোমরা ঈশ্বরকে প্রসন্ন কর অর্থাৎ সৎকার্য্য কর, তাহা হইলে তিনি প্রসন্ন হইবেন এই কথা বলিয়াও তাহাদিগকে আহ্বান করা যাইবে না। (ত, হো,)

* অধিক শাস্তি এই যে ভয়ানক বিষধর ও বৃহদাকার বৃশ্চিক সকল কাফেরদিগের প্রতি প্রেরিত হইবে, তাহারা চাহিবে যে পলায়ন করিয়া অগ্নিমধ্যে যাইয়া লুক্কায়িত হয়। পুনশ্চ কথিত আছে যে দ্রবীভূত জলন্ত ধাতুর পাঁচটী নদী তাহাদিগের দিকে প্রবাহিত হইবে। তাহারা সেই অগ্নিময় ধাতু-নিঃস্রবে ক্রমে ক্রমে জড়িত হইয়া ভয়ানক যাতনা পাইবে। (ত, হো,)

দান ও দয়া ও পথ প্রদর্শনের জন্য তোমার প্রতি আমি গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছি। ৮৯। (র, ১২)

নিশ্চয় ঈশ্বর স্বগণের প্রতি দান, উপকার ও ন্যায়াচরণ করিতে আদেশ করিতেছেন এবং নির্লজ্জতা ও অবৈধকর্ম্ম ও অবাধ্যতা সম্বন্ধে নিষেধ করিয়া থাকেন, তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দান করেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। ৯০। এবং যখন তোমরা অঙ্গীকার কর তখন ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করিও, ও শপথকে তাহা দৃঢ় করিবার পর ভঙ্গ করিও না, নিশ্চয় তোমরা পরমেশ্বরকে আপনাদের সম্বন্ধে প্রতিভু করিয়াছ, তোমরা যাহা করিতেছ নিশ্চয় ঈশ্বর তাহা অবগত হন। ৯১। সেই (নারীর) সদৃশ হইও না যে আপনার সূত্রকে তাহা দৃঢ় হওয়ার পর খণ্ড খণ্ড করিয়াছে, তোমরা আপনাদের শপথকে আপনাদের মধ্যে প্রবেশ করাইতেছ যাহাতে তোমরা (এমন) এক মণ্ডলী হও যে তাহা (অন্য) মণ্ডলী হইতে বৃহৎ হয় * ঈশ্বর

---

* আরব দেশে রায়তা নাম্নী এক নারী ছিল. সে নারী প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইতে অর্দ্ধরজনী পর্য্যন্ত পশুরোম দ্বারা সূত্র প্রস্তুত করিত, তাহার অনেক দাসী ছিল তাহারাও অনবরত ইহাই করিত, অর্দ্ধযামিনী অন্তে রায়তার আদেশে দাসীগণ সূত্র সকলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রাখিত। পরমেশ্বর কোন প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা ভঙ্গ করাকে সূত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা ছিন্ন করার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি বলিতেছেন যেমন সেই নির্ব্বোধ স্ত্রী সূত্র পাকাইয়া পরে নষ্ট করিত তদ্রূপ তোমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া ভঙ্গ করিও না। জ্ঞানবান্ লোকের উচিত যে প্রতিজ্ঞার সূত্রকে ছিন্ন না করেন। তোমরা অন্য মণ্ডলীকে অর্থাৎ কোরেশ সম্প্রদায়কে ধনবলে ও জনবলে মোসলমানগণ অপেক্ষা প্রবল দেখিয়া ছল কৌশলে স্বার্থ সাধন করিয়া তাহাদিগ হইতে প্রবল হইতে চাহিতেছ, এবং অঙ্গীকার করিয়া অঙ্গীকারের অন্যথা চরণ করিতেছ ইহা উচিত নহে। (ত, হো,)

তোমাদিগকে এতদ্দ্বারা পরীক্ষা করেন বৈ নহে, এবং তোমরা যে বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ অবশ্য কেয়ামতের দিনে তিনি তাহা বর্ণন করিবেন। ৯২। এবং যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করিতেন তবে অবশ্য তিনি তোমাদিগকে একমাত্র মণ্ডলী করিতেন, কিন্তু তিনি যাহাকে ইচ্ছা হয় পথভ্রান্ত করেন ও যাহাকে ইচ্ছা হয় পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তোমরা যাহা করিতেছিলে অবশ্য তদ্বি-ষয়ে জিজ্ঞাসিত হইবে। ৯৩। এবং তোমরা আপনাদের শপথকে পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করাইও না, অনন্তর তাহা দৃঢ় হওয়ার পর পদস্খলন হইবে, এবং তোমরা যে (লোকদিগকে) ঈশ্বরের পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছ তজ্জন্য শাস্তি ভোগ করিবে, ও তোমাদের জন্য মহাশাস্তি আছে। ৯৪। এবং তোমরা ঈশ্বরের অঙ্গীকারের বিনিময়ে অল্প মূল্য (পার্থিব বস্তু) গ্রহণ করিও না, যদি জ্ঞাত হও তবে নিশ্চয় ঈশ্বরের নিকটে যাহা আছে তাহা কল্যাণ। ৯৫। তোমাদের নিকটে যাহা আছে তাহা বিনাশ পাইবে ও ঈশ্বরের নিকটে যাহা আছে তাহা অবিনশ্বর, এবং যাহারা ধৈর্য্য ধারণ করি-য়াছে অবশ্য আমি তাহাদিগকে তাহারা যাহা করিতেছিল তাহা-দের সেই কল্যাণের অনুরূপ বিনিময় পুরস্কার দিব। ৯৬। যে ব্যক্তি সৎকর্ম্ম করিয়াছে সে পুরুষ হউক বা নারী হউক সে বিশ্বাসী, অনন্তর অবশ্য আমি তাহাকে বিশুদ্ধ জীবনে জীবিত করিব * এবং অবশ্য আমি তাহাদিগকে তাহারা যাহা করিতে-ছিল সেই কল্যাণের অনুরূপ বিনিময় পুরস্কার দিব। ৯৭। অন-ন্তর যখন তুমি কোরাণ পাঠ কর তখন নিস্তাড়িত শয়তান হইতে

---

* কেয়ামতে উত্তম জীবনে জীবিত করিব অথবা ইহলোকে ঈশ্বরের প্রেমানন্দেতে জীবিত রাখিব। (ত, শা,)

ঈশ্বরের নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করিও। ৯৮। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি নির্ভর করিতেছে তাহাদের উপরে নিশ্চয় তাহার পরাক্রম নাই। ৯৯। যাহারা তাহাকে প্রেমকরে ও যাহারা তাহার (ঈশ্বরের) সঙ্গে অংশী নির্দ্ধারণ করে তাহাদের প্রতি বৈ তাহার পরাক্রম নাই। ১০০। (র ১৩)

এবং যখন আমি কোন আয়তের স্থানে কোন পরিবর্ত্তন করি, যাহা অবতারণ করেন ঈশ্বর তদ্বিষয়ে উত্তম জ্ঞাত, তাহারা বলে "তুমি (হে মোহম্মদ) (অসত্য) বন্ধনকারী ইহা বৈ নহ, বরং তাহাদের অধিকাংশই জানে না *। ১০১। বল, যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহাদিগকে দৃঢ় করিতে ও মোসলমানদিগের জন্য সুসংবাদ ও পথ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত পবিত্রাত্মা তোমার প্রতি-পালক হইতে সত্যভাবে তাহা অবতারণ করিয়াছে। † । ১০২। সত্য সত্যই আমি জানি যে তাহারা বলিয়া থাকে যে তাহাকে মনুষ্যে শিক্ষা দান করে বৈ নহে, যাহার প্রতি তাহারা আরোপ করে তাহার ভাষা আজমী এবং এই ভাষা স্পষ্ট আরবি ‡। ১০৩। নিশ্চয় যাহারা ঈশ্বরের নিদর্শন সকলে বিশ্বাস

---

* ঈশ্বর অনেক উক্তির খণ্ডন করিয়াছেন, তাহাতে কাফেরগণ সন্দেহ করে, এই বাক্যে তাহার উত্তর প্রকাশ পাইয়াছে। অর্থাৎ তিনি সকল সময়ে সময়োপযোগী আদেশ করেন, তাহাতে বিশ্বাসীদিগের মনে বল বৃদ্ধি হয় ও তাহাদের এই দৃঢ় সংস্কার হয় যে আমার প্রভু সকল অবস্থারই তত্ত্ব রাখেন। (ত, শা,)

† অর্থাৎ যাহারা বিশ্বাসী এই বাক্য সত্য বলিয়া তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়। যখন তাহারা খণ্ডনের বাণী শ্রবণ করেন ও তন্মধ্যে যে সদুদ্দেশ্য ও শুভাভি-প্রায় ও কৌশল আছে হৃদয়ঙ্গম করেন তখন তাঁহাদের মন শান্তি লাভ করে। (ত, হো,)

‡ আমর এব্‌ন খরজমীর খবর নামক এক দাস ছিল, কেহ কেহ বলে যে

করে না ঈশ্বর তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করেন না এবং তাহাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তি আছে। ১০৪। অবিশ্বাসীরা ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যবন্ধন করে ইহা বৈ নহে, এবং এই তাহারাই মিথ্যাবাদী। ১০৫। যে ব্যক্তি উৎপীড়িত ও তাহার অন্তর বিশ্বাসেতে বিশ্রাম প্রাপ্ত, সে ব্যতীত যে জন স্বীয় বিশ্বাস লাভের পর ঈশ্বর সম্বন্ধে বিদ্রোহী হয় (সে কাফের থাকে) কিন্তু যাহারা ধর্ম্মদ্রোহিতায় বক্ষঃস্থল প্রশারিত করে, পরে তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ হয় এবং তাহাদের জন্য মহা শাস্তি আছে *। ১০৬।

খবর ও ইসার নামক ঈসায়ী ও ইহুদি দুই দাস ছিল, তাহারা সর্ব্বদা বাইবল ও তওরায়ত অধ্যয়ন করিত, যখন হজরত তাহাদের নিকটে যাইতেন তখন তাহাদের পাঠ শ্রবণ করিতেন। কেহ কেহ বলে যে খভিতব নামক ব্যক্তির একজন দাস ছিল সে কখন কখন হজরতের নিকটে রজনী যোগে আগমন করিয়া কোরাণ শিক্ষা করিত। কোরেশগণ বলে যে মোহম্মদ তাহার নিকটে বাক্য শিক্ষা করিয়া আমাদিগকে বলিয়া থাকে, তাহারই উত্তর স্থলে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ দাসের সামান্য আজমীভাষা, এবং হজরত অত্যুৎকৃষ্ট আরব্য ভাষায় প্রবচন সকল বলিয়াছেন। (ত, হো,)

* হজরত পুত্তলপূজা অগ্রাহ্য করিলে কোরেশগণ দুঃখী নিরাশ্রয় বিশ্বাসী বেলাল, খবাব, এমার ও তাঁহার পিতা ইয়াসর এবং মাতা ওসুমিয়ার প্রতি উৎপীড়নে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে পৌত্তলিক ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বিষম যন্ত্রণা দান করে, কিন্তু তাঁহারা আপনাদের অবলম্বিত পথে স্থির থাকিয়া কোরেশদিগের উৎপীড়ন সহ্য করেন। এমন কি এমারের জনক জননী সেই অত্যাচারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এমার শারীরিক দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতা বশতঃ অত্যাচার বহনে অক্ষম হইয়া অত্যাচারীদিগের মতে সম্মতি দান পূর্ব্বক বলে যে আমি তোমাদের প্রতিমার প্রতি বিশ্বাসী হইলাম। তখন হজরতের নিকটে সংবাদ পঁহুছিল যে এমার স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কাফের

ইহা এজন্য যে তাহারা পরলোকের উপর পার্থিব জীবনকে প্রেয় করিয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বর ধর্ম্মদ্রোহিদলকে পথ প্রদর্শন করেন না। ১০৭। ইহারাই তাহারা, ঈশ্বর তাহাদিগের অন্তরে তাহাদের কর্ণে তাহাদের চক্ষে মোহর করিয়াছেন এবং ইহারাই তাহারা যে নির্ব্বোধ। ১০৮। নিঃসন্দেহ যে তাহারা পরলোকে ক্ষতিগ্রস্ত। ১০৯। অতঃপর যে উৎপীড়িত হইয়াছিল তাহার পর যাহারা দেশ ত্যাগ করিয়াছে অতঃপর ধর্ম্মযুদ্ধ ও ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছে, নিশ্চয় (হে মোহম্মদ,) তোমার প্রতিপালক তাহাদেরই, এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক ইহার পরে ক্ষমাশীল ও দয়ালু *। ১১০। (র, ১৪)

সেই দিনে যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের জীবন সম্বন্ধে বিবাদ করতঃ উপস্থিত হইবে † যাহা তাহারা অনুষ্ঠান করিয়াছে সকল

দিগের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে। তিনি বলিলেন তাহা নহে, এমারের আপাদ মস্তক বিশ্বাসে পূর্ণ, বিশ্বাস তাহার রক্ত মাংসের মধ্যে মিশ্রিত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহার অন্তরে বিশ্বাস এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে যে তাহা কথাতে টলিবার নহে। অতঃপর এমার কাঁদিতে কাঁদিতে হজরতের নিকটে উপস্থিত হয়, হজরত স্বহস্তে তাঁহার অশ্রুমোচন করিয়া তাঁহাকে আশ্বাস বাক্যে প্রবোধ দেন। এবন খলনন তামা মকিশ প্রভৃতি বিশ্বাস লাভের পর কাফের হইয়াছিল। (ত, হো)

* মক্কাতে কোন ব্যক্তি কাফেরদিগের উৎপীড়ন একান্ত অসহমান হইয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথা উচ্চারণ করিয়াছিল। তৎপর যখন অনেক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিল তখন তাহাদের অপরাধ মার্জ্জনা হয়। এমার নামক একজন সম্রান্ত লোকের পিতা ইয়াসর ও মাতা সমিয়া অত্যাচারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল কিন্তু এমার প্রাণের ভয়ে কাফেরদিগের অভিমত বাক্য উচ্চারণ করে। তৎপর অনুতাপিত হইয়া হজরতের নিকটে উপস্থিত হয়। তদুপলক্ষে এই কয়েক আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, শা,)

† নিজের জীবন সম্বন্ধে বিবাদ করা অর্থাৎ স্বীয় চরিত্রকে ভৎর্সনা করা;—

ব্যক্তিকেই তাহার পূর্ণ (বিনিময়) দেওয়া যাইবে ও তাহারা অত্যাচরিত হইবে না। ১১১। এবং ঈশ্বর এক গ্রামের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, তাহা সুখ শান্তিযুক্ত ছিল, তাহার উপজীবিকা স্বচ্ছলরূপে সকল স্থান হইতে তথায় আসিত, অনন্তর (সেই গ্রাম) ঈশ্বরের দান সকল সম্বন্ধে অধর্ম্মাচরণ করিল, যাহা করিতেছিল তজ্জন্য পরে পরমেশ্বর তাহাকে ক্ষুধা ও ভীতি বস্ত্রের স্বাদ গ্রহণ করাইলেন * । ১১২। এইং সত্য সত্যই তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকটে প্রেরিত পুরুষ উপস্থিত হইয়াছে, অনন্তর তাহারা তাহার প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে পরে শাস্তি তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে ও তাহারা অত্যাচারী ছিল। ১১৩। অনন্তর ঈশ্বর যে বৈধ ও শুদ্ধ সামগ্রী তোমাদিগকে জীবিকা দান করিয়াছেন তোমরা তাহা ভক্ষণ কর, এবং যদি তোমরা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতেছ তবে

যথা প্রত্যেক পাপী বলিবে যে কেন পাপ করিলাম, এবং সাধু বলিবে যে কেন অধিকতর পুণ্য উপার্জ্জন করি নাই, অথবা প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় জীবনকে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা ও সংগ্রাম করিবে। (ত, হো,)

* অর্থাৎ ঈশ্বর এরূপ করিলেন যে তাহারা ক্ষুধা ও ভয়ের যাতনা ভোগ করিল। কথিত আছে যে মক্কাবাসীদিগের সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গ হইয়াছে। তাহারা হত্যাকাণ্ড লুণ্ঠনাদি বিষয়ে নিরাপদ ছিল, সুখে সচ্ছন্দে জীবন কটাইতেছিল। যখন তাহারা প্রেরিত মহাপুরুষ মোহম্মদের বিরেধী হইল তখনই ঈশ্বর স্বচ্ছলতা দূর করিয়া তাহাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ প্রেরণ করিলেন। সাত বৎসর পর্য্যন্ত মহা দুর্ভিক্ষ ছিল, লোকে ক্ষুধায় নিপীড়িত হইয়া শব ভক্ষণ ও রক্ত পান করিয়াছিল। হজরতের অভিসম্পাতেই এরূপ হইয়াছিল, অপিচ তাহাদের নিশ্চিন্ততা ভয়েতে পরিণত হয়, অর্থাৎ তাঁহাদের মনে মোসলমানদিগের ভয় এরূপ প্রবল হয় যে তাহারা দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। স্বীয় জীবন ও সম্পত্তি সম্বন্ধে তাহারা নিরাপদ ছিল না। (ত, হো,)

ঈশ্বরের দানের কৃতজ্ঞতা দান কর * । ১১৪ । তোমাদের সম্বন্ধে শব, শোণিত, বরাহমাংস এবং যাহার উপর ঈশ্বর ভিন্ন (অন্যদেবতার) নাম গৃহীত হইয়াছে ইহা বৈ অবৈধ নহে, পরন্তু যে ব্যক্তি (ক্ষুধায়) কাতর হইয়া পড়ে, অমিতাচারী ও অত্যাচারী নয় (তাহার পক্ষে উহা বিধি) অপিচ নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল, দয়ালু। ১১৫। এবং তোমরা ঈশ্বরের প্রতি অসত্য বন্ধন করিতে তোমাদের রসনা যাহা মিথ্যা বর্ণন করে যে ইহা বৈধ ও ইহা অবৈধ তাহা বলিও না, যাহারা ঈশ্বরের প্রতি অসত্য বন্ধন করিয়া থাকে তাহারা মুক্তি লাভ করে না। ১১৬। + লাভ অল্প ও তাহাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তি আছে। ১১৭। এবং তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) আমি যাহা বর্ণন করিলাম পূর্ব্বে তাহা ইহুদিদিগের প্রতি অবৈধ করিয়াছিলাম, আমি তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করি নাই, কিন্তু তাহারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করিতেছিল †। ১১৮। যাহারা অজ্ঞানতা বশতঃ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে তাহার পরে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছে ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে অবশেষে নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাহাদিগেরই, সত্যই তোমার প্রতিপালক তদনন্তর ক্ষমাশীল দয়ালু ‡। ১১৯। (র, ১৫)

---

* কোরেশ নারীগণ হজরতের নিকটে কোন ব্যক্তিকে পাঠাইয়া নিবেদন করিয়াছিল যে আমাদের স্বামিগণ আপনার সঙ্গে শত্রুতা করিয়াছে, মক্কা নিবাসী স্ত্রীলোক ও বালক বালিকার কি অপরাধ যে তাহারা দুর্ভিক্ষে ওষ্ঠাগত প্রাণ হইল? তখন হজরত কিছু খাদ্য সামগ্রী মক্কায় উপস্থিত করিতে আদেশ করেন। তাহাতে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

† সুরা এনামে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে।

‡ অর্থাৎ বৈধাবৈধ বিষয়ে কাফেরগণ অসত্য বলিয়াছে, পরে যখন তাহারা মোসলমান হইল তখন ক্ষমা লাভ করিল। (ত, শা,)

নিশ্চয় এব্রাহিম ঈশ্বরের অগ্রণী সেবক, সত্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল, অংশিবাদীদিগের (একজন) ছিল না * । ১২০ । তাঁহার দানে কৃতজ্ঞ ছিল, তিনি তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং সরল পথের দিকে তাহাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১২১। এবং তাহাকে আমি পৃথিবীতে কল্যাণ দান করিয়াছি, ও নিশ্চয় সে পরলোকে সাধুদিগের (এক জন)। ১২২। তৎপর আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি যে সত্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত এব্রাহিমের ধর্ম্মের অনুসরণ কর, এবং সে অংশিবাদীদিগের (একজন) ছিল না। ১২৩। শনিবাসর তাহাদের প্রতি প্রবর্ত্তিত, তাহারা তদ্বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে ইহা বৈ নহে, এবং তাহারা যে বিষয়ে তাহাতে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিল তজ্জন্য নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক কেয়ামতের দিনে তাহাদের মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করিবেন †। ১২৪। তুমি তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে বিজ্ঞান

---

* অর্থাৎ বৈধাবৈধ ও ধর্ম্মপ্রণালী বিষয়ে এব্রাহিমের ধর্ম্মমতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আরবের লোকেরা আপনাদিগকে এব্রাহিমের মতাবলম্বী বলিয়া থাকে, বাস্তবিক তাহারা তাঁহার পথে নয়, তাহারা ঈশ্বরের অংশ সকল আছে স্বীকার করে। (ত,শা,)

সর্ব্বত্র "হনিফ" শব্দের অর্থ সত্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত লিখিত হইয়াছে, কাহার কাহার মতে যাহারা ত্বক্‌চ্ছেদ, হজ্জ, ও অশুচি হইলে স্নান করে তাহাদিগকে "হনিফ" বলে।

† পরমেশ্বর মুসাকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে বনি এস্রায়েলকে বল যেন শুক্রবার দিন সমুদায় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পরমেশ্বরের অর্চ্চনা করিতে থাকে। যখন আদেশ তাহাদের মধ্যে প্রচারিত হইল, অল্প সংখ্যক লোক গ্রাহ্য করিল, অধিকাংশ লোকই তাহাতে অসম্মত হইল। তাহাদের মধ্যে বিরোধ ঘটিল, কতক লোক বলিল যে ঈশ্বর শুক্রবার দিন সৃষ্টি ক্রিয়া শেষ করিয়াছেন আমরা শনিবারকে অবলম্বন করিব, অন্য দল বলিল যে রবিবার শ্রেষ্ঠ সেইদিন সৃষ্টি ক্রিয়া আরম্ভ হয়। পরমেশ্বর শনিবারকে সম্মান করিতে সকলকে বিশেষরূপে বাধ্য করেন। শনিবার

ও উত্তম উপদেশ অনুসারে (লোকদিগকে) আহ্বান কর এবং তাহাদের সঙ্গে যাহা উত্তম তদনুসারে বিতর্ক কর, * যে ব্যক্তি তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত হইয়াছে নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাহাকে উত্তম জ্ঞাত, তিনি পথাশ্রিতদিগকে উত্তম জ্ঞাত। ১২৫। এবং যদি তোমরা প্রতিশোধ লও, তবে যেরূপ তোমরা উৎপীড়িত হইয়াছ তদনুরূপ প্রতিশোধ লইও এবং যদি তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর তবে উহা ধৈর্য্যশীলদিগের জন্য কল্যাণ। ১২৬। এবং তুমি সহিষ্ণু হও, ও তোমার সহিষ্ণুতা ঈশ্বরের (সাহায্য) ব্যতীত নহে, ও তাহাহাদের প্রতি দুঃখ করিও না, তাহারা যে প্রতারণা করিতেছে তজ্জন্য ক্ষুব্ধ থাকিও না। ১২৭। যাহারা ধর্ম্মভীরু হয় ও যাহারা সৎকর্ম্মশীল নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদের সঙ্গে থাকেন। ১২৮। (র, ১৬)

সম্বন্ধে এইরূপ সম্মাননা নির্দ্ধারিত হয়, যথা সেই দিন লোকে ব্যবসায় বাণিজ্য করিবে না, কোন কার্য্যে লিপ্ত হইবে না, সেইদিন উৎসবের দিন হইবে, লোকে কেবল ঈশ্বরের পূজা করিবে। (ত, হো.)

* ত্রিবিধ প্রণালীতে ঈশ্বরের পথে লোকদিগকে আহ্বান করা হইয়া থাকে, বিজ্ঞান, উত্তম উপদেশ ও বিতর্ক। বিজ্ঞান বিশেষ আহ্বানের জন্য, সদুপদেশ সাধারণ সৎপথ প্রদর্শনের জন্য, বিতর্ক শত্রুদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য। এই ত্রিবিধ পথ হকিকত, তরিকত; শরিয়ত। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বর হইতে যে সত্য লাভ হয়, তাহা বিজ্ঞানমূলক হকিকত; প্রেরিত পুরুষযোগে যে সত্য লাভ হয় সদুপদেশমূলক তরিকত; শাস্ত্রীয় নিষেধ বিধি যুক্তি প্রমাণাদি শরিয়ত। (ত, হো,)

সূরা বনিএস্রায়েল *।

সপ্ত দশ অধ্যায়।

---

১১১ আয়ত, ১২ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

তিনি পবিত্র যিনি কোন রজনীতে স্বীয় দাসকে মস্‌জেদোল্‌ হরাম হইতে দূরতর মস্‌জেদ পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছেন, যাহার চতুষ্পার্শ্বকে আমি সৌভাগ্যযুক্ত করিয়াছি, আপন নিদর্শন সকলের (কিছু কিছু) তাহাকে দেখাইব বলিয়া (লইয়া গিয়াছি) নিশ্চয় তিনি শ্রোতা দ্রষ্টা †। ১। অবং আমি মুসাকে গ্রন্থ

---

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়।

† মস্‌জেদহরাম হইতে অর্থাৎ কাবার চতুঃসীমার মধ্য হইতে ঈশ্বর কোন রজনীতে হজরতকে দূরতর মস্‌জেদবয়তোল্‌ মোকদ্দসে নিদর্শন সকল প্রদর্শন করিবার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। ঈশ্বর বলিতেছেন যে বয়তোল্‌ মোকদ্দসের চতুষ্পার্শ্বস্থ শামদেশকে আমি ভাগ্যযুক্ত করিয়াছি। শামদেশ বা কেনান ভূমি স্বর্গীয় ও পার্থিব এই দ্বিবিধ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। প্রথমতঃ উহা প্রত্যাদেশ অবতরণ ভূমি ও ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদিগের সাধনা-ক্ষেত্র, দ্বিতীয়তঃ হরিৎক্ষেত্র ও নদ নদী এবং ফলবান্‌ তরু-রাজিতে তাহা শোভিত। স্বর্গীয় নিদর্শন সকল প্রদর্শন করিবার জন্য রজনীতে হজরত মোহম্মদ বয়তোল্‌ মোকদ্দসে যাহাকে জেরুশেলম বলে ঈশ্বর কর্ত্তৃক নীত হইয়াছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি মক্কা হইতে শামদেশে উপস্থিত হন, এবং বয়তোল্‌ মোকদ্দস দর্শন করিয়া ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণের সাক্ষাৎ লাভ এবং তাঁহাদের অবস্থান ভূমি ও দ্যুলোকের অনেক অলৌকিক ও আশ্চর্য্য

দান করিয়াছি এবং তাহাকে বনি এস্রায়েলের জন্য পথ প্রদর্শক করিয়াছিলাম (বলিয়াছিলাম) যে তোমরা আমাকে ছাড়িয়া কার্য্য সম্পাদক গ্রহণ করিও না। ২। (স্মরণ কর) যাহাকে আমি নুহার সঙ্গে (নৌকায়) উঠাইয়াছিলাম, তোমরা তাহার সন্তান,

---

ব্যাপার সকল অবলোকন করেন। হজরতের এই স্বর্গারোহণকে (মেরাজ) বলে অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে মেরাজ তাঁহার প্রেরিতত্ব লাভের দ্বাদশ বর্ষে হইয়াছিল, মাস সম্বন্ধে মতভেদ আছে। রবিয়োল্ আওল্ বা রবিয়োল্ আখর কিম্বা রমজান অথবা শওয়াল মাসে "মেরাজ" সংঘটিত হইয়াছিল। হজরতের মক্কা হইত বয়তোল্ মোকদ্দসে গমন কোরাণানুসারে প্রমাণিত। যাহারা তাহা বিশ্বাস করে না তাহারা কাফের। তাঁহার স্বর্গারোহণ ও পরমেশ্বরের সান্নিধ্য লাভ, প্রসিদ্ধ হদিস সকল দ্বারাও প্রমাণিত। অধিকাংশ বিশ্বাসী মোসলমানের মত এই যে হজরতের স্বর্গারোহণ সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হইয়াছিল। যাহারা তাঁহার স্থূল শরীর স্বর্গারোহণের প্রতিবন্ধক ছিল বলে তাহারা ঈশ্বরের শক্তি ও অলৌকিক ক্রিয়ায় অবিশ্বাসী। সেই রাত্রিতে জেব্রিল এক দল দেবতা সহ আগমন করিয়া পিতৃব্য আবু তালেবের কন্যা ওম্মেহানীর আলয় হইতে হজরতকে মস্জেদোল্ হরামে লইয়া যান। তথায় তদীয় বক্ষ বিদীর্ণ ও হৃৎকোষ প্রক্ষালন করার পর তাঁহাকে বোরাকনামক স্বর্গীয় বাহনে আরোহণ করাইয়া বয়তোল্ মোকদ্দসে আনয়ন করেন। বয়তোল্ মোকদ্দসে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ ও দেবগণের সঙ্গে হজরতের সাক্ষাৎ হয়। তিনি বয়তোল্ মোকদ্দসে স্থাপিত সখ্রা নামক বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের উপর হইতে বোরাক বা জেব্রিলের পক্ষ যোগে সোপানে আরোহণ করেন। ১ম স্বর্গে আদমের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, ২য় স্বর্গে ঈসা ও ইয়হাকে দেখিতে পান, তৃতীয় স্বর্গে ইয়ুসোফকে, ৪র্থ স্বর্গে আদরিসকে পঞ্চম স্বর্গে হারুণকে, ষষ্ঠ স্বর্গে মুসাকে, সপ্তম স্বর্গে এব্রাহিমকে প্রাপ্ত হন। এই সকল স্থানে তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ আলাপ পরিচয় হয়। তিনি সদরতোল্ মন্তহা, বয়তোল্ মামুর, হওজ কওসর, ও নহরোর্রহমত ইত্যাদি পুণ্যস্থান, সরোবর ও নদী দর্শন করেন। হেজাবে নুর অর্থাৎ জ্যোতির আবরণের নিকটে উপস্থিত হইলে জেব্রিল তাঁহার সঙ্গে গমনে ক্ষান্ত হন। তথা হইতে তিনি একাকী জ্যোতি ও অন্ধকারের

নিশ্চয় সে কৃতজ্ঞ দাস ছিল *। ৩। গ্রন্থে আমি এস্রায়েল সন্ততি গণের প্রতি আদেশ করিয়াছি যে অবশ্য তোমরা পৃথিবীতে দুই বার উৎপাৎ করিবে এবং অবশ্য তোমরা মহা দুর্দ্দম-

---

আবরণ ভেদ করিয়া এমন এক স্থানে উপনীত হইলেন যে বোরাকও গমনে নিবৃত্ত হইল। অনন্তর রফরফ নামক এস্রাফিলের মন্দিরে আরোহণ করিয়া ঈশ্বরের সিংহাসনের সমীপবর্ত্তী হন। তথায় তিনি সহস্র বার তুমি আমার নিকটে এস,এই অ:হ্বান ধ্বনি শ্রবণ করেন, এবং সহস্র বার তিনি নব নব উন্নতি প্রাপ্ত হন। তিনি ক্রমে নিকট হইতে নিকটতর ও উচ্চতর পবিত্র স্থান সকল অতিক্রম করিয়া একান্তে ঈশ্বরের সহবাস লাভ করেন। তখন প্রভু যে সকল প্রত্যাদেশ করেন তাঁহার দাস মোহম্মদ তাহা অবগত হন, নানা প্রকার আদর ও প্রিয় সম্ভাষণে তিনি সম্মান লাভ করেন। বেহেস্তে ও তাহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে প্রত্যাগমন কালে নরকের অবস্থা দর্শন করিয়া আপন মণ্ডলীর অন্তর্গত পরলোক প্রাপ্ত লোকদিগের জন্য নমাজরূপ উপহার নির্দ্ধারণ করেন। অতঃপর তিনি বয়তোল্ মোকদ্দসে ফিরিয়া আইসেন, তথা হইতে মক্কা যাত্রা করিয়া কোরেশ বণিক্‌দিগকে প্রাপ্ত হন। তিন ঘণ্টায় কেহ বলেন চারি ঘণ্টায় এই ভ্রমণ কার্য্য শেষ হইয়াছিল। যখন হজরত প্রত্যূষে মেরাজের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন তখন বিশ্বাসীরা সত্য বলিয়া গ্রাহ্য করেন, কাফের লোকেরা একান্ত অসম্ভব বলিয়া বয়তোল্ মোকদ্দসের নিদর্শন প্রার্থনা করে। তখন সেই মস্‌জেদ তাঁহাদের চক্ষে প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তাহারা যে যে নিদর্শন চাহিয়াছিল সমুদায় পাইল। যে সকল বণিক্ পথে হজরতের সঙ্গী ছিল না তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা উহা মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিল। তিনি দ্রষ্টাও শ্রোতা, অর্থাৎ তিনি হজরত মোহম্মদকে আপনার নিদর্শন সকলের প্রদর্শক ও স্বীয় বাক্যের শ্রাবয়িতা। (ত, হো,)

* মহাপুরুষ নুহার এক পুত্রের নাম সাম, মহা প্লাবনের সময় তিনি নুহার সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, বনি এস্রায়েলের পূর্ব্ব পুরুষ এব্রাহিম তাঁহারই বংশোৎপন্ন। অর্থাৎ জলপ্লাবন হইতে মুক্তি দানরূপ অনুগ্রহ যে আমি তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের প্রতি প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা দান কর। নিশ্চয় সেই নুহা কৃতজ্ঞ ভৃত্য ছিল। বিনীতভৃত্য

রূপে দুর্দ্দান্ত হইবে * । ৪ । অনন্তর যখন দুইয়ের প্রথম অঙ্গীকার উপস্থিত হইবে তখন আমি বিষম সংগ্রামকারী আমার দাসগণকে তোমাদের প্রতি পেরণ করিব, অনন্তর তাহারা (তোমাদের) আলয়ের মধ্যে আসিবে, (ঈশ্বরের) অঙ্গীকার সম্পন্ন হইয়া থাকে † । ৫ । তৎপর আমি তাহাদের প্রতি তোমাদিগের জন্য পরাক্রম প্রত্যর্পণ করিব ও বহু সম্পত্তি ও সন্তান দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিব এবং তোমাদিগকে লোক বৃদ্ধি অনুসারে বৃদ্ধিশালী করিব ‡ । ৬ । যদি তোমরা সদাচরণ কর স্বীয় জীবন সম্বন্ধে সদাচরণ করিবে, এবং যদি দুষ্কর্ম্মকর তবে তাহার নিমিত্ত হইবে, অনন্তর যখন অপর অঙ্গীকার উপস্থিত

পান ভোজন বস্ত্রপরিধান শয়ন উপবেশন উত্থান গমন ও যানারোহণাদি সর্ব্বাবস্থায় কৃতজ্ঞতা সহ ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া থাকেন। ইহার সন্তানগণের প্রতি ইহা উত্তেজনা সূচক বাক্য, যেন তাহারা পূর্ব্বপুরুষের চরিত্রের অনুসরণ করে। যেহেতু কৃতজ্ঞতায় দানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (ত, হো,)

* ধর্ম্মগ্রন্থ তওরয়তে এরূপ লিপি আছে যে বনিএস্রায়েল পৃথিবীতে দুই বার উৎপাত করিবে। প্রথম উৎপাত তওরয়তের আদেশ অমান্য করা ও আপনাদের প্রেরিত পুরুষ আরমিয়াকে অগ্রাহ্য করা। দ্বিতীয় ইয়হাকে হত্যাকরা ও ঈসার হত্যায় উদ্যত হওয়া। (ত, হো,)

† "আমার দাসগণ" অর্থে আমার সৃষ্ট মনুষ্যগণ বুঝাইবে। উহা বোখ্‌ত-নসর অথবা জালুত কিম্বা আমালকার দলপতি। মেঘগর্জনের ন্যায় তাহাদের শব্দ বিদ্যুতের ন্যায় ত'হাদের চক্ষু ছিল, তাহারা হত্যা ও লুণ্ঠন করিবার জন্য বনি এস্রায়েলের আলয় আক্রমণ করিয়াছিল। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ পরে যাহারা তোমাদিগকে হত্যা ও তোমাদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিবে তোমরা তাহাদিগকে পরাভূত করিতে পারিবে। আমি তোমাদিগকে ধন সম্পত্তি ও সন্তান সন্ততি প্রদান করিব। পূর্ব্বাপেক্ষা তোমাদের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। (ত, হো,)

হইবে তাহাতে তাহারা তোমাদের মুখমণ্ডলকে বিষণ্ণ করিবে এবং তাহাতে তাহারা মন্দিরে প্রবেশ করিবে যেরূপ প্রথম-বার উহারা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাতে যাহা নিপাত করিতে প্রবল হইবে তাহা নিপাত করিবে *। ৭। তোমা-

---

* এ বিষয়ে প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ব এই ; শামদেশে বনি এস্রায়েলের রাজত্ব যখন সলমার বংশোদ্ভব সদ্দিকা প্রাপ্ত হইল তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে রাজগণের লোভ দৃষ্টি সেই দেশের প্রতি পড়িল। সদ্দিকা দুর্ব্বল ও নিস্তেজ ছিলেন, তাহা দেখিয়া ভূপতিগণ শামদেশ আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। প্রথমতঃ মোসলের অধিপতি সঞ্জাবির সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন, তাঁহার সংগ্রাম যাত্রার পর আজর-বায়জানের বাদশা সলমা যাত্রা করিলেন। উভয়েই জরুশেলম অধিকারের প্রার্থী হইয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন উভয়ের মধ্যে ভয়ানক সংগ্রামানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহাতে উভয় সৈন্যদল পরাস্ত হইল। তাহাদের দ্রব্য-জাত এস্রায়েল বংশীয় লোকেরা লুণ্ঠন করিল। তৎপর রোমের অধীশ্বর ও সকালি-য়ার রাজা ও আন্দলসের অধিপতি অগণ্য পরাক্রান্ত সেনা সহ জরুশেলমে উপস্থিত হন। তাঁহারাও পরস্পর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করেন, অসংখ্য সৈন্য হতাহত হয়, অবশিষ্ট সৈন্য পলায়ন করে। সমুদায় সম্পত্তি বনিএস্রায়েলগণ প্রাপ্ত হয়। রণক্ষেত্রে পাঁচ জন প্রবল রাজার পরিত্যক্ত প্রচুর সম্পত্তি লাভ করিয়া এস্রায়েল কুলোদ্ভব লোকেরা ভয়ানক অহঙ্কারী হইয়া উঠে, ধর্ম্ম পুস্তক তওরয়তের বিধি অমান্য করিতে থাকে, প্রেরিত পুরুষ আরমিয়া তাঁহাদিগকে অনেক প্রকার ভয় প্রদর্শ ও উপদেশ দান করেন তাহারা তাহাতে কর্ণপাত করে না। বোখ্‌তনসর সঞ্জাবিরের লিপি-কর ছিল ও সঞ্জাবিরের মৃত্যুর পর তাঁহার নির্দ্ধারণানুসারে তদীয় সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিল, পরমেশ্বর তাহাকে এস্রায়েল সন্তানগণের প্রতি প্রেরণ করেন। বোখ্‌ত-নসর আসিয়া যুদ্ধ করিয়া এস্রায়েল বংশীয় লোকদিগের উপর জয়ী হয়, মন্দির ও অট্টালিকা সকল ধ্বংস করে, তওরয়ত দগ্ধ করিয়া ফেলে এবং সত্তর সহস্র বনি-এস্রায়েলকে দাস করিয়া রাখে। বনিএস্রায়েল দিগের প্রতি এই প্রথম শাস্তি। অনন্তর কুরশ হম্‌দানী যিনি এস্রায়েল বংশোদ্ভব এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছি-লেন তিনি এই সংবাদ পাইয়া বহু সহস্র ধন সম্পত্তি এবং ত্রিশ সহস্র ভূপতি ও বহু শ্রমজীবী কর্ম্মচারী সহ উপস্থিত হন। ত্রিশ বৎসর চেষ্টা উদ্যোগ করিয়া জরু

দের প্রতিপালক তোমাদিগকে দয়া করিতে সত্বর, এবং যদি তোমরা (অবাধ্যতায়) পুনঃ প্রবৃত্ত হও, আমিও (শাস্তিদানে) পুনঃ প্রবৃত্ত হইব, এবং ধর্ম্মদ্রোহী দিগের জন্য আমি নরক লোককে বন্দিশালা করিয়াছি *। ৮। নিশ্চয় এই কোরাণ সেই (প্রকৃতির) পথ প্রদর্শন করে যাহা অতীব সরল, এবং যাহারা সদাচরণ করে সেই বিশ্বাসী দিগকে সুসংবাদ দান করিয়া থাকে, একান্তই তাহাদের জন্য মহা পুরস্কার আছে

শেলাম নগরের ও তৎ প্রদেশের অট্টালিকা সকল পুন র্নির্ম্মাণ করেন, তাহাতে সেই দেশ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। পুনর্ব্বার বনি এস্রায়েল দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে এবং ইয়হাকে হত্যা করে এবং ঈসাকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন দ্বিতীয় শাস্তি উপস্থিত হয়। তরতুস রুমী তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া জরু শালমের মন্দির ধ্বংস করে, ও এস্রায়েল বংশীয় দিগের সম্পত্তি লুঠ করিয়া লইয়া যায়। পরমেশ্বর তওরয়তে অঙ্গীকারের পর এই দুই শাস্তির কথা তাহাদিগকে বলিয়াছেন। "তাহাতে তাহারা তোমাদের মুখমণ্ডলকে বিষণ্ণ করিবে এবং তাহারা তাহাতে মন্দিরে প্রবেশ করিবে যেরূপ প্রথম বার উহারা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে" ইত্যাদি। অর্থাৎ যেমন প্রথম বার বোখতনসর সসৈন্যে আসিয়া মন্দির ধ্বংস করে তদ্রূপ তরতুসের সৈন্যও উপস্থিত হইয়া বয়তোল্‌ মোকদ্দসে প্রবেশ করিবে, ও মন্দির ধ্বংস করিয়া দুঃখে তোমাদের মুখ মলিন করিবে। (ত, হো,)

* অবাধ্যতা ও দুর্নীতির কারণে বনিএস্রায়েলদিগের দুই বার দুর্দ্দশা হইয়াছে। এই ক্ষণ ঈশ্বর অনুগ্রহ করিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি বলিতেছেন যদি তোমরা বর্ত্তমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের আনুগত্য স্বীকার কর তবে সেই রাজত্ব, জয় ও পরাক্রম তোমাদিগকে প্রত্যর্পণ করা যাইবে। পুনরায় সেইরূপ দুষ্টতা প্রকাশ করিলে তদ্রূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইবে, অর্থাৎ আমি তোমাদিগের উপর মোসলমানদিগকে বিজয়ী করিব। পরলোকে তোমাদের জন্য নরক সজ্জিত রহিয়াছে। (ত, শা,)

। ৯। + এবং নিশ্চয় যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাহাদের জন্য আমি দুঃখকর শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি। ১০। (র, ১)

এবং মনুষ্য অকল্যাণ বিষয়ে প্রার্থনা করে (যেমন) কল্যাণ বিষয়ে তাহার প্রার্থনা হয়, এবং মনুষ্য সত্বর হইয়া থাকে *। ১১। এবং আমি রাত্রি ও দিবাকে দুই নিদর্শন করিয়াছি পরন্তু নৈশিক নিদর্শনকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছি ও আহ্নিক নিদর্শনকে আলোকিত করিয়াছি যে তাহাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালক হইতে উন্নতি অন্বেষণ করিবে, এবং তাহাতে বৎসর সকলের গণনা ও হিসাব জ্ঞাত হইবে, এবং আমি সকল বিষয় বিভিন্নরূপে ব্যক্ত করিয়াছি † । ১২। এবং সকল মনুষ্যের কণ্ঠে তাহার পক্ষী (কার্য্যলিপি) সংলগ্ন করিয়াছি, এবং পুনরুত্থানের দিনে আমি তাহার জন্য এক পুস্তক বাহির করিব সে তাহা উন্মুক্ত দেখিবে ‡। ১৩। (বলিব) তুমি আপন পুস্তক পাঠ

---

* মনুষ্য যেমন কল্যাণ বিষয়ে প্রার্থনা করে তদ্রূপ ক্রোধের সময়ে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নিজের জীবন ও পরিবার ও সম্পত্তি বিষয়ে অকল্যাণ প্রার্থনা করিয়া থাকে। যেমন হারুণের পুত্র নজর ঈশ্বরের নিকটে আপন শাস্তি প্রার্থনা করিয়াছিল, যথা "আমার উপর আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষণ কর"। (ত, হো,)

অর্থাৎ লোকে এই বলিয়া ব্যস্ত সমস্ত হয় যে আমার প্রার্থনা শীঘ্র কেন গ্রাহ্য হইল না, এ দিকে তাহার কোন কোন প্রার্থনা তাহার পক্ষে অকল্যাণ, সেই প্রার্থনা পূর্ণ হইলে তাহার দুর্গতি হয়, তজ্জন্যই গৃহীত হয় না। সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বর উত্তম জ্ঞানী, তাঁহার ইচ্ছার বাধ্য হওয়াই কর্ত্তব্য। (ত, শা,)

† অর্থাৎ ব্যস্ত সমস্ত হইলে কোন লাভ নাই, সকল বিষয়েরই দিবারাত্রির ন্যায় সময় ও পরিমাণ নির্দ্ধারিত আছে। যেমন কাহারও ব্যাকুলতায় রাত্রি খর্ব্ব হয় না, যথাসময়ে স্বতঃ উষার উদয় হইয়া থাকে। দিবা রাত্রি দুই ঈশ্বরের শক্তির নিদর্শন। (ত, হো,)

‡ কি ধার্ম্মিক কি অধার্ম্মিক তাহার শুভাশুভ কর্ম্ম আদিকাল হইতে তাহার

কর, অদ্য তোমার জীবনই তোমার সম্বন্ধে যথেষ্ট হিসাবকারক *। ১৪। যে ব্যক্তি পথ প্রাপ্ত হইয়াছে অনন্তর ইহা বৈ নহে যে সে আপন জীবনের জন্য পথ পাইতেছে এবং যে ব্যক্তি পথভ্রান্ত হইয়াছে অনন্তর ইহা বৈ নহে যে সে তৎপ্রতি পথভ্রান্ত হইতেছে এবং কোন ভারবাহী অন্যের ভার বহন করে না;

• কণ্ঠে কণ্ঠবন্ধনের ন্যায় সংলগ্ন আছে। কথিত আছে যে প্রত্যেক সন্তানের গলদেশে এক এক পুস্তক দোলায়মান, তাহাতে "দুর্ভাগ্য" বা "ভাগ্যবান্" এই কথা লিখিত। কেহ কেহ বলেন যে আরাবী অর্থাৎ যাযাবর লোকেরা দক্ষিণে বা বামে পক্ষী উড়িতে দেখিলে তদ্দ্বারা সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য নির্ণয় করিয়া থাকে। পক্ষী দক্ষিণে উড্ডীয়মান হইলে শুভ এবং বামে উড়িলে অশুভ লক্ষণ বলে। অতএব এই স্থানে শুভাশুভ কার্য্যলিপিকে পক্ষী বলা হইয়াছে। অন্য এক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে বিহঙ্গ সেই গ্রন্থ যাহা কেয়ামতের দিনে উড়িয়া আসিয়া পুণ্যবান্ বা পাপীর হস্তগত হইবে, তাহার গলদেশে সংলগ্ন হওয়ার অর্থ এই যে শুভাশুভ কর্ম্ম তাহার গলায় জড়িত। (ত, হো,)

* স্বীয় কার্য্য লিপি পাঠ কর, অর্থাৎ সেই দিবস সকলেই পাঠক হইবে, সকলকে বলা হইবে যে স্বীয় পুস্তক যাহা নিজে রচনা করিয়াছ পাঠ কর, তোমার চিত্তই তোমার সম্বন্ধে বিচারক, অর্থাৎ নিজে দৃষ্টি কর যে কিরূপ আচরণ করিয়াছ, তুমি কি প্রকার বিনিময় লাভের অধিকারী। হজরত ওমর স্বীয় অনুগামীদিগকে বলিয়াছিলেন যে তোমরা স্ব স্ব কার্য্যলিপি সম্মুখে রাখিয়া ভাল মন্দ কি করিয়াছ দৃষ্টি কর, এখনও সময় আছে স্বীয় কার্য্যের অনুসন্ধান লও, অন্তিম কালে তাহা আর অনুসন্ধান করার শক্তি থাকিবে না। কশ্‌ফোল্‌আস্রারে উল্লিখিত হইয়াছে যে কোন ব্যক্তি স্বীয় পুত্রকে বলিয়াছিলেন "তুমি অদ্য যাহা লোকদিগকে বলিবে বা তাহাদিগ হইতে শ্রবণ করিবে এবং যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে সায়ংকালীন সমাজের সময় তাহা আমার নিকটে বলিও, এবং তাহার সমুদায় বর্ণন করিও।" সে দিন বালক বহু যত্ন ও চেষ্টায় পিতৃ আজ্ঞা পালন করিল। পর দিনও পিতা সেইরূপ আদেশ করিলেন, তখন পুত্র বলিল "পিতঃ, অনেক

এবং যে পর্য্যন্ত কোন প্রেরিত পুরুষকে প্রেরণ না করি সে পর্য্যন্ত আমি শাস্তিদাতা নহি *। ১৫। এবং যখন আমি কোন গ্রামকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি (প্রথমতঃ) তত্রত্য উদ্ধত লোকদিগকে (প্রেরিত পুরুষের অনুগত হইতে) আজ্ঞা করিয়া থাকি, তৎপর সেইস্থানে তাহারা বিরুদ্ধাচরণ করে, অনন্তর তথায় (শাস্তির) বাক্য স্থিরীকৃত হয়, অবশেষে তাহাকে উচ্ছেদন রূপে উচ্ছেদ করিয়া থাকি। ১৬। এবং আমি নুহার পরে বহুশতাব্দি অবধি কত সংহার করিয়াছি, † তোমার প্রতিপালক (হে মোহম্মদ,) স্বীয় দাস দিগের অপরাধসম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানী ও দ্রষ্টা। ১৭। যে ব্যক্তি সংসার কামনা করে আমি যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাতে (সংসারে) যত ইচ্ছা তাহা তাহাকে সত্বর

কষ্টে ভাবিয়া চিন্তিয়া কল্য দৈনিক বিবরণ বলিয়াছি, ক্ষমা করিবে আজ আর বলিবার ক্ষমতা নাই।" তাহাতে পিতা বলিলেন "তোমাকে এই ব্যাপারে একটি উপদেশ দিলাম যেন তুমি জাগ্রত ও সতর্ক থাক, হিসাব দান সম্বন্ধে তুমি উদাসীন না থাক। অদ্য তুমি পিতার নিকটে এক দিনের হিসাব দিতে অক্ষম, পরলোকে ঈশ্বরের নিকটে সমুদায় জীবনের হিসাব কেমন করিয়া দিবে?" (ত, হো,)

* অলিদমগ্বরবা কাফেরদিগকে বলিয়াছিল যে তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদের পাপের ভার বহন করিব। তাহাতে পরমেশ্বর বলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের নিজের ভার বহন করিয়া থাকে, অন্যের ভার বহন করে না। যে পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক আসিয়া লোকদিগকে সত্য পথে আহ্বান না করেন ও স্বর্গীয় নিদর্শন প্রদর্শন না করেন সে পর্য্যন্ত ঈশ্বর কোন জাতিকে শাস্তিদানে প্রবৃত্ত হন না। প্রেরিত পুরুষকে অগ্রাহ্য করিলেই তিনি শাস্তি দান করেন।

† নুহার মৃত্যুর পর সমুদ ও আদ জাতি প্রভৃতি উচ্ছিন্ন হইয়াছে। (ত, হো,)

দান করি, তৎপর তাহার জন্য নরক নিরূপণ করিয়া থাকি, তথায় সে দুর্দ্দশাপন্ন নিস্তাড়িত ভাবে উপস্থিত হয় * । ১৮। এবং যে ব্যক্তি পরলোক কামনা করে এবং তাহার জন্য তাহার (অনুরূপ) চেষ্টাকে চেষ্টাকরে সে বিশ্বাসী, অনন্তর ইহারাই যে ইহাদেব যত্ন সম্মানিত হয়। ১৯। সেই সকল ও সেই সকল উভয় (দলকে) তোমার প্রতিপালকের দান দ্বারা আমি সহায়তা করিয়া থাকি, তোমার প্রতিপালকের দান অবরুদ্ধ হয় না †। ২০। দেখ কেমন আমি তাহাদের (দুই দলের) একের উপর অন্যকে উন্নতি দান করিয়াছি, নিশ্চয় পরলোক শ্রেণী অনুসারে শ্রেষ্ঠ ও উন্নতিবিধানানুসারে শ্রেষ্ঠ। ২১। তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে অন্য ঈশ্বর নিরূপণ করিও না, তবে লাঞ্ছিত ও হীনাবস্থাপন্নরূপে বসিবে। ২২। (র, ২)

এবং তোমার প্রতিপালক আদেশ করিয়াছেন যে তোমরা তাঁহাকে ভিন্ন সেবা করিবে না এবং পিতা মাতার প্রতি সদাচরণ করিবে, যদি তাহাদের একজন বা উভয়েই তোমার নিকটে বৃদ্ধত্বে উপনীত হয় তবে তুমি তাহাদের প্রতি ছি বলিও না, ও তাহাদিগকে ধমক দিও না, এবং তাহাদিগকে সম্মানিত কথা বলিও। ২৩।

---

* কপট লোকেরা বিশ্বাসীদিগের সঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধে গমন করিয়াছিল, ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করা তাহাদের লক্ষ্য ছিল না, শত্রুর শিবির লুট করাই উদ্দেশ্যে ছিল। তাহাতেই পরমেশ্বর যে ব্যক্তি সংসার কামনা করে ইত্যাদি বলেন। (ত, হো,)

† অর্থাৎ সাংসারিক সম্পদের অভিলাষী এবং পারলৌকিক সম্পদের প্রার্থী এই দুই দলকেই ঈশ্বর সাহায্য দান করিয়া থাকেন, কাহাকেও বঞ্চিত করেন না। (ত, হো,)

এবং তাহাদের জন্য (তাহাদিগের) দয়ার নিমিত্ত স্বীয় বিনয়ের বাহুকে নত করিও, এবং বলিও হে আমার প্রতিপালক, তাহারা যেমন আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করিয়াছে তদ্রূপ তুমি তাহাদিগকে দয়া কর। ।২৪। তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তোমাদের প্রতিপালক তাহা উত্তম জ্ঞাত, যদি তোমরা সাধু হও তবে নিশ্চয় তিনি প্রত্যাগমনকারীদিগের জন্য ক্ষমাশীল ।২৫। এবং স্বগণকে ও দরিদ্রকে এবং পথিককে তাহার স্বত্ব প্রদান কর, অপব্যয় করিও না। ২৬। নিশ্চয় অপব্যয়িগণ শয়তানের ভ্রাতা, এবং শয়তান স্বীয় প্রতিপালকের সম্বন্ধে বিরোধী *। ২৭। এবং যদি তুমি আপন প্রতিপালক হইতে সেই দয়া

---

* স্বগণদিগকে যাহা দান করা যায় তাহাকে "নফ্‌ক" বলে। এমাম আজম বলিয়াছেন স্বগণের স্বত্ব এই যে তাহারা সাহায্য প্রার্থী ও দীন হীন হইলে তাহাদিগকে অর্থ দান করিবে, এস্থলে স্বগণ অর্থে প্রেরিত মহাপুরুষের গোষ্ঠী বুঝায়। তাঁহাদের স্বত্ব পঞ্চমাংশ তাঁহাদিগকে দান করা নির্দ্ধারিত। তফসিরবিশেষে উক্ত হইয়াছে যে হোসেনের পুত্র এমাম আলি শামদেশের কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তুমি কি কোরাণ পড়িয়া থাক?" তাহাতে সে উত্তর করিল "হাঁ পড়িয়া থাকি," তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "সুরা বনি এস্রায়েলের ও আতে জাল্ কোর্বা এই আয়ত পাঠ করিয়াছ কি?" সে উত্তর করিল, "পড়িয়াছি, বলিতে কি আপনারাই স্বগণ স্থলে, ঈশ্বর আপনাদের স্বত্বদানে আদেশ করিয়াছেন।" এমাম বলিলেন "হাঁ আমরাই স্বগণ।" অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয় করিবে, অপব্যয় করিবে না। মক্কার লোকেরা কপটাচার ও কুৎসিত আমোদ প্রমোদে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিত, এবং এক জন নিমন্ত্রিত ব্যক্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন আকারের উষ্ট্র বলিদান করিত। ঈশ্বর তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতেছেন ও তাহাদের কার্য্যকে শয়তানের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একটি যবকণিকা অন্যায়রূপে ব্যয় হইলেই অপব্যয় হয়। (ত, হো,)

(জীবিকা) যাহা তুমি আশা করিয়াছ তাহা পাইবার প্রতীক্ষায় তাহাদিগ হইতে মুখ ফিরাইয়া লও তবে তাহাদিগকে কোমল কথা বলিও *। ২৮। এবং তোমার হস্তকে স্বীয় গলদেশের দিকে বদ্ধ রাখিও না, ও তাহাকে সম্পূর্ণ প্রমুক্তিতে প্রমুক্ত করিও না তবে নিন্দিত ও অবসন্ন হইয়া বসিবে। ২৯। নিশ্চয় তোমার প্রতি-পালক যাহার জন্য ইচ্ছা করেন উপজীবিকা বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন, নিশ্চয় তিনি স্বীয় দাসগণের সম্বন্ধে জ্ঞানী ও দ্রষ্টা †। ৩০। (র, ৩)

এবং তোমরা আপন সন্তান দিগকে দরিদ্রতার ভয়ে বধ করিও না, আমি তাহাদিগকে ও তোমাদিগকে জীবিকা দান করিয়া থাকি, নিশ্চয় তাহাদিগকে হত্যা করা গুরুতর পাপ। ৩১। এবং ব্যভিচারের নিকটবর্ত্তী হইও না নিশ্চয় তাহা দুষ্কর্ম্ম হয়, ও কুপথ। ৩২। এবং ঈশ্বর যে ব্যক্তিকে অবৈধ করিয়াছেন তোমরা ন্যায়ানুসারে ব্যতীত সেই ব্যক্তিকে হত্যা করিও না, যে ব্যক্তি অত্যাচারগ্রস্তরূপে হত হইয়াছে পরে নিশ্চয় আমি তাহার স্বগণকে ক্ষমতা দান করিয়াছি, অনন্তর হত্যা সম্বন্ধে

---

* অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিরন্তর দান করিয়া থাকেন কোন সময় তিনি রিক্ত-হস্ত হইলে দরিদ্র প্রার্থীদিগকে দুঃখিত করিয়া ফিরাইয়া দেওয়া তাঁহার উচিত নয়। এক সময় তাহাদিগকে কিছু না দিতে পারিলেও মিষ্টবাক্য বলা কর্ত্তব্য। (ত, শা,)

† অর্থাৎ দুঃখী ভিক্ষুকদিগকে দেখিয়া তুমি অস্থির হইবে না, তাহাদের অভাব পূরণের ভার তোমার উপরে নহে। চিকিৎসক যেমন কোন রোগীকে উষ্ণ-তার কাহাকে শীতলতার ব্যবস্থা করেন, ঈশ্বরও তদ্রূপ ব্যক্তিভেদে প্রচুর ধন দান করেন কাহাকে দরিদ্র করিয়া থাকেন। (ত, শা,)

অতিরিক্ত আচরণ করিও না, নিশ্চয় সে আনুকূল্য প্রাপ্ত *। ।৩৩। সেই উপায় যাহা সৎ তদ্ব্যতীত তোমরা অনাথ বালকের সম্পত্তির নিকটে সে তাহার (বয়ঃক্রমের) পূর্ণতায় পঁহুছা পর্য্যন্ত যাইও না, এবং তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করিও, নিশ্চয় অঙ্গীকার জিজ্ঞাসিত হইবে † ।৩৪। এবং তোমরা যখন পরিমাণ কর পরিমাণযন্ত্রকে পূর্ণ করিও, সরল তুলদণ্ডে ওজন করিও, ইহা উত্তম এবং পরিমাণ সম্বন্ধে অত্যুত্তম ‡।৩৫। এবং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই তুমি তাহার

---

* এস্লাম ধর্ম্মাবলম্বী ও অঙ্গীকারে বদ্ধ এবং আশ্রয় প্রাপ্ত এই তিন লোকদিগকে সুবিচার ব্যতীত বধ করিতে এই আয়তে ঈশ্বর নিষেধ করিলেন। অর্থাৎ তাহাদের কেহ ধর্ম্মত্যাগ বা ব্যভিচারাদি করিলেই তাহার সমুচিত দণ্ড পাওয়া বিধেয় বলিয়া স্বীকৃত হইল। অন্যায়রূপে কেহ হত হইলে তাহার স্বগণ উত্তরকারী হত্যার বিনিময়ে হন্তাকে বধ করিতে পারে, অন্যকে নয়। পৌত্তলিকতার সময়ে কোন ব্যক্তি হত হইলে তাহার স্বগণ আত্মীয় তদ্বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা না করিয়া হত্যাকারী যে দলের লোক সেই দলপতিকে হত্যা করিতে উদ্যোগী হইত। ঈশ্বর "অতিরিক্ত আচরণ করিও না" বলিয়া তদ্বিষয়ে নিষেধ করিলেন। (ত, হো,)

অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত যে হত্যার বিনিময় প্রদান বিষয়ে সাহায্য করে, তদ্বিপরিত হত্যাকারীর সহায়তায় প্রবৃত্ত না হয়, এবং হতব্যক্তির উত্তরাধিকারীর কর্ত্তব্য যে এক জনের পরিবর্ত্তে দুই জনকে বধ না করে, অথবা হত্যাকারীকে না পাইলে তাহার পুত্র বা ভ্রাতার প্রাণ সংহার না করে। (ত, শা,)

† অর্থাৎ পিতৃ মাতৃ হীন বালকের সম্পত্তি তাহার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত সযত্নে রক্ষা করিবে, বিপরীত আচরণ করিবে না। অঙ্গীকারের নিমিত্ত প্রশ্ন হইবে, কাহার সঙ্গে সন্ধির অঙ্গীকার করিয়া অন্যথাচরণ করিলে নিশ্চয় শাস্তি পাইতে হইবে। (ত, শা,)

‡ উত্তমরূপে শস্যাদি পরিমাণ করিয়া দিবে, তাহাতে ছল চতুরতা করিবে না। প্রথমে তোমাদের ছল চতুরতা প্রকাশ পাইলে কেহ আর তোমাদের

অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় চক্ষু ও কর্ণ এবং অন্তঃকরণ এ সকল প্রত্যেকের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে *। ৩৬। এবং তুমি পৃথিবীতে আমোদের ভাবে চলিও না, নিশ্চয় তুমি পৃথিবী ভেদ করিতে পারিবে না এবং পর্ব্বত সকলের দীর্ঘে পহুঁছিবে না †। ৩৭। সমুদায় ইহা, ইহার (অন্তর্গত) পাপ তোমার প্রতিপালকের নিকটে হে মোহম্মদ, ঘৃণিত হয় ‡। ৩৮। তোমার প্রতিপালক তোমার প্রতি বিজ্ঞানানুসারে যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছেন ইহা তাহা, তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে অন্য ঈশ্বর নির্দ্ধারণ করিও না, তবে নিস্তাড়িত ও তিরস্কৃত হইয়া নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে। ৩৯। অতঃপর কি তোমাদের প্রতিপালক তোমাদিগকে পুত্র মনোনীত করিয়াছেন এবং দেবতাগণ হইতে কণ্যা সকল

সঙ্গে ব্যবসায়ের যোগ রাখিতে চাহিবে না। যে ব্যক্তি সত্যভাবে ব্যবসায় করে সকলেই তাহাকে ভালবাসে, ঈশ্বরও তাহার ব্যবসায়ে উন্নতি বিধান করেন। (ত, শা,)

* অর্থাৎ যাহা তুমি জাননা বলিও না যে জানি, যাহা তুমি শ্রবণ কর নাই বলিও না যে শুনিয়াছি। মোহম্মদ এব্‌ন হনিফা এই আয়তের এরূপ অর্থ করিয়াছেন যে "মিথ্যা সাক্ষ্য দান করিও না। পরলোকে ইন্দ্রিয়দিগকে প্রশ্ন করা হইবে যে তোমাদের প্রভু তোমাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করিয়াছে, কর্ণকে জিজ্ঞাসা করা হইবে তুমি কি শুনিয়াছ কেন শুনিয়াছ, চক্ষুর প্রতি প্রশ্ন হইবে কি দেখিয়াছ ও কেন দেখিয়াছ, অন্তঃকরণকে জিজ্ঞাসা করা হইবে তুমি কি জানিয়াছ ও কেন জানিয়াছ?" (ত, হো,)

† অর্থাৎ যে ব্যক্তি তুমি ভেদ করিতে সক্ষম নহে এবং শারীরিক দৈর্ঘ্যানুসারে পর্ব্বতের দৈর্ঘ্যের তুল্য নহে তাহার অহঙ্কার করার প্রয়োজন কি? মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত মনুষ্যের মৃত্তিকাবৎ বিনম্র হইয়া থাকা কর্ত্তব্য। (ত, হো,)

‡ সমুদায় ইহা অর্থাৎ নিষেধ বিধি। চারি নিষেধ ও একাদশ বিধি; এ সকল মুসার প্রস্তর ফলকে লিখিত ছিল। তাহার অন্তর্গত অশুভ অর্থাৎ নিষেধ্য বিষয় আচরণ করা ঈশ্বরের নিকটে ঘৃণিত। (ত, হো,)

গ্রহণ করিয়াছেন, নিশ্চয় তোমরা গুরুতর কথা বলিয়া থাক। ৪০। (র, ৪)

এবং সত্য সত্যই আমি এই কোরাণে পুনর্ব্বর্ণন করিয়াছি যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে, কিন্তু অশ্রদ্ধা ব্যতীত তাহাদের সম্বন্ধে বৃদ্ধি হয় নাই। ৪১। তুমি বল (হে মোহম্মদ,) তাহারা যেরূপ বলিয়া থাকে যদি তাঁহার সঙ্গে (অন্য) বহু উপাস্য থাকিত তবে অবশ্য তখন তাহারা সিংহাসনাধিপতির উদ্দেশ্যে পথ অন্বেষণ করিত *। ৪২। তাহারা যাহা বলে তাহা অপেক্ষা তিনি পবিত্র ও উন্নত (তাঁহার) মহতী উন্নতি। ৪৩। সপ্ত স্বর্গ ও পৃথিবী এবং যে কেহ তথায় আছে তাঁহাকে স্তুতি করে, এবং তাঁহার প্রশংসার স্তব করে ভিন্ন কোন বস্তু নাই, কিন্তু তোমরা তাহাদের স্তুতি বুঝিতেছ না, † নিশ্চয় তিনি গম্ভীর ক্ষমাশীল। ৪৪। এবং যে সময় তুমি কোরাণ পাঠ কর তখন আমি তোমারও পরলোকে অবিশ্বাসীদিগের মধ্যে গুপ্ত আবরণ স্থাপন করি। ৪৫। +এবং তাহাদের অন্তরে আচ্ছাদন রাখি যেন তাহা হৃদয়ঙ্গম না করে ও তাহাদের কর্ণে ভার (চাপিয়া দেই) এবং যখন তুমি কোরাণে একাকী তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর তখন তাহারা

---

* অর্থাৎ পরমেশ্বর সেই কল্পিত ঈশ্বরদিগের বিরুদ্ধে অনেক আয়ত প্রেরণ করিয়াছেন, যদি তাহারা ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অংশী হইত তবে অবশ্য তাহারা সিংহাসনাধিপতি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পথ অন্বেষণ (প্রতিবাদ) করিত। (ত, হো,)

† দেবতা ও মনুষ্য, বাক্যের রসনায় সৃষ্টিকর্ত্তার স্তব করে, অপর জীব ও জড়পদার্থ সকল দিবানিশি ভাবের রসনায় তাঁহার স্তুতি করিয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই তাহা বুঝিতে পারে। (ত, হো,)

পলায়নের ভাবে আপন পশ্চাদ্ভাগে মুখ ফিরাইয়া লয় * । ৪৬। যখন তাহারা তোমার প্রতি কর্ণ স্থাপন করে এবং যখন তাহারা মন্ত্রণা করে যখন অত্যাচারিগণ বলিয়া থাকে যে তোমরা ঐন্দ্রজালিক পুরুষের অনুসরণ বৈ করিতেছ না যে ভাবে তাহা তাহারা শ্রবণ করে তাহা আমি উত্তম জ্ঞাত †। ৪৭। দেখ তোমার জন্য তাহারা কেমন সাদৃশ্য সকল ব্যক্ত করিয়াছে, অনন্তর তাহারা পথভ্রান্ত হইয়াছে, অবশেষে পথ প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। ৪৮। এবং তাহারা বলে "কি যখন আমরা গলিত ও অস্থি পুঞ্জ থাকিব তখন কি নূতন সৃষ্টিতে সমুত্থাপিত হইব ?" ৪৯। বল, তোমরা প্রস্তর বা লৌহ হইয়া যাও অথবা তোমাদের অন্তরে যাহা গুরুতর বোধ করে সেই সৃষ্টি হইয়া যাও, তৎপর অবশ্য তাহারা বলিবে "কে

---

* আবু জোহল প্রভৃতি ইচ্ছা করিয়াছিল যে কোরাণ পাঠের সময় হজরতের প্রতি উৎপীড়ন করে। সেই দুরাত্মার এক জন সহচর কোরাণের সুরা বিশেষ অবতীর্ণ হইলে পর প্রস্তরাঘাত করিবার জন্য হজরতের অন্বেষণে বাহির হয়। তখন আবুবেকরসদ্দিকের আলয়ে হজরত কোরাণ পাঠ করিতেছিলেন। শত্রু আবুবেকরকে জিজ্ঞাসা করে যে তোমার সহচর কোথায় ? সে আমাকে নিন্দা করিয়াছে। আবুবেকর বলিলেন তিনি নিন্দুক নহেন যে কাহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইবেন। ইতিমধ্যে আবু বেকরকে হজরত বলিলেন তুমি জিজ্ঞাসা কর এই গৃহে তোমা ব্যতীত অন্য কাহাকে সে দেখিতেছে কি না। সদ্দিক তদনুসারে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল তুমি কি আমার সঙ্গে উপহাস করিতেছ ? আমি তো তোমা ব্যতীত অন্য কাহাকে দেখিতেছি না, ইহা বলিয়া সে চলিয়া গেল। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয় যে আমি কোরাণ পাঠের সময় তোমাকে কাফেরদিগের দৃষ্টি হইতে লুক্কায়িত রাখি। (ত, হো,)

† একদা কাফেরগণ গোপনে কথোপকথন করিতেছিল তখন কেহ হজরতের বাক্যকে "কবিতা" কেহ বা "জাদুকরের মন্ত্র" ইত্যাদি বলিল। হারসের পুত্র নজর

আমাদিগকে পুনরানয়ন করিবে ?” তুমি বলিও যিনি তোমাদিগকে প্রথম সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি, অনন্তর তাহারা তোমার দিকে মস্তক সঞ্চালন করিবে ও বলিবে “যে কবে তাহা হইবে,” বলিও সম্ভব যে শীঘ্র ঘটিবে। ৫০। +৫১ যে দিবস তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিবেন তখন তোমরা তাঁহার প্রশংসাবাদের সহিত (তাহা) গ্রাহ্য করিবে এবং মনে করিবে যে কিঞ্চিৎ বৈ বিলম্ব কর নাই *। ৫২। (র, ৫)

এবং তুমি আমার দাসদিগকে বল, যাহা অতি উত্তম তাহা যেন তাহারা বলে, নিশ্চয় শয়তান তাহাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত করিয়া থাকে, একান্তই শয়তান মনুষ্যের জন্য স্পষ্ট শত্রু †

বলিল “মোহম্মদ কি বলে বুঝিতে পারি না” অবু সোফিয়ান বলিল “আমি তাহার কোন কোন কথা সত্য বলিয়া জানি” ; আবু জোহল বলিল “সে ক্ষিপ্ত” ; আবুলহব তাঁহাকে “ভবিষ্যদ্বক্তা” কহিল, হবিতব তাঁহাকে “কবি” উপাধি দান করিল, তাহাতে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

* উক্ত হইয়াছে যে লোক সকল কবর হইতে বাহির হইয়া মস্তকের ধূলি ঝাড়িয়া বলিবে (হে ঈশ্বর তুমি পবিত্র। পারলৌকিক জীবনের তুলনায় পার্থিব জীবন ক্ষণ কাল মাত্র। জ্ঞানী লোকগণ পার্থিব জীবনকে পারলৌকিক জীবনের নিকট কিঞ্চিৎমাত্র মনে করেন, তাহারা এই নশ্বর মুহূর্ত্ত জীবনকে সেই অবিনশ্বর দীর্ঘ জীবনের কার্য্যে ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহাতেই সেই দিনে তাঁহারা শাস্তিগ্রস্ত হইবেন না। (ত, হো,)

† মক্কার পৌত্তলিকগণ বাক্যে ও ব্যবহারে হজরতের অনুবর্ত্তিদিগের প্রতি উৎপীড়ন করিতে ত্রুটি করিতেছিল না। বিশ্বাসিগণ হজরতের নিকটে স্ব স্ব দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া বিরোধ ও সংগ্রাম করিতে অনুমতি প্রার্থনা করে। তখন হজরত বলেন যে উহাদের সঙ্গে অসদাচরণ করিতে ঈশ্বর আমাকে আদেশ করেন নাই। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। ইহার মর্ম্ম এই যে তাহাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবে না, বরং তাহাদের জন্য প্রার্থনা

। ৫৩। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদিগকে উত্তম জ্ঞাত, যদি তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদের প্রতি দয়া করিবেন, অথবা যদি তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন, এবং আমি তোমাকে (হে মোহম্মদ,) তাহাদের প্রতি কার্য্যকারক প্রেরণ করি নাই * । ৫৪। এবং তোমার প্রতিপালক যে কেহ স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে আছে তাহাকে উত্তম জ্ঞাত, এবং সত্য সত্যই আমি কতক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তককে কতক (ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের) উপর

করিবে। কেহ মহাত্মা ওমরকে গালি দিয়াছিল তিনি তাহার প্রতিফল দানে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহাতে পরমেশ্বর এই আয়ত প্রেরণ করিয়া ক্ষমা করিতে আজ্ঞা করেন। "লা এলাহ এল্লেল্লা" ইত্যাদি সাক্ষ্য দানের কলেমা উত্তম বচন, অথবা সদাচারে বিধি ও অসদাচারে নিষেধ বাক্য সদ্বাক্য। বিশ্বাসীদিগের মতে তাহাই শুভ বচন যে শুভ উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন প্রসঙ্গ না করা, কেহ কঠোরাচরণ করিলে কোমল বাক্যে তাহার প্রসন্নতা বিধান করা। অত্যাচারের পরিবর্ত্তে অত্যাচার বিবাদ ও শত্রুতা বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে। সত্যই শয়তান মনুষ্যের স্পষ্ট শত্রু, সে লোকের বিনাশ সাধন ব্যতীত কখন মঙ্গল চাহে না। (ত, হো,)

* অর্থাৎ যদি তিনি ইচ্ছা করেন কাফেরদিগের অত্যাচার হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন, অথবা তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদের উপর কাফেরদিগকে জয় লাভ করিতে দিবেন। কিম্বা তিনি সৎপথ প্রদর্শনে দয়া করিবেন, অথবা পথভ্রান্তি ও অপরাধের মধ্যে রাখিয়া শাস্তি দিবেন। অন্য মতে কাফেরদিগের প্রতি এই বাক্য যথা যদি তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন ও ঐহিক শাস্তি দানে বিলম্ব করিবেন এবং যদি ইচ্ছা করেন পৃথিবীতেই শাস্তি দিবেন। ঈশ্বর বলিতেছেন যে তোমাকে হে মোহম্মদ কাফেরদিগের কার্য্যের প্রতিভূ করি নাই, তাহাদের অসদাচরণের জন্য তুমি দায়ী নও। (ত, হো,)

উন্নতি দান করিয়াছি এবং দাউদকে জবুর গ্রন্থ দান করিয়াছি * ।৫৫। তুমি বল, তাঁহা ব্যতীত যাহাদিগকে তোমরা মনে করিয়া থাক আহ্বান কর, অবশেষে তাহারা তোমাদিগ হইতে দুঃখ উন্মোচন ও পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইবে না।৫৬। তাহারা যাহাদিগকে আহ্বান করিয়া থাকে তাহারা আপন প্রতিপালকের দিকে সহায় অন্বেষণ করে যে, তাহাদের কে অধিকতর নিকটবর্ত্তী এবং তাহারা তাঁহার দয়ার আশা করে ও তাঁহার শাস্তি হইতে ভীত হয়, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভীষণ হইয়া থাকে † ।৫৭। এমন কোন গ্রাম নাই, যে পুনরুত্থানের দিনের পূর্ব্বে আমি যাহার সংহারকারী অথবা কঠিন শাস্তিরূপে শাস্তিদাতা নহি, গ্রন্থ মধ্যে ইহা লিখিত আছে ‡ ।৫৮। এবং নিদর্শন সকল প্রেরণ করিতে তদ্বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের অসত্যারোপ ব্যতীত আমাকে নিবৃত্ত করে নাই, এবং আমি সমুদ জাতিকে উষ্ট্রীরূপ নিদর্শন দান করিয়াছি, অনন্তর তৎপ্রতি তাহারা অত্যাচার করিয়াছে এবং আমি ভয় প্রদর্শনের

---

* যথা মহাত্মা এব্রাহিমকে প্রেম সম্বন্ধে মহাপুরুষ মুষাকে কথোপকথন বিষয়ে ও হজরত মোহম্মদকে মেরাজে ঈশ্বর উন্নতি দান করিয়াছেন। দাউদের গৌরব তাঁহার রাজত্বে নয়, জবুর গ্রন্থ যে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তজ্জন্য গৌরবান্বিত হন। (ত, হো,)

† অর্থাৎ ধর্ম্মদ্রোহিগণ যাহাদিগকে পূজা করে তাহারা নিজেই ঈশ্বরের নৈকট্য লাভের জন্য সহায় অন্বেষণ করিয়া থাকে। যে দেবতা ঈশ্বরের অধিক নিকটবর্ত্তী তাহারা তাহাকেই অবলম্বন করিতে ইচ্ছু হয়, কিন্তু সকলেরই সহায় প্রেরিত পুরুষ, পরলোকে তিনিই পাপ ক্ষমার অনুরোধ করেন। (ত, শা,)

‡ অর্থাৎ সকল গ্রামেই বিশ্বাসী সাধুর মৃত্যু হইবে এবং অসাধু কাফের গণ

জন্য বৈ নিদর্শন প্রেরণ করি না * ।৫৯। এবং (স্মরণ কর) যখন আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে তোমার প্রতিপালক লোকদিগকে আবেষ্টন করিয়া আছেন, আমি সেই প্রদর্শন যাহা তোমাকে দেখাইয়াছি এবং কোরাণেতে যে বৃক্ষ অভিসম্পাদিত হইয়াছে তাহা লোকের জন্য পরীক্ষা বৈ নহে, এবং আমি তাহা-দিগকে ভয় দেখাইয়া থাকি, পরন্তু মহা অবাধ্যতা ব্যতীত তাহা-দের (কিছুই) বৃদ্ধি হয় নাই † ।৬০। (র, ৬)

হত্যা ও দুর্ভিক্ষাদি শাস্তি লাভ করিবে। ইহা ঈশ্বরের বিধিরূপ গ্রন্থে লিখিত আছে। (ত, হো,)

* কোরেশগণ হজরতকে অলৌকিক ক্রিয়া সকল প্রদর্শন করিতে অনু-রোধ করে, সেই অদ্ভুত ক্রিয়া সকলের মধ্যে সফা গিরিকে বিশুদ্ধ সুবর্ণে পরিণত করা ও মক্কার পর্ব্বত সকলকে চূর্ণ করিয়া প্রসারিত কৃষি ক্ষেত্রের উপযোগী সম-ভূমি করা এবং স্রোতস্বতী সকল উৎপাদন করা যেন তদ্দ্বারা উত্তম ক্ষেত্র ও উদ্যানাদি প্রস্তুত হইতে পারে, এই কয়েকটি ক্রিয়া; তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ পরমেশ্বর বলেন পূর্ব্বতন মণ্ডলী সকলও অলৌকিক ক্রিয়া সকলের প্রার্থী হইয়াছিল, আমি প্রেরিত পুরুষদিগের যোগে তাহা প্রদর্শন করিয়া ছিলাম। যথা সমুদ জাতির জন্য প্রস্তর খণ্ড হইতে উষ্ট্রী বাহির করিয়াছি, এরূপ অন্য অন্যের জন্য ও করা হইয়াছে, কিন্তু তাহারা তৎপ্রতি অসত্যারোপ করিয়া সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। অপিচ এই সকল লোকেরা যে সমস্ত অলৌকিকতার প্রার্থনা করিয়া থাকে যদি আমি তাহা প্রদর্শন করি নিশ্চয় ইহারাও সন্তুষ্ট হইবে না। সুতরাং শাস্তি দানে তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করা আবশ্যক হইবে। কিন্তু আমি সর্ব্ব প্রথমে আদেশ করিয়াছি যে ইহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিব না, কেননা ইহাদের বংশ হইতে ধার্ম্মিক লোক উৎপাদন করিব। (ত, হো,)

† মূলে "রোয়া" শব্দের অর্থ প্রদর্শন লিখা গিয়াছে, কিন্তু "রোয়া" স্বপ্ন দর্শনকেও বুঝায়। ভাষ্য কারক তাহা স্বপ্ন দর্শন বলিয়াই লিখিয়াছেন, যথা হজরত স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে তিনি ওমরা ব্রত পালন করিতেছেন, সফা ও মরওয়া গিরির মধ্য ভূমিতে সপ্ত বার ধাবমান হইয়াছেন ও মস্তক মুণ্ডন এবং কাবা প্রদ-

এবং (স্মরণ কর) যখন আমি দেবতাদিগকে বলিলাম যে তোমরা আদমকে নমস্কার কর তখন শয়তান ব্যতীত তাহারা নমস্কার করিল, সে বলিল "যে ব্যক্তিকে তুমি মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করিয়াছ তাহাকে কি আমি নমস্কার করিব * ?" ৬১। (পুনর্ব্বার) সে বলিল "তুমি কি দেখিলে এই যাহাকে তুমি আমার উপর

ক্ষিপ্ত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সে বৎসর ওমরাব্রতের সংঘট হয় না। তাহাতে কপট লোকেরা ব্যঙ্গ করিয়া বলিতে থাকে যে স্বপ্ন সত্য হইল না। বস্তুতঃ ঈশ্বরের এরূপ বিধি ছিল যে আগামী বৎসর স্বপ্ন সফল হইবে। কয়েক জন পণ্ডিত এরূপ আন্দোলন করেন যে এই সুরা মক্কা সম্বন্ধীয় এবং এই বিবরণটী মদিনায় হয় ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন যে হজরত স্বপ্ন মক্কাতে দর্শন করিয়া মদিনায় যাইয়া তাহা বর্ণন করিয়া ছিলেন। সেই স্বপ্ন লোকের পরীক্ষার কারণ হইয়াছিল, যথা হজরত দেখিয়া ছিলেন যে আমিরা বংশের কতক গুলি লোক তাঁহার উপদেশ বেদিকার (মম্বরের) দিকে দৌড়িয়া আসিল ও তথায় মর্কটের ন্যায় লম্ফ ঝম্ফ করিতে লাগিল। প্রদর্শন অর্থে এই রূপ বুঝাইবে তোমাকে যে আমি মেরাজে প্রদর্শ করিয়াছিলাম তাহা লোকের পরীক্ষার কারণ হইয়াছে, অর্থাৎ কতক গুলি দুর্ব্বলচিত্ত মোসলমান তাহাতে অবিশ্বাসী হইল, কপট লোকেরা ব্যঙ্গ করিতে লাগিল, কাফেরগণ অগ্রাহ্য করিল, বিশ্বাসীরা সত্য বলিয়া মান্য করিল। নরক লোকে উৎপন্ন জকুম তরুর প্রসঙ্গ শুনিয়া লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। যথা "উল্লিখিত হইয়াছে সেই বৃক্ষ জহিম নামক নরকের মূলে উৎপন্ন হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া আবু জোহল বলিল যে "নরকের অগ্নি প্রস্তরকে দগ্ধ করে, তোমরা পুনর্ব্বার বলিতেছ যে তথায় বৃক্ষ অঙ্কুরিত হয় এ বড় আশ্চর্য্যের ব্যাপার।" ঈশ্বরের শক্তিতে কিছুই আশ্চর্য্য নহে, তিনি সমন্দর নামক জন্তুকে অগ্নিতে উৎপাদন করেন, অথচ অগ্নি তাহার গাত্র দগ্ধ করে না। জকুম বৃক্ষকে অভি শাপ গ্রস্ত এজন্য বলা হইয়াছে যে নরকের লোকেরা তাহার ফল ভক্ষণ করিয়া থাকে, সেই ফল অমঙ্গলজনক। (ত, হো,)

* ঈশ্বরের আদেশে সন্দেহ উৎপাদন করিতে কাফের দিগের যে আচরণ তাহা শয়তানের আচরণ। (ত, শা,)

সম্মানিত করিয়াছ, যদি তুমি কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত আমাকে অবকাশ দান কর তবে অবশ্য আমি অল্প সংখ্যক ব্যতীত তাহার সন্তানগণের মুলোচ্ছেদন করিব"। ৬২। তিনি বলিলেন "যাও, অনন্তর তাহাদিগের যে কেহ তোমার অনুসরণ করিবে অবশেষে নিশ্চয় নরক তোমাদের (সকলের) পূর্ণ বিনিময়রূপে বিনিময় হইবে। ৬৩। এবং তুমি আপন শব্দে তাহাদের যাহাকে সক্ষম হও বিচালিত কর ও তাহদের উপর আপন অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সৈন্য আকর্ষণ কর, এবং সন্তান ও সম্পত্তি বিষয়ে তাহাদের অংশী হও এবং তাহাদের সঙ্গে অঙ্গীকার কর, নিশ্চয় শয়তান প্রবঞ্চনা ব্যতীত তাহাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করে না * । ৬৪। নিশ্চয় আমার দাসগণ আছে, তাহাদের উপর তোমার কোন প্রভাব নাই, এবং তোমার প্রতিপালক যথেষ্ট কার্য্যকারক। ৬৫। (তিনি) তোমাদের প্রতিপালক যিনি তোমাদের জন্য সাগরে নৌকা সকল সঞ্চালিত করেন যেন তোমরা তাঁহার প্রসাদে (জীবিকা) অন্বেষণ কর, নিশ্চয় তিনি তোমাদের সম্বন্ধে দয়ালু হন। ৬৬। এবং যখন সমুদ্রে তোমাদের বিপদ উপ-

---

* ঈশ্বরের অনভিপ্রেত যে শব্দ উচ্চরিত হয় তাহাই শয়তানের শব্দ। শয়তানের সৈন্য শয়তানের অনুগামী দানব সকল, তাহারা লোক দিগকে কুমন্ত্রণা দান করে ও প্রবঞ্চিত করিয়া থাকে। সুদ গ্রহণ করিয়া ঋণ দান করা বা কুক্রিয়ায় অর্থ ব্যয় করাই ধন সম্বন্ধে শয়তানের অংশী হওয়া, ব্যভিচার দ্বারা সন্তান উৎপাদন, হইলে সেই সন্তানে শয়তানের অংশী হওয়া হয়। ঈশ্বর বলিতেছেন যে মনুষ্যের সম্বন্ধে পুত্তলিকা গণ পাপক্ষমার অনুরোধ করিবে শয়তান এইরূপ মিথ্যা অঙ্গীকার করিয়া থাকে, প্রায়শ্চিত্তে বিলম্ব করা, প্রলয়, পুনরুত্থান স্বর্গ নরক অগ্রাহ্য করা বিষয়ে শয়তান অনুরোধ করিয়া থাকে, শয়তানের উক্তি প্রবঞ্চনা বৈ নহে। (ত, হো,)

স্থিত হয় তোমরা তাঁহা ব্যতীত যাহাকে আহ্বান কর সেই হারাইয়া যায়, অনন্তর যখন তিনি তোমাদিগকে ভূমির দিকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা বিমুখ হও, এবং মনুষ্য ধর্ম্মদ্রোহী হয়। ৬৭ অনন্তর ভূমির দিকে তোমাদের প্রোথিত হওয়া অথবা তোমাদের প্রতি প্রস্তরবর্ষী প্রভঞ্জন সঞ্চালিত হওয়া সম্বন্ধে কি তোমরা নিঃশঙ্ক হইয়াছ? অনন্তর তোমরা আপনাদের সম্বন্ধে কার্য্য-সম্পাদক পাইবে না। ৬৮।+ পুনর্ব্বার তন্মধ্যে (সমুদ্রে) তোমাদিগকে প্রত্যানয়ন করা হইতে কি তোমরা নিঃশঙ্ক হইয়াছ? অবশেষে তোমাদের প্রতি নৌকা-ভগ্নকারী অনিল প্রেরিত হইবে, পরে তোমরা অধর্ম্মাচরণ করিয়াছ বলিয়া তোমাদিগকে জলমগ্ন করিবে, তৎপর তোমরা আপনাদের নিমিত্ত তদ্বিষয়ে আমার উপর কোন অনুগামী পাইবে না *। ৬৯। এবং সত্য সত্যই আমি আদমের সন্তানদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছি ও সমুদ্রে ও প্রান্তরে তাহাদিগকে আরোহণ করাইয়াছি এবং তাহাদিগকে বিশুদ্ধ বস্তু সকল হইতে উপজীবিকা দিয়াছি এবং যাহাদিগকে আমি উন্নত ভাবে সৃজন করিয়াছি তাহাদের অনেকের উপরে তাহাদিগকে উন্নতি দান করিয়াছি †। ৭০। (র, ৭)

---

* জলে নিমগ্ন হওয়া বিষয়ে আমার উপরে অনুগামী পাইবে না। অর্থাৎ আমাকে প্রতিফল দান করিবার জন্য কেহ তোমাদের সাহায্য করিতে আসিবে না। (ত, হো,)

† মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের করুণা দ্বিবিধ, শরীর সম্বন্ধীয় ও আত্মা সম্বন্ধীয়, শরীর সম্বন্ধীয় ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক মানব মাত্রের জন্য সাধারণ, যথা শারীরিক রূপ গুণ স্বাস্থ্য বল বিষয়ে সাধু অসাধুর তুল্য অধিকার। ধনমানাদি পার্থিব বিষয়েও উভয় শ্রেণীর সমান স্বত্ব। কিন্তু ধার্ম্মিকদিগের আধ্যাত্মিক দান সম্বন্ধে বিশেষত্ব। মনুষ্যমাত্রের জন্যই সাধারণ উন্নতি গৌরব নির্দ্দিষ্ট

যে দিন আমি সমুদায় মনুষ্যকে তাহাদের নেতা সহ আহ্বান করিব, অনন্তর যাহাদিগকে তাহাদের গ্রন্থ (কার্য্যলিপি) তাহাদের দক্ষিণ হস্তে প্রদত্ত হইবে তখন তাহারা তাহাদের গ্রন্থ পাঠ করিবে এবং সূত্র পরিমাণ অত্যাচরিত হইবে না * ।৭১। এবং যে ব্যক্তি এস্থানে অন্ধ হয় অবশেষে পরলোকেও সে অন্ধ ও সমধিক পথ ভ্রান্ত †। ৭২। এবং নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) যে প্রত্যাদেশ করিয়াছি তাহারা তোমাকে তাহা হইতে বঞ্চনা করিতে উপক্রম করিয়াছে, যেন আমার সম্বন্ধে তুমি তদ্ব্যতিরিক্ত (বিষয়) বন্ধন কর (তুমি তাহা করিলে) তখন তাহারা অবশ্য তোমাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিত ‡। ৭৩। এবং যদি

রহিয়াছে। কিন্তু অধার্ম্মিকদিগের উপর ধাম্মিকগণ বিশেষভাবে আধ্যাত্মিক দান লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রত্যাদেশ ও গ্রন্থ লাভ করেন, তাঁহারা সংযমী বৈরাগী ও বিশ্বাসী বিনয়ী ও প্রেমিক হন। তাঁহাদের নিকটে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক প্রেরিত পুরুষ সাধু মহর্ষিগণ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ, তাঁহারা এই সঙ্কীর্ণ অনিত্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া নিত্য উন্নত লোকে বাস করেন। "সমুদ্রে ও প্রান্তরে তাহাদিগকে আরোহণ করাইয়াছি" অর্থাৎ সমুদ্রে নৌকায় প্রান্তরে উষ্ট্রাদি বাহনোপরি আরোহন করাইয়াছি। (ত, হো,)

* বিচার দিবসে প্রত্যেক মণ্ডলীকে তাহাদের নেতার নাম উল্লেখ সহ আহ্বান করা হইবে, যথা বলা হইবে হে মুসার মণ্ডলী, হে ঈশার মণ্ডলী ইত্যাদি, অথবা যে গ্রন্থ তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়া ডাকা হইবে, যথা হে কোরাণী, হে ইঞ্জিলী, কিম্বা ধর্ম্মাচরণে যাহাদিগের অনুসরণ করা হইয়াছে তাহাদিগের নাম উচ্চারণ করিয়া আহ্বান করা হইবে, যথা হে হনিফী ও হে শাফী ইত্যাদি, অথবা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ হইবে, যথা মোসলমান, ইহুদি ইত্যাদি। (ত, হো,)

† অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে সৎপথ প্রাপ্তি বিষয়ে অন্ধ রহিয়াছে সে মৃত্যুর পরও অন্ধ হইয়া স্বর্গের পথ হইতে দূরে থাকিবে। (ত, শা,)

‡ কাফের লোকেরা বলিত যে এ সকল বাক্যে ভাল উপদেশ আছে, কিন্তু

আমি তোমাকে দৃঢ় না করিতাম তবে সত্য সত্যই তুমি তাহাদের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র অনুরাগী হইতে উপক্রম করিতে *। ৭৪। + তখন আমি তোমাকে অবশ্য দ্বিগুণ জীবনের (শাস্তি) ও দ্বিগুণ মৃত্যুর (শাস্তি) আস্বাদন করাইতাম, তৎপর নিজের সম্বন্ধে আমার দিকে সাহায্যকারী পাইতে না। ৭৫। এবং নিশ্চয় তাহারা তোমাকে স্থানভ্রষ্ট করিতে উপক্রম করিয়াছিল যেন তথা হইতে তোমাকে বাহির করে এবং তখন অল্প বৈ তাহারা তোমার পশ্চাতে বিলম্ব করিবে না † । ৭৬। পদ্ধতি (তাহাদিগের

স্থানে স্থানে পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে দোষে দোষান্বিত হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন করিলে আমরা সমুদায় উক্তি মান্য করিতে প্রস্তুত। (ত, শা,)

* হজরত, কাফেরদিগের বাসনা পূর্ণ করিতে সম্পূর্ণ বিরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি বিশুদ্ধ ছিলেন। কেবল মণ্ডলীকে ভয় প্রদর্শনের জন্য এই উক্তি হইয়াছে যেন কেহ অংশীবাদীদিগের কথায় কর্ণপাত না করে। (ত হো,)

† মক্কাবাসিগণ হজরতকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য পরামর্শ করিয়াছিল, তাহাদের সকলের মত এরূপ স্থির হয় যে হজরতের সঙ্গে ঘোর শত্রুতাচরণ করা যাইবে তাহাতে তিনি মক্কা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবেন। তদুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। "তখন অল্প বৈ তোমার পশ্চাতে বিলম্ব করিবে না" অর্থাৎ এরূপ সঙ্ঘটিত হয় যে হজরতের মদিনা প্রস্থানের পর অল্প সময়ের মধ্যেই বদরের যুদ্ধ উপস্থিত হয় সেই যুদ্ধে উক্ত শত্রুগণ প্রাণত্যাগ করে। অন্য উক্তি এই যে মদিনায় হজরতের অবস্থানে ইহুদিদিগের ঈর্ষ্যা হয় তাহারা তাঁহাকে বলে "হে মোহম্মদ, শামদেশেই পূর্ব্বতন প্রেরিত পুরুষেরা অবস্থান করিয়াছেন, যদি তুমি প্রেরিত পুরুষ হও এবং ইচ্ছা কর যে আমরা তোমাকে সংবাদবাহক বলিয়া মান্য করি তবে তোমার কর্ত্তব্য যে শামদেশে যাইয়া বসতি কর।" এই কথায় হজরত শামদেশে গমনের উদ্যোগী হন, তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয় যে ইহুদিগণ ইচ্ছু হইয়াছে যে তোমাকে মদিনা হইতে দূর করে, তোমার পশ্চাতে ইহারা অল্প বৈ বিলম্ব করিবে না। তদনুসারে হজরত প্রস্থানের সঙ্কল্প পরিত্যাগ

জন্য রহিয়াছে) নিশ্চয় তোমার পূর্ব্বে যাহাদিগকে আমি স্বীয় প্রেরিতগণের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছি, তুমি (তাহাদের মধ্যে) আমার পদ্ধতিতে কোন পরিবর্ত্তন পাইবে না *। ৭৭। (র, ৮)

তুমি সূর্য্যাস্ত গমন সময়ে অন্ধকার রজনী পর্য্যন্ত উপাসনা ও প্রাতঃকালে কোরাণ (পাঠ) প্রতিষ্ঠিত রাখ, নিশ্চয় প্রাভাতিক কোরাণ পরিলক্ষিত হয় †। ৭৮। এবং তুমি কোন রজনী তৎসহ জাগরণ কর, তোমার জন্য (নিত্য নৈমিত্তিক নমাজের উপর তাহা) অতিরিক্ত, সম্ভবতঃ যে তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত নিকেতনে উঠাইয়া লইবেন ‡। ৭৯। এবং তুমি বল, হে আমার প্রতিপালক, প্রকৃত প্রবেশ রূপে আমাকে প্রবেশ করাও, প্রকৃত নির্গমন রূপে আমাকে নির্গমন করাও এবং তোমার নিকট হইতে আমার জন্য পরাক্রান্ত সাহায্য-কারী নিযুক্ত

করেন। কিছু দিন পরেই তত্রত্য ইহুদি মণ্ডলী হত্যা ও নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই ব্যাখ্যানুসারে এই আয়ত মদিনা সম্বন্ধীয়, পূর্ব্ব কথানুসারে মক্কা সম্বন্ধীয়। (ত, হো,)

* প্রেরিত পুরুষগণের প্রতি অসত্যারোপ করিলে মণ্ডলীর সংহার সাধন হয় সেই পদ্ধতি। (ত, হো,)

† অর্থাৎ প্রাভাতিক কোরাণ পাঠ নৈশিক ও আহ্নিক দেবগণ দর্শন করেন। নৈশিক দেবগণ তাহা দেখিয়া নৈশিক অনুষ্ঠান পুস্তকের শেষভাগে লিপি করিয়া থাকেন এবং আহ্নিক দেবগণ তদ্দারা আহ্নিক অনুষ্ঠান পুস্তকের আরম্ভ করেন। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ তুমি নিদ্রা হইতে জাগিয়া কোরাণ পাঠ কর তোমার প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান আজ্ঞা এই হইল যে তোমাকে উচ্চপদ দান করা হইবে, তাহা পাপীর জন্য অনুরোধ করা রূপ প্রশংসিত পদ। অর্থাৎ যখন অন্য কোন প্রেরিত পুরুষ কিছুই বলিতে পারিবেন না তখন পরমেশ্বরের নিকটে হজরত প্রার্থনা করিয়া পাপীদিগকে ক্লেশ হইতে মুক্তি দান করিবেন (ত, শা,)

কর *। ৮০। এবং বল সত্য উপস্থিত হইয়াছে, অসত্য বিলুপ্ত হইয়াছে, নিশ্চয় অসত্য বিলোপ্য হয় †। ৮১। এবং আমি কোরাণ হইতে তাহা অবতারণ করিব যাহা বিশ্বাসী-দিগের জন্য স্বাস্থ্য ও দয়া হয় এবং অত্যাচারীদিগের সম্বন্ধে অনিষ্ট বৈ বৃদ্ধি করে না ‡। ৮২। এবং যখন মনুষ্যের প্রতি আমি দান করি তখন সে বিমুখ হয় ও পার্শ্ব ফিরাইয়া লয় এবং যখন অশুভ তাহার প্রতি উপস্থিত হয় তখন নিরাশ হইয়া থাকে। ৮৩। তুমি বল, সকলেই স্বীয় প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিতেছে, পরন্তু যে ব্যক্তি উত্তম পথ লাভকারী তোমাদের প্রতি-পালক তাহাকে উত্তম জ্ঞাত। ৮৪। (র, ৯)

এবং তাহারা তোমাকে আত্মার বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছে তুমি বল যে আমার প্রতিপালকের আজ্ঞা হইতেই আত্মা হয় এবং তোমাদিগকে জ্ঞানের অল্প বৈ প্রদত্ত হয় নাই §। ৮৫। এবং

---

* অর্থাৎ তুমি মদিনাতে আমাকে উত্তমরূপে প্রবেশ করাও ও মক্কা হইতে নির্ব্বিঘ্নে বাহির কর এবং আমার প্রতি সাহায্যকারী নিদর্শন ও শক্তি প্রেরণ কর। (ত, হো,)

† সত্য কোরাণ অসত্য শয়তান, যেস্থানে কোরাণ প্রকাশিত হয় তথা হইতে শয়তান লুক্কায়িত হইয়া থাকে। অন্য মতে যাহা ঐশ্বরিক তাহা সত্য তদ্ভিন্ন অসত্য। অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্বই সত্য যাহা অনন্ত ও নিত্য, এবং মানবীয় শক্তির অস্তিত্ব অসত্য যাহা অনিত্যও অস্থায়ী। যখন ঈশ্বরের অস্তিত্বের জ্যোতি প্রকাশ পায় তখন কল্পিত অস্তিত্ব তাঁহার নিকটে বিলয় প্রাপ্ত হয়। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ সমগ্র কোরাণ শারীরিক মানসিক বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক রোগের মহৌষধ। ফাতেহা স্থূরার আয়ত সকল শারীরিক রোগের প্রতীকারক, ও অন্য সকল আয়ত সংশয় ও মূর্খতা রোগের ঔষধ। (ত, হো,)

§ হজরতকে পরীক্ষা করিবার জন্য ইহুদিগণ আত্মার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া-

তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছি যদি আমি তাহা প্রত্যাহার করিতে ইচ্ছা করি তবে অবশেষে নিজের জন্য তুমি তদ্বিষয়ে আমার প্রতি কোন কার্য্য সম্পাদক তোমার প্রতিপালকের দয়া ব্যতীত প্রাপ্ত হইবে না, নিশ্চয় তোমার প্রতি তাঁহার প্রসাদ প্রচুর *। ৮৬। +৮৭ তুমি বল যে এই কোরাণের সদৃশ উপস্থিত করিতে যদি মনুষ্য ও দৈত্য একত্র হয় এবং যদ্যপি তাহারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারীও হয় তাহারা ইহার সদৃশ আনয়ন করিতে পারিবে না। ৮৮। এবং সত্য সত্যই আমি মানব মণ্ডলীর জন্য এই কোরাণ মধ্যে সকল দৃষ্টান্ত বারংবার বিবৃত করিয়াছি, পরন্তু অধিকাংশ লোক অধর্ম্ম বৈ গ্রাহ্য করে নাই। ৮৯। তাহারা বলিয়াছে "যে পর্য্যন্ত তুমি আমাদের জন্য মৃত্তিকা হইতে উৎস উৎসারিত (না) কর অথবা তোমার নিমিত্ত দ্রাক্ষা ও খোর্ম্মার উদ্যান (না) হয় তৎপর তাহার মধ্যে পয়ঃ প্রণালী সকল প্রবাহিত রূপে প্রবাহিত (না) কর সে পর্য্যন্ত তোমাকে কখন বিশ্বাস করিব না। ৯০+৯১ কিম্বা তুমি আমাদের সম্বন্ধে যেমন মনে করিয়া থাক সেরূপ আকাশকে খণ্ড খণ্ড রূপে পাতিত (না) কর অথবা ঈশ্বর ও দেবতাগণ সহ সম্মুখে উপস্থিত (না) হও। ৯২। + কিংবা তোমার জন্য স্বর্ণময় গৃহ (না) হয় বা আকাশে আরোহণ

ছিল, তাহাতে ঈশ্বর বলিলেন যে ইহাদের বুঝিবার ক্ষমতা নাই, সূক্ষ্ম কথা ইহাদিগকে বলা অনাবশ্যক। ইহাদের এই মাত্র জানা যথেষ্ট যে ঈশ্বরের আদেশে একটী পদার্থ দেহে অবতীর্ণ হয়, তাহাতে দেহ জীবিত হইয়া উঠে, তাহা দেহ হইতে বহির্গত হইলেই মনুষ্য মরিয়া যায়। (ত, শা,)

* তদ্বিষয়ে কোন কার্য্য-সম্পাদক পাইবে না অর্থাৎ সেই প্রত্যাহার খণ্ডনে কোন কার্য্যকারক পাইবেনা। (ত, হো,)

(না) কর (সে পর্য্যন্ত কখন তোমাকে বিশ্বাস করিব না) এবং যে পর্য্যন্ত আমাদের প্রতি (এমন) গ্রন্থ অবতারণ না কর যে আমরা তাহা পড়িতে পারি সে পর্য্যন্ত তোমার (আকাশে) সমুত্থানকে কখন বিশ্বাস করিব না ;" তুমি বল আমার প্রতিপালক পবিত্র, আমি প্রেরিত মনুষ্য বৈ নহি। ৯৩। (র, ১০)

এবং "ঈশ্বর কি মনুষ্যকে প্রেরিত পুরুষ করিয়া পাঠাইয়াছেন?" বলা ব্যতীত লোকদিগকে (অন্য কিছু) তাহাদের নিকটে যখন সত্যালোক উপস্থিত হয় (তাহা) বিশ্বাস করা হইতে নিবৃত্ত করে নাই। ৯৪। তুমি বল যদি পৃথিবীতে দেবগণ থাকিত যে সুখে বিচরণ করে তবে আমি নিশ্চয় তাহাদের প্রতি স্বর্গ হইতে দেবতা প্রেরিত পুরুষ পাঠাইতাম *। ৯৫। তুমি বল, আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরই যথেষ্ট সাক্ষী, নিশ্চয় তিনি আপন দাসগণের সম্বন্ধে জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা হন †। ৯৬। এবং ঈশ্বর যাহাকে পথ প্রদর্শন করেন অবশেষে সেই পথাশ্রিত, ও তিনি যাহাদিগকে পথভ্রান্ত করেন, অনন্তর তুমি কখন তাহাদের জন্য তিনি ব্যতীত বন্ধু পাইবে না, এবং পুনরুত্থানের দিবসে আমি

---

* পৃথিবীতে দেবতার বাস হইলে তত্ত্ববাহকও দেবতা হইতেন, তাহা হইলে সেই দেবতাগণ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া শিক্ষা লাভ করিতেন। স্বজাতির নিকটেই শিক্ষা লাভ করা কর্ত্তব্য, তাহাতেই ফল লাভ হইয়া থাকে। দেবতাদিগের প্রতি দেবতা ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক প্রেরিত হন। যখন পৃথিবীতে মনুষ্য বাস করে তখন তাহাদের নিকটে মনুষ্য তত্ত্ববাহক আবশ্যক। (ত, হো,)

† হজরতকে কাফেরগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "তুমি যে প্রেরিত পুরুষ তাহার সাক্ষী কে?" তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয় যে ঈশ্বরই সাক্ষী, অলৌকিকতা ভাবের রসনার সাক্ষ্য দান করিতেছে যে, মোহম্মদ প্রেরিত পুরুষ। ঈশ্বর-বাণী অলৌকিক ক্রিয়ার সাক্ষ্য। (ত, হো,)

তাহাদিগকে অন্ধ ও বধির এবং মূক করিয়া মুখোপরি সমুখা-পন করিব, * তাহাদের স্থান নরক, যখন তাহা নির্ব্বাপিত হইবে তখন আমি তাহাদের উপর অগ্নি শিখা বৃদ্ধি করিয়া দিব। ৯৭। ইহাই তাহাদের বিনিময়, যেহেতু তাহারা আমার নিদর্শন সকলের সম্বন্ধে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে এবং তাহারা বলে "যখন আমরা অঙ্গবিশ্লিষ্ট ও অস্থিপুঞ্জ হইয়া যাইব তখন কি সত্যই আমরা নবীন সৃষ্টিতে সমুত্থাপিত হইব?" তাহারা কি দেখে নাই যে নিশ্চয় ঈশ্বর যিনি স্বর্গমর্ত্ত্য সৃজন করিয়াছেন, তিনি তাহাদের সদৃশ সৃষ্টি করিতে ক্ষমতা রাখেন এবং তাহাদের জন্য তিনি কাল নির্দ্ধারিত করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই, অনন্তর অত্যাচারিগণ অধর্ম্ম ব্যতীত স্বীকার করে নাই। ৯৯। বল, যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের করুণা ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ হইতে তখন তোমরা ব্যয় করার ভয়ে অবশ্য কৃপণতা করিতে এবং মনুষ্য কৃপণ হয়। †। ১০০ (র, ১১)

---

* মালেকের পুত্র ওনস বলিয়াছিলেন যে হজরতকে প্রশ্ন করা গিয়াছিল মুখ মণ্ডলের উপরে অর্থাৎ অধোমুখে কি প্রকারে উত্থাপন করা হইবে, তাহাতে তিনি বলেন, যিনি পদব্রজে উঠাইতে সক্ষম, তিনিই তাহাদিগকে বিপরীত ভাবে অধোমুখে তুলিবেন। প্রকৃত মর্ম্ম এই যে সংসারে তাহাদের মুখ কলঙ্কিত হইবে, তাহারা অন্ধ, বধির ও মূক রূপে উত্থিত হইবে অর্থাৎ সংসারে তাহারা ঐশ্বরিক নিদর্শন দর্শনে সত্য শ্রবণে ও সত্য বাক্য কথনে অক্ষম হইবে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ যদি কোন সৃষ্ট জীব ঈশ্বরের ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ হয়, তবে তাহার দান কখন ঈশ্বরের দানের তুল্য হইবে না। যেহেতু সে নিজের জন্য কিছু ধন রাখিতে চাহিবে এবং ধন ন্যূন হইয়া গেলে ভীত হইবে। পরমেশ্বর এই দুই হইতে মুক্ত। (ত, হো,)

এবং সত্য সত্যই আমি মুসাকে নয়টি উজ্জ্বল নিদর্শন দান করিয়াছি, পরে তুমি বনি এস্রায়েলকে যখন তাহাদের নিকটে সে উপস্থিত হইয়াছে জিজ্ঞাসা কর, অনন্তর তাহাকে ফেরওণ বলিল "নিশ্চয় আমি হে মুসা, তোমাকে একান্ত ঐন্দ্রজালিক মনে করিতেছি" *। ১০১। সে বলিল "সত্য সত্যই তুমি জানিতেছ যে এ সকল (নিদর্শন) স্বর্গমর্ত্ত্যের প্রতিপালক ব্যতীত (অন্য কেহ) প্রেরণ করে নাই, এবং নিশ্চয় আমি হে ফেরওণ, তোমাকে একান্ত নিহত মনে করিতেছি"। ১০২। পরে সে ইচ্ছা করিল যে তাহাদিগকে দেশ হইতে বিচ্যুত করে, অনন্তর আমি তাহাকে ও তাহার সঙ্গে যাহারা ছিল তাহাদিগকে এক যোগে জলমগ্ন করিলাম। ১০৩। + এবং তাহার পরে আমি বনি এস্রায়েল-

---

* নয়টি উজ্জ্বল নিদর্শন বা অলৌকিকতা এই; যষ্টি, করতলজ্যোতি, ঝটিকা, পঙ্গপাল, কীটপুঞ্জ, মণ্ডূককুল, রক্ত, বৃক্ষের ফলহানি, বন্যা এই নয়টি। এতদ্ভিন্ন জলস্রোতের উদ্ভেদ, সাগরের উচ্ছ্বাস, বনি এস্রায়িলের উপর তুরপর্ব্বতের উত্থাপন, কিব্‌তিদিগের সম্পত্তি বিলুপ্ত হওয়া ইত্যাদি আছে। কথিত আছে যে দুই জন ইহুদি নয়টি নিদর্শন বিষয়ে হজরতকে প্রশ্ন করিয়াছিল, তাহাতে তিনি বলেন "ঈশ্বরের সঙ্গে অংশী স্থাপন করিও না, অকারণে হত্যা করিওনা, চৌর্য্য, ব্যভিচার, সুদ গ্রহণ, কুৎসা ও জাদু করা সাধ্বী নারীদিগকে অপবাদ দেওয়া এই সকল কার্য্য হইতে দূরে থাক, এবং ধর্ম্ম-যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিও না। এ সকল সাধারণ বিধি সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রেই লিখিত আছে। তোমাদের ইহুদি জাতির বিশেষ বিধি এই যে শনিবাসরে আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিওনা।" পরে তুমি বনি এস্রায়েলকে যখন সে তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে জিজ্ঞাসা কর" অর্থাৎ হে মোহম্মদ, ইহুদি পণ্ডিত মণ্ডলীকে এই নিদর্শন সকলের বিষয় জিজ্ঞাসা কর তাহা হইলে তোমার কথার সত্যতা অংশীবাদীদিগের নিকটে প্রকাশিত হইবে। অথবা ইহুদিদিগকে জিজ্ঞাসা কর যখন মুসা তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল তখন ফেরওণ ও তাহাদের মধ্যে কি ঘটিয়া ছিল। (ত, হো,)

দিগকে বলিলাম যে দেশে বাস কর, অনন্তর যখন শেষ অঙ্গীকার উপস্থিত হইবে তখন আমি তোমাদিগকে সম্মিলিত ভাবে আনয়ন করিব *। ১০৪। এবং সত্যভাবে তাহা (কোরাণ) অবতারণ করিয়াছি ও সত্যভাবে অবতারিত হইয়াছে এবং আমি তোমাকে সুসংবাদ দাতা ও ভয়প্রদর্শক বৈ প্রেরণ করি নাই †। ১০৫। এবং কোরাণকে আমি খণ্ডশ করিয়াছি, যেন তাহাকে তুমি লোকের নিকটে বিলম্বে পাঠ কর ও তাহাকে অবতরণরূপে অবতারণ করিয়াছি ‡। ১০৬। তুমি বল, তৎপ্রতি তোমরা বিশ্বাস কর বা বিশ্বাস না কর, নিশ্চয় ইতিপূর্ব্বে যাহাদিগকে জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে যখন তাহাদের নিকটে পাঠ হয় তখন তাহারা নমস্কার করত অধোমুখে পতিত হইয়া থাকে §। ১০৭। + এবং

---

* শেষ অঙ্গীকার কেয়ামত। (ত, হো,)

† অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে যাহারা বিমুখ তাহাদিগকে তাহার পূর্ণ দয়া ও ক্ষমার বিষয়ে হজরত মোহম্মদ সুসংবাদ দাতা, যেন তাহারা তাঁহার মন্দিরের দিকে চলিয়া আইসে, এবং সৎকর্ম্মশীল লোকের প্রতি তিনি ঈশ্বরের তেজ প্রতাপ মহিমা ও গৌরব বিষয়ে ভয় প্রদর্শক যেন তাঁহারা আপন সদনুষ্ঠানের প্রতি নির্ভর স্থাপন না করেন। (ত, হো,)

‡ অন্য অন্য গ্রন্থের শুদ্ধ মর্ম্ম গ্রহণ করা উদ্দেশ্য। কিন্তু এই কোরাণের এক একটি করিয়া শব্দও পাঠ করা আবশ্যক, তাহাতে ঈশ্বরের প্রসাদ ও জ্যোতি অবতীর্ণ হয়। এই জন্যই সুরা ও আয়ত সকল ভিন্ন ভিন্নরূপে স্থাপন করা হইয়াছে ও কিছু কিছু করিয়া সকল সময়ে যাহা পাঠের উপযোগী তাহা প্রেরিত হইয়াছে। (ত, শা,)

§ অর্থাৎ ঈশ্বরের আদেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য অথবা কোরাণ ও হজরত মোহম্মদকে প্রেরণ করা হইবে বিষয়ে যে পূর্ব্বতন গ্রন্থে অঙ্গীকার উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সফল হইল দেখিয়া তাহারা কৃতজ্ঞতার ভাবে নমস্কার করে। (ত, হো,)

বলে "আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের অঙ্গীকার একান্ত সম্পন্ন হয়"। ১০৮। এবং তাহারা ক্রন্দন করিয়া অধোমুখে পতিত হয় ও তাহাদের দীনতা বৃদ্ধিত হইয়া থাকে। ১০৯। বল, তোমরা ঈশ্বরকে আহ্বান কর অথবা "রহমাণকে" আহ্বান কর, তোমরা যাহাকে ডাকিবে অনন্তর তাঁহারই উত্তম নাম সকল হয়, তুমি স্বীয় উপাসনায় উচ্চ শব্দ করিও না, এবং তাহাতে ক্ষীণ (শব্দ) করিও না এবং ইহার মধ্যে কোন পথ অন্বেষণ করিও *। ১১০। এবং তুমি বল সেই ঈশ্বরের প্রশংসা যিনি পুত্র গ্রহণ করেন নাই ও রাজত্বে যাঁহার কোন অংশী নাই এবং অক্ষমতাবশতঃ যাঁহার কোন সহায় নাই, সম্মান্যরূপে তাহাকে সম্মান কর। ১১১। (র, ১২)

---

* "ইহার মধ্যে কোন পথ অন্বেষণ করিও" অর্থাৎ এই দুইয়ের মধ্যে মধ্যম পথ অন্বেষণ করিও। আবু বেকর কোরাণ ধীরে ধীরে পাঠ করিতেন এবং বলিতেন যে আমি ঈশ্বরের বন্দনা করিয়া থাকি। ওমর উচ্চৈঃ স্বরে পাঠ করিতেন, তিনি বলিতেন যে শয়তানকে তাড়াইয়া থাকি ও নিদ্রিতকে জাগরিত করি। এই আয়ত অবতীর্ণ হইলে পর হজরত, আবুবেকরকে বলেন কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে পড়- এবং ওমরকে বলেন স্বীয় ধ্বনি কিছু খর্ব্ব কর। (ত, হো,)

সুরা কহফ। *

অষ্টাদশ অধ্যায়।

১১০ আয়ত, ১২ রকু।

(দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

গুণানুবাদ সেই ঈশ্বরের যিনি আপন দাসের প্রতি গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছেন এবং তাহার জন্য কোন বক্রতা করেন নাই †। ১। +(তাহাকে) দণ্ডায়মান রাখিয়াছেন যেন সে ঈশ্বরের নিকট হইতে কঠিন শাস্তি (আসিবার) ভয় প্রদর্শন করে ও যাহারা সৎকর্ম্ম করিয়া থাকে সেই বিশ্বাসীদিগকে (এই) সুসংবাদ দান করে যে তাহাদের জন্য উত্তম পুরস্কার আছে ।২।+তন্মধ্যে তাহারা নিত্যস্থায়ী। ৩। +এবং যাহারা বলে ঈশ্বর পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদিগকে যেন সে ভয় প্রদর্শন করে। ৪। তৎসম্বন্ধে তাহাদের ও তাহাদের পিতৃপুরুষদিগের জ্ঞান নাই, গুরুতর বাক্য তাহাদের মুখ হইতে নির্গত হয়, তাহারা অসত্য বৈ বলে না। ৫। অনন্তর যদি তাহারা এই বাক্যে (কোরাণে) বিশ্বাস স্থাপন না করে হয়তো তুমি শোকবশতঃ তাহাদের পশ্চাতে স্বীয় প্রাণের হত্যাকারী হইবে। ৬। পৃথিবীতে

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† এ স্থলে বক্রতা অর্থে শব্দের পরিবর্ত্তন বা অর্থের ব্যতিক্রম অথবা সত্যকে অসত্যে পরিণত করা বুঝাইবে। (ত, হো,)

যাহা কিছু আছে নিশ্চয় আমি (তদ্দারা) তাহার শোভা করিয়াছি, তাহাতে আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করি যে তাহাদের কে কার্য্যানুসারে সর্ব্বোত্তম * । ৭ । তাহার উপরে যাহা কিছু আছে তাহাকে নিশ্চয় আমি তৃণহীন সমতলভূমি করিব † । ৮ । তুমি কি মনে করিয়াছ যে গহ্বর ও রকিম নিবাসিগণ আমার নিদর্শন সকলের মধ্যে আশ্চর্য্য ছিল ‡ ? ৯ । যখন যুবকগণ গর্ত্তের দিকে

---

* "পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে" অর্থাৎ ধাতু রত্নাদি ও উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তু ইত্যাদি, তদ্দ্বারা পৃথিবী শোভিত হইয়াছে। (ত, হো,)

তাহাতে আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া থাকি, অর্থাৎ লোকে পৃথিবীর শোভাতেই মুগ্ধ হইয়া পড়ে, না তাহা পরিত্যাগ করিয়া পরলোকসাধনে নিযুক্ত হয় আমি এই পরীক্ষা করিয়া থাকি। (ত, শা,)

† অর্থাৎ পরিণামে আমি বৃক্ষলতা গৃহ অট্টালিকাদি ধ্বংস করিয়া পৃথিবীকে সমতল মরুভূমি তুল্য করিয়া ফেলিব। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ আমি যে স্বর্গ মর্ত্ত্য সৃজনে অদ্ভুত শক্তির নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছি গর্ত্তনিবাসীদিগের বৃত্তান্ত তাহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক নহে। দকিয়ানুস নামক রাজার রাজধানী আফস্সুস নগরের অনতিদূর স্থিত, রকিমপ্রান্তরে তবাখলুস পর্ব্বতে জিরম নামক এক গহ্বর ছিল, কাহার কাহার মতে রকিম গ্রামের নাম, সেই গ্রামে গহ্বরনিবাসীদিগের পূর্ব্ব নিবাস ছিল। কেহ কেহ বলেন একটি সীসকফলকে গর্ত্তনিবাসিদের নাম অঙ্কিত ছিল, অঙ্কিত বা লিখিত অর্থে "রকিম" শব্দ ব্যবহৃত হয়, সীসকফলকে নাম অঙ্কিত ছিল বলিয়া তাহাকে রকিম বলা হইয়াছে, সেই ফলক গর্ত্তের দ্বারে লটকান ছিল। সে যাহা হউক গহ্বর নিবাসীদিগের সম্বন্ধে নানা প্রকার জনশ্রুতি আছে, তন্মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও বিশ্বাসজনক তাহাই বিবৃত হইতেছে। উন্মার্গচারী রাজা দকিয়ানুস রোম রাজ্য অধিকারের সময়ে আফস্সুস নগরকে রাজধানী করে, এবং সেই স্থানে স্বীয় উপাস্য দেব দেবীর জন্য এক পূজার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া নগরবাসী নরনারীদিগকে সেই সকল দেবতার পূজা করিতে উৎপীড়ন করিতে থাকে। যাহারা তাহার আজ্ঞা অমান্য করিয়াছিল দকিয়ানুস তাহাদিগের শিরচ্ছেদন করে। ছয় জন ভদ্রবংশীয়

আশ্রয় গ্রহণ করিল তখন তাহারা বলিল "হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আপন সন্নিধান হইতে আমাদিগকে কৃপা বিতরণ কর এবং আমাদের নিমিত্ত আমাদের কার্য্য হইতে শুভ ফল প্রস্তুত কর।" । ১০। অনন্তর আমি নির্দ্ধারিত কতক বৎসর গর্ত্তমধ্যে তাহাদিগের কর্ণে আবরণ স্থাপন করিলাম *। ১১। + তৎপর আমি তাহাদিগকে

ঈশ্বর পরায়ণ নব যুবক নগরের এক প্রান্তে যাইয়া কাতরভাবে প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হন এবং সেই দুরাত্মার আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ঈশ্বরের নিকটে মিনতি করিতে থাকেন। অবশেষে তাঁহাদিগের কথা দকিয়ানুসের কর্ণগোচর হয়। রাজা তাঁহাদিগকে সম্মুখে ডাকিয়া অনেক প্রকার ভয় প্রদর্শন করে। তাহারা দৃঢ়রূপে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া তাহার আজ্ঞা পালনে অসম্মত হন, তাহাতে দকিয়ানুস তাহাদের গাত্র হইতে বস্ত্রাভরণ কাড়িয়া লইয়া এই আদেশ করে যে, "তোমরা বালক, অতএব তোমাদিগকে আপনাদের বিষয় চিন্তা করিতে তিন দিবসের অবকাশ দেওয়া গেল,—দেখ আমার পরামর্শ তোমাদের গ্রাহ্য হয় কি না ?" অনন্তর দকিয়ানুস স্থানান্তরে চলিয়া যায়, তাহার গমনে যুবকগণ প্রীত হইয়া আপনাদের বিষয়ে মন্ত্রণা করেন, সকলেরই পলায়ন করা সঙ্গত বোধ হয়, প্রত্যেকে স্ব স্ব পিতৃগৃহ হইতে কিছু কিছু ধন পাথেয় স্বরূপ গ্রহণ করিয়া নগরের অদূরস্থিত এক পর্ব্বতের অভিমুখে প্রস্থান করেন। পথে এক জন পশুপালকের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়, সে তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের অনুসরণ করে। পশুপালকের কুকুরও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আইসে। পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী হইলে রাখাল বলে যে এই পর্ব্বতে এক গহ্বর আছে তথায় আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে। সকলে একযোগে সেই গহ্বরে প্রবেশ করিলেন, কুকুর গর্ত্তের দ্বারে প্রহরীরূপে শয়ান রহিল। পরমেশ্বর তাঁহাদের গর্ত্ত প্রবেশের বৃত্তান্ত এই প্রকারে বর্ণন করিতেছেন। (ত, হো,)

* "তাহাদের কর্ণে আবরণ স্থাপন করিলাম" যেন শব্দ শুনিতে না পায়, অর্থাৎ তাহাদিগকে নিদ্রিত করিয়া রাখিলাম। (ত, হো,)

সমুত্থাপন করিলাম যেন জ্ঞাত হই যে কত ক্ষণ বিলম্ব করা হইয়াছে, দুই দলের মধ্যে কে ইহার অধিক স্মরণকারী *। ১২। (র, ১)

আমি তোমার নিকটে (হে মোহম্মদ,) তাহাদের বৃত্তান্ত সভ্যভাবে বর্ণন করিতেছি, নিশ্চয় তাহারা কয়েক যুবক ছিল, স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল এবং আমি তাহাদিগকে অধিক ধর্ম্মজ্ঞান দান করিয়াছি। ১৩। এবং আমি তাহাদের অন্তরে বন্ধন (দৃঢ়তা) রাখিয়াছিলাম, যখন তাহারা দণ্ডায়মান হইল তখন বলিল "স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের প্রতিপালক আমাদের প্রতিপালক, কখন আমরা তাঁহাকে ব্যতীত কোন ঈশ্বরকে আহ্বান করিব না (তবে) সত্য সত্যই আমরা তখন অতিরিক্ত বলিব। ১৪। এই আমাদের জাতি তাঁহাকে ছাড়িয়া (অন্য) ঈশ্বর গ্রহণ করিয়াছে, কেন তাহারা তাহাদের নিকটে উজ্জ্বল প্রমাণ উপস্থিত করিতেছে না? অনন্তর যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সম্বন্ধে অসত্য বন্ধন করিয়াছে তাহা অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী"। ১৫। এবং যখন তোমরা (হে বন্ধুগণ,) তাহাদিগ হইতে ও তাহারা ঈশ্বর ভিন্ন যাহাকে অর্চ্চনা করে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে তখন গহ্বরের দিকে আশ্রায় লইও, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য স্বীয় দয়া প্রসারিত করিবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কার্য্যকে সহজরূপে প্রস্তুত করিবেন। ১৬। এবং দেখ সূর্য্য যখন উদিত হয় তখন তাহাদের গহ্বরের দক্ষিণ দিকে ঝুকিয়া থাকে, ও যখন অস্তমিত হয় তখন তাহাদের বাম দিক

---

* জ্ঞাত হই, এস্থানে এই বিবরণ দ্বারা যেন আমার দাসগণ জ্ঞাত হয় যে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী বা অগ্রগামী ও পশ্চাদগামী এই দুই দলের লোকের মধ্যে কোন্ দল কত কাল গর্ত্তে ছিল, যেন তাহা নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হয়। (ত, হো,)

অতিক্রম করে, এবং তাহারা তাহার প্রশস্ত ভূমিতে আছে, ইহা ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের (এক নিদর্শন,) ঈশ্বর যাহাকে পথ প্রদর্শন করেন অনন্তর সেই পথ প্রাপ্ত হয় এবং তিনি যাহাকে পথ ভ্রান্ত করেন পরে তুমি তাহার জন্য কখন পথপ্রদর্শক বন্ধু পাইবে না *। ১৭। (র, ২)

এবং তুমি তাহাদিগকে জাগ্রত মনে করিতেছ, ফলতঃ তাহারা নিদ্রিত এবং তাহাদিগকে আমি দক্ষিণ পার্শ্বে ও বাম পার্শ্বে ফিরাইয়া থাকি, ও তাহাদের কুকুর আপন দুই হস্ত গর্ত্তমুখে

---

* যুবকগণ একযোগে পর্ব্বতে চলিয়া আসিলেন, পশুপালক তাঁহাদিগকে গর্ত্তের ভিতরে লইয়া গেল। সেখানে তাঁহারা অবস্থিতি করিলে পর পরমেশ্বর তাঁহাদের প্রতি নিদ্রা প্রেরণ করিলেন, তাঁহারা গর্ত্তের ভিতরে নিদ্রিত হইলেন। দকিয়ানুস দুই তিন দিন অন্তর নগরে প্রত্যাগমন করিয়া যুবকদিগের অবস্থা অনুসন্ধান করিল, তখন যুবকদিগের পলায়নের সংবাদ অবগত হইয়া তাহাদিগকে উপস্থিত করিবার জন্য তাহাদের অভিভাবকদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। অভিভাবকেরা বলিল "মহারাজ, যুবকগণ আমাদের ধন অপহরণ করিয়া অমুক পর্ব্বতে লুক্কায়িতভাবে আছে।" এই কথা শুনিয়া দকিয়ানুস কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে যুবকদিগের অনুসন্ধানে বহির্গত হয় এবং সেই পর্ব্বতের গর্ত্তমধ্যে তাঁহাদিগকে শয়ান দেখিতে পায়। তাঁহাদিগকে তদবস্থায় দেখিয়া দকিয়ানুস আদেশ করিল যে গর্ত্তের মুখ প্রস্তর দ্বারা বন্ধ করা হউক, তাহা হইলে সকলেই এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিবে। তদনুসারে দ্বার দৃঢ়রূপে বন্ধ করা হয়। সকলে চলিয়া গেলে দকিয়ানুসের স্বগণ দুই জন ধর্ম্ম বিশ্বাসী পুরুষ যুবকদিগের নাম ধাম অবস্থা একটি সীসকফলকে অঙ্কিত করিয়া গর্ত্তের প্রাচীরে এই আশায় স্থাপন করে যে হয়তো এক দিন কেহ এস্থানে আসিবে ও যুবকদিগের অনুসন্ধান লইবে। তবাখলুস গিরির দক্ষিণ দিকে গর্ত্তের দ্বার ছিল সুতরাং সূর্য্য উদয়াস্তের সময়ে দ্বারের উভয় পার্শ্বে আলোক ও উত্তাপ দান করিত, তাহাতে গলিত দুর্গন্ধ সকলকে দূরীভূত হইয়া বায়ুকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিত, গর্ত্তাভ্যন্তরে উত্তাপের সঞ্চার হইত না তজ্জন্য যুবকদের দেহের ও বর্ণের ব্যতিক্রম হইতে পারে নাই। (ত, হো,)

বিস্তার করিয়াছে, যদি তুমি (হে মহম্মদ) তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞাত হইতে তবে অবশ্য পলায়ন স্বরূপ তাহাদিগহইতে বিমুখ হইতে, এবং তাহাদিগহইতে অবশ্য ভয়ে পূর্ণ হইতে *। ১৮। এবং এই-রূপে তাহাদিগকে সমুত্থাপিত করিলাম যেন তাহারা আপনাদের মধ্যে প্রশ্ন করে, তাহাদের এক জন বক্তা বলিল "তোমরা কত বিলম্ব করিয়াছ?" তাহারা বলিল "আমরা এক দিন অথবা দিনের কিছুকাল বিলম্ব করিয়াছি" (পরে) তাহারা বলিল "তোমরা যত বিলম্ব করিয়াছ তোমাদের প্রতিপালক তাহা উত্তম জ্ঞাত;" অনন্তর তোমা-দের এক জনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ নগরের দিকে প্রেরণ কর,

---

* এইরূপ ঈশ্বরপরায়ণ সৎপুরুষদিগের ভাব লক্ষিত হয়। বাহ্যে তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাইবে যে তাঁহারা ক্রিয়াকলাপের বিস্তৃত ভূমিতে বিচরণ করিতেছেন, গূঢ়রূপে নিরীক্ষণ করিলে দেখিবে যে তাঁহারা ক্রিয়াকাণ্ড হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের প্রেমরূপ উদ্যানে স্থিতি করেন। তাঁহারা অন্তরে প্রমত্ত বাহ্যে ধীর শা,ন্ত অন্তরে নিষ্ক্রিয়, বাহ্যে কর্ম্মী। ছয় মাস অন্তর উক্ত গর্ত্ত নিবাসী যুবকগণের পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করা হইত,এইরূপ পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাদের অঙ্গ সংলগ্ন ভূমি শরীরের বিশেষ অপচয় করিতে পারে নাই। তুমি হে মোহম্মদ, তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞাত হইলে অর্থাৎ তাহাদিগকে দেখিলে ভয় পাইতে, যেহেতু তাহাদের চক্ষু উন্মুক্ত ছিল, নখ ও কেশপুঞ্জ অতিশয় দীর্ঘ হইয়াছিল,সেই গর্ত্তের ভিতরে তাহাদের ভয়ঙ্কর আকারপ্রকাশ-পাইয়াছিল। এদিকে দকিয়ানুস গর্ত্তের দ্বার দৃঢ় বদ্ধ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যা-গমন করিবে পর কিছুদিনের মধ্যেই সে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। তৎপর ক্রমান্বয়ে কয়েক জন অধিপতির অধিকারে তাহার পরিত্যক্ত রাজ্য সম্পত্তি স্থিতি করে। অব-শেষে সালেহ তন্দরিস রাজ্যাধিপতি হন। তিনি ধর্ম্মভীরু ঈশ্বরপরায়ণ লোক ছিলেন। তাঁহার প্রজাদিগের অধিকাংশেরই দেহের পুনরুত্থান সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। রাজা তাহাদিগকে এ বিষয়ে অনেক উপদেশ দান করেন, কোন ফল দর্শে না। পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেন যে ইহার প্রমাণ তাঁহাদের নিকটে প্রদর্শন করেন, তাহাতেই তিনি গর্ত্তবাসী যুবকদিগের নিদ্রাভঙ্গ করেন। (ত, হো,)

পরিশেষে তাহার দৃষ্টি করা উচিত যে কোন্ খাদ্য বিশুদ্ধ, পরে তাহা হইতে জীবিকা তোমাদের নিকট আনয়ন করা উচিত, এবং মৃদুতা আবশ্যক, ও তোমাদের (অবস্থা) সম্বন্ধে কাহাকেও জ্ঞাপন করিবে না *। ১৯। নিশ্চয় তাহারা (কাফেরগণ) যদি তোমাদিগের প্রতি ক্ষমতা লাভ করে তবে তোমাদিগকে তাহারা চূর্ণ করিবে অথবা তোমাদিগকে আপন ধর্ম্মেতে প্রত্যানয়ন করিবে এবং তোমরা তখন কখন মুক্তি পাইবে না। ২০। এবং এই প্রকার আমি তাহাদের প্রতি জ্ঞাপন করিলাম যেন তাহারা অবগত হয় যে ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য ও কেয়ামত (সত্য) তাহাতে সন্দেহ নাই, যখন তাহারা আপনাদের ব্যাপারে আপনাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ করিতেছিল তখন বলিল "ইহাদের উপর অট্টালিকা নির্ম্মাণ কর," তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের

---

* দীর্ঘ কালেও যুবকদিগের শরীরের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাঁহাদের বস্ত্রাদিও ছিন্ন ও জীর্ণ হয় নাই। ঈশ্বর কৌশল করিয়া তাঁহাদিগকে নিদ্রিত রাখিয়াছিলেন, অন্যদিকে তাঁহারা সচেতন ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মগসলমিনা নামক ব্যক্তি যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "যুবকগণ, গর্ত্তে তোমরা কত বিলম্ব করিলে?" বিলম্বের সময় নিরূপণ করা এবং যে কয় দিন উপাসনা করা হয় নাই তাহা পূর্ণ করা তাঁহার এরূপ জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা প্রাতঃকালে গর্ত্তে প্রবেশ করিয়াছিলেন,বাহিরে আসিয়া দেখেন যে মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত। তখন কেহ বলিলেন যে এক দিন কেহ বলিলেন দিবসের একাংশ আমরা নিদ্রিত ছিলাম। যখন তাহারা আপনাদের নখ ও কেশ দীর্ঘ দেখিলেন তখন বলিলেন" "এবিষয় ঈশ্বর জ্ঞাত।" পরিশেষে তাঁহার দৃষ্টি করা উচিত যে কোন্ খাদ্য বিশুদ্ধ অর্থাৎ কোন্ ব্যক্তির অন্ন বৈধ ও বিশুদ্ধ দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। তদানীন্তন কালে নগরে কতক লোক ছিল যে তাহারা গোপনে সত্য ধর্ম্ম পালন করিত, তাহাদের প্রস্তুত খাদ্য বা বলির দ্রব্যই বিশুদ্ধ ছিল, তাহাদিগ হইতেই খাদ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য এই উক্তির তাৎপর্য্য(ত, হো,।)

সম্বন্ধে উত্তম জ্ঞাত, যাহারা তাহাদের ব্যাপারে প্রবল হইয়াছিল তাহারা বলিল "অবশ্য ইহাদের উপর আমরা মন্দির নির্ম্মাণ করিব,"*। ২১। অবশ্য (ইহুদিরা) বলিবে যে তিন ব্যক্তি তাহাদের চতুর্থ তাহাদের কুকুর এবং (ঈসায়ী লোক) বলিবে পাঁচ ব্যক্তি তাহাদের ষষ্ঠ তাহাদের কুকুর, অগোচরে (বাক্যের) নিক্ষেপ, এবং (মোসলমানেরা) বলিবে সাত জন তাহাদের অষ্টম তাহাদের কুকুর, তুমি বল (হে মোহম্মদ,) আমার প্রতিপালক তাহাদের গণনা সম্বন্ধে সুবিজ্ঞাত, তাহারা তাহাদিগকে অল্প বৈ জানে না, অতএব তুমি (হে মোহম্মদ,) তাহাদের সম্বন্ধে বাহ্য তর্ক বৈ তর্ক করিও না, ও তাহাদের সম্বন্ধে তাহাদিগের (কাফেরদিগের) কাহাকেও প্রশ্ন করিও না। ২২। (র, ৩)

---

* ইমলিখা নামক ব্যক্তি তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত উপদেশ গ্রাহ্য করিয়া নগরে চলিয়া আসিলেন। ইমলিখা নগরে প্রবেশ করিয়া তাহার গৃহ অট্টালিকা রাস্তা ঘাট বাজার ইত্যাদির অবস্থা অন্যরূপ দেখিলেন, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, পরিশেষে রুটির দোকানে আসিয়া মুদ্রা দানে রুটি ক্রয় করিতে চাহিলেন। রুটি বিক্রেতা মুদ্রায় দকিয়ানুসের নাম অঙ্কিত দেখিয়া মনে করিল যে এই ব্যক্তি কোন প্রোথিত ধন প্রাপ্ত হইয়াছে। সে তাহা বাজারের অন্য লোককে প্রদর্শন করিতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যে এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত ও শান্তিরক্ষকের কর্ণগোচর হইল। শান্তিরক্ষক ইমলিখাকে ডাকিয়া ধমকাইয়া তাঁহার নিকটে অবশিষ্ট মুদ্রা চাহিল। তিনি বলিলেন "আমি কোন গুপ্তধন প্রাপ্ত হই নাই, কল্য এই মুদ্রা পিতৃগৃহ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, অদ্য ইহা রুটিকা ক্রয় করিতে আনয়ন করিয়াছি। শান্তিরক্ষক তাঁহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি নাম বলিলে নগরের কোন ব্যক্তি তাঁহার পিতাকে চিনিতে পারিল না। তিনি মিথ্যা বলিতেছেন বলিয়া সকলে সন্দেহ করিল। ইমলিখা একান্ত ভয়ে ভীত হইয়া বলিলেন যে "আমাকে তোমরা দকিয়ানুসের নিকটে লইয়া যাও, তিনি আমাদের বিষয় জ্ঞাত আছেন"

এবং কখন "ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে" (বলা) ব্যতীত তুমি কোন বিষয়ে বলিও না যে নিশ্চয় আমি কল্য ইহা করিব,ও ভুলিয়া গেলে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করিও এবং বলিও ভরসা যে আমার প্রতিপালক আমাকে সন্মার্গানুসারে নৈকট্যের জন্য পথ প্রদর্শন

সকলে উপহাস করিয়া বলিতে লাগিল যে "দকিয়ানুস তিন শত বৎসর হইল পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে।" ইমলিখা বলিলেন "তোমরা কি আমাকে উপহাস করিতেছ, গত কল্য আমরা এক দল তাঁহার ভয়ে পলায়ন করিয়া পর্ব্বতে চলিয়া গিয়াছিলাম, অদ্য আমি রুটিকা ক্রয় করিবার জন্য নগরে প্রেরিত হইয়াছি, এতদ্ব্যতীত কিছুই জানি না।" শান্তিরক্ষক পরিশেষে তাঁহাকে রাজার নিকট উপস্থিত করিয়া সবিশেষ জ্ঞাপন করিল। তখন রাজা তন্দরিস অনুচরবৃন্দ সহ গর্ত্তের অভিমুখে যাত্রা করিলেন,ইমলিখা অগ্রেই গহ্বরের ভিতরে আসিয়া বন্ধুদিগকে সকল বিষয় জানাইলেন। ইতিমধ্যে রাজা উপস্থিত হইলেন, তিনি গর্ত্তের দ্বারে আসিয়াই সীসকফলকে অঙ্কিত তাঁহাদের নাম ও অবস্থা পাঠ করিলেন, পরে গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তন্দরিস তাঁহাদিগকে সলাম করিলেন,তাঁহারা তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া আপনাদের শয়নাগারে শয়ান হইলেন, তখনই তাঁহাদের আত্মা কালকবলিত হইল। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল শরীর ও আত্মা যে একযোগে পুনরুত্থিত হইবে ঈশ্বর এই যুবকদিগের জীবনে প্রদর্শন করিলেন। তিনি তিন শত নয় বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাদের শরীরকে বিকার ও ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়া আত্মাকে বিচ্যুত করিয়াছিলেন। এইরূপে মৃত্যুর পর তিনি সমুদায় মনুষ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল পুনঃসংযোগ করিয়া পুনর্ব্বার প্রাণ সঞ্চার করিতে সক্ষম। "যখন তাহারা আপনাদের ব্যাপারে আপনাদের মধ্যে বিবাদ করিতেছিল" অর্থাৎ যখন তৎকালীন লোকেরা দেহের পুনরুত্থান সম্বন্ধীয় আপনাদের ধর্ম্ম মত লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতেছিল, তখন এক দল অর্থাৎ তন্দরিস ও তাঁহার অনুচরগণ প্রমাণ পাইয়া বলিল এই যুবকদিগের স্মরণচিহ্নস্বরূপ অট্টালিকা নির্ম্মাণ কর। যাহারা তর্ক বিতর্ক করিতেছিল ঈশ্বর তাহাদিগকে উত্তম জ্ঞাত। "তাহাদের ব্যাপারে যাহারা প্রবল হইয়াছিল" অর্থাৎ পুনরুত্থানবাদ মতে যাহারা প্রবল হইয়াছিল। (ত, হো,)

করিবেন *।২৩+২৪। এবং তাহারা আপন গর্ত্তে তিন শত বৎসর বিলম্ব করিয়াছিল এবং নয় বৎসর অধিক ছিল। ২৫। তুমি বলিও তাহারা কি পর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়াছিল ঈশ্বর তাহা উত্তম জ্ঞাত, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের নিগূঢ় (তত্ত্ব) তাঁহার জন্য, তিনি তাহার বিচিত্র দ্রষ্টা ও শ্রোতা,† তাহাদের জন্য তিনি ব্যতীত কোন সহায় নাই এবং তিনি কোন ব্যক্তিকে স্বীয় কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে অংশী করেন না। ২৬। এবং তোমার প্রতিপালকের গ্রন্থে তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) যাহা প্রত্যাদেশ করা হইয়াছে তুমি তাহা পাঠ কর, তাঁহার বাক্যের পরিবর্ত্তনকারী নাই, এবং তাঁহা ব্যতীত তুমি কোন আশ্রয় পাই-বে না। ২৭। যাহারা আপন প্রতিপালককে প্রাতঃসন্ধ্যা আহ্বান করে এবং তাঁহার আনন আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে তাহাদের সঙ্গে তুমি আপন জীবনকে বদ্ধ করিও এবং তাহাদিগ হইতে তোমার

---

*। গর্ত্তবাসী যুবকদিগের বৃত্তান্ত সাধারণের অবিদিত ছিল। ইহুদি দিগের ইঙ্গিতক্রমে কাফেরগণ হজরতকে পরীক্ষা করিবার জন্য সেই বিবরণ জিজ্ঞাসা করে। জেব্রিল আসিলে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিব এই ভরসায় হজরত কল্য ইহা ব্যক্ত করিব বলিয়া তাহাদের নিকটে অঙ্গীকার করেন। অষ্টাদশ দিবস পর্য্যন্ত জেব্রিল আসিলেন না, তাহতে হজরত নিতান্ত দুঃখিত হন, পরে উপরিউক্ত বিব-রণ সহ জেব্রিল আগমন করেন, অনন্তর এই উপদেশ দেন যে তুমি ভবিষ্যদ্বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার উল্লেখ ব্যতীত অঙ্গীকার করিবে না, যদি একবার ভুলিয়া যাও পরে স্মরণ হইলে তাহা বলিও। এবং জেব্রিল ইহাও বলিলেন আশা করিও যে পরমেশ্বর এতদ্বারা তোমাকে পদোন্নত করিবেন অর্থাৎ এইরূপ বলিলে আর কখন তাহা ভুলিবে না। (ত, শা,)

† যে কাল পর্য্যন্ত তাঁহারা নিদ্রিত থাকিয়া পরে জাগরিত হন তদ্বিষয়ে ইতিহাসবিদ্গণ নানা কথা বলিয়াছেন, ঈশ্বর যাহা বুঝাইয়া দিলেন তাহাই ঠিক, এই পর্য্যন্তই যুবকদিগের ইতিহাস সমাপ্ত। (ত, শা,)

দৃষ্টি যেন ফিরিয়া না যায়, তুমি পার্থিব জীবনের শোভা চাহিতেছ, আমি যাহার অন্তর আমার প্রসঙ্গ হইতে শিথিল করিয়াছি ও যে স্বীয় ইচ্ছার অনুসরণ করিয়াছে তুমি তাহার অনুগত হইওনা এবং তাহার কার্য্য সীমার বহির্ভূত হয় *। ২৮। এবং তুমি বলিও তোমাদের প্রতিপালক হইতেই সত্য হয়, অনন্তর যে ইচ্ছা করিবে বিশ্বাসী হইবে ও যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিবে পরে কাফের হইবে, নিশ্চয় আমি অত্যাচারী দিগের জন্য অগ্নি প্রস্তুত রাখিয়াছি তাহার আচ্ছাদন তাহাদিগকে আবেষ্টন করিবে ; এবং যদি তাহারা সবলে (জল) প্রার্থনা করে তবে মুখ দগ্ধ করে (এমন) দ্রবীভূত তাম্র সদৃশ জল দ্বারা প্রার্থনা পূরণ করা হইবে, উহা কদর্য্য পানীয়, (নরক) মন্দ নিবাস। ২৯। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সত্কর্ম্ম করিয়াছে একান্তই আমি যাহারা সৎকর্ম্ম করিয়াছে তাহাদিগের পুরস্কার নষ্ট করিব না। ৩০। তাহারাই, তাহাদের জন্য নিত্য উদ্যান, তাহাদিগের নিম্নে পয়ঃপ্রণালী সকলপ্রবাহিত হইবে, তথায় তাহারা স্বর্ণময় বলয় দ্বারা অলঙ্কৃত হইবে এবং

---

* অয়নিয়া ও আক্‌রা প্রভৃতি কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোক হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল যে "হে প্রেরিত পুরুষ, আমরা আরবীয় প্রধান পুরুষ, দরিদ্র মোসলমান দিগের সঙ্গে তুল্যাসনে বসিতে অক্ষম। যদি তুমি তাহাদিগকে দূর কর তাহা হইলে আমরা তোমার নিকটে আসিয়া শাস্ত্রীয় বিধি সকল শিক্ষায় নিযুক্ত থাকিতে পারি।" তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয় যে, যে সকল দরিদ্র লোক প্রাতঃসন্ধ্যা ঈশ্বরের উপাসনা ও তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করে তুমি তাহাদের সঙ্গ কর। "তুমি পার্থিব জীবনের শোভা চাহিতেছে। এস্থলে জানা কর্ত্তব্য যে হজরত কখন সংসার বা সাংসারিক জীবনের প্রতি অনুরাগী হন নাই। এই আয়তের তাৎপর্য্য এই যে, পৃথিবী বা পার্থিব শোভার প্রতি যাহার অনুরাগ তুমি তাহার ন্যায় আচরণ করিও না। (ত, হো,)

তথায় সিংহাসন সকলে ভর করিয়া সোন্দোস ও আস্তব্রক দেবা (মহামূল্য সুকোমল দ্বিবিধ কৌশেয বস্ত্র বিশেষ) পরিধান করিবে, উৎকৃষ্ট পুরস্কার ও (স্বর্গ) উত্তম নিবাস। ৩০। (র, ৪)

এবং তাহাদের জন্য তুমি দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত বর্ণন কর, আমি তাহাদের একজনের জন্য দুইটি দ্রাক্ষার উদ্যান নিরূপণ করিয়াছিলাম,ও খোর্ম্মা তরু দ্বারা উহা ঘেরিয়াছিলাম এবং উভয় উদ্যানের মধ্যে শস্যক্ষেত্র নিরূপণ করিয়াছিলাম,*। ৩১। প্রত্যেক উদ্যান স্বীয় ফল উপস্থিত করিল ও তাহার কিছুই ত্রুটি হইল না এবং উভয়ের ভিতরে আমি জলস্রোত প্রবাহিত করিলাম। ৩২। + এবং তাহার জন্য ফল (সকল) ছিল, অনন্তর সে আপন সঙ্গীকে বলিল ও সে তাহার সঙ্গে কথোপকথন করিতে লাগিল যে "আমি তোমা অপেক্ষা ধনে শ্রেষ্ঠ ও জনে গৌরবান্বিত"। ৩৩। এবং সে আপন উদ্যানে প্রবেশ করিল ও স্বীয় জীবনসম্বন্ধে অত্যাচারী ছিল, বলিল "আমি মনে করি না যে ইহা কখন বিনাশ পাইবে। ৩৪। + এবং আমি মনে করি না যে প্রলয় সঙ্ঘটনীয়, এবং যদি আমি আমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হই নিশ্চয় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রত্যাবর্ত্তনভূমি (উদ্যান) লাভ করিব"। ৩৫। তাহাকে তাহার সঙ্গী বলিল ও সে তাহার সঙ্গীর সঙ্গে কথোপকথন করিতে লাগিল "যিনি তোমাকে মৃত্তিকাদ্বারা তৎপর শুক্রদ্বারা সৃজন করি-

---

* সেই দুই ব্যক্তি এস্রায়েল বংশ সম্ভূত দুই ভ্রাতা ছিল। এক জন ইহুদ তিনি ধার্ম্মিক ছিলেন। অন্য জন কতরুস বা কত্‌রস, সে কাফের ছিল। তাহারা অষ্ট সহস্র মুদ্রা উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে পিতা হইতে প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেকে চারি সহস্র মুদ্রা হস্তগত করে, অধার্ম্মিক ব্যক্তি তাহা দ্বারা উদ্যানভূমি, অট্টালিকা ও গৃহ সামগ্রী ইত্যাদি ক্রয় করে এবং বিশ্বাসী ভ্রাতা সমুদায় অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয় করেন। পরমেশ্বর তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ দান করিতেছেন। (ত, হো,)

য়াছেন, তদনন্তর তোমাকে এক পুরুষ গঠন করিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে কি তুমি বিদ্রোহিতা করিতেছ ? ৩৬। কিন্তু আমার প্রতি-পালক তিনি ঈশ্বর এবং আমার প্রতিপালকের সম্বন্ধে আমি কাহাকে অংশী স্থাপন করি না। ৩৭। যখন তুমি স্বীয় উদ্যানে প্রবেশ করিলে তখন যাহা ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়াছেন কেন বলিলে না, ঈশ্বরের বৈ (কাহার) ক্ষমতা নাই, যদি তুমি সন্তান ও সম্পত্তি অনু-সারে তোমা অপেক্ষা আমাকে নিকৃষ্টতর দেখিতেছ তবে সত্বরই আমার প্রতিপালক তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আমাকে দান করিবেন এবং তৎপ্রতি আকাশ হইতে শাস্তি পাঠাইবেন, অনন্তর তাহা তৃণহীন ভূমি হইয়া যাইবে। ৩৮।+।৩৯।+ অথবা তাহার জল শুষ্ক হইবে, পরে কখন তুমি তাহা চাহিতে সক্ষম হইবে না। ৪০। এবং তাহার ফল (শাস্তিদ্বারা) আক্রান্ত হইল, অনন্তর সে প্রাতঃকালে উত্থান করিল, তাহাতে যাহা ব্যয় করিয়া-ছিল তৎসম্বন্ধে আপন করে কর (আক্ষেপে) মর্দ্দন করিতে লাগিল এবং তাহা (অট্টালিকা) আপন (নিপতিত) ছাদের উপরে পড়িয়া গেল এবং সে বলিতে লাগিল হায় ! যদি আমি স্বীয় প্রতিপালকের সম্বন্ধে অংশী স্থাপন না করিতাম *। ৪১। এবং ঈশ্বর ভিন্ন কোন সম্প্রদায় তাহার জন্য ছিল না যে তাহাকে সাহায্য করে ও সে (ঈশ্বরের) প্রতিফল দাতা ছিল না। ৪২। এ স্থানে ঈশ্বরের জন্যই কর্ত্তৃত্ব সত্য, তিনি পুরস্কারদানানুসারে শ্রেষ্ঠ, শাস্তি দানানুসারে শ্রেষ্ঠ। ৪৩। (র,৫)

* সেই সাধু পুরুষ যাহা বলিয়াছিলেন, পরিশেষে তাহাই ঘটিল, আকাশ হইতে অগ্নি পতিত হইয়া সমুদায় উদ্যান দগ্ধ হইল, উদ্যানস্থ অট্টালিকার ছাদ পতিত হইলে তাহার প্রাচীরাদি পড়িয়া গেল। সে সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য অর্থ ব্যয় করিয়াছিল, এইক্ষণ মূলধনই একবারে বিনষ্ট হইল। (ত, শা,)

এবং তুমি তাহাদের জন্য সাংসারিক জীবনের দৃষ্টান্ত ব্যক্ত কর, উহা সেই বারি সদৃশ আমি যাহাকে আকাশ হইতে বর্ষণ করিলাম, অনন্তর তৎসহ পৃথিবীর উদ্ভিদ মিলিত হইল, পরিশেষে প্রাতঃকালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, বায়ু তাহাকে উড়াইতেছিল, ঈশ্বর প্রত্যেক বস্তুর উপরে ক্ষমতাশালী হন * ।৪৪। সম্পত্তি ও সন্তান সকল সংসারিক জীবনের শোভা, অবিনশ্বর সাধুতা সকল তোমার প্রতিপালকের নিকটে পুরস্কারানুসারে শ্রেয়ঃ ও আশানুসারে শ্রেয়ঃ ৭।৪৫। এবং (স্মরণ কর) যে দিন আমি পর্ব্বত সকলকে বিচালিত করিব, ও পৃথিবীকে তুমি (পর্ব্বতের নিম্ন হইতে) প্রকাশিত দেখিবে এবং আমি তাহাদিগকে সমুত্থাপন করিব, পরে তাহাদের একজনকেও পরিত্যাগ করিব না।৪৬। +এবং তোমার প্রতিপালকের নিকটে শ্রেণীবদ্ধরূপে তাহাদিগকে সম্মুখস্থ করা হইবে, (ঈশ্বর বলিবেন) তোমাদিগকে যেরূপ প্রথম বারে সৃজন করিয়াছি সত্য সত্যই তোমরা আমার নিকটে সেরূপ আসিয়াছ, বরং তোমরা মনে করি-

---

* অর্থাৎ তৃণ বৃষ্টির জলসংযোগে হরিৎকান্তি ধারণ করে, পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়, এমন সময় আইসে যে তদ্দ্বারা লাভ হইয়া থাকে, পরে হঠাৎ তাহা রসাভাবে শুষ্ক হইয়া যায় ও অপ্রয়োজনীয় হয়। এস্থলে পার্থিব জীবন সেই বৃষ্টি জলের সঙ্গে উপমিত হইয়াছে, মনুষ্য সেই জীবনে সতেজ ও পুষ্ট হয় এবং যৌবনের কান্তি প্রকাশ করে, কিয়দ্দিন অন্তর সে বার্দ্ধক্যে পরিণত হয় এবং মৃত্যুরূপ বাত্যা তাহাকে শুষ্ক করিয়া ফেলে ও তাহার আশা ভরসার মূল ছিন্ন হইয়া যায়। "পরিশেষে প্রাতঃকালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল" অর্থাৎ পর দিন (অবিলম্বে) শুষ্ক হইয়া বিনষ্ট হইল। (ত, হো,)

+ আরবের সম্ভ্রান্ত লোকেরা ধনসম্পত্তি ও সন্তান সন্ততির অহঙ্কারে স্ফীত ছিল এবং প্রেরিত মহাপুরুষকে দরিদ্র ও অপুত্রক দেখিয়া কুৎসা করিত, তাহাতেই এই আয়ত প্রেরিত হয়। (ত, হো,)

তেছ যে, আমি তোমাদের জন্য অঙ্গীকারভূমি (বিচার স্থান) করিব না। ৪৭। এবং পুস্তক (কার্য্য লিপি) স্থাপিত হইবে, অনন্তর তুমি অপরাধী দিগকে দেখিবে যে তন্মধ্যে যাহা আছে তাহা হইতে তাহারা ভয়াকুল, এবং বলিবে "হায়, আমাদের প্রতি আক্ষেপ, এই পুস্তকের কি হইয়াছে যে না ক্ষুদ্র না বৃহৎ, (কথা) তাহা পরিগণিত করা ব্যতীত পরিত্যাগ করিতেছে না; এবং তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইবে, তোমার প্রতিপালক কাহাকেও উৎপীড়ন করিবেন না *। ৪৮। (র ৬)

এবং (স্মরণ কর) যখন আমি দেবতা দিগকে বলিলাম যে "তোমররা আদমকে প্রণাম কর;" তখন শয়তান ব্যতীত তাহারা প্রণাম করিল, সে দৈত্যের (এক জন) ছিল, অতএব স্বীয় প্রতিপালকের আজ্ঞার অবাধ্য হইল, অনন্তর আমাকে ব্যতীত তোমরা কি তাহাকে ও তাহার সন্তানগণকে বন্ধু গ্রহণ করিবে? তাহারা তোমাদের জন্য শত্রু, অত্যাচারী দিগের জন্য মন্দ মিনিময় হয় †। ৩৯।

---

* ঈশ্বর যাহা করেন তাহা অত্যাচার নয়। তিনি নিরপরাধীকে নরকে প্রেরণ করেন না এবং সৎকর্ম্মের ফল নষ্ট করেন না। যে ব্যক্তি বলে পাপ করিতে আমার কি ক্ষমতা আছে? তাহার এই কথা ঠিক নয়, সে আপন মনকে জিজ্ঞাসা করুক, যখন পাপ করিতে প্রবৃত্ত হয় সে তখন ইচ্ছাবশতঃ প্রবৃত্ত হয় কি না? যে জন বলে যে ইচ্ছাও তিনি দিয়াছেন, তাহার উত্তর এই যে, ইচ্ছা শক্তি তিনি দান করিলেও পাপ করা না করা দুই দিকেই ইচ্ছার যোগ হইতে পারে। যদি বলে তিনিই পাপের দিকে ইচ্ছাকে প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা হইতে পারে না, কেন না ঈশ্বর কুইচ্ছার প্রবর্ত্তক হইলে ঈশ্বরেরই অপরাধ হয়, পাপের জন্য মনুষ্য শাস্তি পাইতে পারে না। (ত, হো,)

† ধর্ম্মদ্রোহী লোকেরা ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে শয়তানের ও প্রতিমার উপাসক হয়। প্রতিমাই শয়তানের সন্তান। (ত, শা,)

স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের সৃজনে আমি তাহাদিগকে উপস্থিত করি নাই ও তাহাদের জীবনের সৃজনেও নয় এবং আমি পথভ্রান্তকারক দিগের বাহুধারণ করিব না। ৫০। এবং (স্মরণ কর) যে দিন তিনি বলিবেন "তোমরা যাহাদিগকে মনে করিতেছ আমার সেই অংশীদিগকে ডাক, অনন্তর তাহারা তাহাদিগকে উত্তর দান করিবেনা, এবং আমি তাহাদের মধ্যে মৃত্যু ভূমি স্থাপন করিব। ৫১। এবং অপরাধিগণ অগ্নিদর্শন করিবে, তৎপর মনে করিবে যে তাহারা তাহাতে পতানোম্মুখ, এবং তাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন স্থান প্রাপ্ত হইবেনা। ৫২। (র, ৭)

এবং সত্যই আমি মানব মণ্ডলীর জন্য এই কোরাণে বিবিধ দৃষ্টান্ত পুনঃ পুনঃ বর্ণন করিয়াছি, এবং মনুষ্য বিরোধানুসারে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। ৫৩। এবং লোকদিগকে যখন তাহাদের নিকটে উপদেশ উপস্থিত হয় তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে ও আপন প্রতিপালকের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে তাহাদের নিকটে পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের পদ্ধতি উপস্থিত হওয়া * কিংবা সম্মুখীন শাস্তি সমাগত হওয়া (প্রতীক্ষা করা) ব্যতীত বারণ রাখে নাই। ৫৪। এবং সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক ব্যতীত আমি প্রেরিত পুরুষদিগকে প্রেরণ করি নাই, ধর্ম্মদ্রোহীলোকেরা অসত্য দ্বারা বিবাদ করিয়া থাকে যেন তদ্দ্বারা সত্যকে বিচালিত করে এবং আমার নিদর্শন সকলকে ও যাহা ভয় প্রদর্শন করা গিয়াছে তৎপ্রতি বিদ্রূপ করে। ৫৫। যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের নিদর্শন সকল দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া পরে তাহা হইতে বিমুখ হইয়াছে ও তাহার হস্ত যাহা পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়াছে ভুলিয়া

---

* "পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের পদ্ধতি" উহা প্রেরিত পুরুষকে অগ্রাহ্য করার জন্য সবংশে নিধন প্রাপ্ত হওয়া। (ত, হো,)

গিয়াছে তাহা অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী, নিশ্চয় আমি তাহাদের অন্তরে আবরণ রাখিয়া দিয়াছি যে তাহা (কোরাণ) বুঝিবে, তাহাদের কর্ণে গুরু ভার (রাখিয়াছি) এবং যদি তুমি তাহাদিগকে পথ প্রদর্শনের দিকে আহ্বান কর তখন কখন তাহারা পথ প্রাপ্ত হইবেনা। ৫৬। এবং তোমার প্রতিপালক (হে মোহম্মদ,) ক্ষমাশীল ও দয়াবান্, তাহারা যে আচরণ করিয়াছে যদি তিনি তজ্জন্য ধরিতেন তবে তাহাদের নিমিত্ত সত্বর শাস্তি পাঠাইতেন, বরং তাহাদের অঙ্গীকারভূমি (কেয়ামতে) আছে, তাঁহা ব্যতীত তাহারা কোন আশ্রয় পাইবেনা। ৫৭। যখন অত্যাচার করিল তখন আমি এই গ্রাম সকলকে বিনাশ করিলাম এবং তাহাদের সংহারের জন্য অঙ্গীকারভূমি স্থাপন করিলাম *। ৫৮। (র, ৮)

---

* পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ধর্ম্মদ্রোহী লোকেরা পার্থিব সম্পদের অহঙ্কারে দরিদ্র মোসলমানদিগকে নীচ মনে করিয়া হজরতের নিকটে প্রার্থনা জানাইয়াছিল যে ইহাদিগকে তোমার নিকটে বসিতে দিও না, তাহা হইলে আমরা বসিব। এতদুপলক্ষে দুই ভ্রাতার আখ্যায়িকা ও অহঙ্কারে শয়তানের অবনতি হওয়ার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই ক্ষণ ঈশ্বরপরায়ণ মুসা ও খেজরের উপাখ্যান বিবৃত হইতেছে। ধার্ম্মিক লোকেরা শ্রেষ্ঠ হইলেও আপনাকে অন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলেন না। হজরত বলিয়াছেন যে মহাত্মা মুসা এক সময় আপন সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতেছিলেন তখন এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে "দেব, তোমা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী অন্য কেহ কি আছে?" মুসা বলিলেন "আমি তাহা জ্ঞাত নহি।" এই কথা যথার্থ। কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল যে তিনি এরূপ বলেন যে "আমার ন্যায় প্রভু পরমেশ্বরের দাস অনেক আছেন, সকলের তত্ব তিনিই রাখেন।" তখন মুসা এই প্রত্যাদেশ শুনিলেন যে আমার এক ভৃত্য দুই সাগরের সঙ্গম স্থলে অবস্থিতি করিতেছে, তোমা অপেক্ষা সে অধিক জ্ঞানী। মুসা তাঁহার দর্শন লাভের প্রার্থনা করিলেন। আদেশ হইল যে একটি ভাজা মৎস্য সঙ্গে লইয়া চল, যে স্থানে মৎস্য হারাইয়া যাইবে তথায় তাঁহাকে পাইবে। (ত, শা,)

এবং (স্মরণ কর) যখন মুসা আপন নবযুবককে বলিল "যে পর্য্যন্ত আমি দুই সাগরের সঙ্গম স্থলে উপস্থিত (না) হই সে পর্য্যন্ত নিরন্তর চলিতে থাকিব অথবা বহু বৎসর চলিব" * ।৫৯। অনন্তর যখন তাহারা উভয় (সাগরের) মধ্যে সঙ্গমস্থলে পহুঁছিল, তখন আপনাদের মৎস্য ভুলিয়া গেল, অনন্তর সে (মৎস্য) সাগরেতে সুরঙ্গবৎ স্বীয় পথ অবলম্বন করিল। ৬০। পরে যখন তাহারা (সঙ্গম স্থান হইতে) চলিয়া গেল, তখন সে আপন নব যুবককে বলিল যে "আমাদের পৌর্ব্বাহ্নিক ভোজ্য উপস্থিত কর, সত্য সত্যই আপনাদের এই পর্য্যটনে আমরা ক্লান্তি লাভ করিয়াছি" ।৬১। সে বলিল "তুমি দেখিয়াছ কি যখন প্রস্তরের দিকে আশ্রয় লইয়াছিলাম তখন নিশ্চয় আমি মৎস্যকে ভুলিয়া গিয়াছি এবং আমার তাহা স্মরণ করিতে শয়তান বতীত (অন্য কেহ) আমাকে তাহা বিস্মরণ করাই নাই, এবং সে সমুদ্রে আপন পথ গ্রহণ করিয়াছে, আশ্চর্য্য" । ৬২। সে (মুসা) বলিল "ইহাই যাহা আমরা অনেষণ করিতেছিলাম, অনন্তর উভয়ে আপনাদের পদচিহ্নানুসারে অনুসন্ধান করতঃ প্রত্যাবর্ত্তিত হইল। ৬৩। + অবশেষে সে আমার দাসদিগের একদাসকে প্রাপ্ত হইল, যাহাকে আমি আপন সন্নিধান হইতে কৃপা বিতরণ করিয়াছি ও যাহাকে আমি আপন সন্নিধান

---

* ইয়ুশা নামক মুসার এক জন যুবক শিষ্য ছিলেন। মুসা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন "তুমিও আমার সঙ্গে চল।" রোম ও পারস্য সাগরের সঙ্গমস্থলে সেই মহাপুরুষ ছিলেন, তাঁহার নাম খেজর। মুসা বলিলেন "আমি সর্ব্বদা চলিতে থাকিব।" ইয়ুশা তাঁহার সঙ্গী হইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কিছু রুটি ও ভাজা মৎস্য সঙ্গে লইলেন। উভয়ে একযোগে যাত্রা করিলেন। (ত, হো,)

হইতে জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছি*। ৬৪। তাহাকে মুসা বলিল "তুমি যে ধর্ম্মজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছ তাহা আমাকে তুমি শিক্ষা দিবে বিষয়ে আমি কি তোমার অনুসরণ করিব?" ৬৫। সে বলিল "নিশ্চয় তুমি আমার সঙ্গে কখন ধৈর্য্য ধারণে সক্ষম হইবেনা। ৬৬। এবং তুমি জ্ঞানযোগে যাহা আবেষ্টন কর নাই তৎপ্রতি কেমন করিয়া ধৈর্য্যধারণ করিবে?" †। ৬৭। সে বলিল "যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করেন তবে তুমি আমাকে ধৈর্য্যশালী পাইবে এবং আমি তোমার সম্বন্ধে আদেশমতে অবাধ্যতাচরণ করিব না"। ৬৮। সে বলিল "অনন্তর যদি তুমি আমার অনুসরণ কর তবে কোন বিষয়ে যে পর্য্যন্ত আমি তোমার জন্য তাহার কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত (না) করি সে পর্য্যন্ত আমাকে প্রশ্ন করিবে না"। ৬৯। (র, ৯)

পরে এপর্য্যন্ত উভয়ে চলিল যে পর্যন্ত নৌকায় আরোহণ করিল, সে (খেজর) তাহা বিদীর্ণ করিল, সে (মুসা) বলিল "কি তুমি তাহা বিদীর্ণ করিলে যেন তাহার আরোহী জলমগ্ন হয়? সত্য সত্যই তুমি এক গুরুতর বিষয় উপস্থিত করিলে"। ৭০। সে বলিল "আমি কি বলি নাই যে নিশ্চয় তুমি আমার সঙ্গে কখন ধৈর্য্য ধারণ

---

* সেই দাস খেজর ছিলেন" তিনি মুসাকে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মুসা সবিশেষ জানাইলেন। খেজর বলিলেন "ঈশ্বর তোমাকে শিক্ষাদান করিয়াছেন। তথাপি এক বিদ্যা আমার নিকটে আছে তাহা তোমার নাই ও তোমার নিকটে এক বিদ্যা আছে তাহা আমার নাই।" ইতিমধ্যে একটি চটকপক্ষী দৃষ্টিগোচর হইল যে সে সাগরের জল পান করিতেছে, তাহা দেখিয়া খেজর বলিলেন সমুদায় জীবের সমগ্র জ্ঞান ঈশ্বরের জ্ঞানসাগরের নিকটে চটকপক্ষীর চঞ্চুস্থিত বারিবিন্দুর ন্যায় ক্ষুদ্র। (ত, শা,)

† "জ্ঞানযোগে যাহা আবেষ্টন কর নাই" অর্থাৎ জ্ঞানযোগে যাহা প্রাপ্ত হও নাই।

করিতে পারিবে না?"৭১। সে বলিল "আমি যাহা ভুলিয়াছি তৎ-সম্বন্ধে তুমি আমাকে ধরিও না, এবং আমার ব্যাপরে তুমি আমার উপরে সঙ্কট ফেলিও না"। ৭২। অনন্তর উভয়ে এ পর্য্যন্ত চলিল যে পর্য্যন্ত এক বালকের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল, সে (খেজর) তাহাকে হত্যা করিল, সে বলিল "কোন ব্যক্তির (হত্যা-বিনিময়) ব্যতীত তুমি কি এক নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে বধ করিলে? সত্য সত্যই তুমি মন্দ বিষয় উপস্থিত করিলে"। ৭৩। সে বলিল "আমি কি তোমাকে বলি নাই যে নিশ্চয় তুমি আমার সঙ্গে কখন ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিবে না?" ৭৪। সে বলিল "যদি ইহার পরে কোন বিষয়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তবে আমার সঙ্গে সহবাস করিবেনা, নিশ্চয় তুমি আমার নিকট হইতে মার্জ্জনা পাইবে"*। ৭৫। অনন্তর উভয়ে চলিল, যখন তাহারা এক গ্রামের অধিবাসীদের নিকটে খাদ্য প্রার্থনা করিল, তখন তাহারা তাহাদের আতিথ্য সৎকারে অসম্মত হইল, পরে তাহারা (মুসা ও খেজর) তথায় পতনোন্মুখ এক প্রাচীর প্রাপ্ত হইল, সে (খেজর) তাহার জীর্ণ সংস্কার করিল, সে (মুসা) বলিল "যদি তুমি ইচ্ছা করিতে নিশ্চয় এসম্বন্ধে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে"। ৭৬। সে বলিল "তোমার ও আমার মধ্যে এই বিচ্ছেদ, যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য্য ধারণে সক্ষম হও নাই এইক্ষণ আমি তোমাকে তাহার তত্ত্ব জানাইব"।৭৭। কিন্তু নৌকা,(নৌকার বিষয়) পরন্তু উহা কয়েকজন দরিদ্রের ছিল, তাহারা সমুদ্রে কার্য্য করিতেছিল, অনন্তর আমি ইচ্ছা করিলাম যে তাহাকে দোষযুক্ত করি, যেহেতু তাহাদের পশ্চাতে এক রাজা ছিল সে বলপূর্ব্বক সমুদায়

* অর্থাৎ যখন তিন বার তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিব তখন আমাকে তোমার সহবাস হইতে দূর করিলে নিশ্চয় তুমি মার্জ্জনা পাইবে। (ত হো)

নৌকা গ্রহণ করিত। ৭৮। এবং কিন্তু বালক, (বালকের বিষয়) পরন্তু তাহার পিতামাতা ধার্ম্মিক ছিল, পরে ভীত হইলাম যে সে বা তাহাদের উপর অধর্ম্ম ও অবাধ্যতায় প্রবল হইয়া উঠে। ৭৯। অনন্তর ইচ্ছা করিলাম যেন তাহাদের প্রতিপালক শুদ্ধতা অনুসারে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পিতা মাতার প্রতি করুণা অনুসারে সমধিক নিকটবর্ত্তী (সন্তান) তাহাদিগকে বিনিময় দান করেন। *। ৮০। এবং কিন্তু প্রাচীর, (প্রাচীরের বিষয়) পরন্তু তাহা নগরস্থ দুই অনাথ বালকের ছিল এবং তাহার নিম্নে তাহাদের ধন ছিল ও তাহাদের পিতা সাধু ছিল, পরে তোমার প্রতিপালক চাহিলেন যে তাহারা উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আপনাদের ধন বাহির করে, তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, আমি আপন মতে তাহা করি নাই, তুমি যাহাতে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পার নাই তাহার এই তত্ত্ব †। ৮১। (র, ১০)

এবং তোমাকে (হে মোহম্মদ,) জোল্‌করণয়নের বিষয় তাহারা জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি বল এইক্ষণ তোমাদের নিকটে তাহার প্রসঙ্গ পাঠ করিব ‡। ৮২। নিশ্চয় আমি তাহাকে পৃথিবীতে

---

* পরমেশ্বর সেই বালকের পরিবর্ত্তে তাহার পিতা মাতাকে একটী কন্যা দিয়াছিলেন। এক জন প্রেরিত পুরুষ তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশে সত্তর জন প্রেরিত পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (ত হো,)

† তৎপর মুসা ও খেজর পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। এই আখ্যায়িকায় গুরু শিষ্য সম্বন্ধীয় নীতির গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে। (ত, হো,)

‡ "করণ" শব্দের অর্থ দীর্ঘকাল, কোন কোন অভিধানকারের মতে শত বৎসর, কাহার মতে আশী বৎসর, কাহার মতে ত্রিশ বৎসর। আরবীতে দ্বিবচনে করণয়নে হয়। জোল্‌করণয়ন এক সম্রাটের নাম ছিল। তিনি দুই করণ কালের মধ্যে

ক্ষমতা দান করিয়াছিলাম এবং তাহাকে প্রত্যেক বিষয়ের এক সম্বল দিয়াছিলাম *। ৮৩। + অনন্তর সে কোন সম্বলের অনুসরণ করিল। ৮৪। সে যখন সূর্য্যের অস্ত গমন স্থান পর্য্যন্ত পহুঁছিল, তখন কর্দ্দমময় জল প্রণালী মধ্যে মগ্ন হইতেছে (অবস্থায়) তাহাকে পাইল এবং তাহার নিকটে এক দল প্রাপ্ত হইল ‡। ৮৫। আমি বলিয়াছিলাম "হে জোল্‌করণয়ন, হয় তুমি শাস্তি দিবে এবং হয় ইহাদিগের প্রতি হিতানুষ্ঠান অবলম্বন করিবে"। ৮৬। সে বলিল

পৃথিবীর পূর্ব্ব পশ্চিম সীমা প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার উপাধি জোল্‌-করণয়ন অর্থাৎ দ্বিশতবৎসরাধিপতি হইয়াছিল। জোল্‌করণয়ন শব্দের অন্যরূপ অর্থও হয়। রোমের সম্রাট্ দিগ্বিজয়ী সেকেন্দরের জোলকরণয়ন উপাধি ছিল এরূপ প্রসিদ্ধি। (ত, হো,)

* তাঁহাকে এরূপ এক এক বিষয় সম্বন্ধে সম্বল বা উপায় দেওয়া হইয়াছিল যে তদ্দারা তিনি সেই সেই বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিতেন। কথিত আছে যে পরমেশ্বর জ্যোতিও অন্ধকারকে তাঁহার বাধ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। জাদোল্‌মসির নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে মেঘ তাঁহার আজ্ঞাধীন ছিল। তিনি মেঘের উপর আরোহণ করিয়া যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইতেন। এক দিন রোম হইতে বহির্গত হইয়া তিনি মেসর দেশ আক্রমণ করেন, তথায় হাবসী দিগের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয়, তিনি তাহাদের উপর জয় লাভ করিয়া পশ্চিম দেশে যাত্রা করেন। (ত, হো,

† জোল্‌করণয়ন পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলস্থ এক জল প্রণালীর নিকটে নাসেক নামক এক সম্প্রদায় প্রাপ্ত হন। তাহারা পৌত্তলিক ছিল। তাহাদের চক্ষু হরিদ্বর্ণ কেশ রক্তবর্ণ দেহ স্থূল পরিচ্ছদ পশুচর্ম্ম, খাদ্য বন্যপশু ও জলচর জন্তুর মাংস ছিল। (ত, হো,)

জোল্‌কর্ণয়নের ইচ্ছা হইলে যে পৃথিবীতে লোকের বসতি কত দূর তাহা অবগত হন, সেই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি পশ্চিম দিকে যাত্রা করেন, যাইতে যাইতে সূর্য্যাস্ত গমন কালে এক অগম্য জলা ভূমিতে যাইয়া উপস্থিত হন, তাহাই তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের সীমা মনে করেন। (ত, শা,)

"কিন্তু যে ব্যক্তি অত্যাচার (অধর্ম্ম) করিয়াছে অনন্তর সত্বর তাহাকে শাস্তি দান করিব তৎপর সে স্বীয় প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে, অবশেষে তিনি তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবেন *। ৮৭। এবং কিন্তু যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে, পরে তাহার জন্য শুভ বিনিময় আছে, এবং শীঘ্র স্বীয় আদেশানুসারে আমি তাহার জন্য সহজ (কার্য্য) বলিব †। ৮৮। তৎপর সে কোন সম্বলের অনুসরণ করিল। ৮৯। সে যখন সূর্য্যের উদয় ভূমি পর্য্যন্ত পহুঁছিল তখন তাহাকে এক সম্প্রদায়ের উপরে প্রকাশ পাইতেছে (অবস্থায়) প্রাপ্ত হইল, আমি তাহা (সূর্য্য) ব্যতীত তাহাদের জন্য কোন আবরণ করি নাই ‡। ৯০। + এইরূপ (বিবরণ ছিল) নিশ্চয় তাহার নিকটে যাহা ছিল তাহার তত্ত্ব আমি ধারণ করিয়াছিলাম। ৯১। তৎপর সে কোন সম্বলের অনুসরণ করিল। ৯২। যখন সে দুই প্রাচীরের (পর্ব্বতের) মধ্যে পর্য্যন্ত পহুঁ-

---

* অর্থাৎ আমি সেই ধর্ম্মদ্রোহী লোকদিগকে শীঘ্র সংহার করিব, পরমেশ্বর আবার কেয়ামতে তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দান করিবেন। (ত, হো,)

প্রত্যেক রাজা ও রাজপুরুষকে পরমেশ্বর এইরূপ শক্তি দান করিয়াছেন, যে তাঁহারা লোকদিগকে শাস্তি বা পুরস্কার এই দুই বিধান করিতে পারেন। (ত, শা,)

† অতঃপর জোল্‌করণয়ন অন্ধকারের সৈন্যদিগকে নাসেক জাতির উপরে প্রেরণ করিলেন, তাহাতে তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার অধীনস্থ স্বীকার করিল, অনন্তর যাহাদ্বারা পূর্ব্ব সীমায় গমন করা যাইতে পারে সেই উপায়ের অনুসরণ করিলেন এবং নাসেক সম্প্রদায়কে সঙ্গে লইলেন, জ্যোতিঃ সৈন্যকে অগ্রে প্রেরণপূর্ব্ব অন্ধকারের সৈন্যকে পশ্চাতে রাখিলেন ও দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন এবং হাবিল জাতিকে পরাজিত করিয়া পূর্ব্ব সীমায় উপস্থিত হইলেন। (ত, হো,)

‡ হয়তো তাহারা বন্যলোক ছিল, গৃহ নির্ম্মাণ বা কোন আবরণ স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে বাস করা তাহাদের রীতি ছিল না। (ত, শা,)

ছিল তখন উভয় প্রাচীরের নিকটে এক সম্প্রদায়কে প্রাপ্ত হইল, তাহাদের কোন কথা হৃদয়ঙ্গম করিবার নিকটবর্ত্তী (উপযুক্ত) ছিল না *। ৯৩। তাহারা বলিল "হে জোল্ কর্ণয়ন, নিশ্চয় ইয়াজুজ ও মাজুজ ভূমণ্ডলে বিপ্লবকারী, অনন্তর আমরা তোমার জন্য কি আমাদের মধ্যে ও তাহাদের মধ্যে প্রাচীর স্থাপন করিবে এই (অঙ্গীকারে) কর নির্দ্ধারণ করিব" † ? ৯৪। সে বলিল "আমার প্রতিপালক তদ্বিষয়ে আমাকে যে ক্ষমতা দান করিয়াছেন তাহা উত্তম, অনন্তর তোমরা শক্তিদ্বারা আমার সহায়তা কর, আমি তোমাদের ও তাহাদের মধ্যে দৃঢ় আবরণ স্থাপন করিব। ৯৫। + তোমরা আমার নিকটে সে পর্য্যন্ত লৌহ খণ্ড সকল উপস্থিত কর যে পর্য্যন্ত সেই দুই পর্ব্বতের তুল্য হয়" বলিল "যে পর্য্যন্ত তাহাকে অগ্নি করা হয় তোমরা সে পর্য্যন্ত ফুৎকার করিতে থাক" বলিল "আমার নিকটে (তাহা) আনয়ন কর, আমি তাহার উপর দ্রবীভূত তাম্র নিক্ষেপ করিব"‡। ৯৬। অনন্তর তাহারা (ইয়াজুজ ও মাজুজ)

---

* তাহাদের কথা জোল্ করণয়নের সৈন্যগণ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। জোল্ করণয়ন অনুবাদকের সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

† সেই সম্প্রদায় বলিল "ইয়াজুজ ও মাজুজ এই স্থানে আসিয়া আমাদের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে। যখন তাহারা এই দুই পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া উপস্থিত হয় তখন হরিদ্বর্ণ ক্ষুদ্র উদ্ভিদ যাহা প্রাপ্ত হয় ভক্ষণ করে ও শুষ্ক তৃণ সকল সঙ্গে লইয়া যায়, এবং আমাদের সমুদয় পালিত পশু মারিয়া খাইয়া ফেলে। চতুষ্পদ না পাইলে তাহার পরিবর্ত্তে মনুষ্যকে বধ করিয়া ভক্ষণ করে। তাহারা নুহের পুত্র ইয়াফসের বংশোদ্ভব। ইয়াজুজ ও মাজুজ এই দুই পরিবারে বিভক্ত।" তাহাদের উৎপত্তি ও বলবীর্য্য ও কাহার প্রকারাদি বিষয়ে নানা অলৌকিক বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। (ত, হো,)

‡ তখন জোল্ করণয়নের আদেশে উভয় পর্ব্বতের মধ্যভাগ যে তাহা দীর্ঘে চারি সহস্র পদ ভূমি ও পঁয়ষট্টি গজ পরিসর ছিল সুগভীর খনন করা হয়, পরে সেই

তাহার উপরে উঠিতে সক্ষম হইল না এবং তাহাকে ভেদ করিতেও সমর্থ হইল না। ৯৭। সে (জোল্‌করণয়) বলিল "আমার প্রতিপালকের এই অনুগ্রহ, অনন্তর যখন আমার প্রতিপালকের অঙ্গীকার উপস্থিত হইবে তখন তাহাকে সমভূমি করিবে, যেহেতু আমার প্রতিপালকের অঙ্গীকার সত্য। ৯৮। এবং সে দিন আমি তাহাদের এক দলকে অন্য দলে মিলিত হইতে ছাড়িয়া দিব, এবং সুরবাদ্যে ফুৎকার করা হইবে, অন্তর আমি তাহাদিগকে একত্র সম্মিলিত করিব *। ৯৯। +এবং সেই দিন আমার স্মরণ করা হইতে যাহদের চক্ষু আচ্ছাদনের ভিতরে আছে ও যাহারা শ্রবণ করিতে সক্ষম নহে সেই ধর্ম্মদ্রোহীদিগের জন্য নরক সম্মুখস্থ করিব †। ১০০। ১০১। (র ১১)

অনন্তর ধর্ম্মদ্রোহিগণ কি মনে করিয়াছে যে আমাকে ছাড়িয়া

গর্ত্তে লৌহখণ্ড সকল স্থাপিত করিয়া কাষ্ঠ পুঞ্জ রাখা হয়, তৎপর লোক সকল ফুৎকার করিয়া অগ্নি উদ্দীপন করে। লৌহ অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইলে তন্মধ্যে জোল কণয়ন দ্রবীভূত তাম্ররাশি নিক্ষেপ করেন। সেই ধাতুপুঞ্জ যোগে পর্ব্বতের ন্যায় দেড় শত গজ উচ্চ এক প্রাচীর প্রস্তুত হয়। তাহাতে ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্প্রদায় সেই প্রাচীরকে অতিক্রম করিয়া আসিতে সক্ষম হয় না। (ত, হো.)

প্রথমতঃ বড় বড় লৌহ পাট সকল নির্ম্মিত হয়, এবং সে সকলকে স্তরে স্তরে স্থাপিত করা যায়, তাহাতে উহা দুই পর্ব্বতের সঙ্গে সমান ভাবে মিলিয়া যায়। তৎপর তাম্র গলাইয়া তাহার উপরে ঢালিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে জমাট বাধিয়া পর্ব্বতের ন্যায় হইয়া যায়। (ত, শো.)

* অর্থাৎ কেয়ামতের দিনে মানব দানব সমুদায় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া একত্র হইবে এবং ঈশ্বর সকলকে একযোগে সমুত্থাপিত করিবেন। (ত, হো,)

† অর্থাৎ যাহাদের অন্তশ্চক্ষু আবরণের মধ্যে আছে যে আমার নিদর্শন সকল দর্শন করিয়া আমাকে স্মরণ করে না তাহাদের জন্য নরক হইবে। (ত, হো,)

আমার দাসদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে? নিশ্চয় আমি ধর্ম্ম-দ্রোহীদিগের নিমিত্ত নরককে অবতরণভূমি করিয়াছি। ১০২। তুমি বল, তোমাদিগকে কি সেই কার্য্যতঃ ক্ষতিগ্রস্ত দিগের সংবাদ জানাইব, পার্থিব জীবনে যাহাদিগের চেষ্টা বিফল হইয়াছে এবং যাহারা মনে করিতেছিল যে তাহারা কার্য্য উত্তম করিতেছে? *। ১০৩ + ১০৪। তাহারাই যাহারা আপন প্রতিপালকের নিদর্শন সকল ও তাঁহার দর্শন সম্বন্ধে অধর্ম্ম করিয়াছে, অনন্তর তাহাদের কর্ম্ম সকল বিনষ্ট হইয়াছে, পরে আমি তাহাদের জন্য কেয়ামতের দিন পরিমাণ স্থাপন করিব না †। ১০৫। অবস্থা এই যে তাহাদের বিনিময় নরক, যেহেতু তাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে ও আমার নিদর্শন সকলকে এবং প্রেরিতগণকে বিদ্রুপ করিয়াছে। ১০৬। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে তাহাদের জন্য স্বর্গের উদ্যান সকল অবতরণ ভূমি হয়। ১০৭। + তাহারা তথায় নিত্যস্থায়ী হইবে তথা হইতে প্রত্যাগমন প্রার্থনা করিবে না। ১০৮। তুমি বল যে, আমার প্রতিপালকের বচনাবলী (লিপির) জন্য যদি সাগর মসী হয় এবং যদিচ আমরা তৎসদৃশ মসী আনয়ন, করি আমার প্রতিপালকের বচনাবলী সমাপ্ত

---

* ঈসায়ী বৈরাগী সন্ন্যাসিগণ কার্য্যতঃ ক্ষতিগ্রস্ত। তাহারা অধিকাংশ সময় তপস্যা কুটীরে বাস করিয়া ব্রতোপাসনাদিতে যাপন করে, কিন্তু তাহাদের সেই ব্রতোপাসনাদি কার্য্য তাহাদের অংশি বাদিতা দোষে নিষ্ফল হয়। অথবা রাফেজী সম্প্রদায় যে কোরাণের সমুদায় বিধি মান্য করে না ও যে সকল লোক কপটভাবে কার্য্য করে তাহারা কার্য্যানুসারে ক্ষতিগ্রস্ত। (ত, হো,)

† তাহারা কোন পরিমাণের মধ্যে আসিবে না, অর্থাৎ তাহাদের কোন মর্য্যাদা ও গৌরব রক্ষা পাইবেনা, বরং হীন ও অপদস্থ হইবে। (ত, হো,)

হওয়ার পূর্ব্বে অবশ্য সমুদ্র সমাপ্ত হইবে *। ১০৯। তুমি বল আমি তোমাদের ন্যায় মনুষ্য -ইহা বৈ নহি, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরিত হয় যে তোমাদের ঈশ্বর সেই এক ঈশ্বর, অনন্তর যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের সাক্ষাৎকারের আশা রাখে অবশেষে তাহার উচিত যে সৎকর্ম্ম করে ও আপন প্রতিপালকের উপাসনায় কাহাকে অংশী স্থাপন না করে †। ১১০। (র ১২)

---

* যখন ইহুদিরা মোসলমান দিগকে বলিয়াছিল "তোমরা আপনাদের এই শাস্ত্রীয় বচন পাঠ করিয়া থাক যে,যে ব্যক্তিকে উত্তম জ্ঞান দান করা হয় নিশ্চয় সেই প্রচুর কল্যাণ লাভ করে। মোহম্মদ মনে করেন যে তাহাকে মহা জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে, অতএব তোমাদেরও প্রভূত জ্ঞান আছে। পুনর্ব্বার তোমরা পাঠ কর অল্প বৈ জ্ঞান প্রদান করা হয় নাই। এই দুই কথার মধ্যে কেমন করিয়া যোগ হইতে পারে।" তখনই পরমেশ্বর এই আয়ত প্রেরণ করেন যে ঈশ্বরের জ্ঞানের সীমা নাই, কোন ব্যক্তির যত কেন প্রচুর জ্ঞান হউকনা তাহার নিকটে অত্যন্ত অল্প। (ত, হো,)

† তত্ত্ববাহক মহাপুরুষের অধীনতা স্বীকার করা সাধুপুরুষদিগের কার্য্য, তাঁহার বিধি বর্ত্মযোগেই তাঁহাদের গতি হইয়া থাকে। উহা বাহ্যে সংসারত্যাগ বৈরাগ্যাবলম্বন ও নিত্যসাধনা, অন্তরে বাহ্য পদার্থ অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ স্থাপন অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতিরেক পদার্থের সম্বন্ধে অন্তশ্চক্ষু রুদ্ধ করিয়া রাখা এবং প্রভুর দর্শন ব্যতীত উন্মীলন না করা। একদা জহির আমরির পু জনব হজরতকে বলিয়াছিল "প্রেরিত মহাপুরুষ, আমি ঈশ্বরোদ্দেশে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকি, যদি কেহ তদ্বিষয়ে জ্ঞাত হয় আহ্লাদিত হই।" তাহাতে হজরত বলেন "যে ক্রিয়ায় অন্যকে অংশী করা হয় ঈশ্বর তাহা গ্রাহ্য করেন না।" তখন পরমেশ্বর এই আয়ত প্রেরণ করিয়া স্বীয় প্রেরিত পুরুষের বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদন করিলেন। (ত, হো),

স্থুরা মরয়ম।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

৯৮ আয়ত, ৬ রকু।

(দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

(তিনি) মহান্ পথপ্রদর্শক জ্ঞানময় সত্য †। ১। তোমার প্রতিপালকের দয়ার প্রসঙ্গ তাঁহার দাস জকরিয়ার প্রতি ‡। ২। যখন সে আপন প্রতিপালককে গুপ্ত আহ্বানে ডাকিল, বলিল "হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমার অস্থি শিথিল হইয়াছে এবং মস্তক বৃদ্ধত্বকে উদ্দীপিত করিয়াছে § হে আমার প্রতিপালক, আমি তোমাকে প্রার্থনা করায় বঞ্চিত হই নাই। ৩। + ৪। এবং নিশ্চয় আমি আমার পরে আত্মীয়গণ হইতে ভীত হইতেছি ও আমার ভার্য্যা বন্ধ্যা, অতএব আমাকে তোমার নিকট হইতে এক উত্তরাধিকারী প্রদান কর। ৫। + সে আমার উত্তরাধিকার লাভ করিবে ও ইয়কুবের সন্তানের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইবে, এবং হে আমার প্রতিপালক, তুমি তাহাকে মনোনীত কর"। ৬। (ঈশ্বর

---

* এই স্থুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়।

† "কহয়য়াসস" এই ব্যবচ্ছেদক শব্দের গূঢ় অর্থ মহান্ পথ প্রদর্শক ইত্যাদি। এই শব্দের এক এক বর্ণ ঈশ্বরের গুণব্যঞ্জক এক এক নাম প্রকাশ করে। (ত, হো,)

‡ জকরিয়া আজরের পুত্র দাউদের বংশ সম্ভূত ছিলেন, তিনি এক জন প্রধান স্বর্গীয় বার্ত্তাহারক ও জরুশিলমের সম্রান্ত লোক ছিলেন। (ত, হো,)

§ "মস্তক বৃদ্ধত্বকে উদ্দীপিত করিয়াছে" অর্থাৎ মস্তকের কেশ শুভ্র হইয়াছে।

বলিলেন) "হে জকরিয়া, এক বালকের সুসংবাদ দান করিতেছি, তাহার নাম ইয়হা, * ইতি পূর্ব্বে আমি তাহার (নামানুরূপ) নামকরণ করি নাই"। ৭। সে বলিল "হে আমার প্রতিপালক, কিরূপে আমার বালক হইবে? আমার ভার্য্যা বন্ধ্যা, এবং নিশ্চয় আমি বৃদ্ধত্বে সীমা প্রাপ্ত হইয়াছি"। ৮। (স্বর্গীয় দূত বলিল) "তদ্রূপই (কিন্তু) তোমার প্রতিপালক বলিয়াছেন যে তাহা আমার সম্বন্ধে সহজ, এবং নিশ্চয় তোমাকে (ইতি) পূর্ব্বে সৃজন করিয়াছি, তুমি কিছুই ছিলে না"। ৯। সে বলিল "হে আমার প্রতিপালক, আমার জন্য কোন নিদর্শন স্থাপন কর;" তিনি বলিলেন "তোমার নিদর্শন এই যে তিন দিবা রাত্রি তুমি লোকের সঙ্গে সুস্থাবস্থায় কথা বলিতে পারিবে না"। ১০। অনন্তর সে মন্দিরের দ্বার হইতে আপন মণ্ডলীর নিকটে বাহির হইল," পরে তাহাদের প্রতি ইঙ্গিত করিল যে "প্রাতঃসন্ধ্যা তোমরা স্তুতি করিতে থাক" †। ১১। আমি বলিলাম "ইয়হা, সবলে গ্রন্থকে ধারণ কর;" আমি তাহাকে বাল্যাবস্থায় বিজ্ঞতা দান করিলাম। ১২। এবং আপন সন্নিধান হইতে

---

* তাঁহার পূর্ব্বে কাহারও তাঁহার নামের অনুরূপ নাম ছিলনা, অথবা জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহার ন্যায় এরূপ নাম করণ কাহার হয় নাই, এজন্য তাঁহার মহত্ত্ব, এরূপ নহে। বরং পরমেশ্বর স্বয়ং নামকরণ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার পিতামাতার হস্তে সমর্পণ করিলেন, একারণেই মহত্ত্ব। (ত, হো,)

† তিনি কথা বলিতে পারেন নাই বলিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন, এই লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তাঁহার জিহ্বা অতিশয় ভারি হইয়াছিল, তিন দিবস তিনি তাহা সঞ্চালন করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্ত্রীর নাম আসিয়া ছিল, যে দিন প্রাতঃকালে জকরিয়ার বাগ্‌রোধ হইল সেইদিন রাত্রিতেই আসিয়া গর্ভধারণ করিলেন। কথিত আছে ইয়হা বৈরাগ্য বস্ত্র সহ ঈশ্বরের বন্দনা করত মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। (ত, হো,)

দয়া ও পবিত্রতা দিলাম, এবং সে সহিষ্ণু ছিল। ১৩। + এবং পিতা মাতার প্রতি সদাচারী (ছিল) ও সে উদ্ধত অপরাধী ছিল না। ১৪। যে দিন সে জন্মগ্রহণ করিল ও যে দিন মরিবে এবং যে দিন জীবিত সমুত্থাপিত হইবে তৎপ্রতি আশীর্ব্বাদ (হউক)। ১৫। (র, ১।)

এবং গ্রন্থ মধ্যে মরয়মকে স্মরণ কর, যখন সে আপন আত্মীয়-জন হইতে পূর্ব্বভূমিতে সরিয়া পড়িয়াছিল *। ১৬। + অনন্তর তাহাদের নিকট সে আবরণ গ্রহণ করিয়াছিল, পরে আমি তাহার নিকটে স্বীয় আত্মা পাঠাইয়াছিলাম, অবশেষে উহা তাহার জন্য সুন্দর মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছিল †। ১৭। সে

---

* এম্‌রাণের কন্যা মরমের বৃত্তান্ত কোরাণে পাঠ কর। মরয়ম জরুশিলমের মন্দিরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনি অশুচি হইলে মাতৃস্বসার গৃহে যাইতেন, স্নানান্তে শুদ্ধ হইয়া পরে মন্দিরে চলিয়া আসিতেন। একদা তিনি মাতৃস্বসার গৃহে ছিলেন, স্নান করা আবশ্যক হওয়াতে তদুপযোগী স্থান অন্বেষণে মাতৃস্বসা ও স্বগণ হইতে দূরে চলিয়া গেলেন, তিনি মাতৃস্বসার আলয়ের বা জরুশিলমের পূর্ব্বপ্রান্তে স্নান করিতে যান। তখন শীতকাল ছিল, এজন্য যে স্থান সূর্য্যাভিমুখে ছিল সেই স্থানে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। (ত, হো,)

অর্থাৎ মরয়ম ঋতু অন্তে স্নান করিবার জন্য গিয়াছিলেন। তাঁহার তখন ত্রয়োদশ কি পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম ও প্রথম ঋতু। লজ্জাবশতঃ তিনি দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন, যে স্থানে স্নান করিতে গিয়াছিলেন সেই স্থান পূর্ব্ব দিকে ছিল। (ত; শা,)

† লোকে না দেখিতে পারে এজন্য তিনি তাহাদের দিকে আচ্ছাদন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্নানান্তে বস্ত্র পরিধান করিলে পর পরমেশ্বর স্বীয় আত্মা স্বরূপ জেব্রিলকে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করেন। জেব্রিল মনুষ্যের রূপ ধারণ করিয়া মরয়মের নিকটে আসিয়া দর্শন দেন। মরয়ম স্নানভূমিতে ছিলেন, পর পুরুষ দেখিয়া লজ্জিত হন। (ত, হো,)

বলিল "যদি তুমি (দুষ্ট) তকি হও তবে আমি তোমা হইতে ঈশ্বরের নিকটে শরণাপন্ন হইতেছি" *। ১৮। সে বলিল "আমি তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত বৈ নহি, যেহেতু তোমাকে পুন্যবান্ বালক প্রদান করিব"। ১৯। সে বলিল "কিরূপে আমার বালক হইবে? যেহেতু কোন লোক আমাকে স্পর্শ করে নাই এবং আমি দুশ্চরিত্র নহি"। ২০। সে বলিল "তদ্রূপই, (বটে) তোমার প্রতিপালক বলিয়াছেন যে উহা আমার সম্বন্ধে সহজ, এবং তাহাতে আমি মানবমণ্ডলীর জন্য এক নিদর্শন ও আপন সন্নিধান হইতে অনুগ্রহ করিব ও আমার কার্য্য নির্দ্ধারিত আছে"। ২১। অনন্তর সে তাহাকে (ঈসাকে) গর্ব্ভে ধারণ করিল, পরে সে তৎসহ দূতরতর ভূমিতে সরিয়া পড়িল, †। ২২। অনন্তর খোর্ম্মা তরুর মূলে তাহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল, সে বলিল "হায় যদি আমি ইহার পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করিতাম ও ভুল বিস্মৃত হইতাম (ভাল ছিল)" ‡। ২৩। অনন্তর সে তাহাকে তাহার

---

* তকি এক জন দুশ্চরিত্র লোকের নাম, সে স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করিত, মরয়ম তাহার বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন। তিনি মনে করিলেন, যে সেই তকি উপস্থিত, অতএব তিনি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন, কিন্তু জেব্রিল তখন তাঁহাকে উৎকণ্ঠিত দেখিয়া অভয় দান করিলেন। (ত, হো,)

† তিনি নগরের বাহিরে দূরতর এক স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। নগরের পূর্ব্ব দিকে এক পর্ব্বতে অথবা বয়তলখন নামক প্রান্তরে যে আইলিয়া নগর হইতে ছয় মাইল দূরে ছিল সেই স্থলে আসিয়াছিলেন। তাঁহার নবম মাস কিম্বা অষ্টম মাস গর্ব্ভ ধারণের পর সন্তান প্রসূত হয়। কেহ বলেন এক ঘন্টার মধ্যে গর্ভসঞ্চার ও প্রসব হইয়াছিল, কেহ বলেন তিন ঘন্টা, কেহ বলেন নয় ঘন্টার মধ্যে হইয়াছিল। ফল কথা গর্ভসঞ্চারের পর শীঘ্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। মরয়ম এক শুষ্ক খোর্ম্মা তরুর মূলে যাইয়া বসিয়াছিলেন। (ত, হো,)

‡ সকলে যদি আমাকে ভুলিয়া যাইত, অর্থাৎ কেহ যদি আমার পরিচয় না

নিম্ন হইতে ডাকিয়া বলিল *"তুমি শোক করিওনা, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তোমার নিম্নে জলস্রোত সৃষ্টি করিয়াছেন। ২৪। এবং তুমি আপনার দিকে খোর্ম্মাতরুর কাণ্ডকে কম্পিত কর, তোমার প্রতি সরস খোর্ম্মা সকল নিক্ষেপ করিবে। ২৫। অনন্তর ভক্ষণ কর ও পান কর এবং নয়নকে শান্ত রাখ। ২৬। পরে যদি তুমি কোন এক মনুষ্যকে দেখ তবে বলিও যে সত্যই আমি পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে উপবাস ব্রত সঙ্কল্প করিয়াছি, পরন্তু অদ্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলিব না"। ২৭। অবশেষে সে স্বজাতির নিকটে তৎসহ (অর্থাৎ) তাহাকে বহন করত সমাগত হইল, তাহারা বলিল "হে মরয়ম, সত্য সত্যই তুমি এক কুৎসিত বিষয় উপস্থিত করিলে। ২৮। হে হারুণের ভগিনি, + তোমার পিতা অসৎ লোক ছিলেন না, এবং তোমার মাতা দুশ্চরিত্রা ছিলেন না। ২৯। অনন্তর সে তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিল, তাহারা বলিল "যে জন শৈশব দোলায় স্থিতি করিতেছে তাহার সঙ্গে কেমন করিয়া কথা বলিব ?" ‡।৩০। সে (ঈসা) বলিল "নিশ্চয় আমি ঈশ্বরের ভৃত্য, তিনি আমাকে

রাখিত ও আমাকে গণ্য না করিত তবে ভাল ছিল। বস্তুতঃ জরুশিলমের আপামর সাধারণ সকলে আমাকে চিনে যে আমি তাহাদের দলপতির কন্যা হই ও জকরিয়ার আশ্রয়ে আছি, এপর্য্যন্ত আমার কুমারীত্ব দূর হয় নাই, স্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করি নাই, এই অবস্থায় আমি সন্তান প্রসব করিতেছি, লজ্জায় আমাকে ম্রিয়মাণ হইতে হইয়াছে। (ত, হো,)

* "সে তাহাকে তাহার নিম্ন হইতে ডাকিয়া বলিল" অর্থাৎ স্বর্গীয় দূত মরয়মকে বৃক্ষের নিম্ন হইতে বলিল। (ত, হো,)

+ মরয়মের হারুণ নামক এক ভ্রাতা ছিল, অথবা বনিএস্রালের মধ্যে হারুণ নামক এক জন সাধু বা এক জন অসাধু পুরুষ ছিল, সাধুতা বা অসাধুতার উপমা স্থলে তাহার নাম উল্লিখিত হইত। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ মরয়ম ঈসার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিল, যে এই শিশু তোমাদের

গ্রন্থ দিয়াছেন ও আমাকে সংবাদবাহক করিয়াছেন। ৩১। + এবং যে স্থানে আমি থাকি তথায় আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন ও যে পর্য্যন্ত আমি জীবিত থাকিব সে পর্য্যন্ত ধর্ম্মার্থ দানে ও উপাসনায় (রত থাকিতে) আমাকে আদেশ করিয়াছেন! ৩২। + এবং আপন পিতামাতার প্রতি সদাচারী করিয়াছেন ও আমাকে অবাধ্য হতভাগ্য করেন নাই। ৩৩। এবং যে দিন আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি ও যে দিন প্রাণত্যাগ করিব ও যে দিন জীবিত সমুত্থিত হইব সেই সকল দিনে আমার প্রতি আশীর্ব্বাদ"। ৩৪। মরয়মের পুত্র ঈসার এই (বৃত্তান্ত) সত্য কথাই, (এই) যাহার প্রতি তাহারা সন্দেহ করিতেছে। ৩৫। ঈশ্বরের পক্ষে (উচিত) নয় যে তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন, পবিত্রতা তাঁহারই; যখন তিনি কোন কার্য্য সম্পাদন করেন তখন তৎসম্বন্ধে "হউক" বলেন ইহা বৈ নহে, পরে হইয়া থাকে। ৩৬। নিশ্চয় ঈশ্বর আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক, অতএব তাঁহাকে অর্চ্চনা কর ইহাই সরল পথ"। ৩৭। অনন্তর সম্প্রদায় সকল আপনাদের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, পরে মহাদিনের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদের প্রতি আক্ষেপ *। ৩৮। যে দিন আমাদের

কথার উত্তর দান করিবে। তাহারা বলিল এমন ক্ষুদ্র শিশু যে দোলাতে শয়ন করিয়া আছে এ, কেমন করিয়া কথা বলিবে? (ত, হো,)

* অর্থাৎ ইহুদি ঈসায়ী সম্প্রদায় বিপরীত আচরণ করিয়াছে। ইহুদিগণ ঈসাকে নিকৃষ্ট করিয়া তুলিয়াছে ও ঈসায়ীরা তাঁহাকে অত্যন্ত বাড়াইয়াছে। মতভেদ হওয়ায় ঈসায়িগণও তিন দলে বিভক্ত হইয়াছে। একদল নস্তরিয়া, তাহারা ঈসাকে ঈশ্বরের পুত্র বলে, দ্বিতীয় ইয়কুবিয়া, তাহারা ঈশ্বর বলে, তৃতীয় মলকানিয়া তাহারা ত্রিত্ববাদী। এস্থলে মহাদিন কেয়ামত। (ত, হো,)

নিকটে আসিবে সেই দিন তাহারা কেমন দেখিবে শুনিবে! কিন্তু অদ্য অত্যাচারিগণ স্পষ্ট পথভ্রান্তির মধ্যে আছে। ৩৯। যখন তাহাদের কার্য্য সম্পাদন করা যাইবে, তুমি সেই অনুশোচনার দিন সম্বন্ধে হে মোহম্মদ, তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন কর, এ দিকে তাহারা ঔদাসিন্যে রহিয়াছে, এবং তাহারা বিশ্বাস করিতেছে না। ৪০। নিশ্চয় আমি পৃথিবীর ও যাহারা তাহাতে আছে তাহাদের উত্তরাধিকারী হইব ও আমার প্রতি তাহারা প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে *। ৪১। (র, ২)

এবং গ্রন্থে (কোরাণে) তুমি এব্রাহিমকে স্মরণ কর, নিশ্চয় সে সাধু সংবাদবাহক ছিল। ৪২। (স্মরণ কর) যখন সে স্বীয় পিতাকে বলিল "হে আমার পিতা, যে বস্তু শ্রবণ করে না ও দর্শন করে না এবং তোমা হইতে কিছু নিবারণ করিতে পারে না তুমি তাহাকে অর্চ্চনা করিও না। ৪৩। হে আমার পিতা, নিশ্চয় আমার নিকটে সেই জ্ঞান আসিয়াছে যাহা তোমার নিকটে পহুঁছে নাই, অতএব আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সরল পথ প্রদর্শন করিতেছি। ৪৪। হে আমার পিতা, তুমি শয়তানকে পূজা করিওনা, নিশ্চয় শয়তান পরমেশ্বরের সম্বন্ধে অপরাধী হয়। ৪৫। হে আমার পিতা, নিশ্চয় আমি ভয় পাইতেছি যে পরমেশ্বর হইতে বা শাস্তি (আসিয়া) তোমার প্রতি সংলগ্ন হয়, পশ্চাৎ তুমি শয়তানের বন্ধু হইবে" ৪৬। সে বলিল "হে এব্রাহিম, তুমি কি আমার ঈশ্বর সকল হইতে বিমুখ আছ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তবে অবশ্য তোমাকে চূর্ণ করিব; দীর্ঘকাল তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ

---

* "আমি পৃথিবীর ও যাহারা তথায় আছে তাহাদের উত্তরাধিকারী হইব" অর্থাৎ সমুদায় বিনাশ প্রাপ্ত হইবে আমি থাকিব। (ত, হো,)

কর"। ৪৭। সে বলিল "তোমার প্রতি সলাম, সত্বর তোমার জন্য আপন প্রতিপালকের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিব, নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি কৃপালু হন *। ৪৮। এবং আমি তোমাদিগহইতে ও তোমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যে বস্তুকে আহ্বান করিয়া থাক তাহা-হইতে দূর হইতেছি এবং আমি আপন প্রতিপালককে আহ্বান করিব, ভরসা যে স্বীয় প্রতিপালককে আহ্বান করা হেতু আমি হতভাগ্য হইবনা" †। ৪৯। অনন্তর যখন সে তাহাদিগহইতে ও তাহারা ঈশ্বর ভিন্ন যাহাকে অর্চ্চনা করে তাহাহইতে দূর হইল তখন আমি তাহাকে এস্‌হাক ও ইয়কুব দান করিলাম এবং প্রত্যেককে সংবাদবাহক করিলাম। ৫০। এবং তাহাদিগকে আমি আপন অনুগ্রহে দান করিলাম, ও তাহাদের জন্য উন্নত সরলতার রসনা সৃজন করিলাম। ৫১। (র, ৩)

---

* এব্রাহিম স্বীয় পিতা আজরকে বলিলেন যে তোমার প্রতি সলাম হউক। অর্থাৎ আমি বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইতেছি। সলাম করিয়া তিনি পিতার প্রতি তিক্ত মিশ্র মধুর ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন যেন আজরের মন একটু বিদ্ধ হয় ও সত্য ধর্ম্মের প্রতি মন যায়। পুনশ্চ কথিত আছে যে যখন এব্রাহিম প্রস্থা-নের উদ্যোগী হইলেন তখন তাঁহার পিতা বলিলেন "গমনে দুঃখিত হইওনা, তোমার ঈশ্বর উত্তম, তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন না।" এব্রাহিম এই কথায় তাঁহার হৃদয়ে বিশ্বাসের সঞ্চার হওয়ার আশা করিয়া তাঁহাকে সলাম করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

† অর্থাৎ তোমরা মূর্ত্তিপূজা করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত ও বিনষ্ট হইতেছ, আমি ঈশ্বরের নিকটে আশা করি যে অবশ্য সকল মনোরথ হইব। কথিত আছে এব্রাহিম বাবল হইতে পারস্যের পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিয়া সাত বৎসর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করি-য়াছিলেন। যখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় ও পিতৃব্য হাজর প্রতিমা সকলের ভার গ্রহণ করে সেই সময়ে তিনি বাবলে প্রত্যাগমন করিয়া পুত্তলিকার

এবং গ্রন্থে মুসাকে স্মরণ কর, নিশ্চয় সে বিশুদ্ধ ছিল ও প্রেরিত সংবাদবাহক ছিল। ৫২। এবং আমি তুর গিরির দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে তাহাকে ডাকিয়াছিলাম ও কথা বলার অবস্থায় তাহাকে নিকটবর্ত্তী করিয়াছিলাম *। ৫৪। এবং আমি তাহাকে আপন অনুগ্রহে তাহার ভ্রাতা হারুণকে সংবাদবাহক (করিয়া) দান করিয়াছিলাম। ৫৪। এবং এস্মায়িলকে গ্রন্থে স্মরণ কর, নিশ্চয় সে অঙ্গীকারের অব্যর্থকারী ছিল ও প্রেরিত সংবাদবাহক ছিল †। ৫৫। এবং সে আপন পরিজনকে উপাসনা ও ধর্ম্মার্থ দান করিতে আদেশ করিত, ও আপন প্রতিপালকের নিকটে মনোনীত ছিল। ৫৬। এবং এদ্রিসকে গ্রন্থে স্মরণ কর, নিশ্চয় সে সত্যবাদী সংবাদবাহক ছিল ‡। ৫৭। আমি তাহাকে উন্নত স্থানে উঠাইয়া

নিন্দা আরম্ভ করেন ও প্রতিমা সকল ভাঙ্গিয়া ফেলেন। পাষণ্ড রাজা নমরুদ তাঁহাকে অগ্নিতে বিসর্জন করে, অগ্নি শীতল হইয়া যায় এবং তিনি স্বীয় পত্নী সারা ও অনুগত বন্ধু লুতকে সঙ্গে করিয়া শাম দেশে যাত্রা করেন। এ স্থলে পরমেশ্বর সেই দেশান্তর গমনের বৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছেন। (ত, হো,)

* পরমেশ্বর মুসাকে উন্নত করিয়া স্বীয় মন্দিরের সন্নিহিত করিয়াছিলেন। মুসা ঈশ্বর কর্তৃক এক স্বর্গ হইতে স্বর্গান্তরে ক্রমশঃ নীত হইয়া ঈশ্বরের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন। (ত, হো,)

† এস্মায়িল কাহার নিকটে এরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, যে পর্য্যন্ত তুমি আমার নিকটে ফিরিয়া না আইস আমি এ স্থলে অবস্থিতি করিব। তিন দিবস অন্তে কেহ কেহ বলেন সম্বৎসর অতীত হইলে সেই ব্যক্তি তথায় ফিরিয়া আইসে, এস্মায়িল স্বীয় অঙ্গীকারের অনুরোধে তথায় স্থিতি করেন। এতাবৎকাল বৃক্ষের বল্কল মাত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। (ন, হো,)

‡ এদ্রিস আদমের প্রপৌত্র শিসের পৌত্র ও নুহার পিতামহ ছিলেন। তাঁহার নাম আখনুখ, এদরিস উপাধি ছিল। সর্ব্ব প্রথমে এদ্রিসই সূচীকর্ম্ম ও লেখনী যোগে লিপি করেন এবং গ্রহ নক্ষত্রের তত্ত্ব প্রচার করেন। তাঁহার

ছিলাম *। ৫৮। আদমের বংশের ও যাহাদিগকে নুহের সঙ্গে (নৌকায়) আরোহণ করাইয়াছিলাম, তাহাদের এবং এব্রাহিম ও এস্রায়িলের বংশের ও যাহাদিগকে আমি পথ প্রদর্শন ও আকর্ষণ করিয়াছি তাহাদের (বংশের) স্বর্গীয় বার্ত্তাহারীদিগের (মধ্যে) ইহারা; যাহাদিগের প্রতি ঈশ্বর পুরস্কার দান করিয়াছেন যখন তাহাদের প্রতি পরমেশ্বরের নিদর্শন পাঠ করা হইত তখন তাহারা রোরুদ্যমান হওত পড়িয়া যাইত †। ৫৯। অনন্তর তাহাদের পরে (কু) সন্তানগণ স্থলবর্ত্তী হইল, তাহারা উপাসনা ত্যাগ করিল, কামনা সকলের অনুসরণ করিল, পরে সত্বরই তাহারা স্বীয় (পথভ্রান্তির শাস্তির) সাক্ষাৎ লাভ করিবে ‡। ৬০। + কিন্তু যাহারা

প্রতি ত্রিংশৎ ধর্ম্ম পুস্তিকা অবতারিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে এদ্রিস আদমের মৃত্যুর পর শত বৎসরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

* অর্থাৎ ঈশ্বর তাঁহাকে প্রেরিতের উন্নত পদে ও স্বীয় সন্নিহিত ভূমিতে উন্নমিত করিয়াছিলেন, অথবা স্বর্গলোকে পহুঁছাইয়াছিলেন। মেরাজের বৃত্তান্তে উল্লিখিত হইয়াছে যে হজরত মোহম্মদ চতুর্থ স্বর্গে এদ্রিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

† ঈশ্বরের মহিমার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাকে প্রণাম ও তাঁহার ভয়ে রোদন করিতেন। ঐশ্বরিক বাক্য শ্রবণে ক্রন্দন করা একটি বিশেষ ভাব। শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে কোরাণ পাঠ কালে রোদন করিবে, কান্না না পাইলে চেষ্টা করিয়াও কাঁদিবে। প্রেরিত পুরুষের প্রতি প্রেরিত ঐশ্বরিক বাক্য শ্রবণে অনুরাগানল অন্তরে জ্বলিয়া উঠিলে অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া নয়ন পথ দিয়া বহির্গত হয়। কোরাণের নমস্কার সকলের মধ্যে এই নমস্কার পঞ্চম। হজরত শেখ আরবী এই নমস্কারকে যাহা ঐশ্বরিক নিদর্শন সকল পাঠে হইয়া থাকে সাধারণ পুরস্কারের নমস্কার ও ক্রন্দনকে তাহার শাখা বলিয়াছেন। এই ক্রন্দন হর্ষ ও আনন্দের জন্য হয়, শোক বিষাদের কারণে নয়। (ত, হো,)

‡ "গয়ি" অর্থে পথভ্রান্তি বা দুষ্ক্রিয়ার বিনিময় কিংবা শাস্তি বা ক্ষতি। কথিত

অনুতাপ করিয়াছে ও বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে তাহারা নয়, অনন্তর তাহারাই স্বর্গে প্রবেশ করিবে এবং কিঞ্চিৎমাত্র অত্যাচরিত হইবে না। ৬১ + সেই নিত্য বাসের স্বর্গোদ্যান যাহা পরমেশ্বর গোপনে আপন দাসের প্রতি অঙ্গীকার করিয়াছেন * । ৬২। আশীর্ব্বাদ ব্যতীত তাহারা বৃথা বাক্য তথায় শ্রবণ করিবে না, ও তথায় প্রাতঃসন্ধ্যা তাহাদের উপজীবিকা তাহাদের জন্য হইবে †। ৬৩। আপন দাসদিগের যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ভীরু হয় তাহাকে আমি যাহার অধিকারী করিয়া থাকি এই সেই স্বর্গ ৬৪। এবং আমি (হে মোহম্মদ,) তোমার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না, আমার সম্মুখে ও আমার পশ্চাতে এবং ইহার মধ্যে যাহা উহা তাঁহারই, এবং

আছে যে "ঘয়ি" নরকের অন্তর্গত কূপ বিশেষ। নরক নিবাসিগণ সেই কূপাধ্যক্ষের শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবে। কেহ কেহ বলেন নরক লোকের অন্তর্গত প্রজ্বলিত অগ্নিময় কান্তার বিশেষ, তাহার শাস্তি গুরুতর, যাহারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অধীন আছে ও নমাজ পড়ে না তাহারা তথায় শাস্তি ভোগ করিবে। (ত, হো,)

* অর্থাৎ বিশ্বাসীদিগকে যে পরমেশ্বর স্বর্গে লইয়া যাইবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন উহা গোপনে আছে, অথবা তাঁহারা সেই স্বর্গ হইতে গুপ্ত। যখন অঙ্গীকার হইয়াছে তখন গুপ্ত আছেন বলিয়া তাঁহাদের ভাবনা নাই। (ত, হো,)

† সম্পন্ন লোকেরা যেমন দুই বেলা অন্নাদি ভোজন করে স্বর্গবাসী লোকেরাও সেইরূপ স্বর্গীয় সামগ্রী প্রাতঃ সন্ধ্যা ভোগ করিবে। অর্থাৎ তাহাদের স্থায়ী উপজীবিকা হইবে। স্বর্গে যদিচ দিবা রাত্রি নাই তথাপি এমন লক্ষণ সকল আছে যে তাহা দ্বারা দিবা রাত্রির ভাব বুঝা যায়। কথিত তথায় আছে যবনিকা নিক্ষেপ ও দ্বার বন্ধ করিলে রজনী অনুভূত হয়, যবনিকা ও দ্বার উদঘাটন করিলে দিবা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। নিশাকালে স্বর্গীয় দাসীগণ দিবাতে দাসগণ বিশ্বাসীদিগের সেবা করিতে উপস্থিত হয়। (ত, হো,)

তোমার প্রতিপালক বিস্মরণ কারী নহেন *। ৬৫। তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর ও এই উভয়ের মধ্যে যাহা আছে তাহার প্রতিপালক, অতএব তাঁহাকে অর্চ্চনা কর ও তাঁহার অর্চ্চনায় ধৈর্য্যধারণ কর, তুমি কি তাঁহার সম নাম জান? †। ৬৬। (র, ৪)

এবং লোকে বলে "যখন আমরা মরিয়া যাইব একান্তই কি জীবিত বহিষ্কৃত হইব?" ৬৭। মনুষ্য কি স্মরণ করে না যে আমি পূর্ব্বে তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং সে কিছুই ছিল না। ৬৮। অনন্তর তোমার প্রতিপালকের শপথ, একান্তই আমি শয়তানের সঙ্গে তাহাদিগকে সমুত্থাপন করিব, তৎপর অবশ্য তাহাদিগকে নরকের পার্শ্বে জানুপাতিতরূপে উপস্থিত করিব ‡। ৬৯। তৎপর প্রত্যেক মণ্ডলীর মধ্য হইতে যাহারা ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্যতারূপে দুরন্ত তাহাদিগকে অবশ্য টানিয়া লইব। ৭০। অতঃপর অবশ্য

---

* যখন হজরতকে আত্মা ও জোল্‌করণয়ন এবং গর্ত্তনিবাসীদিগের বিষয়ে কেহ কেহ প্রশ্ন করিল তখন তিনি বলিলেন "তোমরা কল্য আগমন করিও ইহার উত্তর দান করিব।" ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে দ্বাদশ বা পঞ্চদশ কিংবা বিংশতি দিন পর্য্যন্ত জেব্রিল আগমন করিলেন না। পরে জেব্রিল উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন "ভ্রাতঃ, বিলম্বে কেন আগমন করিলে? আমি অমুক বিষয়ের উত্তর দান করিতে না পারিয়া তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলাম।" তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের কার্য্য সকল যাঁহার আয়ত্তাধীন তিনি বিস্মৃত হইবার নহেন। (ত, হো,)

† অর্থাৎ কাহারও "আল্লা" নাম আছে তুমি কি জান? বস্তুতঃ জান না। ঈশ্বরের মহিমার এই একটি নিদর্শন যে কোন অংশীবাদী পৌত্তলিক আপন অসত্য দেবতাকে "আল্লা" বলে না, বরং আলা বলিয়া থাকে। (ত, হো,)

‡ ভয়েতে তাহারা খাড়া পড়িয়া যাইবে, ঠিকভাবে বসিতে পারিবে না, জানুর উপরে পড়িয়া যাইবে। (ত, শা,)

আমি তাহাদিগের সম্বন্ধে উত্তম জ্ঞাত যে তাহারা তন্মধ্যে প্রবেশের অধিক উপযুক্ত। ৭১। তন্মধ্যে গমনকারী ব্যতীত তোমাদের (কেহই) নহ, তোমার প্রতিপালকের সম্বন্ধে (এই অঙ্গীকার) এক দৃঢ় কার্য্য *। ৭২। তৎপর যাহারা ধর্ম্মভীরু হইয়াছে আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিব এবং তন্মধ্যে জানু পাতিত রূপে অত্যাচারীদিগকে বিসর্জ্জন করিব। ৭৩। এবং যখন তাহাদের নিকটে আমার উজ্জ্বল নিদর্শন সকল পঠিত হয় তখন ধর্ম্মদ্রোহিগণ বিশ্বাসীদিগকে বলে "এই দুই দলের মধ্যে পদানুসারে কে শ্রেষ্ঠ? এবং পরিষদ অনুসারে কে অতি উত্তম" †। ৭৪। তাহাদের পূর্ব্বে দলের কত লোককে আমি বিনাশ করিয়াছি, তাহারা গৃহসামগ্রী অনুসারে ও দৃশ্যে অত্যুত্তম ছিল। ৭৫। তুমি বলিও "যে ব্যক্তি পথভ্রান্তিতে আছে যাহা অঙ্গীকার করা যাইতেছে তাহা বা শাস্তি কিম্বা কেয়ামত তাহাদের দর্শন হওয়া পর্য্যন্ত হয়তো পরমেশ্বর তাহাদিগকে অধিক রূপে অধিক দিবেন, অনন্তর তাহারা জানিতে পাইবে সে কে যে পদানুসারে নিকৃষ্টতর, ও সৈন্যবল অনুসারে দুর্ব্বলতর ‡। ৭৬। যাহারা উপদেশে উপদিষ্ট হইয়াছে ঈশ্বর তাহা-

---

* কিন্তু বিশ্বাসী লোকেরা যখন তথায় উপস্থিত হইবে তখন অগ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। হদিসে উক্ত হইয়াছে যে, কোন কোন স্বর্গগামী লোক প্রশ্ন করিবে যে ঈশ্বর যখন বলিয়াছেন "তন্মধ্যে গমনকারী ব্যতীত তোমরা (কেহই) নহ।" এমন অবস্থায় আমরা কেমন করিয়া অগ্নি দর্শন করিব না? দেবগণ বলিবেন নিশ্চয় নরকাগ্নিতে তোমরা উপস্থিত হইবে, কিন্তু তোমাদের বিশ্বাসের জ্যোতিতে অগ্নি নির্ব্বাণ পাইবে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ ধর্ম্মদ্রোহী লোকেরা বলে যে আমরা সভাস্থলে আরবের সম্ভ্রান্ত ও শ্রেষ্ঠ লোক, তোমরা সভায় দুর্ব্বল ও অধীন। অনন্তর পরমেশ্বর তাহাদের অহঙ্কার চূর্ণ করিবেন। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত শাস্তি না হয় পরমেশ্বর পথভ্রান্ত লোকদিগকে ধন জন

দিগকে অধিক দান করেন, এবং তোমার প্রতিপালকের নিকটে পুরস্কারানুসারে অবিনশ্বর সাধুতা শ্রেয়ঃ, এবং পরাবৃত্তি অনুসারে শ্রেয়ঃ *। ৭৭। অনন্তর যে আমার নিদর্শন সকল সম্বন্ধে অধর্ম্ম করিয়াছে তাহাকে কি তুমি দেখিয়াছ ? সে বলিয়াছে অবশ্য ধন ও সন্তান আমাকে প্রদত্ত হইবে †। ৭৮। সে কি গুপ্ত (তত্ত্ব) অবগত হইয়াছে, অথবা ঈশ্বরের নিকটে কোন অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছে ? ৭৯।+ সে নয়, সে যাহা বলিতেছে অবশ্য তাহা আমি লিখিব এবং তাহাকে অধিক শাস্তিদানরূপে অধিক দিব। ৮০।+ এবং সে যাহা বলে আমি তাহাকে তাহার উত্তরাধিকারী করিব এবং (পরে) আমার নিকট সে একাকী উপস্থিত হইবে। ৮১। এবং তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া (অন্য) ঈশ্বর গ্রহণ করিয়াছে যেন উহা তাহাদের জন্য গৌরব হয়,। ৮২। এরূপ নয়, অবশ্য তাহারা তাহাদের অর্চ্চনায় বিরুদ্ধাচরণ করিবে এবং তাহাদের সম্বন্ধে বিরোধী হইবে। ৮৩। (র, ৫)

মান সম্ভ্রম হয়তো অধিক দিবেন, পরে জানিতে পারিবে তাহারা কেমন হীন দুর্ব্বল ও দুরবস্থাপন্ন। তাহাদিগের সৈন্য সামন্ত সহায় সম্বল কিছুই থাকিবে না এদিকে দেবগণ ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ বিশ্বাসীদিগের সহায় ও বন্ধু হইবেন। (ত, হো,)

* অর্থাৎ কাফেরদিগের পৃথিবীতে ধন ঐশ্বর্য্য মান সম্ভ্রম আছে, কিন্তু পরলোকে তাহাদের দুঃখ বিপত্তি সার হইবে। কিন্তু সংসারে বিশ্বাসীদিগের ধর্ম্ম ও আলোক আছে, পরলোকেও তাঁহাদের জন্য পুরস্কার ও উত্তম প্রত্যাবর্ত্তন স্থান আছে। (ত, হো)

† হারসের পুত্র খবাব ওয়াইলের পুত্র আসকে ঋণ দান করিয়াছিলেন। এক দিন তিনি তাহাকে তাহা পরিশোধ করিতে বলেন, তাহাতে সে বলে "যে পর্য্যন্ত তুমি মোহম্মদের বিরোধী নাহও সে পর্য্যন্ত আমি ঋণ পরিশোধ করিব না।" খবাব বলিলেন "ঈশ্বরের শপথ আমি কখন কাফের হইব না"। আস বলিল "যে দিবস

তুমি কি দেখ নাই যে আমি ধর্ম্মদ্রোহী দিগের প্রতি শয়তান দিগকে প্রেরণ করিয়া থাকি তাহারা তাহাদিগকে চঞ্চলতায় চঞ্চলিত করিয়া থাকে *। ৮৪। + অতএব তাহাদের সম্বন্ধে ব্যস্ত হইওনা, আমি তাহাদের নিমিত্ত (দিন) গণনায় গণনা করি ইহা বৈ নহে। ৮৫। + সেই দিন ধর্ম্মভীরু লোকদিগকে পরমেশ্বরের দিকে আতিথিরূপে সমুত্থাপন করিব †। ৮৬। + এবং পপীদিগকে তৃষ্ণার্ত্ত রূপে নরকের দিকে তাড়াইয়া লইয়া যাইব। ৮৭। ঈশ্বরের নিকটে যে ব্যক্তি অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছে সে বৈ (পাপ হইতে) মুক্তির অনুরোধ করিতে পারিবে না। ৮৮।

তুমি সমুত্থাপিত হইবে সে দিন আসিও, তুমি যাহা বল যদি তাহা সত্য হয় তবে আমার নিকট হইতে ঋণ পরিশোধ করিও। আমি পরলোকে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইব, যেহেতু আমার ধন জন সন্তান অধিক আছে।" এই উপলক্ষে পরমেশ্বর এই আয়ত প্রেরণ করেন। (ত, হো,)

* অর্থাৎ শয়তান দিগকে কাফের দিগের বন্ধু করিয়া দিব, শয়তানগণ তাহাদিগকে নানা পাপ প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিবে। (ত, হো,)

† এমাম কশিরি বলিয়াছেন যে কতক লোক সাধন ভজনার গৌরবে আছেন ও কোন সম্প্রদায় ধর্ম্মের উচ্চাভিলাষরূপ বাহনে আরূঢ়; যাঁহারা সাধনার বাহনে চড়িয়াছেন তাঁহারা স্বর্গ অন্বেষণ করেন, তাঁহাদিগকে স্বর্গের উদ্যানে লইয়া যাওয়া হইবে। যাঁহারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা ঈশ্বর অন্বেষণ করেন তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের সন্নিধানে উপস্থিত করা হইবে। মমশাদ নামক সাধু পুরুষের মুমূর্ষাবস্থায় এক জন ফকির তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া এরূপ প্রার্থনা করিতেছিল যে, হে পরমেশ্বর, ইহার প্রতি দয়া কর, ইহাকে স্বর্গে লইয়া যাও।" তাহা শুনিয়া মমশাদ ধম্‌কাইয়া বলেন "হে অবোধ, ত্রিশ বৎসর যাবৎ স্বর্গ আপন শোভা সম্পদের সহিত আমার নিকটে প্রকাশ পাইতেছে, আমি তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করি নাই। এইক্ষণ ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিতেছি, তুমি এদিকে আমার জন্য স্বর্গ চাহিতেছ।" (ত, হো,)

এবং তাহারা বলে যে পরমেশ্বর পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন, সত্য-সত্যই তোমরা এক কুৎসিত বিষয় আনয়ন করিলে। ৮৯। + ইহা হইতে স্বর্গ ও পৃথিবী বিদীর্ণ হইবার ও পর্ব্বত সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িবার উপক্রম। ৯০। + যেহেতু তাহারা ঈশ্বরের জন্য পুত্র সমর্থন করিয়াছে। ৯১। ঈশ্বরের নিমিত্ত উচিত নয় যে তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন। ৯২ + ঈশ্বরের নিকটে দাস হইয়া আগমন করে ভিন্ন স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে কেহই নাই। ৯৩। সত্য-সত্যই তিনি তাহাদিগকে আয়ত্ত করিয়াছেন ও তাহাদিগকে গণনায় গণিয়াছেন। ৯৪। + এবং কেয়ামতের দিনে তাহাদের প্রত্যেকে একাকী তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইবে। ৯৫। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে, অবশ্য তাহাদিগকে পরমেশ্বর প্রেম করিবেন। ৯৫। পরন্তু তোমার রসনায় ইহাকে (কোরাণকে) সহজ করিয়াছি ইহা বৈই নহে যেন তুমি তদ্দ্বারা ধর্ম্মভীরু লোকদিগকে সুসংবাদ দান কর ও কলহকারী দলকে ভয়-প্রদর্শন কর। ৯৭। এবং তাহাদের পূর্ব্বে আমি সম্প্রদায় সকলের কত লোককে বিনাশ করিয়াছি, তুমি কি তাহাদের কাহাকেও জানিতেছ ও তাহাদের সম্বন্ধে কোন ধ্বনি শুনিতে পাইতেছ। *। ৯৮। (র, ৬)

---

* অর্থাৎ যখন আমার শাস্তি তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ হইল তখন তাহারা সমূলে বিনাশ পাইল, কেহই অবশিষ্ট রহিল না যে কোন ব্যক্তি দেখিতে পাইবে, কোন শব্দ রহিলনা যে কেহ শুনিতে পাইবে। (ত, হো,)

সূরা তাহা।*

বিংশতি অধ্যায়।

১৩৫ আয়ত, ৮ রকু।

(দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

প্রার্থী ও পথ প্রদর্শক "। ১। আমি তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) (এজন্য) কোরাণ অবতারণ করি নাই যে তুমি ক্লেশ প্রাপ্ত হও। ২। + কিন্তু যে ব্যক্তি ভীত হয় তাহাকে উপদেশ দান

---

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। 'প্রথম অবস্থায় হজরত একপদে দণ্ডায়মান হইয়া অবিশ্রান্ত সাধনা করিতেন, তাহাতে তাঁহার চরণ স্ফীত ও বেদনা যুক্ত হইত, তদুপলক্ষেই এই "তা হা" সূরার অবতারণ হয়। অনুজ্ঞা বিশেষে তা, ভূমি অর্থে হা ইঙ্গিত হইয়াছে; অর্থাৎ তুমি উভয় চরণ ভূমিতলে স্থাপন কর, এই বাক্য হইতেই সূরার আরম্ভ। কেহ কেহ বলেন যে একদিন আবু জহল হজরতকে বলিয়াছিল যে তুমি আমাদের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্লেশ পাইতেছ। অথবা সে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিল যে মোহম্মদের প্রতি কোরাণ অবতারিত হইয়াছে তাহাকে কেবল ক্লেশ যন্ত্রণা দান করিবার জন্য। তাহাতেই হে মহাপুরুষ তোমার ন্যায় বীরত্বের প্রান্তরে কেহ পদ নিক্ষেপ করে নাই এই ভাব ব্যঞ্জক "তা হা" শব্দ অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

+ "তা হা" ব্যবচ্ছেদক শব্দ। তন্মধ্যে মূল দুইটী বর্ণ ত, হ,। এ স্থলে এই দুই বর্ণের প্রত্যেকের বহু সাঙ্কেতিক অর্থ নিষ্পন্ন হয়। তন্মধ্যে এক প্রকারে তার অর্থ অন্বেষণকারী অর্থাৎ মণ্ডলীর সদ্গতির জন্য অনুরোধ করার প্রার্থী; হার অর্থ পথপ্রদর্শক, অর্থাৎ বিধির পথ প্রদর্শনকারী। ইহা হজরতের নাম বিশেষ।

করিতে যিনি পৃথিবী ও উন্নত স্বর্গ সকল সৃজন করিয়াছেন তাঁহা হইতে (ইহার) অবতরণ হইয়াছে। ৩+৪। পরমেশ্বর স্বর্গের উপরে স্থিতি করিয়াছেন। ৫। পৃথিবীতে যাহা ও স্বর্গলোক সকলে যাহা এবং আর্দ্রভুমির নিম্নে (তহতঃসরাতে) যাহা আছে উহা তাঁহার। * । ৬। এবং যদি কথা ব্যক্ত কর, (ভাল) পরন্তু নিশ্চয় তিনি গুপ্ত ও গুপ্ততম (বিষয়) জানেন। †। ৭। সেই পরমেশ্বর তিনি বৈ উপাস্য নাই, তাঁহার উত্তম নাম-সকল আছে। ৮। এবং তোমার নিকটে কি মুসার বৃত্তান্ত উপস্থিত হইয়াছে ? ৯। যখন সে অগ্নি দর্শন করিল তখন আপন পরিজনকে বলিল "তোমরা বিলম্ব কর, নিশ্চয় আমি অগ্নি দর্শন করিয়াছি, হয়তো তাহা হইতে তোমাদের নিকটে অনলখণ্ড আনয়ন করিব,

---

ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এই শব্দ ঈশ্বরের নাম ও কোরাণের নামবিশেষেও ব্যবহৃত হয়। ভাষ্যগ্রন্থে এ বিষয়ের বিস্তারিত তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, এস্থলে তাহা বর্ণন করা আবশ্যক বোধ হইল না। (ত, হো)

* আর্দ্র ভূমির নিম্নে পৃথিবীর সর্ব্বনিম্ন স্তর। নানা তফ্সিরেতে উক্ত হইয়াছে যে পৃথিবীর সপ্তস্তর, উহা এক দেবতার স্কন্ধে আছে, সেই দেবতার পদদ্বয় এক বৃহৎ প্রস্তরের উপরে এবং প্রস্তর এক স্বর্গীয় বৃষের শৃঙ্গের উপর স্থাপিত, এবং বৃষের পদ স্বর্গস্থ "কওসর" নামক ক্রীড়া সরোবরের এক মৎস্যের পৃষ্ঠোপরি প্রতিষ্ঠিত, মৎস্য সাগরে ও সাগর নরকের উপরে স্থিত, নরক বায়ুর পৃষ্ঠে, বায়ু তিমিরাচ্ছাদনের উপর ও সেই আচ্ছাদন আর্দ্র ভূমির উপর সংস্থিত। স্বর্গ ও পৃথিবীনিবাসীদিগের জ্ঞান উপরিউক্ত আর্দ্র ভূমি অতিক্রম করে না। "তহত সরাতে" অর্থাৎ আর্দ্র ভূমির নিম্নে যাহা আছে তাহা পরমেশ্বর মাত্র জানেন। (ত, হো,)

† তাহাই গুপ্ত যাহা অন্যে করে ও জানে এবং লুক্কায়িত করিয়া থাকে, গুপ্ততম তাহার অন্তরের বিষয় যাহা মনুষ্যে জানে না। অথবা তাহাই গুপ্ত যাহা অন্যজনকে বলা যায়, অন্তরে যাহা লুকাইয়া রাখা যায় তাহা গুপ্ততম। (ত, হো,)

অথবা অগ্নির নিকটে কোন পথপ্রদর্শক প্রাপ্ত হইব। *। ১০। অনন্তর যখন সে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল, আমি ডাকিলাম "হে মুসা, নিশ্চয় আমি তোমার প্রতিপালক, অতঃপর তোমার পাদুকাদ্বয় উন্মোচন কর, নিশ্চয় তুমি তুর নামক পবিত্র প্রান্তরে আছ। ১১। ১২। + এবং আমি তোমাকে মনোনীত করিলাম অনন্তর যাহা প্রত্যাদেশ করা যাইতেছে তুমি শ্রবণ কর। ১৩। নিশ্চয় আমি পরমেশ্বর, আমা ব্যতীত উপাস্য নাই, অতএব আমাকে অর্চ্চনা কর ও আমাকে স্মরণ করিবার জন্য উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ। ১৪। নিশ্চয় কেয়ামত উপস্থিত হইবে, আমি তাহার (সময়) গোপন রাখিতে উদ্যত, যেন প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা করিতেছে তাহাকে তাহার অনুরূপ ফল দেওয়া যায়। ১৫। অনন্তর তাহাতে যে ব্যক্তি অবিশ্বাসী হইয়াছে ও স্বীয় কামনার অনুসরণ করিয়াছে সে যেন তাহা হইতে (বিশ্বাস হইত) তোমাকে নিবৃত্ত না করে, তাহা হইলে তুমি বিনাশ পাইবে। ১৬। এবং হে মুসা, তোমার দক্ষিণ হস্তে ইহা কি?" সে বলিল "ইহা যষ্টি, আমি ইহার উপর ভর করিয়া থাকি ও এদ্দ্বারা স্বীয় ছাগপালের প্রতি বৃক্ষপত্র নিক্ষেপ করি এবং ইহাতে আমার অন্য কার্য্যও আছে।" ১৮। তিনি বলি-

---

* ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে যে যখন মহাপুরুষ মুসা আপন শ্বশুর শোঅব হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পিতা মাতাকে দর্শন করিবার জন্য সপরিবারে মেসরে যাইতেছিলেন তখন এক দিন পথে অন্ধকার রজনীতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া তুষার বর্ষণ করে, সেই সময় তাঁহারা পথ হারা হইয়া এরমন প্রান্তরের নিকটে উপস্থিত হন, সেই স্থানে তাঁহার পত্নী সেফুরার প্রসব বেদনা আরম্ভ হয়, তখন অগ্নির আবশ্যক হইল, মুসা বহু চেষ্টা করিয়াও আগ্নেয় প্রস্তর হইতে অগ্নি উদ্দীপন করিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ দূরে অনল দেখিতে পাইলেন তাহা দেখিয়া সেফুরাকে এইরূপ বলিলেন। (ত, হো,)

লেন "হে মুসা, তাহা নিক্ষেপ কর"। ১৯। অনন্তর সে তাহা ফেলিয়া দিল, পশ্চাৎ অকস্মাৎ উহা ধাবমান অজগর হইল। ।২০। তিনি বলিলেন "ইহাকে গ্রহণ কর এবং ভয় করিও না; অবিলম্বেই আমি ইহাকে পূর্ব্বাবস্থায় পরিবর্ত্তিত করিব। ২১। এবং তুমি স্বীয় হস্তকে আপন কক্ষতলে সংলগ্ন কর, তাহা নির্দ্দোষ শুভ্র (হইয়া) অন্য নিদর্শনরূপে বাহির হইবে। ২২। তবে আমি তোমাকে স্বীয় মহা নিদর্শন সকল হইতে (নিদর্শন) প্রদর্শন করিব। ২৪। তুমি ফেরওণের নিকটে চলিয়া যাও, নিশ্চয় সে অবাধ্যতাচরণ করিয়াছে। ২৫। (র, ১)

সে বলিল "হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার জন্য আমার হৃদয়কে প্রশস্ত কর। ২৬।+ এবং আমার জন্য আমার কার্য্যকে সহজ কর। ২৭।+ এবং আমার জিহ্বা হইতে গ্রন্থি উন্মুক্ত কর*। ২৮।+তাহা হইলে আমার কথা বুঝিতে পারিবে। ২৯। এবং আমার জন্য আমার পরিবার হইতে কোন সহকারী নিযুক্ত

---

* এক দিন ফেরওণ মুসাকে বাল্যকালে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিল, মুসা ফেরওণের শ্মশ্রু টানিয়া কিয়দংশ উৎপাটন করিয়া ফেলেন, তাহাতে ফেরওণ ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হয়। ফেরওণের পত্নী আসিয়া বিনয় করিয়া বলে এ নিতান্ত বালক ইহার কোন জ্ঞান নাই, উজ্জ্বল মণি ও জলন্ত অগ্নি ইহার নিকটে তুল্য, অতএব ইহাকে ক্ষমা কর। আসিয়া তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিবার জন্য অগ্নিপূর্ণ এক ভাণ্ড ও মণিপূর্ণ এক পাত্র শিশু মুসার নিকটে ধারণ করে, শিশু বিধাতার প্রেরণায় মণিপাত্রের দিকে মনোযোগ না করিয়া একটি জলন্ত অঙ্গার উঠাইয়া লয় এবং তাহা জিহ্বায় অর্পণ করে, তাহাতে জিহ্বা দগ্ধ হওয়ায় তন্মধ্যে গ্রন্থি বসিয়া যায়। তজ্জন্য তিনি কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। এই স্থানে জিহ্বার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিলেন। (ত, হো,)

কর। ৩০।+হারুণ আমার ভ্রাতা। ৩১।+ তদ্দারা তুমি আমার বল দৃঢ় কর। ৩২।+ এবং আমার কার্য্যে তাহাকে অংশী কর। ৩৩।+ তাহা হইলে আমরা তোমাকে বহু স্তব করিব। ৩৪।+ এবং তোমাকে বহু স্মরণ করিব। ৩৫। নিশ্চয় তুমি আমার সম্বন্ধে দর্শক আছ।" ৩৬। তিনি বলিলেন "হে মুসা, নিশ্চয় তোমাকে আপন প্রার্থনীয় প্রদত্ত হইল। ৩৭। এবং সত্য সত্যই আমি তোমার প্রতি দ্বিতীয় বার উপকার করিলাম। ৩৮।+ (স্মরণ কর) যখন তোমার মাতার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হইয়াছে। ৩৯।+ যথা তাহাকে তুমি সিন্দুকে নিক্ষেপ কর, পশ্চাৎ নদীতে তাহা বিসর্জ্জন কর;" অনন্তর তাহাকে নদী, কূলে নিক্ষেপ করিল, তাহার ও আমার শত্রু ফেরওণ তাহাকে গ্রহণ করিল;" এবং আমি আপনা হইতে তোমার প্রতি প্রেম ঢালিয়া দিলাম, এবং (চাহিলাম) যে আমার চক্ষুর সম্মুখে তুমি প্রতিপালিত হও। *। ৪০। যখন তোমার ভগিনী যাইতেছিল তখন সে বলিতেছিল "যে, ইহাকে প্রতিপালন করিবে তাহার প্রতি কি তোমাদিগকে পথ

---

* অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন যে সময় তোমার মাতা তেমোকে প্রসব করিয়াছিল ও ফেরওণের নিযুক্ত লোক সকল হত্যা করিবার জন্য শিশুদিগকে অন্বেষণ করিতেছিল ও তোমার মাতা তোমার সম্বন্ধে ভাবিত ছিল তখন আমি তাহাকে প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম যে এই শিশুকে সিন্ধুকে ভরিয়া নদীতে বিসর্জ্জন কর ইত্যাদি। মুসার মাতা ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে নবজাত মুসাকে সিন্ধুকে স্থাপন করিয়া নীল নদীতে বিসর্জ্জন করে, নদীর স্রোতঃ ফেরওণের প্রাসাদ মূল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইত। সিন্ধুক জলস্রোতে ভাসিয়া ফেরওণের উদ্যানে উপস্থিত হয়, তখন ফেরওণ সস্ত্রীকে জলপ্রণালীর কূলে স্থিতি করিতেছিল, সিন্দুক প্রণালী দিয়া তাহাদের নিকটে ভাসিয়া আইসে। তাহারা সিন্দুক উঠাইয়া তাহার উপরের আচ্ছাদন উদ্ঘাটন করে, তাহাতে পরম

দেখাইব?” অনন্তর আমি তোমাকে তোমার জননীর নিকটে ফিরাইয়া আনিলাম যেন তাহার চক্ষু শান্ত হয় ও সে শোকার্ত্ত না থাকে, এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করিলে, অনন্তর আমি তোমাকে দুঃখ হইতে মক্তি দান করিলাম,এবং পরীক্ষাতে তোমাকে পরীক্ষিত করিলাল, পরে তুমি মদয়নবাসীদিগের মধ্যে অনেক বৎসর বাস করিলে, তৎপরে তুমি হে মুসা, ভাগ্যক্রমে আসিয়াছ। ৪১। এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য মনোনীত করিয়াছি। ৪২। আমার নিদর্শন সকল সহ তুমি যাও, ও তোমার ভ্রাতা (যাউক) এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করিও না। ৪৩। তোমরা উভয়ে ফেরওণের নিকটে যাও, নিশ্চয় সে দুর্দ্দান্ত হইয়াছে। ৪৪। অনন্তর তোমরা তাহাকে কোমল কথা বলিবে, হয় তো সে উপদেশ গ্রহণ করিবে অথবা ভয় পাইবে। ৪৫। তাহারা বলিল “হে আমাদের প্রতি পালক, নিশ্চয় আমরা শঙ্কিত আছি যে সে আমাদের উপরে আক্রমণ করিবে, অথবা অবাধ্যতা করিবে”। ৪৬। তিনি বলিলেন “তোমরা ভয় করিও না, নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি দেখিতেছি ও শুনিতেছি। ৪৭। অনন্তর তোমরা তাহার নিকটে যাও, পরে বল যে নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত, অতএব আমাদের সঙ্গে বনি এ স্রায়িলকে প্রেরণ কর এবং তাহাদিগকে ক্লেশ দিও না, সত্যই আমরা তোমার প্রতিপালকের নিদর্শন সকল সহ উপস্থিত হইয়াছি,এবং যে ব্যক্তি উপদেশের অনুসণ করে তাহার প্রতি আশীর্ব্বাদ। ৪৮। নিশ্চয় আমাদের প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি অসত্যারোপ

সুন্দর শিশু প্রকাশ পাইয়া পড়ে। ফেরওণ ও আসিয়া মুসার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া যায়, তাঁহার মাতাকে ধাত্রী করিয়া তাঁহাকে পালন করে। (ত, হো,)

করে ও অগ্রাহ্য করে তাহার প্রতি শাস্তি হয়” *। ৪৯। সে জিজ্ঞাসা করিল “হে মুসা, অনন্তর কে তোমাদের প্রতিপালক?” ৫০। সে বলিল “যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তাহার প্রকৃতি দান করিয়াছেন, তৎপর পথ দেখাইয়াছেন তিনি আমাদের প্রতিপালক।” ৫১। সে জিজ্ঞাসা করিল “অনন্তর পূর্ব্বতন শতাব্দি সকলের অবস্থা কি?” ৫২। সে (মুসা) বলিল “তাহার জ্ঞান আমার প্রতিপালকের গ্রন্থেতে আছে, আমার প্রতিপালক বিস্মৃত ও বিভ্রান্ত হন না। ৫৩। যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে শয্যা করিয়াছেন ও তন্মধ্যে বর্ত্ম সকল চালিত কয়িয়াছেন এবং আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করিয়াছেন তিনি, ‘অনন্তর তদ্দ্বারা আমি নানাবিধ উদ্ভিদ পদার্থ বাহির করিয়াছি। ৫৪। বলিয়াছিলাম তোমরা ভক্ষণ কর, ও স্বীয় পশুদলকে চরাও, নিশ্চয় ইহাতে বুদ্ধিমান্ লোকদিগের জন্য একান্ত নিদর্শন সকল আছে, †। ৫৫। (র, ২)

---

* এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া মুসা মেসরে চলিয়া যান। মুসার পরিজনবর্গ রজনীতে তাঁহার প্রতীক্ষা করেন, রজনী অবসানেও তাঁহার কোন সংবাদ প্রাপ্ত হন না। তাঁহারা সেই প্রান্তরে এজন্য অত্যন্ত ভাবনা যুক্ত হন। দৈবাৎ তথায় কতিপয় মদয়ন নিবাসী উপস্থিত হয়, তাহারা সেফুরাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার পিতার নিকটে লইয়া যায়। ফেরওণ জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে পর মুসার সংবাদ সেফুরা প্রাপ্ত হন। অবশেষে মুসা মেসরে গমনে উদ্যত হইলে হারুণের প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে তুমি স্বীয় ভ্রাতাকে অভ্যর্থনা করিতে মদয়নের পথে চলিয় যাও। তদনুসারে হারুণ যাইয়া পথিমধ্যে মুসার সঙ্গে মিলিত হন। মুসা স্বীয় বিস্তারিত বিবরণ তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন। পরে উভয়ে মিলিত হইয়া মেসরে উপস্থিত হন। অনেক দিন প্রতীক্ষার পর ফেরওণের সাক্ষাৎ লাভ হয়। তখন তাঁহারা তাহার নিকটে ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রচার করেন। (ত, হো,)

† ফেরওণকে উদ্বোধিত করিবার জন্য মুসা এই সকল ঈশ্বরের উক্তি বলিয়াছিলেন।

'আমি তাহা হইতে (মৃত্তিকা হইতে) তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছি, এবং তন্মধ্যে তোমাদিগকে পুনরানয়ন করিব ও তাহা হইতে পুনর্ব্বার তোমাদিগকে বাহির করিব। ৫৬। এবং সত্য সত্যই আমি তাহাকে (ফেরওণকে) আপন দির্শন সকলের সমগ্র প্রদর্শন করিয়াছি, অনন্তর সে অসত্যারোপ ও অগ্রাহ্য করিয়াছে।" * ॥ ৫৭॥ সে বলিয়াছিল "হে মুসা, তুমি কি আসিয়াছ যে আমাদিগকে আপন ইন্দ্রজাল দ্বারা আমাদিগের দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবে? ৫৮। অনন্তর নিশ্চয় আমি ইহার সদৃশ জাদু তোমার নিকটে উপস্থিত করিব, অতঃপর তোমার ও আমাদের মধ্যে অঙ্গীকৃত সময় নির্দ্ধারণ কর, আমরা তাহার বিপরীতাচরণ করিব না, সমতল ক্ষেত্রে (যথা সময়ে) উপস্থিত হইব"। ৫৯। সে বলিল "তোমাদিগের অঙ্গীকারের সময় শোভা (সম্পাদনের) দিন, যথা মধ্যাহ্নকালে লোক সকল একত্রিত হইবে †"। ৬০। অনন্তর ফেরওণ ফিরিয়া

* অনন্তর ফেরওণ কোন প্রমাণ ও নিদর্শন চাহিল, তাহাতে মুসা যষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তাহা অজগর হইয়া উঠিল, পুনর্ব্বার তাহা গ্রহণ করিলে যষ্টিতে পরিণত হইল, এবং তিনি তাহাকে হস্তের শুভ্রতা প্রদর্শন করিলেন। ফেরওণ অলৌকিকতার পর অলৌকিকতা নয় বার দর্শন করিল, কিছুতেই তাহা গ্রাহ্য করিল না। (ত, হো,)

† শোভার দিন অর্থাৎ কিব্‌তি লোকদিগের উৎসবের দিন, সে দিন মেসরের সমুদায় লোক সুশোভিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইত ও আমোদ আহ্লাদ করিত। মুসা বলিল, বহুলোক যে দিন এক স্থানে একত্রিত হইবে সেই উৎসবের দিন তোমাদের নিকটে আমার অলৌকিকতা প্রদর্শন করা স্থির রহিল, তাহা হইলে সত্যাসত্য সকলের সাক্ষাতে প্রমাণিত হইবে। (ত, হো,)

গেল, পরে নিজের প্রবঞ্চনা সংযোজনা করিল, তৎপর আসিল * ।৬১। মুসা তাহাদিগকে বলিল "তোমাদিগরে প্রতি ধিক্, তোমরা ঈশ্বরের প্রতি অসত্য বন্ধন করিও না, পরে তিনি তোমাদিগকে শাস্তি দ্বারা বিনাশ করিবেন, নিশ্চয় যাহারা (অসত্য) বন্ধন করিয়াছে তাহারা অকৃতকার্য্য হইয়াছে।৬২। অনন্তর তাহারা আপনাদের মধ্যে আপনাদের কার্য্য সম্বন্ধে পরস্পর বাগ্ বিতণ্ডা করিল ও ষড়যন্ত্র গোপন করিল। ৬৩। তাহারা বলিল "নিশ্চয় এই দুই জন ঐন্দ্রজালিক, আপন ইন্দ্র জালদ্বারা তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে ইচ্ছা করে এবং তোমাদের উত্তম ধর্ম্মপথকে দূর করিতে চাহে"† । ৬৪। অতএব চক্রান্তের যোজনা কর, তৎপর শ্রেণীবদ্ধরূপ উপস্থিত হও, এবং নিশ্চয় অদ্য যে ব্যক্তি প্রবল হইল সেই মুক্ত হইল"‡ । ৬৫। তাহারা বলিল

---

* অনন্তর ফেরওণ সভা হইতে নির্জনে চলিয়া গেল, এবং নানা স্থান হইতে ঐন্দ্রজালিক লোক সংগ্রহ করিতে পরামর্শ স্থির করিয়া দেশে দেশে লোক পাঠাইল। (ত, হো,)

† অর্থাৎ পরস্পর তাহারা বলিতে লাগিল যে তোমাদের ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মুসা স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়া তাহা দূর করিতে চাহে, অথবা তোমাদের প্রধান পুরুষদিগকে তোমাদিগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজের প্রতি অনুরক্ত করিতে ইচ্ছু। যখন এরূপ অবস্থা, তখন ঐন্দ্রজালিক উপকরণ সকল সংগ্রহ করা আবশ্যক। (ত, হো,)

‡ অতএব সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রান্তরে চলিয়া আইস, তাহা হইলে তোমাদের ভয় লোকের অন্তরে সঞ্চারিত হইবে এবং চেষ্টা কর, ইন্দ্রজালে মুসার উপর জয়ী হইতে পারিবে। অনন্তর সপ্ততি সহস্র কিম্বা ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র ঐন্দ্রজালিক শ্রেণীবদ্ধ হইল, মুসা ও হারুণ তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ঐন্দ্রজালিক লোকেরা ফেরওণের উপদেশ মতে পুঞ্জ পুঞ্জ রজ্জু ও যষ্টি শূন্য গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে পারদ পুরিয়া প্রান্তরে আনয়ন করিল। (ত, হো,)

"হে মুসা, ইহা কি হইবে যে তুমি (যষ্টি) নিক্ষেপ করিবে, অথবা এই যে, প্রথম নিক্ষেপ করে সে আমরা হইব"? ৬৬। সে বলিল "বরং তোমরা নিক্ষেপ কর;" অনন্তর তাহাদের যষ্টি ও তাহাদের রজ্জু সকল তাহাদের ইন্দ্রজালে তাহার দিকে লক্ষ্য করিতেছিল যেন উহা দৌড়িতেছিল। ৬৭। অনন্তর মুসা আপন অন্তরে ভয় পাইল। ৬৮। আমি বলিলাম "তুমি ভয় করিও না, নিশ্চয় তুমি প্রবল। ৬৯। এবং তোমার দক্ষিণ হস্তে যাহা আছে তাহা নিক্ষেপ কর, তাহারা যাহা প্রস্তুত করিয়াছে তাহা গ্রাস করিবে, নিশ্চয় তাহারা যাহা নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহা ঐন্দ্রজালিক বঞ্চনা, এবং ঐন্দ্রজালিকগণ যে স্থানে যাইবে তথায় মুক্তি পাইবে না *। ৭০। অনন্তর নমস্কারপূর্ব্বক ঐন্দ্রজালিকগণ নিপতিত হইল, বলিল "আমরা হারুণ ও মুসার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাসী হইলাম"। ৭১। সে বলিল "তোমাদিগকে আমার আদেশ করার পূর্ব্বে তোমরা কি তাহাকে বিশ্বাস করিলে? নিশ্চয় সে (মুসা) তোমাদের প্রধান, যে তোমাদিগকে ইন্দ্রজাল শিক্ষা দিয়াছে, অনন্তর অবশ্য আমি

---

* অর্থাৎ তোমার দক্ষিণ হস্তে যে যষ্টি আছে তাহা নিক্ষেপ কর, তাহাদের যষ্টি ও রজ্জুকে ভয় করিও না, তোমার যষ্টি অজগররূপ ধারণ করিয়া সেই সমুদায়কে ভক্ষণ করিবে। অনন্তর মুসা তৎক্ষণাৎ হস্তস্থিত দণ্ড ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন, তখনই উহা প্রকাণ্ড অজগর রূপ ধারণ করিয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক ঐন্দ্রজালিকদিগের সমুদায় ঐন্দ্রজালিক উপাদান গ্রাস করিল। ইহা দেখিয়া লোক সকল ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল, কয়েক সহস্র লোক ভিড়ের চাপে মারা পড়িল। পরে মুসা অজগরের পুচ্ছ ধারণ করিলেন, তৎক্ষণাৎ উহা সেই যষ্টি হইল। ঐন্দ্রজালিকগণ বুঝিতে পারিল যে ইহা ইন্দ্রজাল নহে, যেহেতু এক ইন্দ্রজাল অন্য ইন্দ্রজালকে নষ্ট করে না। বরং ইহাতে ঐশীশক্তি ও মুসার অলৌকিকতার প্রকাশ। (ত, হো,)

তোমাদের হস্ত ও পদ বিপরীতভাবে ছেদন করিব ও খোর্ম্মা তরুর কাণ্ডে তোমাদিগকে শূলে চড়াইব এবং অবশ্য তোমারা জানিবে যে আমাদের মধ্যে কে শাস্তিদান অনুসারে সুকঠিন ও অটল" * ।৭২। তাহারা বলিল "উজ্জ্বল নিদর্শন সকলের যাহা আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে তদুপরি এবং যিনি আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন (তাহার উপর) কখন তোমাকে আমরা শ্রেষ্ঠতা দান করিব না, অনন্তর তুমি যাহার আজ্ঞাকর্ত্তা সেই আজ্ঞা কর, তুমি এই পার্থিব জীবনে আজ্ঞা করিবে ইহা বৈ নহে। ৭৩। নিশ্চয় আমরা আপন প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, তাহাতে তিনি আমাদের জন্য আমাদের অপরাধ এবং ইন্দ্রজাল সম্বন্ধীয় বিষয়ে তুমি যে আমাদিগের প্রতি বল করিয়াছ তাহা মার্জ্জনা করিবেন, ঈশ্বর কল্যাণ ও নিত্য †। ৭৪। নিশ্চয় যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের নিকট অপরাধীরূপে উপস্থিত হয়, পরে একান্তই তাহার জন্য নরক আছে,

---

* অর্থাৎ ফেরওণ ঐন্দ্রজালিকদিগকে বলিল যে আমার আদেশ না পাইয়া তোমরা কি মুসাকে স্বীকার করিলে ? অতএব তোমাদের একজনের হস্ত ও এক জনের পদ এইরূপ বিপরীতভাবে ছেদন করিয়া খোর্ম্মাবৃক্ষের উপর শূলে চড়াইব। মুসাই তোমাদের শিক্ষক ও দলপতি, তোমরা তাহার সঙ্গে যোগ করিয়া ইচ্ছা করিয়াছ যে আমার রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত কর। লোকে দেখিবে আমাদের মধ্যে অর্থাৎ ঈশ্বর ও আমার মধ্যে শাস্তি দানে কে অধিক কঠিন ও স্থায়ী। (ত, হো,)

† ফেরওণ ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য লোকের প্রতি বল প্রয়োগ করিত, অথবা ঐন্দ্রজালিকদিগের আহ্বানে বল প্রয়োগ করিয়াছিল। তাহারা পরমেশ্বরের নিকটে সেই বলপ্রয়োগরূপ অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিল, যেহেতু সমুদায় ধর্ম্মেই বলপ্রয়োগের জন্য ঈশ্বরের নিকটে দায়ী হইতে হয়, কিন্তু এই দায়িত্ব হজরতের মণ্ডলী সম্বন্ধে রহিত হইয়াছে। (ত, হো,)

তথায় সে মরিবে না এবং বাঁচিবেও না *। ৭৫। এবং যে ব্যক্তি তাঁহার নিকটে বিশ্বাসীরূপে উপস্থিত হয় নিশ্চয় সে সাধু কার্য্য করিয়াছে, অনন্তর ইহারাই যাহাদের জন্য উন্নত পদ সকল আছে। ৭৬। + অক্ষয় উদ্যাননিবহ যাহার নিম্ন দিয়া জল প্রণালী সকল প্রবাহিত হয়, তথায় তাহারা নিত্যাবস্থানকারী, যে ব্যক্তি পবিত্র হইয়াছে তাহার ইহাই বিনিময়। ৭৭। (র, ৩)

এবং সত্য সত্যই আমি মুসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি যে আমার দাসগণ সহ (রজনীতে) প্রস্থান কর, অনন্তর তাহাদের জন্য সাগরে শুষ্ক পথ চলিতে থাক, (শত্রুর) ধরিবার ভয় করিও না, এবং (জলমগ্ন হইবার) শঙ্কা করিও না †। ৭৮। অতঃপর ফেরওণ আপন সেনাদল সহ তাহাদের অনুসরণ করিল, পরে তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিল, নদীর যাহা উহা (তরঙ্গ) তাহাদিগকে ঢাকিল ‡। ৭৯। এবং ফেরওণ আপন দলকে পথভ্রান্ত করিল ও পথ প্রদর্শন করিল না। ৮০। (আমি বলিলাম) "হে বনি

---

* অর্থাৎ সে তথায় মরিবে না যে শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবে, এবং সে সুখস্বচ্ছন্দতার জীবনেও জীবিত থাকিবে না। (ত, হো,)

† অর্থাৎ সমুদ্র শুষ্ক হইয়া যাইবে, ফেরওণ সৈন্যবল সহ অনুসরণ করিলেও তোমাদিগকে ধরিতে পারিবেনা; তোমরা সহজে পার হইয়া যাইবে, জলমগ্ন হইবার ভয় নাই, আমি নিরাপদে তোমাদিগকে পার করিব। ঈশ্বরের আজ্ঞাক্রমে মুসা রাত্রিকালে এস্রায়িলমণ্ডলীকে মেসর হইতে বাহির করিয়া লইয়া যান। পরদিন কিব্‌তিগণ সংবাদ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু প্রত্যেকের ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ মুসার অনুসরণ করিতে সক্ষম হয় নাই, পরে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বনিএস্রায়েলকে ধরিতে যায়। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ নদীর তরঙ্গে ফেরওণ সসৌন্য নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। (ত, হো,)

এস্রায়িল, নিশ্চয় তোমাদের শত্রু হইতে আমি তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছি এবং তুরগিরির দক্ষিণদিকে (তওরয়ত গ্রন্থ অবতারণ বিষয়ে) তোমাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করিয়াছি ও তোমাদের প্রতি "মন্না" ও সলওয়া "বর্ষণ করিয়াছি"*। ৮১। এবং (বলিয়াছি) তোমাদিগকে যে বিশুদ্ধ উপজীবিকা দান করিয়াছি তোমরা তাহা ভক্ষণ কর, এবং এ বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করিও না, তবে তোমাদের উপরে আমার ক্রোধ অবতীর্ণ হইবে, এবং যাহার প্রতি আমার ক্রোধ অবতীর্ণ হয় অনন্তর সে নিশ্চয় নিপাত হইবে। ৮২। এবং যে ব্যক্তি ফিরিয়া আইসে ও বিশ্বাস স্থাপন এবং সৎকর্ম্ম করিয়াছে নিশ্চয় আমি তাহার সম্বন্ধে ক্ষমাকারী, তৎপরে সে সৎপথ প্রাপ্ত হইয়াছে। ৮৩। এবং হে মুসা, তোমার মণ্ডলীহইতে তোমাকে কিসে সত্বর আনয়ন করিল" † ? ৮৪। সে বলিল "ঐ তাহারা (অনুবর্ত্তিগণ) আমার পদচিহ্নানুসারে (আসিতেছে,)

---

* মন্না ও সলওয়ার বৃত্তান্ত সুরা বকরাতে বিবৃত হইয়াছে।

† ফেরওণের মৃত্যু হইলে পর বনিএস্রায়িল ধর্ম্মবিধি ও শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা সকল তাহাদের নিমিত্ত নির্দ্ধারণ করিবার জন্য মুসার নিকটে প্রার্থনা করিল। মুসা এ বিষয় ঈশ্বরের সন্নিধানে নিবেদন করিলে আজ্ঞা হইল যে তুমি এস্রায়িল বংশধর প্রধান পুরুষদিগকে সঙ্গে করিয়া তুর পর্ব্বতে আসিবে, তাহা হইলে আমি ব্যবস্থা গ্রন্থ তোমাকে দান করিব। মুসা বনিএস্রায়িলের তত্ত্বাবধানের ভার হারুণের প্রতি অর্পণপূর্ব্বক সত্তর জন প্রধান পুরুষকে সঙ্গে করিয়া তুর গিরির অভিমুখে যাত্রা করেন। অনুবর্ত্তী লোকদিগের নিকটে এই অঙ্গীকার করিয়া যান যে আমি চল্লিশ দিন অন্তে বিধিপুস্তক সহ ফিরিয়া আসিব। তুরের নিকটবর্ত্তী হইয়াই তিনি সঙ্গের লোকদিগকে রাখিয়া ঈশ্বরের বাণী ও ও স্বর্গীয় সন্দেশ শ্রবণ উৎসাহে দ্রুতগতিতে গিরিমূলে উপস্থিত হইলেন। তখন তাহার প্রতি এই উক্তি হইয়াছিল। (ত, হো,)

হে আমার প্রতিপালক, আমি তোমার অভিমুখে সত্বর হইলাম যেন তুমি প্রসন্ন হও"। ৮৫। তিনি বলিলেন "অনন্তর নিশ্চয় আমি তোমার (আগমনের) পর তোমার দলকে পরীক্ষিত করিয়াছি এবং সামরী তাহাদিগকে পথভ্রান্ত করিয়াছে" *। ৮৬। অবশেষে মুসা আপন সম্প্রদায়ের অভিমুখে ক্রুদ্ধ ও বিষণ্ণভাবে প্রত্যাগমন করিল, বলিল "হে আমার মণ্ডলী, তোমাদের প্রতিপালক কি উত্তম অঙ্গীকারে অঙ্গীকার করেন নাই? ৮৭। অনন্তর তোমাদের প্রতি কি সময় দীর্ঘ হইয়াছে, অথবা তোমারা কি ইচ্ছা করিয়াছ যে তোমাদিগের প্রতিপালকহইতে তোমাদের প্রতি আক্রোশ উপস্থিত হয়? অতএব তোমরা আমার অঙ্গীকারের অন্যথাচরণ করিলে" †। ৮৮। তাহারা বলিল "আমরা

---

* সামরী সামরা কুলোদ্ভব এস্রায়িল মণ্ডলীর মধ্যে এক জন প্রধান পুরুষ ছিল। সে গোবৎস পূজা করিত। যখন মুসা তুর গিরিতে চলিয়াগেলেন তখন সামরী হারুণের নিকটে আসিয়া বলিল যে কিব্‌তিদিগের নিকট হইতে চাহিয়া যে সকল অলঙ্কার লওয়া গিয়াছিল তাহা আমাদের নিকটে আছে, উহা অধিকার করা আমাদের উচিত নয়। সকলেই তাহা ক্রয় বিক্রয় করিতেছে, তুমি সেই সকল অভরণ ও ধাতুদ্রব্য একত্র করিয়া বিতরণ করিতে আজ্ঞা কর। এই কথা শুনিয়া তখন হারুণ সমুদায় অলঙ্কার আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন, সে সকল উপস্থিত করা হইলে সামরী এক পাত্রে স্থাপন করিয়া অনলযোগে দ্রবীভূত করে। সে স্বর্ণকারের কার্য্যে সুনিপুণ ছিল। সেই দ্রবীভূত ধাতু দ্বারা এক গোবৎসের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে, জেব্রিলের অশ্বের ক্ষুরের ধূলি উহার ভিতরে নিক্ষেপ করিলে উহা সজীব গোবৎসের ন্যায় শব্দ ও স্পন্দনাদি করিতে থাকে। বনিএস্রায়িলের চারি সম্প্রদায় সেই গোবৎস মূর্ত্তিকে পূজা করিতে আরম্ভ করে। পরমেশ্বর মুসাকে এই সংবাদ দান করিলেন যে তুমি চলিয়া আসলে পর তোমার সম্প্রদায় গোবৎসপূজক হইয়াছে। (ত, হো,)

† মুসা যখন মণ্ডলীর নিকটে উপস্থিত হইলেন তখন দেখিলেন যে গোবৎস

আপন সাধ্যানুসারে তোমার অঙ্গীকারের অন্যথাচরণ করি নাই, কিন্তু আমরা (কিব্‌তি) জাতির অভরণের ভার বহন করিয়াছিলাম, অনন্তর তাহা নিক্ষেপ করিয়াছি, পরে তদ্রূপ সামরীও নিক্ষেপ করিয়াছে"। *। ৮৯। অবশেষে সে (সামরী) তাহাদের জন্য এক গোবৎস মূর্ত্তি বাহির করিল, তাহার শব্দ ছিল, অনন্তর তাহারা (সামরী ও তাহার অনুচরগণ) বলিল "ইহাই তোমাদের ঈশ্বর ও মুসার ঈশ্বর, তৎপর সে ভুলিয়া গেল †। ৯০। অনন্তর তাহারা কি দেখিতেছে না যে সে (গোবৎস) তাহাদের প্রতি কোন উক্তি প্রত্যানয়ন করে না, (কথা বলে না) এবং তাহাদের জন্য কোন ক্ষতি ও বৃদ্ধি করিতে সক্ষম নহে। ৯০। (র, ৪)

এবং সত্য সত্যই পূর্ব্বে হারুণ বলিয়াছিল যে "হে আমার মণ্ডলী, এতদ্দ্বারা তোমরা পরীক্ষিত হইলে ইহা বৈ নহে, এবং নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বর; অনন্তর তোমরা আমার অনুসরণ

মূর্ত্তিকে ঘেরিয়া সকলে নৃত্য করিতেছে ও বাদ্য বাজাইতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন আমি ধর্ম্মগ্রন্থ আনয়নের জন্য তোমাদের দলপতিগণকে সঙ্গে করিয়া তুর গিরিতে গিয়াছিলাম, চল্লিশ দিন পরে ফিরিয়া আসিব আমার এই অঙ্গীকার ছিল, আমি যথা সময়ে উপস্থিত হইয়াছি। এই সময় কি তোমাদের পক্ষে দীর্ঘ হইয়াছিল? (ত, হো,)

* অর্থাৎ এস্রায়িল সন্তানগণ বলিল আমরা মেসর হইতে চলিয়া আসিবার সময় কিব্‌তিগণ হইতে যে সকল অলঙ্কার চাহিয়া আনিয়াছিলাম তাহা আমাদের নিকটে ভার বোধ হইয়াছিল, তজ্জন্য তাহা হারুণের আজ্ঞাক্রমে অগ্নিতে বিসর্জ্জন করিয়াছিলাম। যেমন আমরা ফেলিয়া দিয়াছিলাম তদ্রূপ সামরীও অগ্নিতে বিসর্জ্জন করিয়াছিল, পরে সে তাহা অগ্নিতে গলাইয়া গোবৎস মূর্ত্তি বাহির করিয়াছে। (ত হো,)

† সে ঈশ্বরের উক্তি ভুলিয়া গেল, অর্থাৎ ধর্ম্ম রক্ষা করা যে কর্ত্তব্য ছিল সামরী তাহা পরিত্যাগ করিল। (ত, হো,)

কর ও আমার আজ্ঞা মান্য কর"। ৯১। তাহারা বলিল "যে পর্য্যন্ত (না) মুসা আমাদের নিকটে ফিরিয়া আইসে সে পর্য্যন্ত আমরা ইহার নিকটে সাধনানুসারে নিরন্তর বাস করিব"। ৯২। সে (মুসা) বলিল "হে হারুণ, যখন তুমি তাহাদিগকে বিপথগামী হইল দেখিলে তখন আমার অনুসরণ করিতে কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করিল, অনন্তর তুমি আমার আজ্ঞা অমান্য করিয়াছ" *। ৯৩।+ ৯৪। সে বলিল "হে আমার মাতৃনন্দন, তুমি আমার কেশ ও আমার শ্মশ্রু ধরিও না, নিশ্চয় আমি শঙ্কা করিয়াছিলাম যে তুমি বলিবে যে তুমি বনিএস্রায়িলের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করিয়াছ এবং আমার কথা পালন কর নাই"। ৯৫। সে (মুসা) বলিল "হে সামরি, অনন্তর তোমার কি অবস্থা"? ৯৬। সে বলিল "আমি তাহা দেখিয়াছি যাহা তাহারা দেখে নাই, অনন্তর আমি প্রেরিত পুরুষের (অশ্বের) পদাঙ্কের এক মুষ্টি মৃত্তিকা গ্রহণ করণান্তর উহাতে (গোবৎসে) নিক্ষেপ করিয়াছি এবং এইরূপে আমার চিত্ত আমাকে উৎকৃষ্ট দেখাইয়াছে †। ৯৭। সে বলিল "অনন্তর তুমি চলিয়া যাও, অবশেষে নিশ্চয় জীবদ্দশাতে তোমার জন্য (শাস্তি এই যে) তুমি বলিবে "অস্পৃশ্য" এবং নিশ্চয় তোমার জন্য এক অঙ্গীকার আছে, তাহার অন্যথা হইবে না, ও তোমার সেই উপাস্যের প্রতি দৃষ্টি কর যাহার নিকটে তুমি সাধকের ভাবে বাস করিয়াছিলে, অবশ্য আমি তাহাকে দগ্ধ করিব,

---

* মুসা পর্ব্বত হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমতঃ লোকদিগকে ভৎর্সনা করেন, পরে স্বীয় ভ্রাতা হারুণের নিকটে আসিয়া মহাক্রোধে এক হস্তে তাহার কেশ অপর হস্তে শ্মশ্রু ধরিয়া টানিতে থাকেন ও অনুযোগ করেন। (ত, হো,)

† এস্থলে প্রেরিত পুরুষ জেব্রিল।

তৎপর অবশ্য নদীতে তাহাকে বিকীর্ণভাবে বিকিরণ করিব *। ।৯৮। তোমাদের উপাস্য ঈশ্বর ইহা বৈ নহে, যিনি তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি জ্ঞানযোগে সমুদায় বস্তুতে প্রবেশ করিয়াছেন"। ৯৯। এই রূপে (হে মোহম্মদ,) পূর্ব্বে নিশ্চয় যাহা ঘটিয়াছে আমি তাহার বিবরণ তোমার নিকটে বিবৃত করিলাম, এবং নিশ্চয় আপন সন্নিধানহইতে উপদেশ তোমাকে দান করিলাম। ১০০। যে ব্যক্তি তাহা হইতে বিমুখ হইয়াছে নিশ্চয় সে কেয়ামতের দিনে ভার বহন করিবে। ১০১।+তাহারা তাহাতে (সেই ভারেতে) সর্ব্বদা থাকিবে, এবং কেয়ামতের দিনে তাহাদের বহনীয় কুৎসিত (ভার) হইবে। ১০২।+যে দিবস সুরে ফুৎকার করা হইবে সেই দিবস নীলাক্ষ অপরাধীদিগকে আমি সমুত্থাপন করিব, †। ১০৩। তাহারা আপনাদের মধ্যে পরস্পর গোপনে বলিবে যে দশ দিবস বৈ তোমরা বিলম্ব কর নাই ‡। ১০৪। তাহারা যাহা বলিতেছে যখন ধর্ম্মজ্ঞানানুসারে তাহাদের

---

* পৃথিবীতে সামরীর এই শাস্তি ছিল যে তাহাকে এস্রায়িল সৈন্যগণের শিবিরের বাহিরে অবস্থিতি করিতে হইত, সে কাহার সঙ্গে মিশিতে পারিত না। সে অস্পৃশ্য ছিল, লোক সকল তাহাকে দূর দূর করিত। পরকালেও তাহার জন্য শাস্তির অঙ্গীকার রহিয়াছে। (ত, শা,)

† অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বরের অংশ স্থাপন করিয়াছে সেই সকল অপরাধিগণের চক্ষু অতি তৃষ্ণায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইবে, অন্ধ হইবে। তাহারা সেই অবস্থায় আমা দ্বারা উত্থাপিত হইবে। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ পারলৌকিক কালের দীর্ঘতার তুলনায় পৃথিবীতেও কবরে অবস্থিতি কালকে অনেকে অতি অল্প (দশ দিন) বলিয়া অনুমান করিবে, এবং যাহারা জ্ঞানবান্ তাহারা বলিবে যে এক দিনের অধিক নয়। কেয়ামতের ভয়ে তাহারা এমন ভীত হইবে যে পৃথিবীতেও কবরে অবস্থিতির সময়কে ভুলিয়া যাইবে। (ত, হো,)

শ্রেষ্ঠ (ব্যক্তি) বলিবে একদিন বৈ তোমরা বিলম্ব কর নাই, তাহা আমি উত্তম জ্ঞাত *। ১০৫। (র, ৫)

এবং তোমাকে (হে মোহম্মদ,) পর্ব্বত সকলের বিষয় তাহারা প্রশ্ন করিতেছে, অনন্তর তুমি বল, আমার প্রতিপালক তাহা বিকীর্ণরূপে বিকীর্ণ করিবেন †। ১০৬। + পরে তিনি সমতল প্রান্তররূপে তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন। ১০৭। + তুমি তথায় বক্রতা ও উচ্চতা দেখিতে পাইবে না। ১০৮। সেই দিন তাহারা আহ্বানকারীর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে, তাহার জন্য কোন বক্রতা হইবে না, এবং পরমেশ্বরের জন্য শব্দ সকল ক্ষীণ হইবে, অনন্তর ক্ষীণ শব্দ ব্যতীত তুমি শুনিতে পাইবে না ‡। ১০৯। সেই দিন যাহাকে ঈশ্বর অনুমতি দান করিয়াছেন এবং তিনি যাহার প্রতি বাক্যে প্রসন্ন হইয়াছেন সে ব্যতীত (অন্যের) "শফাঅত" (লোকের সদ্গতির জন্য অনুরোধ) উপকারে আসিবে

---

* অর্থাৎ তোমাদের অবস্থিতি কাল পৃথিবীতে ও কবরে এক দিনের অধিক নহে। কেয়ামতের ভয়ে তাহারা পৃথিবীতে ও কবরে অবস্থান কালের দীর্ঘতা ভুলিয়া যাইবে। সেই সময়ের দীর্ঘতার তুলনায় পার্থিব জীবনের দীর্ঘতা বিশেষতঃ যে সময় অজ্ঞানতায় অতিবাহিত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত খর্ব্ব মনে হইবে। (ত, হো,)

† প্রলয় কালে পর্ব্বত সকল সমূলে উৎপাটিত হইবে, পরে তাহা ধূলিবৎ চূর্ণীকৃত হইবে, তৎপর বায়ু উহা উড়াইয়া লইয়া যাইবে। (ত, হো,)

‡ প্রলয় কালে আহ্বানকারী এস্রাফিলদেব। সকলে তাঁহা কর্ত্তৃক আহুত হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিবে। "তাহার জন্য কোন বক্রতা হইবে না" অর্থাৎ কোন আহুত ব্যক্তি তাঁহার আহ্বানের ব্যতিক্রম করিতে পারিবে না। "পরমেশ্বরের জন্য শব্দ সকল ক্ষীণ হইবে" অর্থাৎ ঈশ্বরের মহিমা ও প্রতাপ দেখিয়া, লোকে ভয়ে উচ্চ কথা বলিতে সক্ষম হইবে না। (ত, হো,)

না। ১১০। তাহাদের যাহা সম্মুখে ও যাহা পশ্চাতে আছে তিনি তাহা জ্ঞাত আছেন, এবং জ্ঞানযোগে তাহারা তাঁহাকে আবেষ্টন করিতে পারে না *। ১১১। এবং (তাহাদের) আনন জীবন্ত বিদ্যমান (ঈশ্বরের) জন্য অবনত হইবে, এবং যে ব্যক্তি অত্যাচার (অংশি বাদিতা) বহন করিয়াছে, নিশ্চয় সে অসিদ্ধকাম হইয়াছে। ১১২। এবং যে ব্যক্তি সৎকর্ম্ম সকল করে ও যে বিশ্বাসী পরে সে কোন অত্যাচার ও ক্ষতিকে ভয় করে না। ১১৩। এই প্রকারে আমি ইহাকে (এই গ্রন্থকে) আরব্য কোরাণ রূপে অবতারণ করিয়াছি, এবং তন্মধ্যে (শাস্তি) ভয়ের বিষয় বর্ণন করিয়াছি, হয়তো তাহারা ধর্ম্মভীরু হইবে, অথবা তাহাদের সম্বন্ধেই কোন উপদেশ উৎপাদন করিবে। ১১৪। অনন্তর সত্যাধিপতি পরমেশ্বর সমুন্নত, এবং তুমি কোরাণে তাহার প্রত্যাদেশ তোমার প্রতি পঁহুছাইবার পূর্ব্বে সত্বর হইও না, এবং তুমি বল হে আমার প্রতিপালক, আমাকে অধিক জ্ঞান দান কর †। ১১৫।

---

* অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ তাহারা জ্ঞানপ্রভাবে অবগত হইতে পারে না। (ত, হো,)

† "তুমি কোরাণে তাহার প্রত্যাদেশ তোমার প্রতি পহুঁছাইবার পুর্ব্বে সত্বর হইও না।" অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত প্রত্যাদেশ লাভ না কর কোরাণবিষয়ক আদেশ প্রচারে প্রবৃত্ত হইও না। এমাম্ হোসন বসোরী বলিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে চপেটাঘাত করিয়াছিল, সেই নারী হজরতের নিকট আসিয়া বিচারপ্রার্থিনী হয়, তিনি ইচ্ছা করিলেন আঘাতকারীকে প্রতিফল দান করেন। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয় এবং তদনুসারে হজরত শাস্তির আজ্ঞায় বিলম্ব করেন। মুসা অধিক জ্ঞান অন্বেষণ করাতে ঈশ্বর তাঁহাকে মহাপুরুষ খেজরের নিকটে সমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ প্রার্থী না হওয়াতে ঈশ্বর তাঁহাকে অধিক জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিলেন। তিনি অন্য কাহার নিকটে শিক্ষা করিতে নিযুক্ত হন নাই। (ত, হো,)

এবং সত্য সত্যই পূর্ব্বে আমি আদমের সঙ্গে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, অনন্তর সে ভুলিয়া গেল, এবং আমি তাহার দৃঢ়তা প্রাপ্ত হই নাই *। ১১৬। (র, ৬)

এবং (স্মরণ কর) যখন আমি দেবতাদিগকে বলিলাম যে "আদমকে প্রণাম কর" তখন শয়তান ব্যতিরেকে তাহারা নমস্কার করিল, সে অগ্রাহ্য করিল। ১১৭। অনন্তর আমি বলিলাম "হে আদম, নিশ্চয় এ তোমার ও তোমার ভার্য্যার শত্রু, অবশেষে তোমাদিগকে যেন সে স্বর্গ হইতে বাহির না করে, তবে তুমি দুর্দ্দশাপন্ন হইবে। ১১৮। নিশ্চয় তোমার জন্য এই যে তথায় তুমি ক্ষুধিত ও বিবস্ত্র থাকিবে না। ১১৯। +এবং নিশ্চয় তুমি তথায় তৃষিত ও আতপতাপিত হইবে না। ১২০। অনন্তর শয়তান তাহার প্রতি কুমন্ত্রণা প্রয়োগ করিল, সে বলিল "হে আদম, তোমাকে কি অবিনশ্বর বৃক্ষ ও চির নূতন রাজত্বের দিকে পথ প্রদর্শন করিব? ১২১। অনন্তর তাহারা তাহার (ফল) ভক্ষণ করিল, পরে তাহাদের জন্য তাহাদের লজ্জাজনক অঙ্গ প্রকাশ পাইয়া পড়িল, ও তাহারা স্বর্গীয় বৃক্ষপত্র আপনাদের উপরে সংলগ্ন করিতে আরম্ভ করিল এবং আদম স্বীয় প্রতিপালকের বিরুদ্ধাচারী হইল, অবশেষে পথভ্রান্ত হইয়া গেল †। ১২২। পরিশেষে তাহার প্রতিপালক তাহাকে গ্রহণ করিলেন, পরে

---

* অর্থাৎ পরমেশ্বর আদমকে আদেশ করিয়াছিলেন যে নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকটে যাইও না। তিনি তাহা ভুলিয়া নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

† অনন্তর আদম অসিদ্ধকাম হইলেন, স্বর্গ হইতে তাঁহাকে পৃথিবীতে নামিয়া আসিতে হইল। পরে তিনি নিরন্তর অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। (ত, হো,)

তিনি তাহার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও পথ দেখাইলেন। ১২৩। তিনি বলিলেন "তোমরা উভয়ে এ স্থান হইতে অবতরণ কর, তোমরা এক অন্যের শত্রু, অনন্তর যদি আমার নিকট হইতে তোমাদের প্রতি জ্ঞানোপদেশ উপস্থিত হয়, তখন যে ব্যক্তি আমার উপদেশের অনুসরণ করিবে পরে সে পথভ্রান্ত হইবে না, ও দুর্গতি ভোগ করিবে না। ১২৪। এবং যে ব্যক্তি আমার স্মরণে বিমুখ হইয়াছে, অনন্তর নিশ্চয় তাহার জন্য লজ্জা জীবিকা হয় এবং আমি কেয়ামতের দিনে তাহাকে অন্ধ (করিয়া) সমুত্থাপন করিব"। ১২৫। সে বলিল "হে আমার প্রতিপালক, কেন আমাকে অন্ধ (করিয়া) উত্থাপন করিবে? নিশ্চয় আমি অবলোকনকারী ছিলাম"। ১২৬। তিনি বলিলেন "আমার নিদর্শন সকল তোমার নিকটে এইরূপে আসিয়াছে, পরে তুমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছ, ও এইরূপে তুমি অদ্য ভ্রান্ত হইলে *। ১২৭। এবং যাহারা সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে ও আপন প্রতিপালকের নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস করে নাই, এই রূপে আমি তাহাদিগকে প্রতিফল দান করি এবং নিশ্চয় পারলৌকিক শাস্তি অত্যন্ত কঠিন ও স্থায়ী। ১২৮। অনন্তর তাহাদিগকে কি পথ দেখায় নাই যে আমি তাহাদের পূর্ব্বে, তাহারা যাহাদের দেশে বিচরণ করিতেছে সেই মণ্ডলী সকলের কত (লোককে) বিনাশ করিয়াছি, নিশ্চয় ইহাতে জ্ঞানবান্ লোকদিগের জন্য নিদর্শন সকল আছে। ১২৯। (র, ৭)

---

* অর্থাৎ ঈশ্বর বলিলেন তোমার নিকটে নিদর্শন সকল প্রেরিত হইয়াছিল, তুমি তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত কর নাই ও তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছ, এজন্য তুমি অদ্য পরিত্যক্ত ও শাস্তিগ্রস্ত হইলে। (ত, হো,)

এবং যদি তোমার প্রতিপালক হইতে এক বাক্য পূর্ব্বে প্রচার না হইত, তবে অবশ্য (শাস্তি) সমুচিত ও কাল নির্দ্ধারিত হইত *। ১৩০। অনন্তর তাহারা যাহা বলিতেছে তৎপ্রতি তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর, এবং সুর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ও তাহার অস্তগমনের পূর্ব্বে নিশার কতিপয় ঘণ্টা তোমার প্রতিপালকের প্রশংসার স্তব কর, ও অবশেষে দিবসের বিভাগ সকলে স্তব কর, সম্ভবতঃ তুমি সন্তুষ্ট থাকিবে †। ১৩১। এবং তাহাদের দল সকলকে যাহা দ্বারা আমি ফলশালী করিয়াছি তৎপ্রতি তুমি কখন আপন দৃষ্টি প্রসারণ করিও না, উহা পার্থিব জীবনের শোভা, যেহেতু তাহাতে আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া থাকি এবং তোমার প্রতিপালকের (প্রদত্ত) উপজীব্য কল্যাণ ও বহুস্থায়ী। ১৩২। এবং আপন লোকদিগকে তুমি নমাজে আদেশ কর ও তৎপ্রতি ধৈর্য্যধারণ কর, তোমার নিকটে আমি উপজীবিকার প্রার্থনা করিতেছি না, আমি তোমাকে জীবিকা দান করিয়া থাকি এবং ধর্ম্মভীরুদিগের জন্য পরিণাম (কল্যাণ) ‡। ১৩৩। এবং তাহারা বলিল, "সে কেন আমাদের নিকটে আপন প্রতিপালকের এক

---

* কাফের ও মোসলমানদিগের জন্য পরকালে দণ্ড পুরস্কারের বিধান হইবে, পূর্ব্বেই এই রূপ অঙ্গীকার হইয়াছে। অন্যথা ইহলোকে যথা সময়ে সমুচিত শাস্তি হইত। (ত, শা,)

† প্রথম প্রহর ব্যতীত দিবার এক এক বিভাগে অর্থাৎ প্রতি যামে নমাজ পড়। তাহা হইলে তুমি সন্তুষ্ট থাকিবে, অর্থাৎ পৃথিবীতে তোমাদ্বারা মণ্ডলীর সাহায্য হইবে এবং পরলোকে তোমার অনুরোধে তাহাদের পাপ ক্ষমা হইবে। (ত, শা,)

‡ অর্থাৎ প্রভু দাসের নিকটে উপজীবিকার প্রত্যাশা করেন না, দাসত্ব আকাঙ্ক্ষা করেন। প্রভু স্বয়ং উপজীবিকা দান করেন। (ত, শা,)

(অলৌকিক) নিদর্শন আনয়ন করিতেছে না?" পূর্ব্বতন গ্রন্থ সকলে যাহা আছে সেই (জাতীয়) উজ্জ্বল প্রমাণ কি তাহাদের নিকটে উপস্থিত হয় নাই? * ১৩৪। এবং তাহার (প্রেরিত পুরুষের আগমনের) পূর্ব্বে যদি আমি তাহাদিগকে শাস্তি যোগে বিনাশ করিতাম, অবশ্য তাহারা বলিত "হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি কেন আমাদের নিকটে কোন প্রেরিত পুরুষ পাঠাও নাই? তাহা হইলে আমরা অপমানিত ও দুর্দ্দশাপন্ন হওয়ার পূর্ব্বে তোমার নিদর্শন সকলের অনুসরণ করিতাম"। ১৩৫। তুমি বল প্রত্যেকে প্রতীক্ষাকারী, অনন্তর তোমরা প্রতীক্ষা করিতে থাক, অবশেষে তোমরা অবশ্য জানিতে পাইবে কাহারা সরল পথে পান্থ ও কাহারা পথ প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৩৬। (র, ৮)

---

* ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের প্রতি তাহাদের অলৌকিকতা প্রকাশের পর অসত্যারোপ করার জন্য পূর্ব্বতন মণ্ডলীর প্রতি যে শাস্তি ও মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছিল প্রাচীন গ্রন্থ সকলে তাহা তাহারা কি পাঠ করে নাই? তওরয়তে ও বাইবলে হজরত মোহম্মদের বর্ণনা ও তাঁহার আবির্ভাবের উল্লেখ আছে। হজরতের সম্বন্ধে প্রধান অলৌকিকতা কোরাণ, এই স্বর্গীয় মহা নিদর্শন তাহাদের নিকটে প্রকাশিত আছে। হজরত কোন গ্রন্থ না পড়িয়া কাহার নিকটে শিক্ষা না করিয়া কোরাণের সুরা সকল প্রচার করিতেছেন। (ত, হো,)

সুরা আম্বিয়া*।

একবিংশ অধ্যায়।

---

১১২ আয়ত, ৭রকু।

(দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

মানব মণ্ডলীর জন্য তাহাদের হিসাব সন্নিহিত হইয়াছে ও তাহারা শৈথিল্যে আছে (এবং) বিমুখ †। ১। তাহাদের নিকটে তাহাদের প্রতিপালক হইতে কোন নূতন উপদেশ, তাহা শ্রবণ করণান্তর তাহারা আমোদ করিয়াছে বৈ উপস্থিত হয় নাই। ২। +তাহাদের মন শিথিল হইয়াছে, এবং অত্যাচারিগণ গোপনে মন্ত্রণা করিয়াছে যে এ তোমাদের ন্যায় মনুষ্য বৈ নহে, অনন্তর তোমরা কি ইন্দ্রজালের নিকটে আসিতেছ? অথচ তোমরা দর্শন করিতেছ ‡। ৩। সে বলিল "আমার প্রতিপালক পৃথিবী ও স্বর্গস্থ

---

* মক্কাতে এই সুরার আবির্ভাব হয়।

† মানবমণ্ডলীর সদসৎ কর্ম্মের হিসাব লওয়ার দিন অর্থাৎ কেয়ামত নিকট-বর্ত্তী। এ স্থলে মানব মণ্ডলী অর্থে মক্কার কাফেরগণ। তাহারা বদরের হত্যা-কাণ্ডের বিনিময়ে যে ধৃত হইবে সেই দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। (ত হো,)

‡ "তোমরাকি ইন্দ্রজালের নিকটে আসিতেছ?" অর্থাৎ ইন্দ্রজাল মান্য করিতেছ? কাফেরদিগের এই সংস্কার ছিল যে হজরত তাহাদের নিকটে যে সকল ঐশ্বরিক বাক্য পাঠ করিয়া থাকেন তাহা কুহকবিশেষ। অবশেষে তাহারা পরস্পর

বাক্য জানিতেছেন এবং তিনি শ্রোতা জ্ঞাতা।” ৪। বরং তাহারা বলিল “(এই কোরাণ) বিক্ষিপ্ত চিন্তা, বরং সে তাহা বন্ধন (রচনা) করিয়াছে, বরং সে কবি, অনন্তর উচিত যে সে আমাদের নিকটে কোন নিদর্শন আনয়ন করে যেমন পূর্ব্ববর্ত্তিগণ তৎসহ প্রেরিত হইয়াছিল”। ৫। তাহাদের পূর্ব্বে (এমন) কোন গ্রাম (গ্রামবাসী) বিশ্বাস স্থাপন করে নাই যাহাকে আমি বিনাশ করিয়াছি, অবশেষে তাহারা কি বিশ্বাস করিবে? ৬। তোমার পূর্ব্বে (হে মোহম্মদ,) যাহাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করিতেছিলাম আমি তাহাদিগকে বৈ প্রেরণ করি নাই, অনন্তর (হে লোক সকল) তোমারা যদি অবগত না থাক তবে গ্রন্থাধিকারীকে জিজ্ঞাসা কর। *। ৭। এবং আমি তাহাদিগের (প্রেরিত পুরুষদিগের) এমন শরীর করি নাই যে তাহারা অন্ন ভক্ষণ করিত না, তাহারা চিরস্থায়ী ছিল না। ৮। তৎপর তাহাদের সম্বন্ধে আমি অঙ্গীকার সপ্রমাণ করিয়াছি, অনন্তর তাহাদিগকে মুক্তি দিয়াছি, ও (বিশ্বাসী দিগের) যাহাকে ইচ্ছা করিয়াছি (মুক্তি দিয়াছি) এবং সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে বিনাশ করিয়াছি। ৯। সত্য সত্যই আমি তোমাদিগের প্রতি গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছি, তন্মধ্যে তোমাদের উপদেশ আছে, অনন্তর তোমরা কি বুঝিতেছ না? ১০। (র, ১)

এবং অত্যাচারী ছিল এমন বসতি আমি কত বিনাশ করিয়াছি,

গোপনে বলিতে লাগিল যে তোমরা জানিও মোহম্মদ যাহা পাঠ করিয়া থাকে তাহা ভেল্কি। এবং তোমরা দেখিতেছ যে সে দেবতা নহে, তোমাদের ন্যায় মনুষ্য। অতঃপর তোমরা কি ভাবিতেছ? তাহার চেষ্টা বিফল কর। পরমেশ্বর হজরতকে তাহাদের এই মন্ত্রণার সংবাদ দান করিতেছেন। (ত, হো,)

* অর্থাৎ গ্রন্থাধিকারী ইসায়ী ও মুসায়ী সম্প্রদায় প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা কর যে প্রেরিত পুরুষগণ মনুষ্য না দেবতা ছিল। (ত, হো,)

ও তাহার পরে অন্য জাতি সৃষ্টি করিয়াছি। ১১। অনন্তর যখন তাহারা আমার শাস্তি অনুভব করিল, অকস্মাৎ তাহারা তথা হইতে দৌড়তে লাগিল। ১২। (বলিলাম) "তোমরা দৌড়িও না, ও যাহাতে সুখ দেওয়া গিয়াছে সেই দিকে ও আপন আলয় সকলের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন কর, হয়তো তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে" *। ১৩। তাহারা বলিল "হায়! আমাদের প্রতি আক্ষেপ, নিশ্চয় আমরা অত্যাচারী ছিলাম। ১৪। অনন্তর যে পর্য্যন্ত আমি শস্যকর্ত্তিত ক্ষেত্র (সদৃশ) করিয়াছিলাম সে পর্য্যন্ত সর্ব্বদা তাহাদের এই আর্ত্তনাদ ছিল। ১৫। এবং আমি স্বর্গ মর্ত্ত্য এবং এই উভয়ের মধ্যে যাহা আছে ক্রীড়াকারীরূপে সৃষ্টি করি নাই। ১৬। যদি ইচ্ছা করিতাম যে ক্রীড়ামোদ গ্রহণ করি তবে অবশ্য আপন সন্নিধান হইতে গ্রহণ করিতাম, যদি কার্য্যকারক হইতাম। ১৭। বরং আমি সত্যকে অসত্যের উপর নিক্ষেপ করিতেছি, পরে তাহার মস্তক ভগ্ন করিতেছি, অবশেষে উহা বিলুপ্ত হইতেছে, তোমরা যাহা বর্ণন করিতেছ তজ্জন্য তোমাদের প্রতি আক্ষেপ †। ১৮। এবং যাহারা স্বর্গে ও পৃথিবীতে আছে তাহারা তাঁহারই ও যাহারা তাঁহার নিকটে আছে তাহারা তাঁহার অর্চ্চনায় গর্ব্ব করে না ও পরিশ্রান্ত হয় না। ১৯ তাহারা দিবা রাত্রি স্তব করে, শৈথিল্য

---

* ঈশ্বরের শাস্তির ভয়ে লোক সকল পলায়ন করিতে লাগিল, দেবতারা উপহাস করিয়া বলিতে লাগিল দৌড়িওনা। আপন গৃহে ফিরিয়া আইস, স্বীয় ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের হত্যাসম্বন্ধে তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে। (ত, হো,)

† আমি সত্য অর্থাৎ কল্যাণ অসত্যের অর্থাৎ আমোদ প্রমোদের উপরে অথবা এস্‌লাম ধর্ম্মকে পৌত্তলিকতার উপরে প্রাধান্য স্থাপন করিতেছি। তোমরা যে ঈশ্বর স্ত্রী পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন এরূপ অযোগ্য বর্ণনা করিতেছ, তজ্জন্য তোমাদিগকে ধিক্‌। (ত, হো,)

করে না। ২০। তাহারা কি পৃথিবীহইতে ঈশ্বর সকল গ্রহণ করে, তাহারা (মৃতদিগকে) জীবিত করিয়া থাকে ? *। ২১। যদি (স্বর্গ মর্ত্ত্য) উভয়ের মধ্যে এই ঈশ্বর ব্যতীত অনেক ঈশ্বর থাকিত তবে অবশ্য সেই দুই বিনষ্ট হইত, অনন্তর তাহারা যাহার বর্ণনা করিয়া থাকে তদপেক্ষা স্বর্গের প্রতিপালক পরমেশ্বরের পবিত্রতা (অধিক)। ২২। তিনি যাহা করেন তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হন না বরং তাহারা জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে। ২৩। তাহারা কি তাঁহা ব্যতীত (অন্য) ঈশ্বর গ্রহণ করে ? তুমি বল তোমরা আপনাদের প্রমাণ উপস্থিত কর, যাহারা আমার সঙ্গে আছে, তাহাদের এই প্রসঙ্গ (কোরাণ গ্রন্থ) ও যাহারা আমার পূর্ব্বে ছিল তাহাদেরও প্রসঙ্গ, বরং তাহাদের অধিকাংশ সত্যকে জানিতেছে না, পরন্তু তাহারা অগ্রাহ্যকারী †। ২৪। তোমার পূর্ব্বে (হে মোহম্মদ,) যাহার প্রতি প্রত্যাদেশ করিতেছিলাম তাহাকে ব্যতীত কোন প্রেরিত পুরুষ পাঠাই নাই, এই যে আমা ব্যতীত উপাস্য নাই, অনন্তর তোমরা আমাকে অর্চ্চনা কর। ২৫। এবং তাহারা বলিয়াছে যে পরমেশ্বর সন্তান গ্রহণ করিয়াছে পবিত্রতা তাঁহার,, বরং (দেবগণ) সম্মানিত দাস। ২৬। †তাহারা

---

* অর্থাৎ তাহারা কি পার্থিব বস্তু স্বর্ণ রজত কাষ্ঠ মৃত্তিকাদি দ্বারা নির্ম্মিত ঈশ্বর স্বীকার করে ও সেই ঈশ্বর কি মৃতদিগকে পুনর্জীবন দান করিতে পারে ? (ত, হো)

† যে সকল দেবতাকে ঈশ্বরের তুল্যরূপে গণনা করা হইয়াছে প্রথমতঃ তাহাদের প্রসঙ্গ হইয়াছে, যথা দুই প্রভু হইলে জগৎ বিনাশ পাইত। এইক্ষণ তাহাদের প্রসঙ্গ হইতেছে যাহাদিগকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি রূপে গণ্য করা গিয়াছে, প্রমাণ স্থলে সেই সকল প্রতিনিধিদিগের প্রভুর নিদর্শনপত্র আবশ্যক, তদ্ব্যতীত কেমন করিয়া তাহারা প্রতিনিধি হইবে। (ত, শা,)

কথায় তাঁহাকে অতিক্রম করে না, বরং তাহারা তাঁহার আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করে। ২৭। তাহাদের সম্মুখে যাহা ও তাহাদের পশ্চাতে যাহা আছে তিনি তাহা জানিতেছেন এবং যে ব্যক্তি মনোনীত হয় তাহার জন্য ব্যতীত তাহারা শফাঅত (ক্ষমার অনুরোধ) করে না, এবং তাহারা তাঁহার ভয়ে ব্যাকুল *। ২৮। এবং তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বলে যে তাঁহা ব্যতীত নিশ্চয় আমিই ঈশ্বর, অনন্তর এই ইহাকে আমি নরকদণ্ড বিধান করি, এই প্রকার অত্যাচারীদিগকে আমি বিনিময় দান করিয়া থাকি। ২৯। (র, ২)

ধর্ম্মদ্রোহিগণ কি দেখে নাই যে আকাশ ও পৃথিবী বদ্ধ ছিল, পরে আমি উভয়কে উন্মুক্ত করিয়াছি এবং আমি জল দ্বারা সমুদায় বস্তুকে জীবিত করিয়াছি, অনন্তর তাহারা কি বিশ্বাস করিতেছেনা ? †। ৩০। এবং আমি পৃথিবীতে (এই ভাবে) পর্ব্বত সকল সৃষ্টি করিয়াছি যেন উহা সেই সকলের সঙ্গে বিচলিত না হয়, এবং আমি তথায় প্রশস্ত বর্ত্ম সকল উৎপন্ন করিয়াছি, হয়তো তাহারা পথ প্রাপ্ত হইবে। ‡। ৩১। এবং

---

* কাফেরদিগের কাহার "শফাঅতে"র আশা নাই, ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতীত দেবতারাও তাহাদের জন্য শফাঅত করিতে পারেন না। এবন্ আব্বাস বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি পৃথিবীতে পবিত্র কলেমা উচ্চারণ করিয়াছে ও তৎপ্রতি অন্তরের সহিত বিশ্বাস রাখে, তাহার সম্বন্ধেই "শফাঅত" বিধেয় হইয়াছে, (ত, হো,)

† অর্থাৎ আকাশে মেঘ বদ্ধ ছিল, বারিবর্ষণ হইত না। পৃথিবীতে জলপ্রণালী ও খনি ইত্যাদি বদ্ধ ছিল। পরে এ সকল প্রকাশিত হয়, আকাশে নক্ষত্র সকল দীপ্তি পায়, বারিবর্ষণ নদ নদী ও উদ্ভিদাদি উৎপন্ন হয়, শুক্রযোগে জীবের উৎপত্তি হয়, এই সমুদায়েরই মূল ঈশ্বর। (ত, হো,)

‡ পৃথিবীর দৃঢ়তার জন্য পর্ব্বত সকল স্থাপিত হইয়াছে। এক দেশের লোকস্ম

আমি আকাশকে সংরক্ষিত ছাদ করিয়াছি এবং তাহারা তাহার নিদর্শন সকল হইতে বিমুখ আছে *। ৩২। এবং তিনিই যিনি রাত্রি ও দিবা ও সূর্য্য ও চন্দ্র সৃজন করিয়াছেন এবং সকলেই আকাশেতে স্তুতি করিতেছে †। ৩৩। এবং তোমার পূর্ব্বে (হে মোহম্মদ,) কোন মনুষ্যের জন্য স্থায়িত্ব প্রদান করি নাই, অনন্তর যদি তুমি মরিয়া যাও তবে তাহারা কি স্থায়ী হইবে ‡? ৩৪। প্রত্যেক মনুষ্য মৃত্যু আস্বাদনকারী, এবং আমি তোমাদিগকে সম্পদ্ বিপদ্ দ্বারা পরীক্ষানুসারে পরীক্ষা করিয়া থাকি এবং আমার দিকে তোমরা প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে। ৩৫। এবং ধর্ম্মদ্রোহিগণ যখন তোমাকে দেখে তখন বিদ্রূপ করে ভিন্ন তোমাকে গ্রহণ করে না, (যথা) "যে ব্যক্তি তোমাদের উপাস্য-গণকে (অবজ্ঞা করিয়া) স্মরণ করে এ কি?" তাহারা ঈশ্বরের স্মরণেতে বিরুদ্ধাচারী। ৩৬। মনুষ্য সত্বর সৃষ্ট হইয়াছে, অবশ্য তোমাদিগকে আপন নিদর্শন দেখাইব, অনন্তর তোমরা সত্বর প্রার্থনা করিও না। ৩৭। এবং তাহারা বলে "যদি তোমরা সত্য-বাদী হও তবে এই অঙ্গীকার কবে হইবে?" ২৮। ধর্ম্মদ্রোহিগণ যদি সেই সময়কে জানিত যে সময়ে আপন মুখমণ্ডল হইতে

সঙ্গে অন্য দেশের লোক মিলিতে পর্ব্বত প্রতিবন্ধক না হয় এজন্য পথ প্রস্তুত হই-য়াছে। (ত, শা,)

* অর্থাৎ এমন ছাদ নির্ম্মিত হইয়াছে, যে কেহ তাহা ভগ্ন করিতে পারে না। (ত, শা,)

† সূর্য্য চন্দ্র দিবা রাত্রি নির্দ্দিষ্ট স্থানে ভ্রমণ করিয়া ঈশ্বরের মহিমা যে বর্ণনা করিতেছে। (ত, শা,)

‡ কাফের লোকে বলে যে এব্যক্তি পর্য্যন্ত এই ঘটনা ও আন্দোলন, এ মরিয়া গেলে আর কিছুই থাকিবে না। (ত, শা,)

ও আপন পৃষ্ঠহইতে অগ্নি নিবারিত করিতে পারিবে না, এবং তাহারা আনুকূল্য প্রাপ্ত হইবে না, (ভাল ছিল)। ৩৯। বরং তাহাদের নিকটে অকস্মাৎ (কেয়ামত) উপস্থিত হইবে, অনন্তর তাহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিবে, তাহারা তাহা খণ্ডন করিতে পারিবেনা; এবং তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া যাইবেনা। ৪০। এবং সত্য সত্যই তোমার পূর্ব্বে (হে মোহম্মদ,) প্রেরিত পুরুষগণ উপহসিত হইয়াছে, অনন্তর তাহাদের যাহারা উপহাস করিয়াছিল যদ্দারা উপহাস করিয়াছিল তাহা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। ৪১। (র, ৩)

তুমি জিজ্ঞাসা কর, দিবা রজনী ঈশ্বরের (শাস্তি) হইতে কে তোমাদিগকে রক্ষা করিবে? বরং তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের প্রসঙ্গহইতে মুখ ফিরাইয়া থাকে। ৪২। আমা ব্যতীত তাহাদের জন্য কি উপাস্য সকল আছে যে তাহাদিগকে রক্ষা করে? তাহারা আপন জীবনকে সাহায্য দান করিতে পারে না, ও তাহারা আমার শাস্তিহইতে রক্ষিত হইতে পারে না। ৪৩। বরং আমি তাহাদিগকে ও তাহাদের পিতৃ পুরুষদিগকে ফলভোগী করিয়াছি, এ পর্য্যন্ত যে তাহাদিগের প্রতি জীবন দীর্ঘ হইয়াছে, অনন্তর তাহারা কি দেখিতেছে না যে, আমি পৃথিবীতে তাহার বিভাগ সকল হইতে তাহাকে নষ্ট করিয়া উপস্থিত হইতেছি? অবশেষে তাহারা কি বিজেতা? *। ৪৪। তুমি বল, প্রত্যাদেশযোগে আমি তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছি ইহা বৈ নহে, এবং যখন

---

* তাহাদের বয়ঃক্রম দীর্ঘ হয়, তাহাতে তাহারা অহঙ্কারী হইয়া উঠে, ও মনে করে যে সর্ব্বদা এই ভাবেই গত হইবে। তাহারা ইহা জানিত না যে মুহুর্মুহুঃ সুখের মূল ছিন্ন ও জীবনের ভিত্তি চূর্ণ হইয়া থাকে। (ত, হো,)

কিছু ভয় প্রদর্শন করা হয় বধির লোকেরা (সেই) ধ্বনি শুনিতে পায় না। ৪৫। এবং তোমার প্রতিপালকের কিঞ্চিৎ শাস্তি তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে নিশ্চয় তাহারা বলিবে "হায়! আমাদের প্রতি আক্ষেপ, একান্তই আমরা অত্যাচারী ছিলাম"। ৪৬। এবং কেয়ামতের দিনে আমি ন্যায়ের তুলযন্ত্র স্থাপন করিব, তখন কোন ব্যক্তি কিছুই অত্যাচারগ্রস্ত হইবে না, এবং সর্ষপকণিকা পরিমাণ (অনুষ্ঠান) হইলেও আমি তাহা আনয়ন করিব, আমি যথেষ্ট হিসাব কারী *। ৪৭। এবং সত্য সত্যই আমি মুসাকে ও হারুণকে মীমাংসাগ্রন্থ ও জ্যোতি, এবং ধর্ম্মভীরু লোকদিগের জন্য উপদেশ দান করিয়াছি। ৪৮। + যাহারা গোপনে আপন প্রতিপালককে ভয় করে তাহারা কেয়ামত হইতে ভীত। ৪৯। এবং এই উপদেশ (কোরাণ) ফলদায়ক, ইহাকে আমি অবতারণ করিয়াছি, অনন্তর তোমরা কি ইহার অগ্রাহ্যকারী হইয়াছ? ৫০। (র, ৪)

এবং সত্য সত্যই আমি পূর্ব্বে এব্রাহিমকে তাহার পথের আলোক প্রদান করিয়াছি, ও তাহার (অবস্থা) সম্বন্ধে আমি জ্ঞানী ছিলাম। ৫১। (স্মরণ কর) যখন সে আপন পিতাকে ও স্বজনদিগকে বলিল "এই সকল কি মুর্ত্তি, তোমরা যাহাদিগের সহবাস করিয়া থাক?" ৭। ৫২। তাহারা বলিল "আমা-

---

* কোন কোন ভাষ্যকারের মত এই যে তুলযন্ত্র অর্থে ন্যায় বিচার। তুল যন্ত্র স্থাপন, পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কারাদির সত্য ও ন্যায়ানুসারে বিচার ও হিসাবের উদাহরণস্থলে হইয়াছে। সাধারণের মত এই যে পরলোকে একটি তুলযন্ত্র আছে, তাহাতে একটি পরিমাণদণ্ড ও দুই দিকে দুইটি পরিমাণপাত্র বিদ্যমান। তাহাতে লোকের ধর্ম্মাধর্ম্মের পরিমাণ করা হয়। (ত, হো,)

† কেহ কেহ বলেন যে বাবেলের দেবালয়ে ৭২ টী প্রতিমা, কেহ বলেন ৯০ টী

দের পিতৃপুরুষগণকে ইহাদের অর্চ্চনাকারী প্রাপ্ত হইয়াছি”। ৫৩। সে বলিল “সত্য সত্যই স্পষ্ট পথভ্রান্তিতে তোমরা (আছ) ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ ছিল”। ৫৪। তাহারা বলিল “তুমি কি আমাদের নিকটে সত্য উপস্থিত করিয়াছ, অথবা তুমি আমোদ-কারীদিগের (একজন)”। ৫৫। সে বলিল “বরং স্বর্গ মর্ত্ত্যের প্রতিপালক যিনি এ দুইকে সৃজন করিয়াছেন তিনিই তোমাদের প্রতিপালক, এবং আমি এবিষয়ে সাক্ষীদিগের (একজন)। ৫৬। এবং ঈশ্বরের শপথ, তোমরা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া ফিরিয়া গেলে পর অবশ্য আমি তোমাদের প্রতিমা সকলের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করিব”। *। ৫৭। অনন্তর সে তাহাদের প্রধান প্রতিমা ব্যতীত সেই সকলকে খণ্ড খণ্ড করিল, (এই মনে করিল) হয়তো তাহারা তাহার

প্রতিমা ছিল। সর্ব্বপ্রধান মূর্ত্তি সুবর্ণ নির্ম্মিত ও তাহার দুই চক্ষুতে দুইটি উজ্জ্বল মণি সংযুক্ত ছিল। সেই সকল মূর্ত্তি পশু পক্ষী মনুষ্যাকারে বা গ্রহনক্ষত্রাদির আকারে গঠিত ছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এব্রাহিম সেই সকল প্রতিমূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে এ সকল কিসের মূর্ত্তি? (ত, হো,)

* ঈশ্বর বিরোধী বাবেলাধিপতি নমরুদের অনুবর্ত্তী লোকেরা বৎসরে এক দিন বিশেষ উৎসব করিত, সেই দিবস তাহারা প্রান্তরে যাইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমোদ আহ্লাদে রত থাকিত। পরে দেবালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া দেবমূর্ত্তি সকলকে সুসজ্জিত করিত ও সেই সকলকে প্রণাম ও পূজা অর্চনা করিয়া আপন আপন গৃহে ফিরিয়া যাইত। যখন এব্রাহিম বাবেলবাসীদের সঙ্গে তাহাদের প্রতিমা বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিয়াছিল, তখন তাহারা বলিয়াছিল যে কল্য আমাদের উৎসব, আমাদের সঙ্গে উৎসবে উপস্থিত হইয়া দেখিও আমাদের ধর্ম্ম প্রণালী কেমন উত্তম। এব্রা-হিম হাঁ বা না কিছুই বলিলেন না। পরদিন পৌত্তলিকগণ চাহিল যে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া উৎসবে লইয়া যায়। কিন্তু তিনি পীড়ার ছল করিয়া গেলেন না। তাহারা চলিয়া গেলে তিনি তাহাদের অগোচরে এইরূপ বলিলেন। (ত, হো,)

প্রতি উন্মুখ হইবে *। ৫৮। তাহারা বলিল "কে আমাদের ঈশ্বর-গণের প্রতি ইহা করিল, নিশ্চয় সে অত্যাচারীদিগের (একজন)" †। ৫৯। (পরস্পর) বলিল "আমরা শুনিয়াছি এক নবযুবক, তাহাকে এব্রাহিম বলিয়া থাকে, সে সেই সকলের প্রসঙ্গ করিত।" ।৬০। তাহারা বলিল "অনন্তর তাহাকে লোকের চক্ষুর নিকটে উপস্থিত কর, হয়তো তাহারা সাক্ষ্য দান করিবে"। ৬১। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল "হে এব্রাহিম, তুমি কি আমাদিগের ঈশ্বরগণের প্রতি ইহা করিয়াছ?" ৬২। সে বলিল "বরং ইহাদিগের এই প্রধান (দেব) তাহা করিয়াছে, অনন্তর যদি ইহারা কথা বলি-তেছিল তবে ইহাদিগকে প্রশ্ন কর"। ৬৩। অবশেষে তাহারা আপনাদের প্রতি প্রত্যাবর্ত্তিত হইল, পরে (পরস্পর) বলিল "নিশ্চয় তোমরা অত্যাচারী"। ৬৪। তৎপর তাহারা আপনাদের শিরোপরি উলটিয়া পড়িল, ‡ (বলিল) সত্য সত্যই তুমি জান যে ইহারা কথা বলে না"। ৬৫। সে বলিল "অনন্তর তোমরা কি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তাহার পূজা কর যাহা তোমাদিগের কিছুই লাভ ও ক্ষতি করে না?" ৬৬। তোমাদের প্রতি ও তোমরা ঈশ্বর ব্যতীত যাহাদিগকে অর্চ্চনা কর তাহাদের প্রতি আক্ষেপ, অনন্তর

---

* এব্রাহিম প্রধান মূর্ত্তিকে রাখিয়া অন্য সমুদায় মূর্ত্তি কুঠারাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ছিলেন। প্রধান মূর্ত্তির স্কন্ধে আপন কুঠার স্থাপন করিয়াছিলেন।

† অর্থাৎ সেই ব্যক্তি অত্যাচারী, কোথায় দেবতাদিগকে সম্মান করিবে, না, যার পর নাই অপমান করিল; অথবা সে আত্মজীবনের প্রতি অত্যাচারী, এই কার্য্য দ্বারা সে আপনাকে মৃত্যুর স্রোতে নিক্ষেপ করিল। নমরুদের অনু-বর্ত্তী লোকেরা কে এরূপ দুষ্কর্ম্ম করিল, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। তখন এক ব্যক্তি এব্রাহিম প্রতিমা ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ অধোবদনে রহিল।

তোমরা কি বুঝিতেছ না?" ৬৭। তাহারা বলিল "ইহাকে দগ্ধ কর, যদি তোমরা কার্য্যকারক হও তবে আপনাদের ঈশ্বরদিগকে সাহায্য কর" *। ৬৮। আমি বলিলাম "হে অগ্নি, তুমি এব্রাহিমের উপরে শীতল ও শান্ত হও"। ৬৯। + এবং তাহারা তাহার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, অনন্তর আমি তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিলাম †। ৭০। সেই দেশের দিকে তাহাকে ও লুতকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গেলাম যেস্থানে জগদ্বাসীদিগের জন্য গৌরব দান করিয়াছিলাম ‡। ৭১। এবং তৎপ্রতি আমি এস্‌হাককেও অতিরিক্ত (পৌত্র)

---

* নমরুদ এক পর্ব্বতের সম্মুখে একটি প্রশস্ত স্থান উচ্চ প্রাচীরে বদ্ধ করে। প্রায় এক মাস কাল কাষ্ঠ আহরণ করিয়া তন্মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখে। সেই কাষ্ঠপুঞ্জে ঘৃত ঢালিয়া অগ্নি জ্বালিয়া দেয়। এব্রাহিমকে বন্ধন করিয়া সেই অগ্নি মধ্যে পর্ব্বতের উপর হইতে বিশেষ যন্ত্রযোগে নিক্ষেপ করা হয়। অগ্নিতে বিসর্জ্জন করার সময় জেব্রিল আসিয়া এব্রাহিমকে বলেন "তোমার যাহা ইচ্ছা হয় প্রার্থনা কর।" তিনি বলেন "আমার কোন প্রার্থনীয় নাই।" তিনি ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর স্থাপন করিয়া থাকেন। (ত, হো,)

+ যখন এব্রাহিম অগ্নিতে বিসর্জ্জিত হইলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্ত পদ ও গলদেশের বন্ধন সকল দগ্ধ হইয়া গেল, ও তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে পুষ্প সকল বিকশিত ও মিষ্টজলের প্রস্রবণ প্রবাহিত হইল। সাত দিবস তিনি সেই স্থানে ছিলেন। নমরুদ প্রাসাদের উপর হইতে দেখিল যে এব্রাহিম মনোহর পুষ্পোদ্যানে বসিয়া দেবতাদের সঙ্গে কথোপকথন করিতেছেন। তখন সে ডাকিয়া বলিল "এব্রাহিম, তোমার ঈশ্বরের অত্যন্ত ক্ষমতা দেখিতেছি, আমি তাঁহার উদ্দেশ্যে বলিদান করিব।" এব্রাহিম বলিলেন "যে পর্য্যন্ত তুমি ধর্ম্ম গ্রহণ না কর সে পর্য্যন্ত আমার ঈশ্বর তোমার প্রদত্ত বলি উপহার গ্রহণ করিবেন না।" কথিত আছে যে পরে নমরুদ চারি সহস্র গো বলিদান করিয়াছিল। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ শাম দেশে আমি তাহাকে ও লুতকে লইয়া গেলাম। ধর্ম্ম প্রব-

ইয়কুবকে দান করিয়াছিলাম ও প্রত্যেককে সাধু করিয়াছিলাম। ৭২। এবং আমি তাহাদিগকে অগ্রণী করিয়াছিলাম, তাহারা আমার আজ্ঞানুসারে পথ প্রদর্শন করিত, এবং সৎকার্য্য করিতে ও উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখিতে এবং জকাত দান করিতে তাহাদিগকে আমি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম, তাহারা আমার সেবক ছিল। ৭৩। + এবং আমি লুতকে জ্ঞান বিজ্ঞান দান করিয়াছিলাম এবং যে (গ্রাম) দুষ্কর্ম্ম করিত, সেই গ্রাম হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম, নিশ্চয় তাহারা পাপাচারী দুষ্ট জাতি ছিল *। ৭৪। + এবং তাহাকে আমি স্বীয় অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছিলাম, নিশ্চয় সে সাধুদিগের (একজন ছিল)। ৭৫। (র, ৫)

এবং নুহকে (স্মরণ কর) যখন পূর্ব্বে সে ডাকিয়াছিল, তখন আমি তাহা গ্রাহ্য করিয়াছিলাম, পরে আমি তাহাকে ও তাহার পরিজনকে গুরুতর ক্লেশহইতে মুক্ত করিয়াছিলাম। ৭৬। এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল সেই সম্প্রদায়হইতে আমি তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলাম, নিশ্চয় তাহারা দুষ্ট লোক ছিল, অনন্তর আমি তাহাদিগকে একযোগে জলমগ্ন করিয়াছিলাম। ৭৭। এবং দাউদ ও সোলয়-

---

র্ত্তক প্রেরিত পুরুষদিগের অভ্যুদয় দ্বারা সেই দেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলাম, এবং তথায় আমাহইতে অনেক সম্পদ ও অনুগ্রহের সঞ্চার হইয়াছিল। এব্রাহিম শামদেশের ফলসতিননামক স্থানে উপনীত হন, লুত মওতফাকাতে যাইয়া বাস করেন। এই দুই স্থানের ব্যবধান এক দিবসের পথ। (ত, হো,)

* সেই গ্রামের নাম সদুম। সদুমনিবাসিগণ অত্যন্ত দুষ্কর্ম্ম করিত, গর্হিত ব্যভিচার ও বলাৎকারে রত ছিল। (ত, হো)

মানকে (স্মরণ কর) যখন তাহারা শস্যক্ষেত্র বিষয়ে যে সময়ে তাহাতে এক সম্প্রদায়ের ছাগপাল চড়িয়াছিল আদেশ করিতে-ছিল, এবং আমি তাহাদের আদেশের সাক্ষী ছিলাম *। ৭৮। অনন্তর আমি সোলয়মানকে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলাম, ও প্রত্যেককে জ্ঞান বিজ্ঞান দান করিয়াছিলাম এবং দাউদের সঙ্গে স্তব করিতে পক্ষী ও পর্ব্বত সকলকে বাধ্য করিয়া-

---

* নরপতি দাউদ যখন বিচারালয়ে উপবেশন করিতেন তখন তাঁহার পুত্র সোলয়মান বিচারালয়ের দ্বারে বসিয়া থাকিতেন। বিচারার্থীর যে কেহ বাহিরে আসিত তিনি তাহাকেই তাহার অভিযোগ কি ছিল ও পিতা কিরূপ নিষ্পত্তি করি-য়াছেন জিজ্ঞাসা করিতেন। একদা দুই জন অর্থী প্রত্যর্থী বিচারাগারে উপস্থিত হয়, এক জন কৃষক তাহার নাম আয়লিয়া, আর এক জনের নাম ইয়ুহনা ছিল, সে ছাগ পশু পালন করিত। আয়লিয়া বলিল "মহারাজ, আমার প্রতিবেশী ইয়ুহনা রাত্রিতে ছাগ পাল ছাড়িয়া দিয়াছিল, সেই পশুযূথ আমার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সমুদায় শস্য নষ্ট করিয়াছে।" দাউদ ইয়ুহনাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল "হাঁ এরূপ হইয়াছে।" তখন দাউদ আদেশ করিলেন "আপন পশুযূথ এই অপরাধের জন্য তুমি আয়লিয়াকে অর্পণ কর।" দাউদের ব্যবস্থা শাস্ত্রে এরূপই বিধি ছিল। পরে আয়লিয়া ও ইয়ুহনা বিচারমণ্ডপহইতে বাহিরে চলিয়া আসিলে সোলয়মান অভিযুক্ত বিষয়ের বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হন, তৎক্ষণাৎ তিনি বিচারা-লয়ে প্রবেশ করিয়া পিতাকে বলেন "বিচার নিষ্পত্তি অন্য রূপ হইলে ভাল হইত"। দাউদ জিজ্ঞাসা করিলেন "কিরূপ করা যায়?" সোলয়মান উত্তর করিলেন যে "ছাগযূথ আয়লিয়াকে অর্পণ করা হউক, সে দুগ্ধ ও ঘৃত ইত্যাদিদ্বারা লাভ করিতে থাকুক; এবং শস্য ক্ষেত্র ইয়ুহনাকে অর্পণ করা হউক সে ক্ষেত্র কর্ষণ ও বীজ বপ-নাদি করিয়া তাহাকে পূর্ব্বাবস্থায় পরিণত করুক। ক্ষেত্রের শস্য পরিপক্ক হইলে সে আয়লিয়াকে অর্পণ করিয়া স্বীয় পশুযূথ তাহা হইতে গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে কাহারই ক্ষতি হইবে না।" পরে দাউদ পূর্ব্ব আদেশ খণ্ডন করিয়া সোলয়মানের মন্ত্রণানুসারেই আজ্ঞা করেন। সেই সময়ে সোলয়মানের বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর ছিল। এই ক্ষণ পরমেশ্বর এই বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। (ত, হো,)

ছিলাম এবং আমি কর্ম্মকর্ত্তা ছিলাম*। ৭৯। এবং তোমাদের জন্য তাহাকে আমি পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দিয়াছিলাম, যেন তোমাদিগকে তোমাদের সংগ্রামক্লেশ হইতে রক্ষা করে, অনন্তর তোমরা কি কৃতজ্ঞ হও? † । ৮০। এবং মহা বাত্যাকে সোলয়মানের (বাধ্য করিয়াছিলাম,) উহা তাহার আদেশক্রমে সেই দেশে প্রবাহিত হইত যাহাকে আমি গৌরব দান করিয়াছি-লাম, এবং আমি সমুদায় বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞাতা ‡। ৮১। এবং দৈত্যদিগের মধ্যে তাহাদিগকে (বাধ্য করিয়াছিলাম) যাহারা তাহার জন্য জলমগ্ন হইত, এবং এতদ্ভিন্ন কার্য্য করিত, ও আমি তাহাদের সংরক্ষক ছিলাম §। ৮২। + এবং আয়ুবকে (স্মরণ কর)

---

* কথিত আছে যে দাউদ যখন ঈশ্বরের স্তব করিতেন তখন পর্ব্বত ও পক্ষি সকলও সেই রূপ স্তুতি করিত। ইহা তাঁহার সম্বন্ধে এক বিশেষ অলৌকিক ক্রিয়া ছিল। কিন্তু অনেক ধার্ম্মিক লোকের মত এই যে পর্ব্বত ও পক্ষী ভাবের রসনায় স্তব করিত, মানবীয় ভাষায় নহে। (ত, হো,)

† অস্ত্রের আঘাতহইতে শরীরকে রক্ষা করিবার জন্য পরমেশ্বর দাউদকে বর্ম্ম নির্ম্মাণ শিক্ষা দিয়াছিলেন। (ত, হো,)

‡ শামদেশে তদ্মরনামক এক নগর ছিল। দৈত্যগণ সোলয়মানের জন্য সেই নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিল। বায়ু তথা হইতে নির্গত হইয়া ও পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ করিয়া সায়ংকালীন উপাসনার সময় তাঁহাকে তথায় লইয়া যাইত। মোখতারোল্ কসলে উল্লিখিত হইয়াছে যে প্রাতঃকালে সোলয়মান বায়ু ভরে তদ্মরহইতে নির্গত হইয়া পারস্য দেশের অস্তথরনামক স্থানে মাধ্যাহ্নিক নিদ্রা যাপন করিয়া সন্ধ্যাকালে বাবেলে উপস্থিত হইতেন, এবং পর দিন বাবেল হইতে বাহির হইয়া পৌর্ব্বাহ্নিক ভোজন আস্তখরে সমাপন করিয়া সন্ধ্যাকালে তদ্মরে প্রত্যাগমন করিতেন। (ত, হো,)

§ দৈত্যগণ সাগরে নিমগ্ন হইয়া সোলয়মানের জন্য নানা প্রকার মূল্যবান্ বস্তু উত্তোলন করিত, এতদ্ভিন্ন অট্টালিকা নির্ম্মাণ ও শিল্প কার্য্যাদি করিত। (ত, হো,)

যখন সে আপন প্রতিপালককে ডাকিল যে নিশ্চয় আমাকে দুঃখ আক্রমণ করিয়াছে, তুমি দয়ালুদের অপেক্ষা দয়ালু *। ৮৩। অনন্তর আমি তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলাম, অবশেষে যে দুঃখ তাহাতে ছিল তাহা আমি মুক্ত করিয়াছিলাম ও আপন সন্নিধানের দয়াবশতঃ আমি তাহাকে তাহার পরিজন ও তাহাদের সদৃশ তাহাদের অনুচরবর্গ দান করিয়াছিলাম, এবং সাধকদিগের জন্য

---

* অয়ুব এব্রাহিমের বংশোদ্ভব আমুসের পুত্র ছিলেন। ঈশ্বর তাঁহাকে প্রচুর ধনসম্পত্তি প্রদান করেন, এবং প্রেরিতত্ব পদে বরণ করিয়া শামরাজ্যের অন্তর্গত বস্‌নিয়া প্রদেশে পাঠাইয়া দেন। তিনি তথায় দিবারাত্রি সাধন ভজনায় ও দানধর্ম্মাদিতে নিযুক্ত ছিলেন। শয়তান তাঁহার প্রতি হিংসা করিয়া পরমেশ্বরের নিকটে এই নিবেদন করে যে "তোমার দাস অয়ুব সুখে সচ্ছন্দে আছে, তাহার প্রচুর ধন ও উপযুক্ত সন্তান সকল বিদ্যমান, যদি তাহার ধন সম্পত্তি ও সন্তান সন্ততি বিনষ্ট কর, তাহাকে আর তোমার অনুগত পাইবে না, সে তোমার বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে"। ঈশ্বর বলিলেন "ইহা কখন হইতে পারে না, সে আমার বিশেষ চিহ্নিত ও মনোনীত ভৃত্য। যদি সহস্র বার, তাহাকে আমি বিপদে আক্রান্ত করি তথাপি সে বিচলিত হইবে না, সকল পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হইবে।" তখন শয়তান ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিল যে "অয়ুবের শরীর ও সন্তান সন্ততি এবং ধন সম্পত্তির প্রতি ক্ষমতা প্রকাশ করিতে তুমি আমাকে অধিকার প্রদান কর, তাহা হইলেই তাহার প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পাইয়া পড়িবে।" ইহা শুনিয়া পরমেশ্বর অয়ুবের বাহিক বিষয়ের উপরে শয়তানকে ক্ষমতা দান করিলেন। তখন শয়তান স্বীয় অনুচর দৈত্যাদিগকে পাঠাইয়া অয়ুবের সন্তানাদি সংহার করিতে প্রবৃত্ত হয়। প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থাদিতে একথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, ইহা জনশ্রুতি মাত্র। প্রকৃত কথা এই যে, পরমেশ্বর অয়ুবকে নানা প্রকার দুঃখ ক্লেশে আক্রান্ত করেন। প্রবল ঝটিকায় তাঁহার উষ্ট্র সকল বিনষ্ট হয়, বন্যা আসিয়া ছাগমেষাদি পশু ভাসাইয়া লইয়া যায়, এবং শস্য ক্ষেত্র বাত্যাহত হইয়া সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়। তাঁহার সাত পুত্র ও সাত কন্যা প্রাচীরের চাপে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠরোগ হয়, তাহাতে

উপদেশ (দান করিয়াছিলাম) * । ৮৫। এবং এস্মায়িল ও এদ্‌রিস্‌ ও জোল্‌কোফলকে (স্মরণ কর) প্রত্যেকেই ধৈর্য্যশীলদিগের মধ্যে ছিল † । ৮৫। +এবং আমি তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছিলাম, নিশ্চয় তাহারা সাধুদিগের মধ্যে ছিল। ৮৬। এবং জোল্‌নুনকে (স্মরণ কর) যখন সে ক্রোধ করিয়া চলিয়া গেল, তখন মনে করিতেছিল যে কখন আমি তাহার প্রতি বাধা দিব না, অনন্তর সে অন্ধকারের মধ্যে ধ্বনি করিল যে "তুমি ব্যতীত উপাস্য নাই, পবিত্রতা তোমার,

---

কৃমি সকল জন্মে ও অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়। সকলে তাঁহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতে থাকে, কোন গ্রাম ও নগরে তাঁহার বাস করা দুষ্কর হইয়া উঠে, সকলেই ঘৃণা করিয়া তাঁহাকে তাড়াইতে থাকে। তাঁহার ভার্য্যামাত্র তাঁহার সেবাতে নিযুক্ত থাকেন। সাত বৎসর পর্য্যন্ত তিনি এই দুঃখ বিপদে আক্রান্ত থাকিয়া একদিনের জন্য ও ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাসী হন নাই। সেই অবস্থায়ও সর্ব্বদা তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার রসনা পর্য্যন্ত ক্ষত ও কীটাকীর্ণ হইয়াছিল, তিনি অন্তরে মাত্র ঈশ্বরের গুণানুকীর্ত্তন করিতেন, রসনায় তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। কথিত আছে তিনি এরূপ দয়ালু ও সহিষ্ণু ছিলেন যে এক দিন রৌদ্রের সময় একটি কীট তাঁহার ক্ষত স্থান হইতে উত্তপ্ত বালুকার উপরে পড়িয়া যায়, তিনি সেই কীটের ক্লেশ দেখিয়া দয়ার্দ্র হন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে তুলিয়া যথাস্থানে স্থাপন করেন। (ত, হো,)

* এই বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতার পরীক্ষার পরে ঈশ্বর তাঁহার সমুদায় রোগ ও দরিদ্রতা দূর করেন, পূর্ব্ব পুত্র ও কন্যাদিগের অনুরূপ সাত পুত্র ও সাত কন্যা ও অনুচরবর্গ প্রদান করেন। ঈশ্বর প্রসাদে তাঁহার ধন সম্পত্তি ও গোমেষাদি পশু দ্বিগুণ হয়। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত সুরা সাদে বিবৃত হইবে। (ত, হো,)

† এস্মায়িল, এদ্‌রিস ও জোল্‌কোফল ইহারা সকলেই প্রেরিত পুরুষ ছিলেন। এস্মায়িল মক্কার মরু প্রান্তরে স্থিতি করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলেন। এদ্‌রিস বহুকাল অবিশ্বাসী লোক দ্বারা ক্রমাগত উৎপীড়িত হইয়া আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন। জোল্‌কোফলের অর্থ ধুরন্ধর বা ভারবাহক। প্রেরিত

নিশ্চয় আমি অত্যাচারীদিগের (একজন) ছিলাম *। ৮৭। পরিশেষে তাহার (মিনতি) আমি গ্রাহ্য করিয়া শোক হইতে তাহাকে মুক্তি দান করিয়াছিলাম, এবং এই প্রকারে আমি বিশ্বাসীদিগকে মুক্ত করিয়া থাকি †। ৮৮। এবং জকরিয়াকে (স্মরণ কর) যখন সে আপন প্রতিপালককে ডাকিল, "হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে একাকী (অপুত্রক) পরিত্যাগ করিও না, তুমিই

পুরুষ এলিয়াস প্রস্থানের কালে অনিসা নামক ব্যক্তির প্রতি স্বীয় কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন। তাহাতেই অনিসা জোল্‌কোফল উপাধি লাভ করেন। তিনি যে কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে অত্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

* মহাপুরুষ ইয়ুনুসের অন্য নাম জোল্‌নুন। লোকে তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করাতে তিনি ক্রোধ করিয়া চলিয়া যান। মহাত্মা জনিদ বলিয়াছেন যে তিনি আপন জীবনের প্রতি ক্রোধ করিয়াছিলেন। কথিত আছে জোল্‌নুন ধর্ম্ম বিরোধী দিগের নিকটে বলিয়া ছিলেন যে তোমাদের প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ হইবে। যখন নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইল তখন শাস্তির বিলম্ব দেখিয়া মনে করিলেন যে লোকে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া জানিবে, এই ভাবিয়া তিনি মণ্ডলীর মধ্যহইতে প্রস্থান করেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে পথে ঈশ্বর তাঁহাকে বাধা দিবেন না। পরে পরমেশ্বর তাঁহাকে সমুদ্রে লাইয়া যান ও মৎস্যের গর্ভে স্থাপন করেন। তখন ইয়ুনস অন্ধকারময় সাগরজলে ও মৎস্যের গর্ভে এবং অন্ধকার রজনীতে "তুমি আমার একমাত্র উপাস্য আমি সত্বর পলায়ন করিয়া নিজের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি" এই কথা বলেন। (ত, হো,)

† "শোক হইতে তাহাকে মুক্তিদান করিয়াছিলাম" অর্থাৎ সমুদ্রগর্ভে অবস্থিতির ক্লেশ হইতে আমি তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম। তাহাকে স্বীয় গর্ভ হইতে বাহির করিয়া সমুদ্রের তীরে স্থাপন করিতে মৎস্যের প্রতি আদেশ করিয়াছিলাম। সুরা সাফাতে সেই মৎস্য ও সাগরের বৃত্তান্ত বিশেষরূপে বিবৃত হইবে। (ত, হো,)

উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে উত্তম *। ৮৯। অনন্তর আমি (প্রার্থনা) গ্রাহ্য করিলাম ও তাহাকে ইয়হা (পুত্র) দান করিলাম এবং তাহার জন্য তাহার ভার্য্যাকে সাধ্বী করিলাম, নিশ্চয় তাহারা সৎকার্য্য সকলে ধাবমান হইত এবং ভয় ও আশাতে আমাকে আহ্বান করিত, ও আমার সম্বন্ধে তাহারা বিনীত ছিল †। ৯০। এবং সেই (স্ত্রীকে) (স্মরণ কর) যে, আপন লজ্জাকর ইন্দ্রিয়কে সংরক্ষণ করিয়াছিল, অনন্তর তৎপ্রতি আমি স্বীয় আত্মা ফুৎকার করিয়াছিলাম এবং আমি তাহাকে ও তাহার পুত্রকে জগতের জন্য নিদর্শন করিয়াছিলাম ‡। ৯১। নিশ্চয় তোমাদের এই ধর্ম্ম এক মাত্র ধর্ম্ম, এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমাকে অর্চ্চনা করিতে থাক § । ৯২। এবং তাহারা আপনাদের মধ্যে আপন কার্য্য

---

* তুমি উত্তম উত্তরাধিকারী অর্থাৎ যদি তুমি আমাকে উত্তরাধিকারী প্রদান না কর তাহাতে আমি দুঃখিত নহি। (ত, হো,)

† জকরিয়ার ভ্যার্য্যার নাম ইয়শা, তিনি এম্‌রাণের কন্যা ছিলেন। ঈশ্বর জকরিয়ার সঙ্গে ইয়শার অত্যন্ত সদ্ভাব স্থাপন করিয়াছিলেন। ইয়শা বন্ধ্যা ছিলেন, পরে ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি গর্ভধারণ করিয়া ইয়হা নামক পুত্র প্রসব করেন। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ মরয়ম কৌমার্য্য রক্ষা করিয়াছিলেন, ঈশ্বর তাঁহার গর্ভে স্বীয় আত্মারূপ ঈশাকে ফুৎকার করেন, এবং তিনি ঈশা ও মরয়মকে জগতের জন্য এক অলৌকিক নিদর্শন করেন, যেহেতু পিতা ব্যতিরেকে কুমারীর গর্ভ হইতে সন্তানের জন্মগ্রহণ করা ঈশ্বরের অদ্ভুতক্রিয়া বৈ আর কি হইতে পারে। (ত,হো,)

§ একত্বের ধর্ম্মে ও এস্‌লাম ধর্ম্মে স্থিতি করাই তোমাদের পক্ষে উচিত, এই ধর্ম্মে কোন বিরোধ নাই, বরং সমুদায় প্রেরিত পুরুষ এই ধর্ম্মেই ছিলেন। প্রকৃত একত্ববাদে সমুদায়ের মিলন। (ত, হো,)

বিছিন্ন করিল, প্রত্যেকে আমার দিকে প্রত্যাবর্ত্তনকারী। ৯৩।
(র, ৬)

অনন্তর যে ব্যক্তি সৎকর্ম্ম করে সে বিশ্বাসী, পরে তাহার যত্ন অনাদৃত হয় না, এবং নিশ্চয় আমি তাহার (সৎকর্ম্মের) লিপি-কারক। ৯৪। সেই গ্রামের প্রতি যাহাকে আমি সংহার করিয়াছি নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, উহা পৃথিবীতে ফিরিবে না *। ৯৫। যে পর্য্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজ প্রমুক্ত হয়, তাহারা সকলে উচ্চ ভূমি দিয়া দৌড়িতে থাকিবে †। ৯৬। এবং সত্য অঙ্গীকার নিকট হইবে, অনন্তর তথায় অকস্মাৎ ধর্ম্মদ্রোহীদিগের চক্ষু ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকিবে, (বলিবে) আমাদের প্রতি আক্ষেপ, নিশ্চয় আমরা এ বিষয়ে ঔদাসিন্যে ছিলাম বরং আমরা অত্যা-

---

* অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত লোকগণ যে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়া আপনাদের কার্য্যের ও অবস্থার অনুসন্ধান লইবে এইরূপ বিধি নাই। বরং তাহারা পুনরুত্থানের দিন আপনাদের কার্য্যের হিসাব দিবার জন্য সমুত্থিত হইবে, ও তাহাদের সম্বন্ধে বিচার হইবে। গ্রাম শব্দে এস্থানে গ্রামবাসী বুঝাইবে (ত, হো,)

† ইয়াজুজ ও মাজুজের বৃত্তান্ত কহফ সুরাতে বিবৃত হইয়াছে। কেয়ামতের বিবরণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মহাপুরুষ ঈসার হত্যাকারী দজ্জাল ও তাহার অনুচরগণ ঈসার হস্তে হত হইলে ইয়াজুজ ও মাজুজ প্রাচীরমুক্ত হইবে। তাহাদের প্রাচীর উন্মুক্ত হইলে পর ঈসা ধার্ম্মিকলোকদিগের সঙ্গে তুর গিরিতে যাইয়া অবস্থিতি করিবেন। কোন কোন পুস্তকে লিখিত আছে যে ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্প্রদায় জরুশেলমের নিকটবর্ত্তী খমর পর্ব্বত পর্য্যন্ত যাইয়া বলিবে "পৃথিবীর লোকদিগকে তো বধ করিলাম চল স্বর্গে যাহা কিছু আছে তৎসমুদায় হত্যা করি"। তখন আকাশের দিকে তাহারা বান নিক্ষেপ করিবে, সেই শর শোণিত লিপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইবে। ঈসা ও তাহার অনুগামিগণ বিষম সঙ্কটে পড়িয়া প্রার্থনা করিতে থাকিবেন, তখন পরমেশ্বর একেবারে সমুদায় ইয়াজুজ মাজুজ সম্প্রদায়কে সংহার করিবেন। (ত, হো,)

চারী ছিলাম। ৯৭। নিশ্চয় তোমরা ও ঈশ্বর ব্যতীত তোমরা যাহাদিগকে অর্চ্চনা কর সে সকল নরকের প্রস্তর, তোমরা তাহার প্রতি আগমনকারী। ৯৮। যদি তাহারা ঈশ্বর হইত তবে তথায় উপস্থিত হইত না, এবং সকলে (মুর্ত্তি ও মুর্ত্তিপূজক) তথায় সর্ব্বদা থাকিবে। ৯৯। তথায় তাহাদের আর্ত্তনাদ হইবে এবং তাহারা তথায় (কিছুই) শুনিতে পাইবে না। ১০০। নিশ্চয় যাহারা প্রথম হইয়া গিয়াছে তাহাদের জন্য আমা হইতে কল্যাণ আছে, তাহারা তাহা হইতে (নরক হইতে) বিদূরিত হইবে *। ১০১। †তাহারা তাহার শব্দ শুনিতে পাইবে না, এবং তাহারা যাহা চাহিবে তাহাতে তাহাদের জীবন চিরস্থায়ী হইবে। ১০২। মহা ভয় তাহাদিগকে বিষণ্ণ করিবে না এবং দেবগণ তাহাদের প্রত্যুদ্গমন করিবে, (বলিবে) এই তোমাদিগের দিন যাহা তোমাদিগের সম্বন্ধে অঙ্গীকার করা হইয়াছে †। ১০৩। লিপি সকলকে লিখিতে যেমন জড়ান হয় সেই দিন আমি নভোমণ্ডলকে সেই প্রকার জড়াইব, যেরূপ আমি প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছিলাম তদ্রূপ পুনর্ব্বার করিব, আমার পক্ষেই অঙ্গীকার, নিশ্চয় আমি কর্ত্তা হই। ১০৪। এবং সত্য সত্যই

---

* "যাহারা প্রথম হইয়াছে" অর্থাৎ পূর্ব্বতন মহাজন আজিজ ও ঈসা এবং দেবগণ, যাঁহারা ঈশ্বরহইতে সাধনার বল, সৌভাগ্য ও স্বর্গের সুসমাচার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা নরকের সঙ্গে কোন সংস্রব রাখেন না। (ত, হো,)

† কবরহইতে বাহির হইবার সময় দেবতাগণ আসিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবেন, ও বলিবেন যে, "এই সেই দিন পৃথিবীতে অবস্থান কালে যে দিন উপস্থিত হইবে বলিয়া তোমাদিগের নিকটে অঙ্গীকার করা গিয়াছে। অর্থাৎ ইহাই তোমাদিগের গৌরব ও পুরস্কারের দিন, তপস্বীদিগকে বলা হইবে ইহা তোমাদিগের বিনিময় লাভের দিন ইত্যাদি। (ত, হো,)

আমি উপদেশের (তওরয়তের) পরে জবুর গ্রন্থে লিপি করিয়াছি যে আমার সাধু দাসগণ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হইবে। ১০৫। নিশ্চয় ইহার মধ্যে সেবকদলের জন্য মনোরথসিদ্ধি আছে। ১০৬। আমি তোমাকে (হে মোহম্মদ,) জগতের নিমিত্ত দয়া অনুসারে বৈ প্রেরণ করি নাই*। ১০৭। তুমি বল "আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করা হয় ইহা বৈ নহে যে তোমাদের উপাস্য একমাত্র পরমেশ্বর, অনন্তর তোমরা কি মোসলমান? ১০৮। অবশেষে যদি তাহারা ফিরিয়া যায় তবে তুমি তাহাদিগকে বল যে "আমি সাম্য বিষয়ে তোমাদিগকে সংবাদ দান করিয়াছি, তোমাদিগকে যাহা অঙ্গীকার করা গিয়াছে, আমি জানিনা তাহা নিকটবর্ত্তী কি দূরবর্ত্তী" †। ১০৯। নিশ্চয় তিনি (কাফেরদিগের) কথা স্পষ্ট জানেন, এবং যাহা তোমরা গোপন কর তাহা অবগত হন। ১১০।

---

* হজরত মোহম্মদ জগতের বিশ্বাসী লোকদিগের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ স্বরূপ ছিলেন। বিশ্বাসিগণ তাঁহার সাহায্যে ধর্ম্মপথে চলিতেন, এবং ধর্ম্মদ্রোহীদিগের সম্বন্ধেও তিনি অনুগ্রহস্বরূপ ছিলেন, যেহেতু তাঁহারই কারণে তাহারা সমূলে সংহার হওয়ার শাস্তি হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। কশফোল্ আস্রার গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে কি মক্কায় কি মদিনায় কি মস্জেদে কি কুটীরে যখন যেখানে তিনি থাকিতেন আপন মণ্ডলীকে স্মরণ করিতেন, কোথাও কখন ভুলেন নাই, স্বর্গে যাইয়াও বিস্মৃত হন নাই। সর্ব্বদা সকল স্থানে মণ্ডলীর কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহাতেই তিনি অনুগ্রহস্বরূপ হইয়াছেন। (ত, হো,)

† "আমি সাম্য বিষয়ে তোমাদিগকে সংবাদ দান করিয়াছি" অর্থাৎ যে তত্ত্ব প্রচার করা গিয়াছে, তাহার জ্ঞানে আমি ও তোমরা যে তুল্য তাহা বলিয়াছি। আমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হইয়াছে তাহা আমি প্রচার করিয়াছি, তোমাদের প্রতি তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। পুনরুত্থান ও মোসলমানদিগের জয় বিষয়ে যাহা অঙ্গীকার করা গিয়াছে তাহা শীঘ্র বা বিলম্বে উপস্থিত হইবে (ত, হো,)

এবং আমি জানিনা হয় তো উহা তোমাদের জন্য পরীক্ষা ও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত লাভ *। ১১১। তুমি বল "হে আমার প্রতিপালক, তুমি সত্যভাবে আদেশ করিতে থাক, এবং আমার প্রতিপালক পুনর্জ্জীবন দাতা, তোমরা যাহার বর্ণন করিয়া থাক তদ্বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা গিয়াছে †। ।১১২। (র, ৭)

---

* অর্থাৎ সেই অঙ্গীকৃত বিষয়ে বা তোমাদের সদসৎ কর্ম্মের দণ্ড পুরস্কার বিষয়ে বিলম্ব হওয়া তোমাদের সম্বন্ধে পরীক্ষা বা তোমাদের জন্য এক নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত মনোরথ সিদ্ধি। (ত, হো,)

† অর্থাৎ তোমরা যে বলিয়া থাক শাস্তি নির্দ্ধারিত, যদি তাহা সত্য হয় তবে কেন আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইতেছে না। তোমরা অযোগ্য কথা সকল বলিয়া থাক, আমি পরমেশ্বরের নিকটে তাহা খণ্ডনের জন্য সাহায্য পার্থনা করিতেছি, এবং ঈশ্বর হইতে সাহায্যের আশা আছে। (ত, হো,)

সুরা হজ্ব। *

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

৭৮ আয়ত, ১০ রকু।

(দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

হে লোক সকল, আপন প্রতিপালক হইতে ভীত হও, নিশ্চয় কেয়ামতের ভূমিকম্প মহা ব্যাপার †। ১। যে দিন উহা তোমরা দেখিবে সেইদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী যাহাকে স্তন্যদান করিতেছিল তাহার প্রতি উদাসীন হইবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী স্বীয় গর্ভ পরিত্যাগ করিবে, ও তুমি লোকদিগকে মত্ত দেখিবে ও তাহারা (নিশায়) বিহ্বল নহে, কিন্তু ঈশ্বরের শাস্তি কঠিন। ২। মানবমণ্ডলীর মধ্যে কেহ আছে যে জ্ঞান না রাখিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে বাদানুবাদ করে ও প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে ‡। ৩। + তাহার সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি

---

* এই সুরা মদিনাতে অবতারিত হয়।

† এই ভূকম্পই কেয়ামতের পূর্ব্বলক্ষণ, পশ্চিম দিকে সূর্য্যোদয় হওয়ার পূর্ব্বে উহার উদ্ভব হইবে। জাদোল্‌মসির নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে কেয়ামতসূচক প্রথম স্বরধ্বনির পূর্ব্বে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিবে, আকাশ হইতে ধ্বনি হইবে যে হে লোক সকল,ঈশ্বরের আজ্ঞা উপস্থিত। তখন মানবমণ্ডলী অত্যন্ত ভীত হইবে (ত, হো,)

‡ হারসের পুত্র নজর বলিয়াছিল যে এই কোরাণ পুরাতন উপন্যাস বৈ নহে। অথবা লোকে ঈশ্বরের শক্তি সম্বন্ধে তর্ক করিয়া থাকে, ও কেয়ামতকে অস্বীকার করে। (ত, হো,)

তাহার বন্ধু হইবে অনন্তর নিশ্চয় সেই তাহাকে পথভ্রান্ত করিবে ও নরকদণ্ডের দিকে তাহাকে পথ প্রদর্শন করিবে। ৪। হে লোক সকল, যদি তোমরা পুনরুত্থান সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হও তবে (জানিও) নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করিয়াছি, তৎপর শুক্র দ্বারা তৎপর জমাট রক্তদ্বারা তৎপর অবয়ব হীন ও অবয়ব যুক্ত মাংস খণ্ড দ্বারা (সৃজন করিয়াছি) তাহাতে তোমাদের জন্য (সৃষ্টি প্রণালী) ব্যক্ত করিয়া থাকি এবং আমি জরায়ুকোষে এক এক নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে স্থিরতর রাখি, তৎপর তোমাদিগকে শিশুরূপে বাহির করি, তাহার পর (প্রতি-পালন করি) তাহাতে তোমরা আপন যৌবন প্রাপ্ত হও, এবং তোমাদের মধ্যে কেহ হয় যে তাহার প্রাণ হরণ করা হইয়া থাকে, ও তোমাদের মধ্যে কেহ হয় যে সে নিকৃষ্টতর জীবনে ফিরিয়া আইসে, তাহাতে সে কোন বিষয় জ্ঞান রাখার পরে অজ্ঞান হইয়া যায়, এবং তুমি দেখিতেছ পৃথিবীকে শুষ্ক, অনন্তর অকস্মাৎ তাহাতে আমি জল প্রেরণ করি, উহা সঞ্চালিত ও বর্দ্ধিত হয় ও সর্ব্বপ্রকার উত্তম বস্তু উৎপাদন করে *। ৫। ইহা এই জন্য

---

* এ স্থলে অবিশ্বাসী কাফেরদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। মানব-মণ্ডলীর আদি পিতা আদম মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিলেন। আদমের সন্তান-গণ পিতা মাতার শুক্র শোণিতযোগে জরায়ুকোষে প্রথম জড় পিণ্ডাকারে প্রকাশ পায়, পরে তাহাতে মাংস খণ্ড সকল জন্মে, তৎপর হস্তপদাদি অবয়ব উৎপন্ন হয়, এরূপাকারে নির্দ্দিষ্ট কাল গর্ভে স্থিতি করে, অনন্তর শিশুরূপে ভূমিষ্ট হইয়া ক্রমে য়ৌবন প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ যৌবনকালে প্রাণত্যাগ করে, কেহবা জরা দুর্ব্বল বৃদ্ধ হইয়া শিশুর অবস্থা লাভ করে, তাহার পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞান সকল বিলুপ্ত হয়। ঈশ্বর বলিতেছেন যে এইরূপ আমি তোমাদিগকে এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে লইয়া যাই। জড় পৃথিবীর সম্বন্ধেও শুষ্কতার পরে জলপ্লাবন বৃক্ষোদ্গম ইত্যাদি

যে ঈশ্বর তিনি সত্য, এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন ও তিনি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী। ৬। + এবং এই যে কেয়ামত উপস্থিত হইবে তাহাতে নিঃসন্দেহ নাই, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর যাহারা কবরে আছে তাহাদিগকে উঠাইবেন। ৭। মানবমণ্ডলীর মধ্যে কেহ আছে যে ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান না রাখিয়া এবং শিক্ষা ও উজ্জ্বল গ্রন্থ না রাখিয়া বাদানুবাদ করে। ৮। + সে আপন স্কন্ধকে ফিরাইয়াছে যেন (লোকদিগকে) ঈশ্বরের পথ হইতে বিভ্রান্তকেরে, * পৃথিবীতে তাহার দুর্গতি এবং কেয়ামতের দিনে আমি তাহাকে দাহদণ্ড আস্বাদন করাইব। ৯। (বলিব) "ইহা সেই (দুষ্কর্ম্মের) জন্য যাহা তোমার হস্তদ্বয় পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়াছে এবং এই যে পরমেশ্বর দাসদিগের প্রতি অত্যাচারী নহেন ১০। (র, ১)

এবং মানব মণ্ডলীর মধ্যে কেহ আছে যে পার্শ্বে (থাকিয়া) ঈশ্বরকে অর্চ্চনা করে, পরে যদি তাহার নিকটে সম্পদ্ উপস্থিত হয় সেই (অর্চ্চনার) সঙ্গে সে আরাম লাভ করে, এবং যদি তাহার নিকটে বিপদ্ উপস্থিত হয় সে আপন মুখ ফিরাইয়া থাকে, ইহলোক পরলোক নষ্ট করে, ইহাই সেই স্পষ্ট ক্ষতি। ১১। তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাকে আহ্বান করে সে তাহাদের লাভ ও ক্ষতি করে না, ইহাই সেই দূরতর পথভ্রান্তি। ১২। তাহারা সেই ব্যক্তিকে আহ্বান করে অবশ্য যাহার লাভ অপেক্ষা ক্ষতি

পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। অতএব এইরূপ আমি কেয়ামতের সময় গলিত মনুষ্য দেহকে পুনর্গঠন করিয়া পূর্ব্বাবস্থায় আনিতে পারি। (ত, হো,)

* স্কন্ধ ফিরান অর্থাৎ অহঙ্কারে বস্ত্রাঞ্চল টানিয়া লওয়া, ইহাতে অহঙ্কারী লোকের প্রতি লক্ষ্য হইয়াছে। (ত, হো,)

অধিক নিকটে, অবশ্য সে মন্দ বন্ধু ও অবশ্য (তাহা) মন্দ সংবাস। ১৩। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে নিশ্চয় পরমেশ্বর তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যান সকলে লইয়া যাইবেন, তাহার নিম্নে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হয়, নিশ্চয় ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন করিয়া থাকেন। ১৪। যে ব্যক্তি মনে করিয়া থাকে যে পরমেশ্বর তাহাকে (প্রেরিত পুরুষকে) ইহলোকে ও পরলোকে কখন সাহায্য দান করিবেন না, পরে তাহার উচিত যে আকাশেতে একটি রজ্জু প্রসারণ করে তৎপর উচিত যে (পথ) অতিক্রম করিতে থাকে, পরিশেষে সে দেখিবে যাহা ক্রোধ উপস্থিত করে তাহার কৌশল উহা কি দূর করে? *। ১৫। এই প্রকারে আমি তাহাকে (কোরাণকে) উজ্জ্বল নিদর্শন সমূহরূপে অবতারণ করিয়াছি, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর যাহাকে চাহেন পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ১৬। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও যাহারা ইহুদি হইয়াছে এবং যাহারা নক্ষত্রপূজক ও ঈসায়ী অগ্নিপূজক ও যাহারা অংশীবাদী কেয়ামতের দিনে নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদের মধ্যে (বিচার) নিষ্পত্তি করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর সমুদায় বস্তুর সম্বন্ধে সাক্ষী। ১৭। তোমরা কি দেখ নাই যে যাহারা স্বর্গে ও যাহারা পৃথিবীতে আছে তাহারা এবং চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রবৃন্দ ও পর্ব্বত সকল ও বৃক্ষ ও চতুষ্পদগণ এবং অধিকাংশ মনুষ্য নিশ্চয় ঈশ্বরকে প্রণাম করে, এবং অনেক আছে

---

* অর্থাৎ তুমি আকাশহইতে একটি রজ্জু ভূমির দিকে লম্বমান করিয়া তাহাতে হস্তার্পণ পূর্ব্বক উর্দ্ধে উঠিতে থাক, স্বর্গে যাইয়া আরোহণ কর এবং প্রেরিত পুরুষের প্রতি ঈশ্বরের আনুকূল্য দূর করিতে চেষ্টা করিতে থাক, দেখ এই সকল পরিশ্রম যত্নেও তোমার ক্রোধের কারণ দূর হয় কি না। (ত, হো,)

যে তাহাদের প্রতি শাস্তি প্রতিপন্ন হইয়াছে, এবং যাহাকে ঈশ্বর দুর্দ্দশা গ্রস্ত করিয়াছেন অনন্তর তাহার জন্য কোন সম্মানকারী নাই, নিশ্চয় ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন তাহা করিয়া থাকেন ৬। ১৮। এ দুই বিরোধি দল স্বীয় প্রতিপালকের সম্বন্ধে বিরোধ করিয়াছে, অনন্তর যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে, তাহাদের জন্য আগ্নেয় বসন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাদের মস্তকের উপরে উষ্ণজল নিক্ষেপ করা হইবে † । ১৯। + তাহাদের উদরে যাহা আছে তাহা ও চর্ম্ম তদ্দারা

---

* এক প্রকার প্রণাম আছে যে তাহার সঙ্গে স্বর্গ মর্ত্ত্যের সমুদায় পদার্থের যোগ আছে, উহা ঈশ্বরের মহিমাতে সকল পদার্থের বিহ্বল হইয়া যাওয়া, আর এক প্রকার প্রণাম প্রত্যেক পদার্থের জন্য ভিন্ন। তাহা এই যে ঈশ্বর যাহাকে যে কার্য্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সেই কার্য্যে নিযুক্ত থাকা। উহা অনেকে করে না এবং অনেকে করিয়াও থাকে। যাহারা করে না তাহাদের দুর্দ্দশা ও শাস্তি। (ত, শা,)

† গ্রন্থাধিকারী ঈসায়ী ও মুসায়ী লোকেরা হজরতের অনুবর্ত্তী লোকদিগের সঙ্গে বাদানুবাদ করিয়া বলিয়াছিল যে "আমাদের ধর্ম্ম প্রাচীন ও আমাদের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক অগ্রগণ্য, প্রকৃতপক্ষে আমরা তোমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" তাহাতে তাঁহারা উত্তর দান করেন যে "আমরা স্বীয় পেগাম্বর ও তোমাদের পেগাম্বরকে মান্য করি এবং আপন ধর্ম্মগ্রন্থ ও তোমাদের ধর্ম্মগ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস রাখি। তোমরা আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে জানিয়াও ঈর্ষ্যাবশতঃ স্বীকার করিতেছ না। সুতরাং সত্য আমাদের দিকে হয়, তোমাদের দিকে নয়"। ইহাতেই পরমেশ্বর এই আয়ত প্রেরণ করেন। আবুজর গোফারি বলিয়াছেন যে "ছয় জনের সম্বন্ধে এই আয়ত প্রেরিত হইয়াছে, সেই ছয় জন বদরের যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিল, কাফেরদিগের পক্ষে অতবা, শিবা ও অলিদ, বিশ্বাসীদিগের পক্ষে হম্‌জা, আলি ও ওবেদা"। পুনশ্চ কথিত আছে দুই দলের মধ্যে এক দল ইহুদি ঈসায়ী ও নক্ষত্রপূজক, অগ্নিপূজক এবং অংশীবাদী; আর এক বিরোধীদল বিশ্বাসী। এই দুই দল সর্ব্বদা ঈশ্বরের স্বরূপ ও গুণ বিষয়ে বিরোধ করিয়াছে। (ত, হো,)

দ্রবীভূত করা হইবে।২০।+এবং তাহাদের জন্য লৌহময় হাতুড়ী সকল আছে।২১। যখন তাহারা ইচ্ছা করিবে যে তাহার ক্লেশ হইতে বাহির হয় তখন তথায় পুনঃ স্থাপিত করা হইবে এবং (বলা হইবে) অগ্নিদণ্ড আস্বাদন কর।২২। (র,২)

যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যান সকলে লইয়া যান, তাহার নিম্ন দিয়া পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হয়, তথায় স্বর্ণময় ও মৌক্তিক কঙ্কণ (তাহাদিগকে) পরাণ হইবে এবং তথায় তাহাদের পরিচ্ছদ কৌষেয় বস্ত্র (হইবে)।২৩। এবং তাহাদিগকে বিশুদ্ধ কথার দিকে পথপ্রদর্শন করা গিয়াছে ও প্রশংসিত পথের দিকে পথ প্রদর্শন করা গিয়াছে।২৪। নিশ্চয় ধর্ম্মদ্রোহিগণ ঈশ্বরের পথ ও মস্‌জেদোল্‌হরামহইতে (লোকদিগকে)নিবৃত্ত করে, যাহাকে আমি তত্র নিবাসী ও অরণ্যবাসী লোকমণ্ডলীর সম্বন্ধে তুল্য করিয়াছি যে ব্যক্তি তথায় অত্যাচার যোগে বক্রগামী হয়, তাহাকে আমি দুঃখ জনক শাস্তি আস্বাদন করাইব *।২৫। (র,৩)

(স্মরণ কর) যখন আমি এব্রাহিমের জন্য কাবা গৃহ নির্দ্ধারণ করিলাম তখন (বলিলাম) যে আমার সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশী করিও না, ও আমার নিকেতনকে প্রদক্ষিণকারীদিগের জন্য ও (উপাসনায়) দণ্ডায়মানদিগের জন্য এবং রোকু নমস্কার কারীদিগের জন্য পবিত্র রাখ†।২৬। এবং তুমি লোকদিগকে হজ্

---

* অর্থাৎ মক্কানিবাসী ও দূর দেশী লোক হজ ক্রিয়াদিতে তুল্য। (ত, হো,)

† অর্থাৎ কাবামন্দিরকে জঞ্জালমুক্ত কর, তাহা হইলে সকলে তাহা প্রদক্ষিণ করিবে ও তথায় নমাজ পড়িবে। ইহা জ্ঞানীদিগের উচ্চারিত বাক্য, কিন্তু নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞদিগের উক্তি এই যে মহত্বের ভূমিস্বরূপ অন্তরকে সকল বিষয় হইতে মুক্ত কর, অন্য কিছু তাহাতে প্রবেশ করিতে দিও না। যেহেতু উহা প্রেমরূপ

উদ্দেশ্যে ডাক, তাহারা পদাতিক ও প্রত্যেক উষ্ট্রের উপর (চড়িয়া) তোমার নিকটে আসিবে, প্রত্যেক দূর পথ হইতে আসিবে। ২৭। + তাহা হইলে তাহারা নিজের লাভের প্রতি উপস্থিত হইবে এবং পরিচিত দিবস সকলে গৃহপালিত চতুষ্পদের উপর যাহা আমি তাহাদিগকে উপজীবিকারূপে দিয়াছি ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিবে, পরে তোমরা তাহার (মাংস) ভক্ষণ কর এবং পরিশ্রান্ত ফকিরদিগকে ভোজন করাও *। ২৮।

স্থরার আধার। মহাপুরুষ দাউদের প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছিল যে তুমি আমার জন্য সেই আলয় শুদ্ধ করিয়া লও যাহাতে আমার মহাদৃষ্টি পতিত হয়। দাউদ জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভো, কিরূপ গৃহ তোমার মহিমা ও গৌরবের উপযুক্ত ?" ঈশ্বর বলিলেন "উহা বিশ্বাসীদিগের হৃদয়"। দাউদ জিজ্ঞাসা করিলেন "তাহা কিরূপে শুদ্ধ করিয়া লইব ?" ঈশ্বর বলিলেন "তন্মধ্যে প্রেমের অগ্নি জ্বালিয়া দেও তাহা হইলে আমার বিরোধী সমুদায় বস্তুকে নষ্ট করিবে।" যখন মহাপুরুষ এব্রাহিম কাবামন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তুলিয়াছিলেন।" তখন প্রত্যাদেশ হইয়াছিল যে "লোকদিগকে এই পুণ্যগৃহে আসিতে আহ্বান কর"। এব্রাহিম কহিলেন প্রভো,, "আমার ধ্বনি কত দূর যাইবে ?" ঈশ্বর বলিলেম "তোমার কার্য্য ডাকা, আমার কার্য্য সেই ধ্বনি লইয়া যাওয়া। তখন এব্রাহিম, আবুকরিস গিরিশিখরে আরোহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন "হে বিশ্বাসিগণ, পরমেশ্বর স্বীয় নিকেতনের হজ্ব তোমাদের জন্য লিপি করিয়াছেন, তোমাদিগকে তথায় আসিতে তিনি আহ্বান করিতেছেন, তাহা স্বীকার কর"। পরমেশ্বর তাঁহার এই ধ্বনি সর্ব্বত্র পঁহুছাইলেন এবং সকলকে তাঁহার আহ্বান বাক্য শুনাইলেন। যে ব্যক্তি হজ্ব করিতে ঈশ্বর হইতে জ্ঞান লাভ করিল সে অগ্রসর হইয়া উত্তর দান করিয়া উপস্থিত হইল। এব্রাহিমের ধর্ম্ম পর্য্যন্ত এই বৃত্তান্ত। (ত, হো,)

* গো, উষ্ট্র ও ছাগ পশুর উপরে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়া তাহা জব করিবার বিধি। কাফেরগণ পুত্তলিকার নামে জব করিত, বলির পশুর মাংস ভক্ষণ করিত না। পরমেশ্বর বিশ্বাসীদিগকে বলিতেছেন যে জব করিবে, পরে তাহার মাংস ভক্ষণ করিবে। "পরিচিত দিবস" হজ্বক্রিয়া সম্পাদনের নির্দ্দিষ্ট দিন। (ত, হো,)

তৎপর উচিত যে তাহারা আপন দৈহিক মালিন্য দূর করে এবং আপন সঙ্কল্প সকল সম্পাদন করে এবং যে সেই প্রাচীন নিকেতন প্রদক্ষিণ করে। ২৯। ইহাই, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের গৌরবকে সম্মানিত করে পরে উহা তাহার জন্য তাহার প্রতি-পালকের নিকটে কল্যাণ, তোমাদের নিকটে যাহা পড়া যাইবে তদ্ব্যতীত গ্রাম্য পশু তোমাদের জন্য বৈধ, অনন্তর তোমরা পুত্ত-লিকা সকলের অশুদ্ধিতা হইতে নিবৃত্ত থাক এবং মিথ্যা কথা হইতে নিবৃত্ত থাক, * । ৪০।+ঈশ্বর সম্বন্ধে একত্ববাদিগণ তাঁহার সঙ্গে অংশিবাদী নহে, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে অংশিত্ব স্থাপন করে, অনন্তর সে যেন আকাশ হইতে পতিত, অনন্তর তাহাকে (শবাশী) পক্ষী উঠাইয়া লইবে অথবা বায়ু তাহাকে দূরতর স্থানে ফেলিয়া দিবে †। ৪১। ইহাই, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিদর্শন সকলকে সম্মান করে অনন্তর ইহা (তাহার) মনের ধর্ম্মভীরুতা হইতে হয়। ৪২। তোমাদের জন্য তন্মধ্যে (সেই পশুর মধ্যে) নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত লাভ সকল আছে, তৎপর প্রাচীন নিকে-তনের (কাবার) দিকে তাহার অবতরণ ভূমি ‡। ৪৩। (র, ৪)

---

* "তোমাদের নিকটে যাহা পড়া হইবে" অর্থাৎ শব ও বরাহ মাংস প্রভৃতি যাহা পরে বলা যাইবে তদ্ব্যতীত তোমাদের জন্য বৈধ। এবং তোমরা পুত্তলিকার অশুদ্ধ সংস্রব ছাড়িয়া দিবে ও অসত্য বাক্য হইতে দূরে থাকিবে। যে কথার সঙ্গে অংশীবাদিতার সংস্রব আছে এবং যে বাক্যের সঙ্গে মনের যোগ হয় না তাহা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দান এই সকল অসত্যবাণী। (ত, হো,)

† অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিশ্বাসের উচ্চ ভূমি হইতে অবিশ্বাসের গর্ত্তে বিপতিত হয় মানসিক কুপ্রবৃত্তি সকল তাহাকে পদদলিত ও বিক্ষিপ্ত করে, অথবা শয়তানের কুমন্ত্রণারূপ বাত্যা ভ্রান্তির প্রান্তরে লইয়া গিয়া বিনাশ করিয়া থাকে। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ পরে কাবামন্দিরে সেই পশু সকলকে বলিদান করিবার জন্য উপস্থিত করিবে। (ত, হো,)

এবং প্রত্যেক মণ্ডলীর জন্য আমি কোরবাণী (বলিদান) নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি যেন চতুষ্পদ পশুদিগের যাহা আমি উপজীবিকা রূপে তাহাদিগকে দান করিয়াছি তাহার উপর তাহারা ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে, অনন্তর তোমাদের ঈশ্বর একমাত্র ঈশ্বর, অতএব তোমরা তাঁহার অনুগত হও, এবং তুমি (হে মোহম্মদ,) বিনয়ীদিগকে সুসংবাদ দান কর *। ৩৪। + যাহারা যখন ঈশ্বর স্মরণীয় হন তখন তাহাদিগের মন ভীত হইয়া থাকে এবং যাহারা তাহাদের প্রতি যাহা সংঘটিত হয় তৎপ্রতি সহিষ্ণু ও উপাসনার প্রতিষ্ঠাকারী, এবং যাহা তাহাদিগকে উপজীবিকা দেওয়া যায় তাহা ব্যয় করে, তাহাদিগকে (সুসংবাদ দান কর)। ৩৫। এবং বলির উষ্ট্র, তাহাকে আমি তোমাদের জন্য ঈশ্বরের (ধর্ম্মের) নিদর্শন ও তোমাদের জন্য তন্মধ্যে মঙ্গল স্থাপন করিয়াছি, অনন্তর দণ্ডায়মান অবস্থায় তাহার উপরে (বলিদান কালে) তোমরা ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ কর, পরে যখন পার্শ্ব ভাগে সে পড়িয়া যায় তখন তাহা ভক্ষণ কর এবং প্রার্থী ও অপ্রার্থী (ফকিরদিগকে) ভোজন করাও, এইরূপে আমি তোমাদের জন্য তাহাকে বশীভূত করিয়াছি, সম্ভবতঃ তোমরা ধন্যবাদ করিবে †। ৩৬। ঈশ্বরের নিকটে তাহার মাংস ও তাহার রক্ত কখন পঁহুছিবে না, কিন্তু তাঁহার নিকটে তোমা-

---

* গবাদি যত গৃহপালিত পশু আছে, তাহাদের সম্বন্ধে বিধি এই যে তাহাদের দ্বারা কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইবে, পরে কাবার নিকটে আনয়ন করিয়া বলিদান করিবে। অন্য যে "স্থানে" আল্লাহো আকবর বলিয়া পশু জব করা হয় সেই স্থান কাবা হইতে নিকট বা দূর হইলেও কাবার উদ্দেশ্যে জব হইল মানিতে হইবে। (ত, শা,)

† অর্থাৎ উষ্ট্রকে দণ্ডায়মান অবস্থায় জব করার বিধি। অনেকে বলিদানের

দিগের ধর্ম্মভীরুতা উপস্থিত হইবে, এইরূপে তোমাদের জন্য তাহাকে অধিকৃত করিয়াছি যেন তোমাদিগকে যে পথ প্রদর্শন করিয়াছি তদ্বিষয়ে তোমরা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করিতে থাক এবং তুমি (মোহম্মদ,) হিতকারীদিগকে সুসংবাদ দান কর *। ৩৭। নিশ্চয় ঈশ্বর বিশ্বাসিগণহইতে (কাফের দিগের উপদ্রব) দূর করেন, নিশ্চয় ঈশ্বর প্রত্যেক ক্ষতিকারক ধর্ম্মদ্রোহীকে প্রেম করেন না †। ৩৮। (র, ৫)

যাহাদের সঙ্গে (কাফেরগণ) সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত তাহাদিগকে (ধর্ম্মযুদ্ধে) অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, যেহেতু তাহারা

সময় বলিয়া থাকে "আল্লা হো আকৃবর লা এলাহ্ এল্লেলাহ্ ও আল্লাহো আকৃবর আল্লাহোম্মা মেন্‌কা ও এলয়কা" অর্থাৎ ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ, ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, হে পরমেশ্বর, তোমা হইতেই আগমন ও তোমার দিকে প্রতি গমন। বলিদানের পর উষ্ট্র ভূমিতে কাত হইয়া পড়িয়া গেলে ও জীবন শূন্য হইলে তাহার মাংস ভক্ষণ করিবে। আমি তোমাদের জন্য মহাশক্তিশালী ও বৃহৎকায় উষ্ট্রকে বশীভূত করিয়াছি। (ত, হো,)

* পূর্ব্বে অজ্ঞানীলোকেরা বলি প্রদত্ত পশুর রক্ত কাবা মন্দিরের প্রাচীরে লেপন করিত, তাহা ঈশ্বরের অনুগ্রহলাভের কারণ বলিয়া জানিত। এস্‌লাম ধর্ম্মের অভ্যুদয় সময়েও বিশ্বাসীলোকেরা পূর্ব্ব প্রথা অনুসারে কাবার প্রাচীরে রক্ত লেপন করিতেছিল, এই আয়তদ্বারা পরমেশ্বর নিষেধ করিতেছেন। (ত, হো,)

† যাহারা ধর্ম্মরক্ষণে ও ঈশ্বরদত্ত সম্পদের কৃতজ্ঞতা দানে বিরত তাহারা ক্ষতিকারক। যখন মক্কার পৌত্তলিকগণ বিশ্বাসীদিগকে উৎপীড়ন করিতে হস্ত ও জিহ্বা প্রসারণ করিয়াছিল। তখন ক্ষণে ক্ষণে হজরতের এক এক জন অনুবর্ত্তী উৎপীড়িত ও আহত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেন। হজরত বলিতেন "ধৈর্য্যধারণ কর, আমি তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে এই ক্ষণ পর্য্যন্ত আদিষ্ট হই নাই।" মদিনায় প্রস্থান করা হইলে সংগ্রামের আদেশ উপস্থিত হয়। পরবর্ত্তী আয়তে তাহার উল্লেখ হইয়াছে। (ত, হো,)

উৎপীড়িত, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদের সাহায্য দানে সক্ষম *। ৩৯। + যাহারা অন্যায়রূপে আপন আলয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে, কেবল (এই কারণে) যে তাহারা বলিয়া থাকে আমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বর, এবং যদি মনুষ্য পরস্পর একজন হইতে অন্য জন ঈশ্বর কর্তৃক দূরীকৃত না হইত তবে অবশ্য মোসলমান সন্ন্যাসীদিগের তপস্যা কুটির, ঈসায়ীদিগের উপাসনালয় ও ইহুদিদিগের পূজাগৃহ ও মোসলমানদিগের ভজনালয় যথায় প্রচুররূপে ঈশ্বরের নাম উচ্চারিত হইয়া থাকে ধ্বংস করা হইত, এবং যে ব্যক্তি তাঁহার (ধর্ম্মের) সাহায্য করিয়া থাকে, অবশ্য ঈশ্বর তাহাকে সাহায্য দান করিবেন, নিশ্চর ঈশ্বর ক্ষমতাবান্ পরাক্রান্ত। ৪০। তাহারাই, যদি পৃথিবীতে আমি তাহাদিগকে ক্ষমতা দান করি তবে নমাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখিবে, জকাত দান করিবে, বৈধবিষয়ে আদেশ ও অবৈধ বিষয়ে নিষেধ করিবে, ঈশ্বরের জন্যই কার্য্য সকলের পরিণাম। ৪১। যদি তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) তাহারা অসত্যারোপ করে তবে নিশ্চর (জানিও) তাহাদের পূর্ব্বে নুহের দল ও আদ ও সমুদ জাতি অসত্যারোপ করিয়াছে। ৪২। + এবং এব্রাহিমের সম্প্রদায় ও লুতের সম্প্রদায় (অসত্যারোপ করিয়াছে)। ৪৩। + ও মদয়ন নিবাসিগণ (অসত্যারোপ করিয়াছে) এবং মুসা অসত্যারোপিত হইয়াছিল, অনন্তর আমি ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে অবকাশ দিয়াছিলাম, পরে আমি তাহাদিগকে ধরিয়াছিলাম, অনন্তর কিরূপ শাস্তি ছিল? ৪৪। এবং কতগ্রাম

---

* অর্থাৎ বিশ্বাসিগণ শত্রুর অত্যাচার অত্যন্ত সহ্য করিয়াছেন, অতএব ঈশ্বর তাহাদিগকে আদেশ করিলেন যে কাফেরগণ যুদ্ধ করিতে চাহিলে তোমরাও যুদ্ধ কর। (ত, হো)

ছিল যে তাহাকে আমি সংহার করিয়াছি, উহা অত্যাচরী ছিল, অনন্তর উহা আপন ছাদ ও অকর্ম্মণ্যকূপও উচ্চ অট্টালিকার উপর নিপতিত হইয়াছে *। ৪৫। অনন্তর তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই? তাহা হইলে তাহাদের জন্য অন্তর সকল হইত যে তাহাদ্বারা বুঝিতে পারে, অথবা কর্ণ সকল যে তাহা দ্বারা শুনিতে পায়, পরিশেষে বৃত্তান্ত এই যে চক্ষু সকল অন্ধ হয় না, অন্তর যাহা বক্ষেতে আছে তাহাই অন্ধ হইয়া থাকে †। ৪৬। তাহারা তোমার নিকটে (হে মোহম্মদ,) শাস্তি শীঘ্র চাহিতেছে, কখন পরমেশ্বর আপন অঙ্গীকারের অন্যথা করেন না, এবং তোমরা যাহা গণনা করিয়া থাক নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের

---

* কূপটি হজরমৌত নগরের নিকটে এক পর্ব্বতের পার্শ্বে ছিল এবং উচ্চ অট্টালিকা সেই পর্ব্বতের উপরে ছিল। সেই অট্টালিকার নির্ম্মাতা দ্বিতীয় আদ, তাহাকে মঞ্জর বলা হইত। প্রকৃত বিবরণ এই যে যখন সমুদ জাতি বিনাশ প্রাপ্ত হইল তখন প্রেরিত পুরুষ সালেহ চারি সহস্র বিশ্বাসীসহ এয়মন দেশে সমাগত হন। সেই দেশের কোন স্থানে মবক উপস্থিত ছিল, এজন্য তাঁহারা তাহার "হজরমৌত" (মৃত্যু উপস্থিত) নাম রাখিলেন। তাহারা জালসের পুত্র জলিসকে আপনাদের মধ্যে দলপতি ও ওয়াদার পুত্র সখাবিবকে মন্ত্রিত্বের পদে নিযুক্ত করিয়া উপরি উক্ত কূপের নিকটে বসতি স্থাপন ও উক্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাহাদের সন্তানগণ পুত্তল পূজা আরম্ভ করিয়া পৈত্রিক ধর্ম্ম হইতে ফিরিয়া যায়। পরে সফ্ওয়ানের পুত্র হন্তলা তাহাদের সম্বন্ধে প্রেরিতত্ব পদে বরিত হন, তাহারা তাঁহাকে নানা প্রকার লাঞ্ছনা করিয়া হত্যা করে। এজন্য পরমেশ্বর তাহাদিগকে বিনাশ করেন। তদবধি তাহাদের সেই কূপ অকর্ম্মণ্য ও অট্টালিকা শূন্য পড়িয়া থাকে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের অবস্থা দর্শনসম্বন্ধে তাহাদের মন প্রচ্ছন্ন ছিল, অতএব তাহারা শিক্ষা লাভ করিতেছে না। (ত, হো,)

নিকটে তাহার এক দিবস সহস্র বৎসর তুল্য *। ৪৭। এবং অনেক গ্রাম আছে যে সে সকলকে আমি অবকাশ দিয়াছি, সে সকল অত্যাচারী ছিল, তৎপর সে সকলকে ধরিয়াছি, এবং আমার দিকেই প্রত্যাবর্ত্তন হয়। ৪৮। (র ৬)

তুমি বল, হে লোক সকল, আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভয়প্রদর্শক ইহা বৈ নহি। ৪৯। অনন্তর যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম সকল করিয়াছে তাহাদের জন্য ক্ষমা ও উত্তম উপজীবিকা আছে। ৫০। এবং যাহারা দুর্ব্বলকারী হইয়া আমার নিদর্শন সকলের প্রতি দৌড়িয়া থাকে তাহারা নরকনিবাসী †। ৫১।

---

* অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকট একদিন ও সহস্র সমান, যেহেতু তাঁহাতে কালের অধিকার নাই। অতএব কালের অস্তিত্ব অনস্তিত্ব এবং অল্প ও অধিক তাঁহার নিকটে তুল্য। যখন ইচ্ছা তিনি শাস্তি প্রেরণ করেন। (ত,*হো,)

† যখন সুরা নজম অবতীর্ণ হয় তখন হজরত তাহা কাবা মন্দিরে কোরেষদিগের সভায় পাঠ করিতেন এবং আয়ত সকলের বিরাম স্থলে লোকে স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে এই উদ্দেশ্যে বিরত থাকিতেন। পরে একদা উক্ত প্রণালী অনুযায়ী আয়ত পাঠের পর তিনি বলিয়াছিলেন যে তোমারা কি লাত, গরি ও মনাত দেবকে দেখ নাই? ইত্যাদি। লাত গরি প্রভৃতি কোরেষদিগের উপাস্য প্রতিমা ছিল। শয়তান ইতিমধ্যে সুযোগ পাইয়া কাফেরদিগের কাণে কাণে বলিয়া দিল যে এ সকল দেবতা দলপতি ও ব্যোমচারী মহাবিহঙ্গ। ইহাদের প্রতি শফাতের অর্থাৎ পাপ ক্ষমার অনুরোধের আশা করা যাইতে পারে। ধর্ম্মদ্রোহিগণ এই কথা শ্রবণে আনন্দিত হয়, তাহারা মনে করে যে হজরত প্রতিমা সকলের আশ্রয় প্রার্থী হইয়াছেন ও তাহাদের প্রতিমা সকলকে প্রশংসা করিয়াছেন। এই জন্য সুরার অন্তে বিশ্বাসীদিগের সহিত হজরতের প্রণাম করার কালে অধিকাংশ কোরেষও তাহাতে যোগ দেয়। তখন জেব্রিল অবতীর্ণ হইয়া সবিশেষ হজরতের নিকটে জ্ঞাপন করে। তাহাতে হজরতের মন অত্যন্ত দুঃখিত হয়। এই হেতু পরমেশ্বর তাঁহার সান্ত্বনার জন্য পরবর্ত্তী আয়ত প্রেরণ করেন। "যাহারা দুর্ব্বলকারী হইয়া আমার

এবং আমি তোমার পূর্ব্বে (হে মোহম্মদ,) কোন রসুল ও নবি প্রেরণ করি নাই যে সে যখন (কোন) অভিপ্রায় করিত শয়তান তাহার অভিপ্রায়ের মধ্যে (কিছু) নিক্ষেপ করে নাই, অনন্তর শয়তান যাহা নিক্ষেপ করিয়াছে ঈশ্বর তাহা খণ্ডন করিয়াছেন, তৎপর পরমেশ্বর আপন নিদর্শন সকলকে দৃঢ় করিয়াছেন, এবং ঈশ্বর জ্ঞানী ও নিপুণ *। ৫২। + শয়তান যাহা নিক্ষেপ করে যাহাদের অন্তরে রোগ আছে ও যাহাদের অন্তর কঠিন তাহাদের নিমিত্ত (পরমেশ্বর) তাহা আপদ করিয়া তোলেন, নিশ্চয় অত্যাচারিগণ প্রবল বিরুদ্ধাচারের মধ্যে আছে। ৫৩। + যাহাদিগকে জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে তাহারা জানিতে পারে যে নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক হইতে (আগত) উহা (প্রত্যাদেশ) সত্য, অনন্তর তাহারা তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, পরে তজ্জন্য তাহাদের অন্তর

নিদর্শন সকলের প্রতি দৌড়িয়া থাকে" ইহার অর্থ এই যে আমার নিদর্শন কোরাণের উদ্দেশ্য দুর্ব্বল করিবার উদ্দেশ্যে যাহারা তাহার প্রতি যোগ দান করিয়া থাকে। (ত, হো,)

* রসুল ধর্ম্মবিধির প্রবর্ত্তক, নবি বিধিপ্রচারে রসুলের সহকারী। যেমন রসুল এব্রাহিমের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিধির নবি লূত ছিলেন। এইরূপ মুসা রসুল তাঁহার সহকারী ইয়ুশা নবি, রসুল ঈসা তাঁহার সহকারী শমউন নবি। রসু ধর্ম্মবিধি সম্বন্ধে বিশেষ প্রচারক, নবি রসুলের সহকারী সাধারণ প্রচারক। রসুলের প্রতি কোন বিশেষ বিধিগ্রন্থ অবতীর্ণ হয় ও তিনি অলৌকিকতার প্রকাশভূমি নবির প্রতি সেই রূপ কোন গ্রন্থ অবতারিত হয় না। রসুলের নিকটে ফেরস্তা বিশেষ প্রত্যাদেশ আনয়ন করেন, নবি সাধারণভাবে দৈববাণী শ্রবণ করেন ও প্রত্যাদিষ্ট হন। রসুল শব্দের অর্থ ঈশ্বরের প্রেরিত, নবি সংবাদদাতা। রসুল বা নবি যখন কোন প্রত্যাদেশ প্রচার করেন তখন শয়তান সেই প্রত্যাদেশের অভিপ্রায়ে গোলযোগ করিয়া লোকের মনে অন্য ভাব জন্মাইয়া দিয়া থাকে। (ত, হো,)

বিনীত হয় এবং নিশ্চয় ঈশ্বর যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহাদিগকে সরল পথের দিকে পথ প্রদর্শন করেন *। ৫৪। এবং ধর্ম্মদ্রোহিগণ যে পর্য্যন্ত (না) অকস্মাৎ তাহাদের নিকটে কেয়ামত উপস্থিত হয় অথবা তাহাদের নিকটে বন্ধ্য দিবসের শাস্তি উপস্থিত হয় † সে পর্য্যন্ত তাহা হইতে (সেই প্রত্যাদেশ হইতে) সন্দেহের মধ্যে সর্ব্বদা থাকিবে। ৫৫। সেই দিন ঈশ্বরের জন্য রাজত্ব তিনি তাহাদের মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করিবেন, ‡ অনন্তর যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম সকল করিয়াছে তাহারা সম্পদের স্বর্গোদ্যান সকলে থাকিবে। ৫৬। এবং যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে ও আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, অনন্তর তাহারাই, তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা জনক শাস্তি আছে। ৫৭। (র, ৭)

এবং যাহারা ঈশ্বরের পথে দেশত্যাগ করিয়াছে, তৎপর

---

* অর্থাৎ বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে যাহা দুষ্কর হয় পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে সত্য দৃষ্টি ও স্থির চিন্তাযোগে তাহার পথ প্রদর্শন করেন, তাহাতে তাঁহাদের মনোরথসিদ্ধি হয়। তজ্জন্য তাহাদের অন্তর নম্র হয়, তাঁহারা তাঁহার বিধি সকল গ্রাহ্য করেন। (ত, হো,)

† বন্ধ্য দিবস কেয়ামতের দিন, সেই দিবসের পর আর দিবস জন্মগ্রহণ করিবে না, এজন্য তাহাকে বন্ধ্য দিন বলা হইয়াছে। (ত, হো,)

‡ অদ্য রাজা মহারাজাদিগের রাজত্ব ও আধিপত্যের গৌরব। সেই কেয়ামতের দিবস সকল অহঙ্কারীর অহঙ্কারের কটীবন্ধন কটীদেশ হইতে উন্মোচন করা যাইবে, রাজাদিগের মস্তক রাজমুকুট শূন্য হইবে, তাঁহাদের স্বত্ব, অধিকার ও অভিমান কিছুই থাকিবে না। ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি ঈশ্বর পৃথিবীর রাজাদিগের সমুদায় রাজকীয় ভাব ও চিন্তা বিনাশের গভীর সমুদ্রে বিসর্জ্জন করিবেন। ঈশ্বরেরই নির্ব্বিরোধ ও নিষ্কণ্টক আধিপত্য ও কর্তৃত্ব থাকিবে। (ত, হো,)

নিহত হইয়াছে অথবা মরিয়াছে, নিশ্চয় পরমেশ্বর তাহাদিগকে উত্তম উপজীবিকা দান করিবেন, একান্তই পরমেশ্বর, তিনি জীবিকাদাতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ*। ৫৮। অবশ্য তিনি এমন স্থানে তাহাকে লইয়া যাইবেন যে সে তাহা মনোনীত করিবে, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর প্রশান্ত ও জ্ঞাতা †। ৫৯। এই (ঈশ্বরের আজ্ঞা) এবং যে ব্যক্তি এরূপ শাস্তি দান করে যেরূপ তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে, তৎপর তাহার প্রতি উৎপীড়ন করা হইলে একান্তই ঈশ্বর তাহাকে সাহায্য দান করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর মার্জ্জনাকারী ক্ষমাশীল ‡। ৬০। এই (সাহায্য) এই কারণে যে ঈশ্বর রাত্রিকে দিবাতে পরিণত করেন ও দিবাকে রাত্রিতে পরিণত করেন, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোতা দ্রষ্টা। ৬১। এই

---

* হজরতের কোন কোন ধর্ম্মবন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে "প্রেরিত মহাপুরুষ আমরা ধর্ম্ম ভ্রাতাদিগের সঙ্গে জেহাদ করিতে যাইতেছি, যদি তাঁহারা ধর্ম্মার্থ নিহত হইয়া ঈশ্বরের কৃপালাভ করেন, ও আমরা ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত না হইয়া মরিয়া যাই আমাদের কি দশা ঘটিবে?" তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয় যে যখন তোমরা সকলে জেহাদের সঙ্কল্পে ঐক্য হইয়াছ তখন সকলকেই আমি উত্তম উপজীবিকা দান করিব। (ত, হো,)

† জেহাদকারীকে সৌরভময় স্বর্ণময় স্বর্গে লইয়া যাওয়া হইবে। সে তাহা মনোনীত করিবে ও তাহা পাইয়া আনন্দিত হইবে। পরমেশ্বর দেবতাদিগকে তাহার অভ্যর্থনার জন্য পাঠাইবেন, তাঁহারা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া স্বর্গে লইয়া আসিবেন। (ত, হো,)

‡ এক দল কাফের মহরম মাসের শেষভাগে চাহিয়াছিল যে মোসলমানদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করে। মহরম মাসে সংগ্রাম নিষেধ। মোসলমানগণ উক্ত মাসে নিবৃত্ত থাকিয়া আগামী মাসে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কাফের লোকেরা সম্মত হইল না। তখন মোসলমানগণ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করেন। তাহাতে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

সাহায্য) এই কারণে যে ঈশ্বর তিনি সত্য, এবং এই যে ধর্ম্ম-দ্রোহিগণ তাঁহা ব্যতীত (অন্যকে) আহ্বান করে তাহা অসত্য, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর তিনি উন্নত মহান্। ৬২। তুমি কি দেখ নাই যে ঈশ্বর আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করিয়াছেন, অনন্তর ভূমি হরিদ্বর্ণ হইয়া থাকে, নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞানী, কৃপালু। ৬৩। যাহা স্বর্গে ও যাহা মর্ত্ত্যে আছে তাহা তাঁহারই, নিশ্চয় ঈশ্বর তিনি নিষ্কাম ও প্রশংসিত। ৬৪। (র, ৮)

. তোমরা কি দেখ নাই যে ঈশ্বর পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা ও নৌকা সকল তোমাদের জন্য অধিকৃত করিয়াছেন? তাঁহার আজ্ঞানুসারে (নৌকা) সমুদ্রে চলিয়া থাকে, এবং তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত পৃথিবীর উপর পড়িয়া না যায় এজন্য তিনি নভোমণ্ডলকে রক্ষা করিতেছেন, নিশ্চয় ঈশ্বর মানবের সম্বন্ধে সদয় কৃপালু। ৬৫। এবং তিনিই যিনি তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন, তৎপর তোমাদিগের প্রাণ হরণ করিবেন, তাহার পর তোমাদিগকে বাঁচাইবেন, নিশ্চয় মানবমণ্ডলী অকৃতজ্ঞ। ৬৬। আমি প্রত্যেক মণ্ডলীর জন্য ধর্ম্মপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়াছি, যেন তাহারা তদনুযায়ী কার্য্যকারক হয়, অনন্তর উচিত যে এ বিষয়ে তাহারা তোমার সঙ্গে (হে মোহম্মদ,) বিবাদ না করে, এবং তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে (তাহাদিগকে) আহ্বান কর, নিশ্চয় তুমি সরল পথের উপর আছ। ৬৭। এবং যদি তাহারা তোমার সঙ্গে বিতর্ক করে তবে তুমি বলিও যে "তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহার উত্তম জ্ঞাতা। ৬৯। তোমরা যে বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলে কেয়ামতের দিনে তদ্বিষয়ে ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে বিচার করিবেন"। ৬৯। তুমি কি জানিতেছ না যে ঈশ্বর স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে যাহা আছে জানিতেছেন? নিশ্চয় ইহা গ্রন্থে

(লিখিত) আছে, একান্তই ইহা ঈশ্বরের সম্বন্ধে সহজ। ৭০। তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তাহাকে অর্চ্চনা করে যাহার সঙ্গে কোন প্রমাণ প্রেরিত হয় নাই, এবং তাহাকে যাহার (প্রমাণ) বিষয়ে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই, অত্যাচারীদিগের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই। ৭১। এবং যখন আমার উজ্জ্বল নিদর্শন সকল তাহাদের নিকটে পঠিত হয় তখন তুমি সেই কাফেরদিগের মুখমণ্ডলে অসম্মতি উপলব্ধি করিয়া থাক, যাহারা তাহাদের নিকটে আমার নিদর্শন সকল পাঠ করে তাহারা সেই পাঠকদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, তুমি বল "অনন্তর তোমাদিগকে কি এতদপেক্ষা মন্দ সংবাদ জ্ঞাপন করিব? (উহা) নরক, ধর্ম্মদ্রোহীদিগের সঙ্গে ঈশ্বর (ইহাই) অঙ্গীকার করিয়াছেন, এবং (উহা) কুৎসিত স্থান"। ৭২। (র, ৯)

হে লোক সকল, দৃষ্টান্ত বর্ণিত হইয়াছে, অনন্তর তাহা তোমরা শ্রবণ কর, নিশ্চয় ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তাহারা যাহাদিগকে আহ্বান করে তাহারা (প্রতিমা সকল) একটি মক্ষিকাও সৃজন করিতে পারে না, তাহারা যদিচ তজ্জন্য সম্মিলিতও হয়, এবং যদি মক্ষিকা তাহাদিগ হইতে কিছু লইয়া যায় তাহা হইতে তাহারা উহা উদ্ধার করিতে পারে না, প্রার্থী ও প্রার্থিত দুর্ব্বল হয়*। ৭৩। তাহারা ঈশ্বরকে তাঁহার যথার্থ মর্য্যাদায় মর্য্যাদা

* কাবা মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে ৩৬০ টী প্রতিমা স্থাপিত ছিল। ঈশ্বর বলিতেছেন, তোমরা আমাকে ছাড়িয়া এই সকল প্রতিমাকে যে অর্চ্চনা করিয়া থাক যদি তাহারা সকলে একত্রিত হইয়া একটি মক্ষিকা সৃজন করিতে চাহে পারিবে না, বা একটি মক্ষিকা তাহাদের কাছা হইতে কিছু লইয়া গেলে তাহা প্রত্যাহরণ করিতে সক্ষম হইবে না। মক্কার পৌত্তলিকদিগের এরূপ রীতি ছিল যে তাহারা প্রতিমা

করে নাই, নিশ্চয় ঈশ্বর শক্তিময় পরাক্রান্ত *। ৭৪। পরমেশ্বর দেবতাগণ ও মানবগণ হইতে প্রেরিত পুরুষ মনোনীত করেন, নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোতাও দ্রষ্টা। ৭৫। যাহা তাহাদের (লোকদিগের) সম্মুখেও যাহা তাহাদের পশ্চাতে আছে তাহা তিনি জানিতেছেন, এবং ঈশ্বরের প্রতি কার্য্য সকলের প্রত্যাবর্ত্তন। ৭৬। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে রকু কর ও নমস্কার কর ও পূজা কর, এবং শুভানুষ্ঠান কর; সম্ভবতঃ তোমরা মুক্তি

সকলকে সুগন্ধি রস ও মধুদ্বারা লেপন করিত ও মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইত। মক্ষিকা সকল গৃহের ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়া সেই সকল ভক্ষণ করিত, কিয়দ্দিন পরে যখন সেই সুগন্ধি দ্রব্য ও মধুর কোন চিহ্ন থাকিত না, তখন উপাসকগণ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিত যে আমাদের ঈশ্বর তাহা ভক্ষণ করিয়াছেন। তাহাতে ঈশ্বর এ বিষয়ে সংবাদ দান করিতেছেন যে প্রতিমার কোন ক্ষমতা নাই। প্রার্থী ও প্রার্থিত দুর্ব্বল অর্থাৎ উপাসক পৌত্তলিক ও উপাস্য পুত্তল দুই দুর্ব্বল। (ত, হো,)

* ইহুদিগণ বলিয়া থাকে যে পরমেশ্বর ক্রমাগত ছয় দিন সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিবস শনিবারে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। যথা শক্তিময় ঈশ্বরকে তাহারা যথার্থ মর্য্যাদায় মর্য্যাদা করে নাই, যেহেতু তাঁহার পরিশ্রম ও ক্লান্তি হইয়াছিল এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন অংশিবাদী প্রতিমাপূজকদিগের সম্বন্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে, যেহেতু তাহারা তাঁহাকে সত্যভাবে চিনিয়া সম্মান করে না, তাঁহার অংশী স্থাপন করে ও প্রস্তরাদিকে ঈশ্বর বলিয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞ লোকেরা বলেন, যেমন অংশীবাদিগণ প্রকৃত তত্ত্বানুসারে ঈশ্বরকে জানিতে পারে নাই, বিদ্বান্ লোকেরাও তাঁহার তত্ত্বলাভে বঞ্চিত আছে। কেহই তাঁহার মহিমার মন্দিরে যাইতে পারে না, কোন পথ প্রদর্শক তাঁহার পথ প্রদর্শন করিতে সক্ষম নহে। তাঁহার যথার্থ মর্য্যাদা তিনিই জানেন, অন্য কেহ জানে না। তাঁহার তত্ত্বভূমিতে তিনি ব্যতীত অপর কেহই উপনীত হইতে পারে না। ঈশ্বর ও ঈশ্বরেতর পদার্থের মধ্যে পরস্পর কোন সাদৃশ্য সম্বন্ধ নাই যে তৎবর্ত্মে পদার্পণ করা যাইবে। (ত, হো,)

লাভ করিবে *। ৭৭। এবং ঈশ্বরের সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃত জেহাদমতে জেহাদ কর, তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তোমাদের প্রতি ধর্ম্মবিষয়ে সঙ্কোচ করেন নাই, তোমরা আপন পিতৃপুরুষ এব্রাহিমের ধর্ম্ম (গ্রহণ কর) পূর্ব্বে এবং ইহাতে (কোরাণে) তিনি (ঈশ্বর) তোমাদিগের মোসলমান নাম রাখিয়াছেন, প্রেরিতপুরুষ যেন তোমাদের সম্বন্ধে সাক্ষী হয় ও তোমরা মানবমণ্ডলীর সম্বন্ধে সাক্ষী থাক, অনন্তর তোমরা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ ও জকাত দান কর এবং ঈশ্বরকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় কর, তিনি তোমাদের প্রভু, অনন্তর তিনি উত্তম প্রভু ও উত্তম সাহায্যকারী †। ৭৮। (র, ১০)

---

* এস্লাম ধর্ম্মের প্রথম অবস্থায় নমাজের সময় উপবেশন করা ও দণ্ডায়মান হওয়ার বিধি মাত্র ছিল। এই আয়ত হইতেই নমাজাদির ব্যবচ্ছেদ স্থলে রকু (কুব্জপৃষ্ঠ হইয়া মস্তক অবনমন) সেজ্‌দা (ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া নমস্কার) প্রবর্ত্তিত হয়। রকু ও সেজ্‌দা শুদ্ধ নমাজের দুই প্রধান অঙ্গ। এজন্য এমাম আজম ও এমাম মালেক এই আয়তে নমস্কার করিতেন না, তাঁহারা নামাজের সম্বন্ধেই এই রকু ও সেজ্‌দার উল্লেখ হইয়াছে বলিতেন। কিন্তু এমাম শাফি ও এমাম আহম্মদ এই আয়তে সেজ্‌দা করিতেন ও বলিতেন যে এস্থলে সেজ্‌দা সম্বন্ধেই স্পষ্ট আদেশ হইয়াছে। এমাম শাফি কোরাণের নমস্কার সকলের মধ্যে এই নমস্কারকে সপ্তম নমস্কার বলিয়াছেন। এস্থলে নমস্কারের তত্ত্ব কিঞ্চিৎ প্রকাশ করা করা যাইতেছে। ললাট দেশ ভূমিতে স্থাপন করা বস্তুতঃ নমস্কার নহে। যদি কেহ উপহাস করিয়া কাহার নিকট ভূতলে মস্তক স্থাপন করে তবে উহা নমস্কার বলিয়া গণ্য হইবে না। নমস্কার হৃদয়ের নম্রতা কাতরতা ও নমস্যের প্রতি সম্মান ও সমাদরপ্রকাশক। এক অর্থে জগতের সমুদায় ক্ষুদ্র বস্তু পর্য্যন্ত ভাবযোগে ঈশ্বরের নিকট নম্রতা ও আনুগত্য স্বীকার ও তাঁহার প্রতি সম্মাণ প্রদর্শন করিয়া থাকে। (ত, হো,)

† জেহাদ শব্দের অর্থ ধর্ম্মযুদ্ধ, সত্যভাবে জেহাদ করার অর্থ নির্ম্মল অন্তর ও শুদ্ধ সঙ্কল্প অনুসারে ধর্ম্মযুদ্ধ করা। জেহাদ দ্বিবিধ এক অংশীবাদী পৌত্তলিক

ঈশ্বর বিদ্রোহী আদি বাহ্য শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম, অন্য কাম ক্রোধাদি আন্তরিক রিপুর সঙ্গে সংগ্রাম। এমাম কয়শরি বলিয়াছেন যে "কুপ্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামে এক নিমেষও ক্ষান্ত থাকিবে না, যেহেতু তাহা হইতে কখন নিরাপদ নাই"। প্রভু পরমেশ্বর আপন ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন। তোমাদের প্রতি তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন ত্রুটি করেন নাই, অর্থাৎ পরমেশ্বর বিধি ব্যবস্থা দ্বারা তোমাদিগকে আঁটিয়া ধরেন নাই ও শক্তির অতীত ভার বহনে নিযুক্ত করিতেছেন না। প্রয়োজনমতে তিনি তোমাদিগকে যুদ্ধাদি হইতে বিদায় দিয়া থাকেন। "তোমরা আপন পিতৃপুরুষের (ধর্ম্ম) গ্রহণ কর" অর্থাৎ এব্রাহিমের ধর্ম্ম গ্রহণ কর। অধিকাংশ আরবীয় লোক এব্রাহিমের বংশ সম্ভূত ছিলেন। তাঁহাদিগকে সমুদায় মণ্ডলীর উপর শ্রেষ্ঠতাদান করা হইয়াছে। অথবা তিনি হজরত মোহম্মদের পিতা ছিলেন, ও হজরত মোহম্মদ মণ্ডলীর পিতা স্বরূপ, অতএব পিতার পিতাতে পিতৃত্ব আছে। এস্লাম ধর্ম্ম এব্রাহিমের ধর্ম্মের পূর্ণতা, এব্রাহিম প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সঙ্গে তাহার কোন বিরোধ নাই। এ জন্য বিশ্বাসিদিগকে বলা হইয়াছে যে তোমরা এব্রাহিমের ধর্ম্মের অনুসরণ কর। তাহা হইলে হজরত মোহম্মদ পুনরুত্থান দিনে তোমরা যে তাঁহার স্বর্গীয় আহ্বান গ্রহণ ও এব্রাহিমের ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছ তাহার সাক্ষী হইবেন, তোমরাও প্রেরিত পুরুষের যথার্থ আহ্বান সম্বন্ধে সাক্ষী হইবে। ঈশ্বরকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় কর, অর্থাৎ তোমরা আপন সমুদায় কার্য্যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর রাখ ও তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। (ত, হো,)

সূরা মুমেনুন।*

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

১১৮ আয়ত, ৬ রকু।

(দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বর নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

নিশ্চয় বিশ্বাসিগণ মুক্ত হইয়াছে। ১। + তাহারা যাহারা আপন নমাজে সাভিনিবেশ †। ২। + এবং তাহারা যাহারা অনর্থ

---

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়।

† পূর্ব্বে হজরত মোহম্মদ নমাজ করার সময়ে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি স্থাপন করিতেন। যখন এই আয়ত অবতীর্ণ হয় তখন হইতে নমস্কার ভূমির প্রতি দৃষ্টি প্রসারণ করেন। এইরূপ বিধি যে দণ্ডায়মানের অবস্থায় নমস্কারভূমির দিকে দৃষ্টি স্থাপিত রাখিবে, কিন্তু মক্কা তীর্থে নমাজের সময় কাবা মন্দিরের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। দক্ষিণে ও বামে কে আছে উপাসক ঈশ্বরের প্রতি মনের একাগ্রতার জন্য যখন তাহা জানিতে পারেন না তখন তাঁহাকে সাভিনিবেশ বলা যায়। হজরত ওয়াস্তি বলিয়াছেন যে অনন্যমনে ঈশ্বরেতে মগ্ন হইয়া ঈশ্বরোদ্দেশে যে নমাজ হয় সেই নমাজের অবস্থাকে "খশু," বলে। এস্থলে "খশু," শব্দের অভিনিবেশ অর্থ করা হইয়াছে। বহরোল্ হকায়ক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে বাহ্যে উক্ত অভিনিবেশ এই যে, সম্মুখের দিকে মস্তক ঝুঁকাইয়া রাখা এবং দক্ষিণে বামে দৃষ্টি প্রসারণে নিবৃত্ত থাকা এবং স্থির ভাবে বচন পাঠ করা। আন্তরিক অভিনিবেশ এই যে মনে কোন সংশয় ও দ্বৈধভাব না রাখা ও ঈশ্বরকে অনুধ্যান করা, ঈশ্বর আবির্ভাবরূপ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া তাঁহার সৌন্দর্য্য ও মহিমার জ্যোতিতে বিমুগ্ধ হওয়া। তত্ত্বজ্ঞানীর লোকেরা বলিয়াছেন যে উপাসনার প্রথমে নিজের প্রতি বিরাগী পরে সখার দর্শন ও সান্নিধ্যের জন্য আগ্রহান্বিত হইবে। (ত, হো,)

বিষয় হইতে বিমুখ *। ৩। +এবং তাহারা যাহারা জকাতের পরিশোধকারী। ৪। +এবং তাহারা যাহারা আপন ভার্য্যাদিগের অথবা তাহাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে সেই (ভোগ্যাদাসীদিগের) সম্বন্ধে ব্যতীত আপন গুপ্ত ইন্দ্রিয়ের সংযমনকারী, নিশ্চয় তাহারা ভৎর্সনাশূন্য। ৫ + ৬। অনন্তর যাহারা ইহা ব্যতীত অন্বেষণ করে পরে এই তাহারাই সীমা লঙ্ঘনকারী। ৭। +এবং তাহারা যাহারা আপন গচ্ছিত বিষয় ও আপন অঙ্গীকারের রক্ষক †। ৮। +এবং তাহারা যাহারা আপন উপাসনাতে রক্ষা করিয়া থাকে ‡। ৯। ইহারাই তাহারা যে উত্তরাধিকারী হয়। ১০। +যাহারা স্বর্গের উত্তরাধিকারী হইবে তাহারা তথায় সর্ব্বদা থাকিবে। ১১। এবং সত্য সত্যই আমি মানবমণ্ডলীকে কর্দ্দমের সার দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি। ১২। তৎপর আমি তাহাকে দৃঢ় অবস্থান ভূমিতে শুক্রবিন্দু করিয়াছি §। ১৩। তাহার পর আমি শুক্রবিন্দুকে ঘনীভূত রক্ত করিয়াছি, পরে আমি ঘনীভূত রক্তকে মাংস খণ্ড করিয়াছি, অনন্তর মাংসখণ্ডকে অস্থি

* যাহা ঈশ্বর উদ্দেশ্যে হয় না ও যে সকল কথা ও কার্য্য কোন প্রয়োজনে আসে না তাহাকে অনর্থ বিষয় বলা হইয়া থাকে। (ত,হো,)

† গচ্ছিত বস্তু দুই প্রকার হইতে পারে, এক মানব সম্বন্ধীয়, অন্য ঈশ্বর সম্বন্ধীয়। মানব সম্বন্ধীয় গচ্ছিত ধন তৈজসপত্রাদি ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় গচ্ছিত সামগ্রী নমাজ রোজা ইত্যাদি। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ স্বীয় উপাসনাতে নির্দ্দিষ্ট সময় ও নিয়ম প্রণালী ইত্যাদি রক্ষা করিয়া থাকে। (ত, হো,)

§ দৃঢ় অবস্থান ভূমি, জরায়ুকোষ, জরায়ুকোষে চল্লিশ দিন শুক্রবিন্দু শুক্রাবস্থায় স্থিতি করে। (ত, হো,)

সকল করিয়াছি, অবশেষে অস্থিসকলকে মাংসে আচ্ছাদন করিয়াছি, তৎপর তাহাকে আমি অন্য সৃষ্টিরূপে সৃজন করিয়াছি, পরিশেষে ঈশ্বর মহা গৌরবান্বিত অত্যুত্তম সৃষ্টিকর্ত্তা। ১৪। অনন্তর নিশ্চয় তোমরা ইহার পরে প্রাণত্যাগকারী। ২৫। তৎপর নিশ্চয় তোমরা কেয়ামতের দিনে সমুত্থিত হইবে। ১৬। এবং সত্য সত্যই আমি তোমাদের উপরে সপ্ত স্বর্গ সৃজন করিয়াছি, এবং আমি সৃষ্টিসম্বন্ধে উপেক্ষাকারী ছিলাম না। ১৭। এবং আমি উপযুক্ত পরিমাণে আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করিয়াছি, পরে তাহা পৃথিবীতে স্থাপিত করিয়াছি, * এবং নিশ্চয় আমি তাহা উপরে লইয়া যাইতে ক্ষমতাবান্। ১৮। অনন্তর আমি তোমাদের জন্য তাহা দ্বারা দ্রাক্ষা ও খোর্ম্মার উদ্যান সকল উৎপাদন করিয়াছি, তোমাদের জন্য সেই (উদ্যান সকলে) প্রচুর ফল হইয়াছে এবং তাহা তোমরা ভক্ষণ করিয়া থাক। ১৯। † এবং এক বৃক্ষ (সৃজন করিয়াছিলাম) তাহা তুর সায়না পর্ব্বত হইতে নির্গত হয়, উহা তৈল ও ভোক্তাদিগের জন্য ভোজ্যোপকরণসহ উৎপন্ন হইয়া থাকে ‡। ২০। এবং নিশ্চয় তোমাদের

---

* কথিত আছে যে পরমেশ্বর স্বর্গের পয়ঃ প্রণালীর পাঁচটি জলস্রোত জেব্রিলের পক্ষোপরি স্থাপন করিয়া আকাশ হইতে পাঠাইয়াছেন। তাহাতেই ভারতবর্ষস্থ নদী বিশেষ সরহুন (শোন) ও বলখের নদী বিশেষ জয়হুণ এবং এরাকের নদীদ্বয় ফোরাত ও দজলা এবং মেসরের নদী নীল ও পর্ব্বতস্থ প্রস্রবণ সকল লোক হিতার্থ প্রবাহিত হয়। এজন্যই উক্ত হইয়াছে যে "আমি পৃথিবীতে জল স্থাপিত করিয়াছি"। (ত, হো,)

† মেসর ও আয়লা প্রদেশের মধ্যস্থলে সায়না গিরি, উহার অপর নাম মুসা পর্ব্বত। মহাপুরুষ মুসা এই পর্ব্বতে ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করিয়া প্রচার ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে নুহার জলপ্লাবনের পর প্রথম সায়না গিরিতে

জন্য চতুষ্পদ সকলে উপদেশ আছে, তাহাদের উদরে যে (দুগ্ধ) আছে তাহা তোমাদিগকে পান করাইয়া থাকি, এবং তাহাদিগেতে তোমাদের অত্যন্ত লাভ আছে, ও তাহাদের (মাংস) তোমরা ভক্ষণ করিয়া থাক। ২১। + এবং তাহাদের উপরে ও নৌকা সকলের উপরে তোমরা আরোপিত হইয়া থাক *। ২২। (র, ১)

এবং সত্য সত্যই আমি নুহাকে তাহার মণ্ডলীর নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলাম, অনন্তর সে বলিয়াছিল যে "হে আমার সম্প্রদায়, ঈশ্বরকে অর্চ্চনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য (অন্য) ঈশ্বর নাই, অনন্তর তোমরা কি ভয় পাইতেছ না?" ২৩। অবশেষে তাহার দলস্থ প্রধান ধর্ম্মাদ্রোহী লোকেরা বলিল "এ তোমাদের ন্যায় মনুষ্য বৈ নহে, তোমাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে চাহিতেছে, এবং যদি ঈশ্বর চাহিতেন তবে অবশ্য দেবতাদিগকে প্রেরণ করিতেন, আপন পূর্ব্ববর্ত্তী পিতৃপুরুষদিগের নিকটে আমরা ইহা শ্রবণ করি নাই। ২৪। সে বায়ুরোগগ্রস্ত পুরুষ বৈ নহে, অতএব কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত তাহার সম্বন্ধে তোমরা প্রতীক্ষা কর" । ২৫। সে বলিল "হে আমার প্রতিপালক, তাহারা যে অসত্যারোপ করিতেছে তদ্বিষয়ে তুমি আমাকে সাহায্য দান কর" । ২৬। অনন্তর আমি তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম যে তুমি আমার

এক বৃক্ষ জন্মে, উহা জয়তুন। সেই বৃক্ষে তৈল জন্মে, তাহা দীপজ্বালানে ব্যবহৃত হয়, এবং তাহা রুটির উপকরণ হইয়া থাকে। (ত, হো,)

* অর্থাৎ স্থলপথে উষ্ট্রের উপরে ও জল পথে নৌকায় তোমরা আরোহণ করিয়া থাক। উষ্ট্র ও নৌকা তোমাদিগকে বহন করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায়। (ত, হো,)

সাক্ষাতে ও আমার আজ্ঞানুসারে নৌকা প্রস্তুত কর, পরে যখন আমার আজ্ঞা উপস্থিত হইবে এবং চুল্লি উচ্ছ্বসিত হইবে তখন সকল প্রকারের পুংস্ত্রী যুগল ও আপন পরিজন তাহাদের যাহার উপরে কথা পূর্ব্বে হইয়াছে সে ব্যতীত (সকলকে) তন্মধ্যে আনয়ন করিও, যাহারা অত্যাচার করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলিও না, নিশ্চয় তাহারা জলমগ্ন হইবে * ২৭। অনন্তর যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীলোক নৌকায় বসিবে তখন তুমি বলিও "ঈশ্বরের প্রশংসা ; যিনি আমাদিগকে অত্যাচারী দল হইতে উদ্ধার করিলেন। ২৮। এবং বলিও হে আমার প্রতি পালক, আমাকে মঙ্গলজনক স্থানে অবতারণ কর, তুমি অবতারণকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ" † । ২৯। নিশ্চয় ইহার মধ্যে

---

* মহাপুরুষ নুহ্ মণ্ডলীর মন পরিবর্ত্তনে নিরাশ হইয়া এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে প্রভো, আমাকে সাহায্যদান কর, আমার পক্ষ হইয়া তুমি ইহাদিগকে শাস্তি দান কর, ইহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে। তৎপর পরমেশ্বর তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ করেন যে তুমি একটি নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া রাখ, আমি তোমাকে রক্ষা করিব। নৌকা কিরূপে নির্ম্মাণ করিতে হইবে আমি তোমাকে শিক্ষা দিব। পরে যখন আমার আদেশ বা ধর্ম্মবিদ্রোহীদিগের প্রতি শাস্তি উপস্থিত হইবে তখন চুল্লি হইতে জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে, অর্থাৎ তোমার রন্ধন করিবার সময় অগ্নির ভিতর হইতে জল উঠিবে। তখন পুং স্ত্রী এক এক যোড়া সমুদায় জন্তু ও ধার্ম্মিক বিশ্বাসী আপন পরিজনদিগকে নৌকায় তুলিবে, কিন্তু যাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বেই "বিনাশ" কথা লিখা হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে অর্থাৎ তোমার অবিশ্বাসী পুত্র কেনান ও ভার্য্যা আয়লাকে নৌকায় তুলিবে না, এবং যাহারা ধর্ম্মগ্রহণ করে নাই ও তোমাকে উপহাস করিয়াছে সেই অত্যাচারীদিগের জন্য তুমি আমার নিকটে প্রার্থনা করিও না। (ত, হো,)

† উহাই মঙ্গলজনক স্থান যে স্থান বিশ্বাসিগণের সম্বন্ধে শান্তি ও মুক্তির কারণ হয়। কেহ কেহ বলেন নৌকা হইতে বাহির হইবার সময় এইরূপ প্রার্থনা

নিদর্শন সকল আছে ও নিশ্চয় আমি পরীক্ষক ছিলাম। ৩০। অবশেষে তাহাদের পরে আমি অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছি। ৩১। পরে আমি তাহাদের (বংশ) হইতে তাহাদের মধ্যে এক প্রেরিত পুরুষ পাঠ ইয়াছি (সে বলিয়াছিল) যে "তোমরা ঈশ্বরকে অর্চ্চনা কর, তোমাদের জন্য তিনি ব্যতীত ঈশ্বর নাই, অনন্তর তোমরা কি ভয় পাইতেছনা?" *। ৩২। (র, ২)

এবং যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছিল ও পরলোকের সাক্ষাৎকারের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল এবং যাহাদিগকে আমি সাংসারিক জীবনে সুখী করিয়াছিলাম তাহার দলের সেই প্রধান পুরুষেরা বলিল "এ তোমাদের ন্যায় মনুষ্য বৈ নহে, তোমরা যাহা ভক্ষণ করিয়া থাক তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং তোমরা যাহা পান কর তাহা পান করে। ৩৩। এবং যদি তোমরা আপনাদের ন্যায় মনুষ্যের আনুগত্য স্বীকার কর তবে নিশ্চয় তোমরা তখন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ৩৪। তোমাদের সঙ্গে কি অঙ্গীকার করা হইতেছে যে তোমরা যখন মরিবে ও মৃত্তিকা ও অস্থি সকল হইবে তখন তোমরা বাহির হইবে? ৩৫। যে বিষয়ে তোমাদিগের সঙ্গে অঙ্গীকার করা হইতেছে তাহা দূরে দূরে। ৩৬।+ আমাদের সংসারের জীবন বৈ ইহা (এই জীবন) নহে, আমরা মরিতেছি ও বাঁচিতেছি, এবং আমরা সমুত্থাপিত হইব না। ৩৭।+ সে

করিবার জন্য নুহার প্রতি ঈশ্বরের আদেশ হইয়াছিল। কিন্তু নৌকায় আরোহণ ও তাহা হইতে অবতরণ করার সময় এইরূপ প্রার্থনা করিতে আদেশ হইয়াছিল এ প্রকার প্রসিদ্ধি। অত্বাব পুত্র সোলয়মা বলিয়াছেন যে উহাই মঙ্গলজনক ভূমি যথায় কুপ্রবৃত্তি ও রিপুর প্রবোচনা হইতে নিরাপদ থাকা যায়, এবং ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব সমধিকরূপে হয়। (ত, হো)

* তাহাদের প্রেরিত পুরুষ হুদ বা সালেহ ছিলেন। (ত, হো,)

সেই ব্যক্তি বৈ নহে যে ঈশ্বর সম্বন্ধে অসত্যবন্ধন করিয়াছে, এবং আমরা তাহার সম্বন্ধে বিশ্বাসী নহি।" ৩৮। সে বলিল "হে আমার প্রতিপালক, তাহারা যে অসত্যারোপ করিতেছে তদ্বিষয়ে তুমি আমাকে সাহায্য দান কর।" ৩৯। তিনি বলিলেন "কিয়ৎকালের মধ্যে অবশ্য তাহারা লজ্জা পাইবে।" ৪০। অবশেষে সত্যতঃ মহানিনাদ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, অনন্তর আমি তাহাদিগকে তৃণবৎ করিলাম, পরিশেষে অত্যাচারিদলের নিমিত্ত (ঈশ্বরের কৃপা) দূর হউক *। ৪১। তৎপর আমি তাহাদিগের পরে অন্য সম্প্রদায় সকল সৃষ্টি করিয়াছি †। ৪২। কোন মণ্ডলী আপন (শাস্তির) নির্দ্দিষ্টকাল (অতিক্রম করিয়া) অগ্রসর হইবে না ও পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে না। ৪৩। তৎপর আমি ক্রমান্বয়ে প্রেরিত পুরুষদিগকে প্রেরণ করিয়াছি, যখন কোন মণ্ডলীর নিকটে তাহার রসুল উপস্থিত হইয়াছে তখন তাহারা তাহার প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, অনন্তর আমি তাহাদের এক জনের পশ্চাৎ অন্য জনকে আনয়ন করিয়াছি এবং তাহাদিগকে উপাখ্যান করিয়াছি, অবশেষে যাহারা বিশ্বাস করে না সেই দলের নিমিত্ত (ঈশ্বরের কৃপা) দূর হোক ‡। ৪৪। তৎপর আমি মুসা ও

---

* অর্থাৎ জেব্রিল ভয়ানক শব্দ করিলেন, তাহাতে ধর্ম্মদ্রোহীলোকদিগের বক্ষ বিদীর্ণ হইয়াগেল, সকলে প্রাণত্যাগ করিল। কতিপয় তফসিরলেখক বলেন যে এই শব্দদণ্ড সমুদ জাতির প্রতি হইয়াছিল। কাহার কাহার মতে আদ জাতি এই শাস্তি প্রাপ্ত হয়। যে দণ্ড অপরাধীদিগের সমূলে বিনাশের কারণ হয় তাহাকেই শব্দদণ্ড বলা যাইতে পারে। (ত' হো,)

† এস্থলে অন্য সম্প্রদায় শোঅব ও লুতের সম্প্রদায়। (ত, হো,)

‡ এক জনের পশ্চাৎ অন্য জনকে আনয়ন করার অর্থ একজনকে অন্য জনের সংহার সাধনে নিযুক্ত করা। আমি কাহাকেও জীবন ধারণে অবকাশ দান

তাহার ভ্রাতা হারুণকে আপন নিদর্শন ও উজ্জ্বল প্রমাণ সহ ফেরওণের ও তাহার প্রধান পুরুষদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছি, অনন্তর তাহারা গর্ব্ব করিল এবং তাহারা উদ্ধত দল ছিল। ৪৫ + ৪৬। পরিশেষে তাহারা বলিল "আমাদের তুল্য দুই জন মনুষ্যকে কি আমরা বিশ্বাস করিব? তাহাদের জাতি আমাদিগকে সেবা করিয়া থাকে" *। ৪৭। অনন্তর তাহারা সেই দুই জনের প্রতি অসত্যারোপ করিল, পরিশেষে তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৪৮। এবং সত্য সত্যই আমি মুসাকে গ্রন্থ দান করিয়াছি যেন তাহারা (বনি এস্রায়িল) সৎপথ প্রাপ্ত হয় ৪৯। এবং আমি মরয়মের পুত্র ও তাহার মণ্ডলীকে নিদর্শন করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে প্রস্রবণযুক্ত অবস্থান যোগ্য উচ্চভূমিতে স্থান দান করিয়াছিলাম †। ৫০। (র, ৩)

করি নাই। "আমি তাহাদিগকে উপাখ্যান করিয়াছি" অর্থাৎ তাহাদের উপাখ্যান বৈ কিছুই অবশিষ্ট নাই, তাহারা সমূলে সংহার প্রাপ্ত হইয়াছে, লোকে তাহাদের গল্প মাত্র করিয়া থাকে। তাহাদের বৃত্তান্ত সকল সাধারণের শিক্ষার কারণ হইয়াছে, যেন তাহাদের চিরশাস্তি লোকে স্মরণ করিয়া ভীত হয়। (ত, হো,)

* অর্থাৎ বনি এস্রায়িল ক্রীতদাসের ন্যায় আমাদিগের সেবা করিয়া থাকে, তাহারা দাস আমরা প্রভু। ফেরওণ ও তাহার অনুবর্ত্তিগণ গোবৎস ও প্রতিমার সেবা করিত, বনি এস্রয়িল ফেরওণ ও তাহার অনুচরগণের সেবা করিতেন। (ত, হো')

† প্রস্রবণযুক্ত অবস্থানযোগ্য উচ্চভূমি ফেল্সতিন বা পেলষ্টাইন নামক স্থান। মরয়ম আপন পুত্র ও স্বীয় পিতৃব্য সামানের পুত্র ইয়ুশেফ সহ দ্বাদশ বৎসর তথায় জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তিনি সুতা কাটিতেন এবং তাহা বিক্রয় করিয়া উপজীবিকা সংগ্রহ করিতেন। কেহ বলেন উপরি উক্ত উচ্চভূমি মেসরদেশ, কেহ দমস্ক কেহ জরুশেলম বলিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক প্রামাণিক লোকের মতে ফেল্সতিনই সত্য বলিয়া পরিগণিত। (ত, হো,)

হে প্রেরিত পুরুষগণ, তোমরা বিশুদ্ধ বস্তু ভক্ষণ কর ও শুভ-কর্ম্ম কর, তোমরা যাহা করিয়া থাক নিশ্চয় আমি তাহার জ্ঞাতা *। ৫১। এবং নিশ্চয় তোমাদের এই ধর্ম্ম একমাত্র ধর্ম্ম এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমাকে ভয় কর ৫২। অনন্তর তাহারা আপনাদের মধ্যে আপনাদের কার্য্য খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিল, প্রত্যেক সম্প্রদায় যাহা তাহাদের নিকটে আছে তাহাতে আনন্দিত † ৫৩। পরে তুমি (হে মোহম্মদ,) কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তাহাদের শৈথিল্যে ছাড়িয়া দেও। ।৫৪। তাহারা কি মনে করিতেছে যে ধনও সন্তান দ্বারা যে কিছু আমি তাহাদিগকে সাহায্য দান করি তাহাদের জন্য মঙ্গলানুষ্ঠান সকলে চেষ্টা করিয়া থাকি ? বরং তাহারা জানিতেছে না ।৫৫ + ৫৬। নিশ্চয় তাহারাই যাহারা আপন প্রতিপালকের ভয়ে শশব্যস্ত। ৫৭।+এবং তাহারা যাহারা আপন প্রতিপালকের নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস করে। ৫৮। এবং তাহারা যাহারা আপন প্রতিপালকের সঙ্গে অংশী স্থাপন করে না। ৫৯। + এবং তাহারা যাহারা যাহা দেওয়া যায় তাহা দান করে, এবং যাহাদের মন ভীত, নিশ্চয় তাহারাই আপন প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্ত্তনকারী ‡। ৬০।+ ইহারাই

---

* কুতোল্‌কলুব নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে বিশুদ্ধ ভোজ্য শব্দ সৎক্রিয়ার পূর্ব্বে এজন্য সন্নিবেশিত হইল যে উহা কর্ম্মের ফল স্বরূপ হইয়াছে। হজরত শেখোল এস্‌লাম বলিয়াছেন যে কর্ম্মের বীজ অন্ন, কর্ম্ম ফল, বীজ উত্তম ও বিশুদ্ধ হইলে তাহার ফলও উত্তম হয়। (ত, হো,)

† গ্রন্থাধিকারিগণ পরস্পরের মধ্যে আপনাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্য প্রণালী বিভাগ করিয়া নানা দলে বিভক্ত হইয়াছে ও পরস্পর বিবাদ করিয়াছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় আপনার নিকটে যে কিছু আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত এবং ইহাই সত্য এই বলিয়া তাহারা তৎপ্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ জকাত ও সদকাস্বরূপ তাহাদিগকে যাহা দেওয়া যায় তাহারা

শুভকার্য্য সকলে সত্বর হয় ও ইহারা তদুদ্দেশ্যে অগ্রসর *। ৬১ আমি কোন ব্যক্তিকে তাহার সাধ্যাতীত ক্লেশ দান করি না, এবং আমার নিকটে সেই গ্রন্থ আছে যে সত্য বর্ণন করে, ও তাহারা অত্যাচরিত হইবে না। ৬২। বরং তাহাদের মন এবিষয়ে ঔদাসিন্যে আছে, এতদ্ব্যতীত তাহাদের (মন্দ) কার্য্য সকল আছে, তাহারা তাহার অনুষ্ঠানকারী † ৬৩। এ পর্য্যন্ত যখন আমি সম্পন্ন লোকদিগকে শাস্তিদ্বারা আক্রমণ করিব তখন তাহারা আর্ত্তনাদ করিবে। ৬৪। (আমি বলিব) অদ্য তোমরা আর্ত্তনাদ করিও না, নিশ্চয় তোমরা আমাহইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না। ৬৫। একান্তই তোমাদের নিকটে আমার আয়ত সকল পাঠ হইত, পরে গর্ব্ব করত তোমরা আপন পশ্চাৎ পদের প্রতি ফিরিয়া যাইতে, তৎপ্রতি গল্পে রত হইয়া ব্যর্থ বাক্য সকল বলিতে ‡। ৬৬ + । ৬৭। অনন্তর এই উক্তির প্রতি কি তাহারা মনোযোগ করে না ? যাহা তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পিতৃ পুরুষদিগের নিকটে আসে নাই তাহা

তাহা দীন দুঃখীদিগকে দান করিয়া থাকে, তাহাদের মন শাস্তিভয়ে ভীত, তাহারাই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইবে। (ত, হো,)

* অর্থাৎ ইহারা সাংসারিক কল্যাণজনক দানাদি সৎকার্য্য ও সাধন ভজনাদি পারলৌকিক শুভকর্ম্ম উৎসাহের সহিত নির্ব্বাহ করে। (ত, হো,)

† যে কথা বলা হইল তৎপ্রতি বা কোরাণের প্রতি তাহারা উপেক্ষকারী। তদ্ব্যতীত তাহারা দুষ্কর্ম্ম ও ভয়ানক পাপ সকল করিয়া থাকে, ঈশ্বরের সঙ্গে অংশী স্থাপন করে ও পুনরুত্থানে অবিশ্বাস করিয়া থাকে। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ তোমরা উপহাস করিয়া ফিরিয়া যাইতে ও আমার বাক্য শ্রবণ করিতে না। সাধারণ লোকের উপরে নিজের গৌরব অন্বেষণ করিতে ও বলিতে যে আমরা মক্কা তীর্থের অধিবাসী ও গৌরবান্বিত লোক। (ত, হো,)

তাহাদের নিকটে কি উপস্থিত হইয়াছে? * ৬৮। তাহারা কি আপনাদের প্রেরিত পুরুষকে চিনিতেছে না, অনন্তর তাহারা তাহার অস্বীকারকারী। ৬৯। তাহারা কি বলিতেছে যে তাহাতে উন্মত্ততা আছে? বরং সে তাহাদের নিকটে সত্য আনয়ন করিয়াছে, এবং তাহাদের অধিকাংশ সত্যের অশ্রদ্ধাকারী। ৭০। এবং যদি (ঈশ্বর) তাহাদের ইচ্ছার অনুসরণ করিতেন তবে একান্তই স্বর্গ ও মর্ত্ত্য এবং এই দুইয়ের মধ্যে যে কেহ আছে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িত, বরং আমি তাহাদের নিকটে তাহাদের সম্বন্ধীয় উপদেশ আনয়ন করিয়াছি, অনন্তর তাহারা আপন উপদেশ হইতে বিমুখ † । ৭১। তুমি কি (হে মোহম্মদ,) তাহাদের নিকটে ধন প্রার্থনা কর? অনন্তর তোমার প্রতিপালকের ধন উৎকৃষ্ট, এবং তিনি শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা। ৭২। এবং নিশ্চয় তুমি তাহাদিগকে সরল পথের দিকে আহ্বান করিতেছ। ৭৩। এবং নিশ্চয় যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাহারা সেই সরলপথ হইতে দূরবর্ত্তী হয়। ৭৪।

---

* অর্থাৎ তাহারা বলে যে আমরা ধর্ম্মগ্রন্থ ও পেগাম্বর সম্বন্ধে কোন সংবাদ রাখি না। ঈশ্বর এই ভাব ব্যক্ত করেন, আমি মুসা ও এব্রাহিমকে যেমন তাহাদের পিতৃপুরুষদিগের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহাদের জন্যও মোহম্মদকে প্রেরণ করিয়াছি, তাহারা যেন আপত্তি না করে। (ত, হো,)

† ঈশ্বর কাফেরদিগের ইচ্ছার অনুসরণ করিলে স্বর্গলোক ও পৃথিবী এবং উভয় লোকবাসী দেব দানব মানবাদি জীবজন্তু বিনাশ প্রাপ্ত হইত। অর্থাৎ ঈশ্বর কাফেরদিগের ইচ্ছানুসারে অংশিবাদিতাকে প্রশ্রয় দিলে কেয়ামত উপস্থিত করিতেন, ও মহাপ্রলয় হইত। ঈশ্বর বলিতেছেন যে আমি কাফেরদিগের নিকটে এক গ্রন্থ (কোরাণ) উপস্থিত করিয়াছি, তাহাতে তাহাদের সম্বন্ধে উপদেশ সকল আছে, সেই উপদেশ মান্য করিয়া চলিলে তাহাদের গৌরব ও খ্যাতি হয়। কিন্তু তাহারা আপনাদের সেই উপদেশকে অগ্রাহ্য করিতেছে (ত, হো,)

এবং যদি আমি তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিতাম এবং তাহাদের যে দুঃখ আছে তাহা উন্মোচন করিতাম তবে নিশ্চয় তাহারা আপন অবাধ্যতাতে অবিশ্রান্ত বিক্ষিপ্ত থাকিত *। ৭৫। +এবং সত্য সত্যই আমি তাহাদিগকে শাস্তিযোগে আক্রমণ করিয়াছিলাম, অনন্তর আপন প্রতিপালকের নিকটে তাহারা মিনতি করে নাই ও কাতরোক্তি করে নাই। ৭৬। এপর্য্যন্ত, যখন আমি তাহাদের প্রতি সুকঠিন শাস্তির দ্বার উন্মুক্ত করিলাম তখন অকস্মাৎ তাহারা তাহাতে নিরাশ হইল। ৭৭। (র, ৪)

এবং তিনিই যিনি তোমাদের জন্য দৃক্ শ্রবণ ও অন্তঃকরণ সকল সৃজন করিয়াছেন তোমরা অল্পই ধন্যবাদ করিয়া থাক। ৭৮। এবং তিনিই যিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছেন, ও তোমরা তাঁহার দিকে সমুত্থাপিত হইবে। ৯। এবং তিনিই যিনি জীবনদান ও প্রাণ হরণ করেন ও তাঁহার কারণেই দিবা রাত্রির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, অনন্তর তোমরা কি জানিতেছ না? ৮০। বরং পূর্ব্ববর্ত্তীলোকেরা যে প্রকার বলিত তাহারাও তাহা বলিয়াছে। ৮১। তাহারা বলিয়াছে কি "যখন আমরা প্রাণত্যাগ করিব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিসকল হইয়া যাইব তখন কি আমারা

---

* অর্থাৎ যদি আমি তাহাদের নিকট হইতে বিপদ্ বিঘ্ন দূর করিতাম তবে তাহারা কুভাববশতঃ ধর্ম্মবিদ্বেষে ও অসত্যারোপে আরও দৃঢ় থাকিত। একদা মক্কাবাসী ধর্ম্মদ্বেষী লোকগণ প্রবল দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়। তাহারা খাদ্যাভাবে ক্ষুধার জ্বালায় শব ভক্ষণ করিতে থাকে। তখন কোরেশ দলপতি আবু সুফিয়ান মদিনাতে আগমন করিয়া হজরতকে বলে যে তোমার অভিসম্পাতে মক্কাবাসিরা বিপদ্‌গ্রস্ত, তুমি পিতৃবর্গকে করবালাঘাতে বধ করিয়াছ আবার সন্তানদিগকে ক্ষুধানলে দগ্ধ করিতেছ, তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

সমুত্থাপিত হইব ? ৮২। সত্য সত্যই আমাদিগকে এবং ইতিপূর্ব্বে আমাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে এই অঙ্গীকার প্রদত্ত হইয়াছে, ইহা পুরাতন উপন্যাস বৈ নহে"। ৮৩। তুমি জিজ্ঞাসা কর (হে মোহম্মদ,) পৃথিবী ও তন্মধ্যে যে কেহ আছে সে কাহার ? যদি তোমরা জান (বল,)। ৮৪। তৎক্ষণাৎ তাহারা বলিবে "ঈশ্বরের" তুমি বলিও অনন্তর তোমারা কি উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না ? *। ৮৫। তুমি জিজ্ঞাসা কর, সপ্ত স্বর্গের স্বামী ও মহা স্বর্গের স্বামী কে ? ৮৬। তৎক্ষণাৎ তাহারা বলিবে "(এসকল) ঈশ্বরের ;" তুমি বলিও অনন্তর তোমারা কি শঙ্কিত হইতেছ না ?৮৭। তুমি জিজ্ঞাসা কর, কে তিনি যাঁহার হস্তে সকল বস্তুর রাজত্ব, এবং যিনি আশ্রয় দান করেন ও যাঁহার সম্বন্ধে আশ্রয় দেওয়া হয় না, যদি তোমরা জান (বল)। ৮৮। তৎক্ষণাৎ তাহারা বলিবে "(এসকল) ঈশ্বরের ;" তুমি বলিও অনন্তর তোমরা কোথা হইতে প্রবঞ্চিত হইবে। †। ৮৯। বরং আমি তাহাদের নিকটে সত্য আনয়ন করিয়াছি, এবং নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী। ৯০। পরমেশ্বর কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহার সঙ্গে (অন্য) কোন ঈশ্বর নাই, তবে তৎকালীন প্রত্যেক ঈশ্বর যাহা সৃজন করিয়াছেন তাহা লইয়া যাইতেন, এবং নিশ্চয় তাহাদের এক অন্যের উপরে পরস্পর প্রবল হইত, তাহারা যাহা বর্ণনা করে ঈশ্বর তাহা

---

* অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রথমে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিতে ক্ষমতা রাখেন, তিনি মৃত্যু ও শরীর ধ্বংস হওয়ার পরে তাহাকে পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থায় আনয়ন করিতে অক্ষম হইতে পারেন না, এই উপদেশ কি তোমরা প্রাপ্ত হইতেছ না ? (ত, হো,)

† "কোথা হইতে প্রবঞ্চিত হইতেছ ?" অর্থাৎ একত্বের জ্যোতির প্রকাশ ও পরমেশ্বরের অদ্বিতীয়ত্বের প্রমাণ জাজ্বল্যমান সত্বে তোমরা কেমন করিয়া সত্য পথ হইতে ফিরিয়া যাইতেছ, এবং কোথায় যাইতেছ ? (ত, হো,)

অপেক্ষা বিশুদ্ধ *। ৯১। তিনি অন্তর্বহির্ব্বিদ্ অনন্তর তাহারা যাহাকে অংশী স্থাপন করে তাহা হইতে তিনি উন্নত। । ৯২। (র, ৫)

তুমি বল "হে আমার প্রতিপালক (শাস্তিবিষয়ে) যাহা অঙ্গীকার করা হইয়াছে তাহা যদি আমাকে প্রদর্শন করিতে। ৯৩।+ হে আমার প্রতিপালক, অনন্তর আমাকে তুমি অত্যাচারিদলের মধ্যে প্রবেশ করাইও না"। ৯৪। এবং নিশ্চয় আমি তৎপ্রতি আছি যাহা তাহাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছি তাহা তোমাকে দেখাইব, অবশ্য আমি ক্ষমতাবান্। ৯৫। যাহা অতি কল্যাণ তাহা দ্বারা তুমি অকল্যাণকে দূর কর, তাহারা যাহা বর্ণনা করিতেছে আমি তাহা উত্তম জ্ঞাত †। ৯৬। এবং বল "হে আমার প্রতিপালক,

---

* এমন কোন উপাস্য নাই যে সে ঈশ্বরের সঙ্গে ঈশ্বরত্বে অংশী হয়, যদি ঈশ্বরত্বে পরমেশ্বরের কেহ অংশী থাকে, তবে সেই অংশী ঈশ্বরের উচিত যে স্রষ্টা হন। পরন্তু তাঁহার সম্বন্ধে আরোপিত অংশী, কতগুলি সৃষ্ট পদার্থ মাত্র। নানা প্রকারে প্রমাণিত হয় যে ঈশ্বরের অংশী অন্য কোন ঈশ্বর নাই, তিনি অংশিবিহীন এক মাত্র। যেরূপ উক্ত হইয়া থাকে যদি তদ্রূপ তাঁহার অংশী কেহ থাকিত তবে সে আপনার সৃষ্ট বস্তু ও রাজ্যবিভাগ করিয়া লইতে চাহিত, পৃথিবীর রাজাদিগের মধ্যে যেরূপ হইয়া থাকে একান্তই তাহাদের মধ্যে কলহ বিবাদ উপস্থিত হইত। (ত, হো,)

† পরমেশ্বর মহা অনুগ্রহ ও দয়া প্রকাশে বলিতেছিলেন যে তুমি মহা কল্যাণ দ্বারা অকল্যাণকে দূর কর, অর্থাৎ দয়া ও ক্ষমা দ্বারা অপরাধীর অপরাধ ভুলিয়া যাও, অথবা নীচ লোকদিগের মূর্খতার কার্য্য আপন ধৈর্য্যগুণে নিবৃত্ত কর, কিংবা সাধন ভজনায় প্রবৃত্ত করিয়া লোকদিগকে পাপ হইতে দূরে রাখ, অথবা একত্ববাদ দ্বারা অংশিবাদীদিগের অংশিবাদ বিলুপ্ত কর, বা বিধি দ্বারা নিষিদ্ধকে বিনষ্ট কর। এমাম কয়শরি বলিয়াছেন যে অত্যাচারকে উপকার দ্বারা দূর কর, বা কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনাকে বিবেকের সুসংবাদ দ্বারা

আমি শয়তান সকলের কুমন্ত্রণা হইতে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। ৯৭।+ এবং হে আমার প্রতিপালক, আমার নিকটে যে (সেই পাপ পুরুষগণ) উপস্থিত হয় তাহা হইতে আমি তোমার শরাপন্ন হইতেছি" *। ৯৮। এ পর্য্যন্ত, যখন তাহাদের কোন ব্যক্তির নিকটে মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে "হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ফিরাইয়া লইয়া যাও। ৯৯।+ সম্ভবতঃ আমি যে স্থান পরিত্যাগ করিয়াছি তথায় (যাইয়া) সৎকর্ম্ম করিব;" কখন নহে, নিশ্চয় ইহা এক কথা মাত্র যে সে উহার বক্তা, পুনরুত্থান হওয়ার দিন পর্য্যন্ত তাহাদের সম্মুখে আবরণ আছে†। ১০০। অনন্তর যখন সুরবাদ্যে ফুৎকার করা হইবে তখন সেই দিবস তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ থাকিবে না এবং তাহারা পরস্পর সংবাদ লইবে না ‡। ১০১। অবশেষে যাহার তুল যন্ত্র ভার

---

*দূর কর, কিংবা মানবীয় অন্ধকারকে ঐশ্বরিক জ্যোতি দ্বারা পরাস্তক কর, অথবা আমোদ কৌতুহলকে ঐশ্বরিক সত্য দ্বারা বিমোচন কর। কিংবা বিপদ্ দুর্ঘটনার সঙ্কীর্ণ পথকে পরিত্যাগ করিয়া প্রশস্ত তত্ত্ববর্ত্মে বিচরণ কর। (ত, হো,)

* অর্থাৎ কোরাণ পাঠ বা উপাসনার সময়ে কিংবা অন্য অন্য অবস্থায় শয়তান যে আমার নিকটে আসিয়া আমাকে বিপন্ন করিবে তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য হে ঈশ্বর, আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। (ত, হো,)

† অর্থাৎ মানুষ ইহা বলিয়া থাকে যে মনুষ্য মৃত্যুর পর পুনর্ব্বার পৃথিবীতে আসিয়া থাকে, ইহা অসত্য। কেয়ামতের দিন গোর হইতে সকলে উঠিবে, ইহার পূর্ব্বে কখন নয়। (ত, শা,)

‡ সুর বাদ্য বাজিলেই কেয়ামত উপস্থিত হইবে। সেই দিন সমুদায় সম্বন্ধ কাটিয়া যাইবে। কোন ব্যক্তি আপন আত্মীয়ের প্রতি স্নেহ মমতা প্রকাশ করিবে না, এইক্ষণ যে সকল পার্থিব সম্বন্ধ আছে বলিয়া লোকে গর্ব্ব করে তখন তাহা কোন ফলদায়ক হইবে না। আপনার জন্য ব্যস্ততা বশতঃ আত্মীয় স্বগণাদির নিমিত্ত কেহ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে না। এই অবস্থা বিচারের পূর্ব্বে হইবে। পরে সকলে পরস্পরের তত্ত্ব লইবে। (ত, হো,)

হইবে, অনন্তর ইহারই তাহারা যে মুক্ত হইবে *। ১০২। এবং যে ব্যক্তির তুল যন্ত্র লঘু, অনন্তর তাহারাই যাহারা আপন জীবনের প্রতি ক্ষতি করিয়াছে, তাহারা নরকে নিত্য নিবাসী হইবে †। ১০৩। অগ্নি তাহাদের মুখ দগ্ধ করিবে এবং তাহারা তথায় বিকটমুখ হইবে। ১০৪। (আমি বলিব) "তোমাদের নিকটে কি আমার আয়ত সকল পঠিত হয় নাই? অনন্তর তোমরা তাহা অসত্য বলিয়াছ"। ১০৫। তাহারা বলিবে "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উপরে আমাদের দুর্ভাগ্য প্রবল হইয়াছে, এবং আমরা পথভ্রান্ত দল হইয়াছি। ১০৬। হে আমাদের প্রতিপালক, ইহা হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর, অনন্তর যদি আমরা (ধর্ম্মদ্বেষিতায়) ফিরিয়া আসি তবে নিশ্চয় আমরা অত্যাচারী হইব"। ১০৭। তিনি বলিবেন "ইহার ভিতরে দূর হও, এবং কথা বলিও না। ১০৮। নিশ্চয় আমার দাস দিগের এক দল ছিল, ‡ তাহারা বলিতেছিল যে "হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, অতএব আমাদিগকে ক্ষমা কর ও আমাদিগকে দয়া কর, এবং তুমি শ্রেষ্ঠ দয়ালু"। ১০৯। অনন্তর তোমরা তাহাদিগকে উপহাস করিয়াছিলে, এতদূর পর্য্যন্ত যে আমার স্মরণ

---

* অর্থাৎ যাহাদের সৎকর্ম্মের ভারে তুল যন্ত্র ভারাক্রান্ত হইবে সেই বিশ্বাসীরাই মুক্তি লাভ করিবে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ তাহারা জীবনের মূল ধন উপেক্ষা করিয়া নষ্ট করিয়াছে, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনে ও কামনার আনুগত্য স্বীকারে স্বর্গীয় ধন বিসর্জ্জন দিয়াছে। (ত, হো,)

‡ এক দল দাস, অর্থাৎ এমার ও বেলাল ও খবাব প্রভৃতি তাহারা সর্ব্বদা বলিত হে ঈশ্বর, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, আমাদিগকে ক্ষমা কর ইত্যাদি। (ত, হো,)

তাহারা তোমাদের নিকটে ভুলিয়া গিয়াছিল, এবং তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে হাস্য করিয়াছিলে *। ১০১০। নিশ্চয় আমি তাহারা যে ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিল তজ্জন্য অদ্য তাহাদিগকে পুরস্কার দান করিলাম, যেহেতু তাহারা প্রাপ্তকাম হইবে। ১১১। তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন "বৎসরের গণনানুসারে তোমরা পৃথিবীতে কত কাল স্থিতি করিয়াছিলে"? ১১২। তাহারা বলিবে "আমরা এক দিবস, বা এক দিবসের অংশ মাত্র স্থিতি করিয়াছিলাম, অনন্তর গণনাকারীদিগকে তুমি জিজ্ঞাসা কর" †। ১১৩। তিনি বলিবেন "অল্পক্ষণ বৈ তোমরা স্থিতি কর নাই, হা তোমরা যদি জানিতে"। ১১৪। অনন্তর তোমরা কি মনে করিয়াছ যে আমি তোমাদিগকে ক্রীড়ার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি এবং ইহা (মনে করিয়াছ) যে আমার দিকে তোমরা ফিরিয়া আসিবে না ‡?" ১১৫। পরিশেষে পরমেশ্বর

---

* অর্থাৎ তোমাদের উপহাস বিদ্রূপের জন্য ব্যস্ততাবশতঃ তাহারা তোমাদের সম্মুখে আমার স্মরণ মনন ভুলিয়া যাইত। তাহাদের দুর্গতি ও দুরবস্থা দেখিয়া অহঙ্কারে তোমরা হাস্য করিতে। (ত, হো,)

† ধর্ম্মবিরোধী লোকের ঔদাসিন্য ও দুরাশাবশতঃ বলিত যে আমরা পৃথিবীতে চিরকাল অবস্থান করিব, কখন পরলোক প্রাপ্ত হইব না। তৎপর ঈশ্বর বা দেবগণ তিরস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন যে তোমরা পৃথিবীতে ও কবরে কত বৎসর স্থিতি করিয়াছিলে? তাহাতে তাহারা চির নরকবাস ও অগ্নিদাহের ভয়ে অস্থির হওতঃ সময় বিস্মৃত হইয়া বলিবে এক দিন বা তাহারও কম সময় ছিলাম, আমরা বিশেষ জানি না, যে সকল দেবতা জীবন ও নিঃশ্বাস গণনা করেন তুমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ তোমাদিগকে সদসৎ কর্ম্মের বিনিময় গ্রহণ করিবার জন্য আমার নিকটে ফিরিয়া আসিতে হইবে। আমি তোমাদিগকে সাধন ভজনের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি ও তোমাদের আচরণের ফল নির্দ্ধারণ করিয়াছি। এস্থলে যে কার্য্য ঈশ্বর হইতে দূরে রাখিয়া সংসারে লিপ্ত রাখে তাহাই ক্রীড়া। ঈশ্বর

সমুন্নত সত্য অধিপতি, তিনি ব্যতীত ঈশ্বর নাই, তিনি মহা স্বর্গের প্রতিপালক। ১১৬। এবং যে ব্যক্তি এই পরমেশ্বরের সঙ্গে অন্য ঈশ্বরকে আহ্বান করে তৎসম্বন্ধে তাহার কোন প্রমাণ নাই, অনন্তর তাহার প্রতিপালকের নিকটে তাহার গণনা (হিসাব) ইহা বৈ নহে, নিশ্চয় ধর্ম্মদ্বেষিগণ উদ্ধার পাইবে না। ১১৭। তুমি বল (হে মোহম্মদ,) হে আমার প্রতিপালক, ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমি শ্রেষ্ঠ দয়ালু। ১১৮। (র, ৬)

মনুষ্যকে সেই ক্রীড়াতে লিপ্ত থাকিবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই ও তাহা করিতে আজ্ঞা করেন নাই। শেখ আবুবেকর ওয়াস্তি এই আয়ত পড়িতে পড়িতে বলিয়াছিলেন যে ঈশ্বর মনুষ্যকে ক্রীড়ার জন্য সৃষ্টি করেন নাই, বরং তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন যে তাহাদিগের দ্বারা তাঁহার অস্তিত্ব উজ্জলরূপে প্রকাশ পায়, তাহারা তাঁহার সৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার গুণ ও মহিমার প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করে। উক্ত হইয়াছে যে আমি তোমাদিগকে ক্রীড়ার জন্য সৃষ্টি করি নাই, বরং মোহম্মদীয় জ্যোতি প্রকাশের জন্য সৃজন করিয়াছি। আদিকালেই নির্দ্ধারিত ছিল যে সেই উজ্জ্বল মণি মানব জাতিরূপ শুক্তি কোষ হইতে বাহির হইবে, উহাই মূল এবং তোমরা তাহার অংশ। বহরোল্‌হকায়েকে উক্ত হইয়াছে যে ঈশ্বর বলিয়াছেন "হে মানবগণ, আমি তোমাদিগকে এ জন্য সৃজন করিয়াছি যে আমাতে তোমরা লাভবান্ হইবে, এজন্য সৃজন করি নাই যে তোমাদিগের দ্বারা আমি লাভমান হইব"। (ত, হো,)

সুরা নুর।*

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

৬৪ আয়ত, ৯ রকু।

(দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

এই এক সুরা যে ইহাকে আমি অবতারণ করিয়াছি ও ইহাকে বৈধ করিয়াছি, এবং ইহার মধ্যে উজ্জ্বল নিদর্শন সকল অবতারণ করিয়াছি, সম্ভবতঃ তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে। ১। ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী হইলে পরে তাহাদের প্রত্যেককে তোমরা এক শত কশাঘাত করিও, যদি তোমরা ঈশ্বর ও পারলৌকিক দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হও তবে ঐশ্বরিক ধর্ম্মে তাহাদিগের প্রতি তোমাদিগকে অনুগ্রহ আশ্রয় না করুক, এবং তাহাদিগের শাস্তি দানে বিশ্বাসীদিগের এক দল উপস্থিত থাকুক †। ২। ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণী বা অংশিবাদিনী নারীকে ব্যতীত বিবাহ করে না, এবং ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী বা

---

* এই সুরা মদিনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† ব্যভিচারের শাস্তিদান কালে বিশ্বাসীদিগের এক দল উপস্থিত থাকার বিধি এই জন্য হইয়াছে যে লজ্জা ও অপমান বশতঃ পুনর্ব্বার সেই দুষ্কর্ম্ম করিতে কাহারও সাহস হইবে না। এমাম মালেক ও এমাম শাফির মতে ব্যভিচারের অন্যূন চারি জন সাক্ষীর প্রয়োজন, অন্য এমামদের মতে এক জন কেহ কেহ দশ জন আবশ্যক বোধ করিয়াছেন। (ত, হো,)

অংশিবাদী পুরুষকে ব্যতীত বিবাহ করে না, বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে ইহা অবৈধ করা গিয়াছে। ৩। এবং যাহারা সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ দান করে, তৎপর চারি জন সাক্ষী আনয়ন করে না, অনন্তর তাহাদিগকে তোমরা অশিতি কশাঘাত করিও, এবং কখন (কোন বিষয়ে) তাহাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিও না, ইহারাই তাহারা যে দুষ্ক্রিয়াশীল *। ৪। + কিন্তু যাহারা ইহার পরে প্রত্যাবর্তিত হইয়াছে ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে তাহারা নয়, অনন্তর নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়াময় । ৫। এবং যাহারা আপন ভার্য্যাদিগকে অপবাদ দেয় ও তাহাদিগের জন্য আপন জীবন ভিন্ন সাক্ষী নাই, তবে তাহাদিগের এক জনের সাক্ষ্য দান ঈশ্বরের শপথ যোগে চারি বার সাক্ষ্যদান হইবে, (তাহা হইলে) নিশ্চয় সে সত্যবাদীদিগের (এক জন)। ৬। এবং পঞ্চম বার (বলিবে) যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে ঈশ্বরের অভি

---

* এই আয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পর অদির পুত্র আসম হজরতকে বলিয়াছিলেন যে "হে প্রেরিত মহাপুরুষ, মনে করুন আমাদের কোন এক জন আপন স্ত্রীকে পর পুরুষের সঙ্গে আছে দেখিতে পাইল, এদিকে সে সাক্ষীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে এবং সেই পুরুষ কু প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া চলিয়া গেল। সাক্ষী ব্যতিরেকে অশীতি বেত্রাঘাত তাহাকে লাভ করিতে হইবে ও অপবাদের ভাগী হইতে হইবে, কোন স্থানে তাহার সাক্ষ্য প্রমাণিত হইবে না, এমত অবস্থায় কেমন হইবে?" তখন হজরত বলিলেন "আসম, ঈশ্বর এইরূপ এইরূপই আজ্ঞা করিতেছেন"। অতঃপর আসম চলিয়া গেলেন। পথে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র অভিমরের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়, সে তাঁহাকে বলে "আমি সমহারের পুত্র শরিফকে আমার ভার্য্যা খভিলার সঙ্গে শয়ন করিতে দেখিয়াছি"। আসম এই কথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়া বলিলেন যে, "হায়! যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল"। অনন্তর তিনি ফিরিয়া গিয়া হজরতকে এবিষয় জানাইলেন। তখন হজরত খভিলাকে নিকটে ডাকিয়া বিবরণ জিজ্ঞাসা করেন, সে অস্বীকার করে। এতদুপলক্ষে পরবর্ত্তী আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

সম্পাত তাহার উপর হৌক *। ৭। এবং যদি ঈশ্বরের শপথ পূর্ব্বক চারি বার (স্ত্রী) এই সাক্ষ্য দান করে যে নিশ্চয় সে (স্বামী) মিথ্যাবাদীদিগের (এক জন), তবে তাহা হইতে (স্ত্রী হইতে) শাস্তি নিবৃত্ত রাখিবে। ৮। +এবং (যদি) পঞ্চমবার বলে যে, যদি সে (স্বামী) সত্যবাদী দিগের (একজন হয়) তবে তাহার (স্ত্রীর) উপরে যেন ঈশ্বরের ক্রোধ হয় †। ৯। এবং যদি ঈশ্বরের প্রসাদ ও তাঁহার দয়া তোমাদের উপর না হইত (কেমন হইত,) নিশ্চয় ঈশ্বর অনুতাপ গ্রহণকারী বিজ্ঞানময়। ১০। (র, ১)।

---

* স্বামী স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া চারি বার বলিবে যে ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমি এ স্ত্রীর সম্বন্ধে যে অপবাদ দিয়াছি তাহা সত্য, পঞ্চম বারে বলিবে, যদি আমি এবিষয়ে এই স্ত্রীকে মিথ্যা দোষে দোষী করিয়া থাকি তবে আমার উপরে ঈশ্বরের অভিসম্পাত হউক। এই কথা বলা হইলে স্বামী নির্দ্দোষী হইয়া কশাঘাত হইতে মুক্ত হইবে। এমাম আবু হনিফার বিধি অনুসারে স্ত্রীবর্জন হইবে এবং এমাম শাফির মতে স্বামীর প্রতি শাস্তির বিধি রহিত হইয়া ব্যাভিচারের বিহিত শাস্তি স্ত্রীকে ভোগ করিতে হইবে। এবং পঞ্চম উক্তি অনুসারে স্বামী শপথ না করিলে এমাম শাফি ও আবু হনিফার মতে তাহার কারাবাস বিধি। (ত, হো,)

† অর্থাৎ যদি স্ত্রী স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বরের নামে শপথপূর্ব্বক চারি বার বলে, যে এ ব্যক্তি আমার উপরে যে অপবাদ দিতেছে তাহা সত্য নয়, এ মিথ্যা কথা বলিতেছে, এবং পঞ্চম বার যদি বলে এব্যক্তি সত্য বলিয়া থাকিলে আমার প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ হউক তাহা হইলে সে শাস্তি হইতে মুক্তি লাভ করিবে। হজরত দ্বিতীয় নমাজের পরে অভিমর ও খভিলাকে ডাকিয়াছিলেন, উল্লিখিত মতে স্বামী স্ত্রী উভয়েই সাক্ষ্য দান করিয়াছিল।। অভিশাপ ও ক্রোধের উক্তির সময়ে হজরত "আমিন" বলিয়াছিলেন ও উপাসক মণ্ডলীও তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। কতিপয় তফসিরকারক অভিমর স্থানে আমিরার পুত্র হেলনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। (ত,হো,)

নিশ্চয় যাহারা (আয়শার সম্বন্ধে) অপবাদ উপস্থিত করিয়াছে তাহারা তোমাদের এক দল, তাহা আপনাদের নিমিত্ত তোমরা অকল্যাণ মনে করিও না, বরং তোমাদের জন্য তাহা কল্যাণ, (অপবাদ দ্বারা) তাহারা যে পাপ উপার্জ্জন করিয়াছে তাহা তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, এবং তাহাদিগের যে ব্যক্তি উহাকে জঘন্যতর করিয়াছে তাহার জন্য মহাশাস্তি আছে *। ১১।

---

* একদা হজরত মোহম্মদের সহধর্ম্মিণী সতী আয়শার চরিত্রের বিরুদ্ধে কলঙ্ক রটনা হইয়াছিল, তদুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। সেই অপবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই;—মদিনা প্রস্থানের পঞ্চম বৎসরে মরিসির যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেই যুদ্ধযাত্রাকালে সতী আয়শা শিবিকারোহণে হজরতের সঙ্গে গিয়াছিলেন। কোন স্থলে আবশ্যকমতে তিনি শিবিকা হইতে অবতরণ করেন, তথায় অনবধানতাবশতঃ তাঁহার হার হারাইয়া যায়, তিনি ইতস্ততঃ সেই হারের অনুসন্ধান করিতে করিতে কিঞ্চিৎ দূরে চলিয়া যান, এজন্য কিছু বিলম্ব হইয়া পড়ে। এদিকে শিবিকাবাহকগণ প্রস্থান করে। আয়শা কিয়ৎক্ষণ অন্তর পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া কাহাকেও দেখিতে পান না। তখন তিনি সেখানে শিবিক বাহকদিগের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে মাতলের পুত্র সফ্‌ওয়ান যে হজরতের আজ্ঞাক্রমে সৈন্যবৃন্দের পশ্চাতে আসিতেছিল তথায় উপস্থিত হয় এবং সে, সতী আয়শাকে দেখিতে পাইয়া আপন উষ্ট্রে আরোহণ করাইয়া শিবিরে লইয়া যায়। তখন আবুর পুত্র আবদুল্লা আয়শাকে সফ্‌ওয়ানের উষ্ট্রোপরি দর্শন করিয়া তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে অতি জঘন্য কথা সকল বলে। যখন সকলে মদিনাতে উপনীত হইলেন তখন এই সংবাদ হজরতের কর্ণগোচর হইল। আয়শা পীড়িত ছিলেন, এই ব্যাপারের কোন তত্ত্ব রাখিতেন না, কিন্তু হজরত তাঁহার প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতেছেন বুঝিতে পাইলেন। সেই সময়ে তিনি অনুমতি গ্রহণ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যান, তথায় সবিশেষ অবগত হন। তাহাতে তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হয়, তিনি দিবারাত্রি ক্রন্দন করিতে থাকেন। এদিকে হজরত স্বীয় ধর্ম্মপত্নী আয়শার চরিত্রের অনুসন্ধানে মনোযোগী হইয়া আপন ধর্ম্মবন্ধুবর্গ ও প্রধান প্রধান বিশ্বাসী লোকদিগকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করেন। সকলেই তাঁহার সচ্চরিত্রতা বিষয়ে দৃঢ়তা সহকারে

যখন তোমরা তাহা শ্রবণ করিয়াছিলে তখন (তোমাদের) বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী নারীগণ আপনাদের জীবন সম্বন্ধে কেন কল্যাণ মনে করিতেছিল না? এবং বলিতে ছিল না যে ইহা স্পষ্ট মিথ্যাপবাদ *। ১২। চারি জন সাক্ষী তৎপ্রতি কেন আনয়ন করে নাই, অনন্তর যখন সাক্ষিগণ উপস্থিত করে নাই তখন ঈশ্বরের নিকটে ইহারা তাহারাই যে মিথ্যাবাদী। ১৩। এবং যদি তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রসাদ ও ইহ পরলোকে তাঁহার দয়া না থাকিত তবে যে বিষয়ে তোমরা প্রবৃত্ত হইয়াছ তদ্বিষয়ে অবশ্য মহাশাস্তি তোমা-

---

দাক্ষ্য দান করিতে থাকেন। তৎপর একদিন হজরত আপন শ্বশুর আবুবেকর সদ্দিকের গৃহে উপস্থিত হইয়া আয়শাকে ক্রন্দন বিলাপের অবস্থায় দেখিতে পান। তখন হজরত বলেন "আয়শা, পাপ করিয়া থাকিলে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও ও ক্ষমা প্রার্থনা কর।" হজরতের কথায় উত্তর দান করিতে আয়শা জনকজননীকে অনুরোধ করেন। তাঁহারা তদ্বিষয়ে মনোযোগ করেন না। পরে অগত্যা তিনিই সভয় অন্তরে বলিলেন যে "শত্রুগণ এ কথা রটনা করিয়াছে, আমি যাহা বলি কেহ বিশ্বাস করে না। ইয়ুসোফের পিতা ইয়ুকুব যেমন বলিয়াছেন 'ধৈর্য্যধারণ করিতেছি, দেখি প্রভুর করুণা কি কার্য্য করে।' আমিও ইহাই বলিতেছি।" ইতিমধ্যে হজরত প্রত্যাদিষ্ট হইলেন। "নিশ্চয় যাহারা অপবাদ উপস্থিত করিয়াছে" এই আয়ত অবতীর্ণ হইল। অপবাদরটনাকারী পাঁচ জন ছিল, যথা কপট লোকদিগের অগ্রণী আবদোল্লা, রফার পুত্র জয়দ, সাবতের পুত্র হস্‌সান ও আবুবেকর সদ্দিকের মাতৃস্বসার পুত্র মস্তহ এবং হজশের কন্যা হমিয়ত। "তাহা (মিথ্যাদোষারোপ) তোমরা আপনাদের নিমিত্ত অকল্যাণ মনে করিও না" দোষারিত পুরুষ ও আয়শা এবং সফওয়ানের প্রতি এই উক্তি। কেননা এইরূপ দোষারোপ করাতেই কতকগুলি স্বর্গীয় আয়ত তোমাদের সম্বন্ধে প্রকাশ পাইল, সর্ব্বাপেক্ষা তোমাদের গৌরব হইল, তোমরা প্রচুর পুরস্কার পাইবে এবং মিথ্যাবাদীরা আপনাদের পাপের সমুচিত প্রতিফল লাভ করিবে। (ত, হো,)

* অর্থাৎ আয়শা ও সফওয়ান সম্বন্ধীয় অপবাদ শ্রবণ করিয়া মিথ্যা মনে করা বিশ্বাসীদিগের উচিত ছিল। (ত হো,)

দের নিকটে উপস্থিত হইত *। ১৪। যখন তোমরা আপনাদের রসনায় তাহা উচ্চারণ করিতেছিলে, এবং যৎসম্বন্ধে তোমাদের জ্ঞান নাই তাহা আপন মুখে বলিতেছিলে ও তাহা সহজ মনে করিতে ছিলে, কিন্তু তাহা ঈশ্বরের নিকটে গুরুতর ছিল। ১৫। এবং যখন তোমরা তাহা শ্রবণ করিতেছিলে তখন কেন বলিতেছিলে না "আমরা যে ইহা বলিব আমাদের জন্য (উচিত) নয়, (হে ঈশ্বর,) পবিত্রতা তোমার,-ইহা মহা অপলাপ" †। ১৬। ঈশ্বর তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যে যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে কখন এই প্রকার আর করিও না। ১৭। এবং ঈশ্বর তোমাদের জন্য আয়ত সকল ব্যক্ত করিতেছেন, ঈশ্বর জ্ঞানময় কৌশল-

---

* অর্থাৎ শাস্তি দানে বিলম্ব করা বিষয়ে। যদি ঈশ্বরের দয়া ও প্রসন্নতা না থাকিত তাহা হইলে তোমরা বিনাশ প্রাপ্ত হইতে, অথবা যদি পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিয়া কুক্রিয়ায় নিষেধ ও তাহার প্রতিবন্ধকতা করিতে প্রবৃত্ত না থাকিতেন তবে তোমাদের বংশ উচ্ছিন্ন হইয়া যাইত, কিংবা যদি ঈশ্বর দয়া করিয়া তোমাদের অনুতাপ গ্রহণ না করিতেন তবে তোমরা নিরাশার প্রান্তরে ভ্রাম্যমাণ হইতে। অতএব তিনি তোমাদিগকে অনুতাপ উদ্দীপনে সাহায্য দান করিয়া আশার প্রশস্ত ভূমিতে আহ্বান করিয়াছেন। (ত, হো.)

† কথিত আছে যে আবু আয়ুব আন্‌সারির স্ত্রী তাহাকে বলিয়াছিল "শুনিয়াছ, লোকে আয়েষার সম্বন্ধে কি সকল কথা বলিতেছে?" তাহাতে আবু আয়ুব বলিয়াছিল "শুনিয়াছি উহা মিথ্যা. ভাল, তুমি নিজের সম্বন্ধে এরূপ করিতে সম্মত আছ কি?" সে বলিল, "ঈশ্বরের শপথ কখন না।" তখন আবু আয়ুব বলিল "আয়েশা তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা নারী, অনন্তর স্বর্গীয় বার্ত্তাবাহকের সহধর্ম্মিণী দ্বারা এরূপ কার্য্য হইল তুমি কেমন করিয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছ? ইহা যে ভয়ানক মিথ্যা কথা।" তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। কোরাণকে মিথ্যা বলা, প্রেরিত পুরুষের পরিবার সম্বন্ধে অপবাদ রটনা করা প্রেরিতত্ব পদকে লঘু মনে করা এই সকল পাপের গুরুতর শাস্তি বিহিত হইয়াছে। (ত, হো.)

ময়। ১৮। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহাদের প্রতি যাহারা কুৎসা রটনা করিতে ভালবাসে নিশ্চয় তাহাদের জন্য ইহ পরলোকে দুঃখজনক শাস্তি আছে, এবং ঈশ্বর জ্ঞাত হইতেছেন ও তোমরা অবগত নও।১৯। এবং যদি ঈশ্বরের প্রসাদ ও ইহ পরলোকে তাঁহার দয়া না থাকিত (কেমন হইত,) যে হেতু তিনি অনুগ্রহকারী দয়ালু। ২০। (র, ২)

হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা শয়তানের পদানুসরণ করিও না, এবং যে ব্যক্তি শয়তানের পদের অনুসরণ করে, পরে নিশ্চয় সে তাহাকে নির্লজ্জ ও অবৈধ কার্য্যে আদেশ করিয়া থাকে, এবং যদি তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রসাদ ও তাঁহার দয়া না থাকিত তবে কখন তোমাদের কেহ পবিত্র হইত না, কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা হয় পবিত্র করিয়া থাকেন এবং ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ২১। এবং তোমাদিগের মধ্যে গৌরবান্বিত ও ক্ষমতাবান্ লোক যেন স্বগণ ও দরিদ্র এবং ঈশ্বরের পথে গৃহত্যাগী লোকদিগকে দান করিতে শপথ না করে, এবং যেন ক্ষমা করে ও দোষ পরিহার করে, তোমরা কি ভালবাসনা যে ঈশ্বর তোমাদিগকে ক্ষমা করেন? এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু। *। ২২। নিশ্চয় যাহরা (দুষ্কর্ম্ম) অবিজ্ঞাতা বিশ্বাসিনী সাধ্বী নারীদিগের প্রতি অপবাদ দেয় ইহ পরলোকে তাহারা অভিশপ্ত হয়, এবং তাহাদের জন্য মহা শাস্তি আছে। ২৩। +যে দিবস তাহাদিগের সম্বন্ধে তাহাদিগের জিহ্বা ও তাহাদিগের হস্ত এবং তাহাদিগের চরণ সকল তাহারা যাহা করিতেছিল তদ্বিষয়ে

---

* "দান করিতে শপথ না করে" অর্থাৎ দান করিব না বলিয়া শপথ না করে। যদি তোমরা ইচ্ছা কর যে ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করুন তবে তোমরাও অন্যের দোষ উপেক্ষা কর। (ত, হো,)

সাক্ষ্য দান করিবে। ২৪। সেই দিবস পরমেশ্বর তাহাদিগকে তাহাদিগের বিনিময় পূর্ণরূপে প্রদান করিবেন এবং তাহারা জানিবে যে নিশ্চয় ঈশ্বর (স্বরূপতঃ) স্পষ্ট সত্য। ২৫। অসতী নারীগণ অসৎ পুরুষদিগের ও অসৎ পুরুষগণ অসতী নারীদিগের (উপযুক্ত) ; এবং সতী নারীগণ সৎ পুরুষদিগের ও সৎ পুরুষগণ সতী নারীদিগের (যোগ্য) তাহারা যাহা বলিয়া থাকে তাহা হইতে ইহারা বিমুক্ত, ইহাদের জন্য ক্ষমা ও উত্তম উপজীবিকা আছে *। ২৬। (র, ৩)

হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা আপন গৃহ ব্যতীত (অন্য) গৃহে যে পর্য্যন্ত তাহার স্বামীর নিকটে অনুমতি প্রার্থনা ও সলাম (না) কর প্রবেশ করিও না, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণ হয়, সম্ভবতঃ তোমরা উপদেশ লাভ করিবে। † ২৭। পরন্তু যদি তন্মধ্যে কাহাকেও প্রাপ্ত না হও তবে যে পর্য্যন্ত (না) তোমাদিগকে অনুমতি করে তোমরা তাহাতে প্রবেশ করিও না, এবং যদি তোমা-

---

* আব্বাসের পুত্র বলিয়াছেন যে কোন প্রেরিত পুরুষের সহধর্ম্মিণী দুশ্চরিত্রা হন নাই, ঈশ্বর তাঁহাদিগের সতীত্ব রক্ষা করিয়া থাকেন। (ত, শা,)

† কথিত আছে যে একদা একটি আন্সারী স্ত্রী হজরতের নিকটে আসিয়া নিবেদন করিয়াছিল যে "আমরা আপন আপন গৃহে এক ভাবে থাকি, সেই অবস্থায় কেহ আমাদিগকে দর্শন করে এরূপ ইচ্ছা করি না। কখন কখন হঠাৎ কেহ আমাদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং যে অবস্থায় আমাদিগকে দেখা উচিত নয় সে দেখিয়া যায়।" তাহাতেই ঈশ্বর এই আয়ত প্রেরণ করেন। কোন ব্যক্তি আপন আত্মীয় স্বগণের নিকটে আসিলে প্রথমতঃ কোন বাক্য বা পদধ্বনি দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে তাহাকে সংবাদ দিবে। তাহা হইলে গৃহস্বামী আপন পরিধেয় বস্ত্রাদি সম্বরণ ও লজ্জাজনক ব্যাপার নিবারণে অগ্রসর হইতে পারিবে। (ত, হো,)

দিগকে বলা হয় যে ফিরিয়া যাও তবে ফিরিয়া যাইও; তাহা তোমাদের জন্য বিশুদ্ধতর, এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা। ২৮। বসতি হীন আবাস সকলে প্রবেশ করিতে তোমাদের সম্বন্ধে দোষ নাই, তথায় তোমাদের জন্য লাভ আছে, এবং যাহা তোমরা প্রকাশ কর ও যাহা গোপন করিয়া থাক ঈশ্বর তাহা জানেন *। ২৯। বিশ্বাসী পুরুষদিগকে (হে মোহম্মদ,) তুমি বল, যেন তাহারা স্ব স্ব দৃষ্টিসকল বদ্ধ করে ও স্ব স্ব গুহ্যেন্দ্রিয় সকলকে সংযত রাখে, ইহা তাহাদের জন্য বিশুদ্ধতর, তোমরা যাহা করিয়াথাক নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার তত্ত্বজ্ঞ †। ৩০। এবং বিশ্বাসিনী নারীদিগকে বল যেন তাহারা স্ব স্ব দৃষ্টি সকলকে বদ্ধ করে ও স্ব স্ব গুহ্যেন্দ্রিয় সকলকে সংযত রাখে ও স্ব স্ব ভূষণ যাহা তাহা হইতে ব্যক্ত হয় তদ্ব্যতীত প্রকাশ না করে, এবং যেন তাহারা আপন কণ্ঠদেশে আপন বস্ত্রাঞ্চল ঝুলাইয়া রাখে, আপন স্বামী বা আপন পিতা বা আপন শ্বশুর বা আপন পুত্র (এবং পৌত্র) বা আপন স্বামীর পুত্র (সপত্নীজাতপুত্র) বা

---

* অষ্টবিংশ আয়ত অবতীর্ণ হইলে আবুবেকর সদ্দিক হজরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "প্রেরিতপুরুষ, শাম ও এরাকের পথে বণিক্‌দিগকে পান্থনিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তথায় কেহ না থাকিলে কাহার নিকটে তাহারা অনুমতি প্রার্থনা করিবে?" তাহাতেই এই আয়তের অবতরণ হয়। (ত, হো.)

† মানবদেহে শয়তানের অগ্রগামী পদাতিক চক্ষু, যেহেতু অন্যান্য ইন্দ্রিয় স্ব স্ব স্থানে স্থিতি করে, কোন বিষয় আপনাদের মধ্যে প্রাপ্ত না হইলে তাহারা তাহার ভোগে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু চক্ষু এরূপ এক ইন্দ্রিয় যে দূর ও নিকটের পাপ বিপদকে টানিয়া আনে। এজন্য সর্ব্বাগ্রে নয়ন অবরুদ্ধ করিবার বিধি হইয়াছে। মহাত্মা অবুলি বলিয়াছেন যে শিরশ্চক্ষুকে দ্রষ্টব্য দর্শন হইতে এবং অন্তশ্চক্ষুকে ঈশ্বরেতর পদার্থের আলোচনা হইতে আবদ্ধ করা। (ত, হো.)

আপন ভ্রাতা বা আপন ভ্রাতুষ্পুত্র বা আপন ভাগিনেয় বা আপন (ধর্ম্মাবলম্বিনী) নারীগণ বা তাহাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের উপরে স্বত্ব লাভ করিয়াছে সেই (দাসীগণ) বা অকাম অনুগামী পুরুষগণ এই সকলের ও যাহারা নারীগণের লজ্জাজনক ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে জ্ঞান রাখে না সেই শিশুদিগের নিমিত্ত ভিন্ন তাহারা আপন অভরণ যেন প্রকাশ না করে, এবং তাহারা যেন আপন শব্দায়মান (ভূষণযুক্ত) চরণ বিক্ষেপ না করে, তাহাতে তাহারা আপন ভূষণ যাহা গোপন করিয়া থাকে (লোকে) তাহা জানিতে পাইবে, এবং হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা একযোগে ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়া আইস, সম্ভবতঃ তোমরা মুক্ত হইবে * । ৩১। এবং

---

* কার্য্য করিবার সময় এ সকল ভূষণ ব্যক্ত হইয়া থাকে যথা অঙ্গুরীয়, বসনাঞ্চল চক্ষের কজ্জল করতলের রঞ্জন দ্রব্য, (খেজাব) এ সমুদায় ব্যতীত অন্য ভূষণ নারীগণ লোকের নিকটে প্রকাশ করিবেন না। কেহ কেহ বলেন এ স্থলে ভূষণ অর্থে ভূষণস্থান। "যেন আপন কণ্ঠদেশে আপন বস্ত্রাঞ্চল নামাইয়া রাখে" অর্থাৎ স্ত্রীগণ উত্তরীয় বস্ত্রবিশেষ মস্তক হইতে কণ্ঠের উপর ঝুলাইয়া রাখিবে, তাহাতে তাহাদের কেশপাশ কর্ণমূল গ্রীবা ও বক্ষদেশ আচ্ছাদিত থাকিবে। যে সকল স্বগণ পুরুষের নিকটে ভূষণস্থান প্রকাশ করিবার বিধি হইল তাহাদের সঙ্গে বিবাহের বিধি নাই। সহ স্তন্যপায়ী ভ্রাতার সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা। পিতৃব্য ও মাতুঃস্বস্পতি ভ্রাতার স্থলে গণ্য। স্থলান্তরে তাহাদিগকেও ভূষণস্থান প্রদর্শন নিষিদ্ধ হইয়াছে। যে হেতু তাহারা আপন আপন পুত্রের নিকটে তাহার বর্ণনা করিতে মোসলমান মহিলাদিগের ভূষণস্থান প্রকাশ করিবে। ঈসায়ী, ইহুদী ও সূর্য্যোপাসক এবং পৌত্তলিক নারীগণের নিকটে উহা প্রকাশ করিবে না, তাহারা পর পুরুষ তুল্য। গোপমায় ভূষণস্থান তাহাদিগকে প্রদর্শন করা মোসলমান নারীদিগের পক্ষে উচিত নহে। তখন মোসলমান ও কাফের দলের মধ্যে সদ্ভাব জন্মিয়াছিল, অধার্ম্মিকা নারীর সঙ্গে ধার্ম্মিকা মহিলাদিগের মিলন না হওয়াই শ্রেয়ঃ। কেহ কেহ বলেন যে, কোন শ্রেণীর স্ত্রীলোকের নিকটে মোসলমান নারীগণ ভূষণ স্থান গুপ্ত

আপন (দলের) ভর্তৃহীন নারীদিগকে এবং আপন উপযুক্ত দাস দিগকে ও আপন দাসীদিগকে তোমরা বিবাহ দিও, তাহারা নির্ধন হইলে ঈশ্বর স্বীয় কৃপায় তাহাদিগকে সম্পন্ন করিবেন, এবং ঈশ্বর উদার দাতা জ্ঞানময়। ৩২। যাহারা বিবাহ (সম্পত্তি) প্রাপ্ত হয় নাই যে পর্য্যন্ত (না) ঈশ্বর আপন করুণায় তাহাদিগকে ধন-সম্পন্ন করেন সে পর্য্যন্ত যেন তাহারা বিশুদ্ধ থাকে, তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে তাহাদের যাহারা মুক্তিপত্র প্রার্থনা করে, অনন্তর তোমরা যদি তাহাদের সম্বন্ধে ভাল বুঝ তবে তাহাদিগকে তাহা লিখিয়া দেও, এবং ঈশ্বরের ধন হইতে যাহা তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন তাহাদিগকে দান করিও, যদি নিবৃত্তি চাহে তবে আপন দাসীদিগের প্রতি দুষ্ক্রিয়ায় বলপ্রয়োগ করিও না যে তদ্দ্বারা তোমরা পার্থিব সম্পত্তি অন্বেষণ করিবে, যে ব্যক্তি তাহাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করে অবশেষে নিশ্চয় ঈশ্বর বলপ্রয়োগের পরে (তাহাদের প্রতি) ক্ষমাশীল দয়ালু *। ৩৩।

রাখিবেন না এইরূপ বিধি। অকাম পুরুষ ভৃত্যগণ যাহারা খাদ্যাদির অনুরোধে অন্তঃপুরে গমনাগমন করে, যুবতী নারী দর্শন করিয়া যাহাদের মনে কুভাবের উদয় হয় না, অর্থাৎ যাহারা বৃদ্ধ বা বিকারহীন নির্ব্বোধ ভৃত্য তাহাদিগকে নারী-গণ ভূষণস্থান প্রদর্শন করিতে পারেন। যে সকল শিশু বালক স্ত্রী সংসর্গের কোন তত্ত্ব রাখে না তাহাদিগকেও দেখাইতে পারেন। মহিলাদিগের চলিবার সময় চরণভূষণের ধ্বনি যেন পুরুষের কর্ণগত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের কুপ্রবৃত্তির উদ্রেক হওয়া সম্ভব। (ত. হো,)

* "তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে" ইত্যাদি, অর্থাৎ তোমাদের ক্রীতদাস দাসীগণ দাসত্ব হইতে মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করিলে তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে যদি ভাল বুঝ মুক্তি পত্র লিখিয়া দিতে পার, এবং মুক্তিপত্রে লিখিত নির্দ্দিষ্ট মূল্যের কিছু তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে পার। সোলমান ফারসির

এবং সত্য সত্যই আমি তোমাদের প্রতি উজ্জ্বল নিদর্শন সকল ও তোমাদের পূর্ব্বে যাহারা গত হইয়াছে তাহাদের দৃষ্টান্ত এবং ধর্ম্মভীরু লোকদিগের জন্য উপদেশ অবতারণ করিয়াছি। ৩৪। (র, ৪)

পরমেশ্বর দ্যুলোক ও ভূলোকের জ্যোতি (দাতা;) তাঁহার জ্যোতির উপমা, যথা গৃহে দীপ সংরক্ষণীয় তাক আছে, তন্মধ্যে দীপ আছে, সেই দীপ কাচাধারে, সেই কাচাধার উজ্জ্বল নক্ষত্র তুল্য, কল্যাণযুক্ত জয়তুন তরুর তৈল যোগে প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশীয় নহে, তাহার তৈল যদিচ তাহাকে অগ্নি স্পর্শ না করে (তথাপি স্বতঃ) জ্যোতি দানে সমুদ্যত হয়,

---

নিকটে এক দাস মুক্তিপত্র চাহিলে সোলমান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তুমি কিছু সম্পত্তি রাখ কি?" সে বলিল "না," তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "অর্থ সাহায্য করিতে পারে তোমার এমন কেহ আছেন?" সে বলিল, "না"। তাহাতে সোলমান মুক্তিপত্র লিখিয়া দিতে অসম্মত হন। এক শত টাকায় মরসেবে খভিতব মুক্তিপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন, এই আয়ত শ্রবণের পর বিশ টাকা তাহাকে দান করিয়াছিলেন। এমাম শাফি ও এমাম আহমদ বলেন যে লিপির নির্দ্ধারিত অর্থ হইতে কিছু দান করিতে হইবে। এমাম আহমদ চতুর্থাংশ ধন নিরূপণ করেন। ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন এমামের মতভেদ আছে। আবুসলুলের পুত্র অবদোল্লা যে কপট লোকদিগের অগ্রণী ছিল তাহার পরমা সুন্দরী ছয় জন দাসী ছিল। সে তাহাদের প্রতি বল প্রয়োগ করিত এবং ছাড়িয়া দিবার উদ্দেশে তাহাদিগ হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিত। মাজা ও মসিকা নাম্নী দুইটি দাসী পরস্পর বলিয়াছিল যে "যে কার্য্য আমরা করিয়া থাকি যদি তাহা ভাল হয় তবে আমরা তাহা অনেক করিয়াছি, যদি মন্দ হয় তবে সময় উপস্থিত যে তাহা আমরা পরিত্যাগ করিব।" এই বলিয়া তাহারা হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়া সবিশেষ জ্ঞাপন করে, তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। দাসী দুষ্ক্রিয়ায় অসম্মত হইলে তাহার উপার্জ্জিত অর্থ বা তাহার সন্তান বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ গৃহস্বামী গ্রহণ করিত। (ত, হো,)

জ্যোতির পরে জ্যোতিঃ হয়, যাহাকে ইচ্ছা করেন ঈশ্বর আপন জ্যোতি দ্বারা পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং ঈশ্বর মানবমণ্ডলীর জন্য দৃষ্টান্ত সকল বর্ণন করেন, ঈশ্বর সকল বিষয়ে জ্ঞানী * । ৩৫। যে সকল আলয়ে ঈশ্বর আদেশ করিয়াছেন যে (তাহাকে) উন্নত করা হয়, এবং তন্মধ্যে তাঁহার নাম উচ্চারণ করা হয় † ।

---

* নানা টীকাকার ও গ্রন্থকার এই আয়তের বিস্তারিতরূপে নানা প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এস্থলে সংক্ষেপে কিছু বিবৃত হইতেছে। দীপ ঈশ্বর তত্ত্ব, উহা ঈশ্বরপরায়ণ লোকের অন্তররূপ কাচাধারে স্থিত, সাধুর বক্ষঃস্থল দীপ সংরক্ষণীয় তাক, হজরত মোহম্মদের বিদ্যমানতা জয়তুনতরু স্বরূপ, তিনি পূর্ব্বদেশে বা পশ্চিম দেশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই, মক্কাভূমি জাত। মক্কা পৃথিবীর মধ্যস্থল। পুণ্য ভূমি শামদেশের পার্ব্বত্য প্রদেশে জয়তুন তরু উৎপন্ন হয়, অন্য কোথাও নহে, সেই বৃক্ষে সাত জন পেগাম্বরের শুভাশীর্ব্বাদ পড়িয়াছে, তাহাতেই তাহাকে কল্যাণযুক্ত বলা হইয়াছে। সেই জয়তুন ফলের নির্য্যাস অগ্নির স্পর্শ না হইতেই জ্বলিয়া উঠে। হজরত মোহম্মদ জয়তুন তাঁহার শিক্ষা তৈল স্বরূপ সেই শিক্ষায় তত্ত্বপরায়ণ লোকদিগের অন্তরে তত্ত্বরূপ দীপ জ্বলিয়া উঠে। অন্য জ্যোতির সাহায্য ব্যতীত স্বতঃ সেই শিক্ষারূপ তৈল সাধুদিগের অন্তররূপ কাচারধারে জ্বলিয়া উঠে। হজরত মোহম্মদের প্রেম ও এব্রাহিমের প্রেম এই দুই, জ্যোতির পর জ্যোতি। (ত, হো,)

† এস্থলে আলয় সকল ঈশ্বরের মন্দির, উহা চারিটি মন্দির। (১) মহা মন্দির কাবা, ইহা মহাপুরুষ এব্রাহিমের যত্নে ও এস্মায়িলের সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। (২) জরুজিলমের মন্দির, দাউদ তাহার ভিত্তিস্থাপন ও সোলয়মান তাহার নির্ম্মাণ পূর্ণ করেন। (৩) মদিনায় মসজেদ (৪) কবা মসজেদ এই দুই হজরত মোহম্মদের ইঙ্গিতক্রমে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল মন্দিরে ঈশ্বরের উপাসনাদি হইয়া থাকে। এ সমস্তকে উন্নত বর্দ্ধিত ও সংস্কৃত করা আবশ্যক। কেহ কেহ বলেন এস্থানে আলয় অর্থে প্রেরিত পুরুষদিগের আলয়, মদিনার আবাস কিম্বা তপস্যাকুটির সকল বুঝাইবে। (ত, হো,)

৩৬। + যাহাদিগকে বাণিজ্য ও ক্রয় বিক্রয় ঈশ্বর প্রসঙ্গ হইতে ও উপাসনার প্রতিষ্ঠা এবং জকাত দান হইতে শিথিল করে না, ও যাহারা সেই দিনকে ভয় করে যাহাতে অন্তর সকল দৃষ্টি সকল বিক্ষিপ্ত হইবে সেই পুরুষগণ প্রাতঃ সন্ধ্যা তথায় তাঁহাকে স্তব করিয়া থাকে। ৩৪। +। ৩৭। + তাহাতে তাহারা যে অত্যুত্তম করিয়াছে ঈশ্বর তাহার পুরস্কার দিবেন এবং তিনি আপন করুণায় তাহাদিগকে অধিক দিবেন, এবং ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে অগণ্য জীবিকা দান করিয়া থাকেন। ৩৮। এবং যাহারা ধর্ম্মদ্বেষী হইয়াছে তাহাদের কর্ম্ম সকল প্রান্তরের মৃগতৃষ্ণার ন্যায়, যাহাকে পিপাসু জল মনে করে, এ পর্য্যন্ত যখন সে তাহার নিকটে উপস্থিত হয় তাহাকে কোন পদার্থরূপে প্রাপ্ত হয় না। এবং ঈশ্বরকে আপনার নিকটে (শাস্তি দাতারূপে) প্রাপ্ত হয়, অনন্তর ঈশ্বর তাহার হিসাব (বিচার) পূর্ণ করেন, এবং ঈশ্বর হিসাবে সত্বর *। ৩৯। + অথবা তাহার অবস্থা যেন গভীর সমুদ্রে তিমিররাশি, তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ তাহাকে গ্রাস করিতেছে, তাহার উপরে মেঘ, অন্ধকারপুঞ্জ পরস্পর এক অন্যের উপরে, যখন সে আপন হস্ত বাহির করে তাহা যে দেখিবে এমন সুযোগ নাই, যাহাকে ঈশ্বর আলোক দান করেন নাই সে সেই ব্যক্তি, অনন্তর তাহার জন্য কোন আলোক নাই। ৪০। (র, ৫)

---

* মধ্যাহ্ন কালে বালুকাময় বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র সূর্য্য কিরণে দূর হইতে তরঙ্গায়িত জলরাশির আকারে তৃষ্ণার্ত্ত পথিকদিগকে যে দৃষ্টিভ্রম জন্মায় তাহাকে মৃগতৃষ্ণা বলে। (ত, হো,)

তুমি কি দেখ নাই যে দ্যুলোকে ও ভূলোকে যে কেহ আছে সে, এবং প্রসারিত পক্ষ পক্ষী ঈশ্বরকে স্তব করিয়া থাকে ? সকলে একান্তই তাঁহার উপাসনা ও তাঁহার স্তুতি জ্ঞাত আছে, এবং তাহারা যাহা করিতে থাকে ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা। ৪১। এবং দ্যুলোকের ও ভূলোকের রাজত্ব ঈশ্বরের ও তাঁহার দিকে (সকলের) পুনর্গমন। ৪২। তুমি কি দেখ নাই যে ঈশ্বর বারিবাহকে সঞ্চালিত করেন, তৎপর তাহার ভিতরে (পরস্পর) সম্মিলিত করেন তদনন্তর স্তরে স্তরে স্থাপিত করেন ? অনন্তর তুমি দেখিয়া থাক, যে তাহার ভিতর হইতে জলবিন্দু সকল নির্গত হয়, এবং তিনি আকাশ হইতে যন্মধ্যে করকা আছে সেই (মেঘরূপ) পর্ব্বত সকল হইতে করকা বর্ষণ করেন, অনন্তর যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহার প্রতি উহা পঁহুছাইয়া থাকেন এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহা হইতে নিবৃত্ত রাখেন, এবং উহার বিদ্যুতের জ্যোতি দৃষ্টি সকল হরণ করিতে উদ্যত হয় *। ৪৩। ঈশ্বর দিবা রজনীর পরিবর্ত্তন করেন, নিশ্চয় ইহাতে চক্ষুষ্মান্ লোকদিগের জন্য শিক্ষা আছে। ৪৪। এবং ঈশ্বর সমুদায় স্থলচরকে (শুক্ররূপ) জল দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন, অনন্তর তাহাদের কেহ বক্ষোযোগে গমন করে এবং তাহাদের কেহ পদদ্বয় যোগে বিচরণ করে ও তাহাদের কেহ চতুষ্পদে চলিয়া থাকে, ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করিয়া থাকেন, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী। ৪৫। সত্য সত্যই আমি উজ্জ্বল নিদর্শন

---

* ভূতলে যেমন পাষাণময় পর্ব্বত সকল আছে, তদ্রূপ আকাশে করকাময় পর্ব্বতাকার মেঘ সকল আছে তাহা হইতে ঈশ্বর করকা বর্ষণ করেন। তিনি যে উদ্যান ও শস্য ক্ষেত্রাদির প্রতি ইচ্ছা হয় করকা লইয়া যান, এবং যে উদ্যানাদির প্রতি ইচ্ছা হয় তাহা হইতে নিবৃত্ত রাখেন (ত, হো,)

সকল অবতারণ করিয়াছি, এবং ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে সরল পথের দিকে আলোক দান করিয়া থাকেন। ৪৬। এবং তাহারা বলে যে আমরা পরমেশ্বর ও প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি এবং অনুগত হইয়াছি, অনন্তর তাহাদের এক দল ইহার পরে বিমুখ হয়, এবং তাহারা বিশ্বাসী নহে *। ৪৭। এবং যখন ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের দিকে তাহারা আহুত হয় যেন তিনি তাহাদের মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করেন, তখন অকস্মাৎ তাহাদের এক দল বিমুখ হয়। ৪৮। এবং যদি স্বত্ব তাহাদের হয় তবে তাহার (প্রেরিত পুরুষের) দিকে অনুগত ভাবে উপস্থিত হইয়া থাকে। ৪৯। তাহাদের অন্তরে কি রোগ আছে? বা তাহারা সন্দেহ করিয়া থাকে, অথবা তাহারা ভয় পায় যে ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ তাহাদের সম্বন্ধে (অনুগ্রহ) সঙ্কোচ করিবেন, বরং ইহারাই তাহারা যে অত্যাচারী। ৫০। (র, ৬)

যখন (বিশ্বাসিগণ) ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের নিকটে আহুত হয় যেন তিনি তাহাদের মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করেন, তখন বিশ্বাসীদিগের বাক্য ইহা বৈ হয় না যে তাহারা বলে শ্রবণ করিলাম ও আজ্ঞাবহ হইলাম, ইহারাই তাহারা যে মুক্তিলাভকারী। ।৫১। এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞা-

---

* ভূমি ও জলাশয় লইয়া মহাত্মা আলির সঙ্গে ওয়ায়িলের পুত্র মঘয়রার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। আলি চাহিলেন তাহাকে হজরত মোহম্মদের নিকটে লইয়া যান ও এবিষয়ে বিচার প্রার্থী হন। মঘয়রা বলিল "তিনি তোমার পক্ষে বিচার নিষ্পত্তি করিবেন, যেহেতু তুমি তাঁহার পিতৃব্যপুত্র।" কিন্তু সে জানিত আলিরই স্বত্ব এবং হজরত সত্য বিচার করিবেন। তাহাতে ঈশ্বর এই আয়ত প্রেরণ করেন যে, কপট লোকেরা মুখে বিশ্বাস ও আনুগত্য স্বীকার করে, এদিকে ঈশ্ব ও প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করে ইত্যাদি। (ত, হো)

কারী হয় এবং ঈশ্বরকে ভয় করে ও তাঁহার (শাস্তি বিষয়ে) সাবধান হয়, অনন্তর ইহারাই তাহারা যে সিদ্ধকাম হইবে *। ৫২। এবং তাহারা আপনাদের দৃঢ় শপথে ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়াছে যে, যদি তুমি তাহাদিগকে আদেশ কর তবে অবশ্য তাহারা (স্বদেশ হইতে) বহির্গত হইবে, তুমি বল "তোমরা শপথ করিও না, আনুগত্যই মনোনীত হয়, তোমরা যাহা করিয়াথাক নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার তত্ত্বজ্ঞ। ৫১। তুমি বল (হে মোহম্মদ,) "তোমরা ঈশ্বরের অনুগত থাক ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের অনুগত থাক;" পরে যদি তোমরা (হে লোক সকল,) বিমুখ হও তবে তাহার প্রতি যে ভার অর্পিত ও তোমাদের প্রতি যে ভার অর্পিত হইয়াছে ইহা বৈ নহে, † এবং যদি তোমরা তাঁহার আজ্ঞাকারী হও তবে পথ প্রাপ্ত হইবে, প্রেরিত পুরুষের প্রতি স্পষ্ট প্রচার করা বৈ নহে। ৫৪। ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছেন যে তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম সকল করিয়াছে ভূতলে তিনি তাহাদিগকে অবশ্য রাজ্যাধিপতি করিবেন, যেমন তাহাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল তাহাদিগকে রাজ্যাধিপতি করিয়াছেন, এবং তিনি অবশ্য তাহাদের জন্য তাহাদের ধর্ম্মকে যাহা তাহাদের নিমিত্ত মনোনীত হইয়াছে দৃঢ় করিবেন, এবং অবশ্য তাহাদের ভয়ের পরে তাহা-

---

* এক জন বাদশা এমন একটি আয়তের প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে তদনুসারে কার্য্য করিলেই যথেষ্ট হইবে, অন্য আয়তের আবশ্যক হইবে না। তদানীন্তন পণ্ডিতগণ এবিষয়ে এই আয়তে ঐক্য হন। যেহেতু লোকের সুখ শান্তি প্রেরিত পুরুষের ও ঈশ্বরের আনুগত্য ও ঈশ্বরভয় ব্যতীত অসম্ভব। (ত, হো,)

† "তাহার প্রতি যে ভার অর্পিত ও তোমাদের প্রতি যে ভার অর্পিত হইয়াছে" অর্থাৎ প্রেরিত পুরুষের প্রতি যে সুসংবাদ প্রচারের ভার ও তোমাদের প্রতি যে তাহা মান্য করার ভার অর্পিত আছে। (ত, হো,)

দিগকে অভয়ে পরিবর্ত্তিত করিবেন, তাহারা আমাকে অর্চ্চনা করিবে, এবং আমার সঙ্গে কিছুই অংশী স্থাপন করিবে না, এবং যে জন ইহার পরে ধর্ম্মদ্বেষী হইবে অনন্তর ইহারাই তাহারা যে দুষ্ক্রিয়াশীল। ৫৫। এবং তোমরা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ ও জকাত দান কর এবং প্রেরিত পুরুষের অনুগত থাক, সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতি দয়া করা হইবে। ৫৬। তোমরা মনে করিও না যে পৃথিবীতে ধর্ম্মদ্রোহিগণ (ঈশ্বরের) পরাভবকারী, অগ্নি তাহাদের আশ্রয় ভূমি, এবং (তাহা) কুৎসিত প্রত্যাবর্ত্তন ভূমি। ৫৭। (রে, ৭)

হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদিগের দক্ষিণ হস্ত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে (সেই দাস দাসীগণ) ও তোমাদের মধ্যে যাহারা বয়ঃ প্রাপ্ত হয় নাই তাহারা যেন তিন বার (গৃহ প্রবেশে) অনুমতি প্রার্থনা করে, প্রাভাতিক নামাজের পূর্ব্বে এবং মধ্যাহ্নে যখন তোমরা স্বীয় বস্ত্র সকল উন্মোচন কর তখন ও নৈশিক উপাসনার অন্তে; তোমাদের জন্য এ তিনটি নির্জনতা হয়, ইহার পর (আসিলে) তোমাদের প্রতি ও তাহাদের প্রতি কোন দোষ নাই, তাহারা তোমাদের নিকট তোমাদের পরস্পর পরস্পরের নিকট গমনাগমনকারী, এই প্রকার পরমেশ্বর তোমাদের জন্য আয়ত সকল বর্ণনা করেন, এবং ঈশ্বর জ্ঞানময় কৌশলময় *

* প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ মধ্যাহ্নকালে মদলজ নামক এক জন দাসকে স্বীয় প্রচারবন্ধু ওমর ফারুককে ডাকিতে পাঠান। মদলজ সংবাদ না দিয়া ফারুকের গৃহে প্রবেশ করে। তখন তিনি নিদ্রিত ছিলেন, তাঁহার কোন কোন অঙ্গ হইতে আচ্ছাদন দূরীভূত হইয়াছিল। কেহ বলেন যে তিনি নিদ্রিত ছিলেন না, আপন সহধর্ম্মিণী সহ আমোদ আহ্লাদ করিতেছিলেন। মদলজের

। ৫৮। এবং যখন তোমাদের বালকগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন উচিত যে তাহারা তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরা যেমন অনুমতিপ্রার্থনা করিত (তদনুরূপ) অনুমতি প্রার্থনা করে, এই প্রকার পরমেশ্বর তোমাদের জন্য আপন আয়ত সকল বর্ণন করেন, ঈশ্বর জ্ঞানময় কৌশলময় । ৫৯। গৃহবাসিনী নারীদিগের যাহারা (বৃদ্ধত্ব প্রযুক্ত) বিবাহার্থিনী নহে, তখন অভরণ প্রকাশ না করার অবস্থায় আপন (বাহ্যিক) বসন পরিত্যাগ করিলে তাহাদের সম্বন্ধে দোষ নাই, এবং যদি শুদ্ধতার প্রার্থিনী হয় (আপনাদিগকে আচ্ছাদিত করে) তবে তাহাদের জন্য মঙ্গল, এবং ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা *। ৬০। যদি তোমরা আপন আলয়ের বা পিত্রালয়ের বা মাতৃ গৃহের বা ভ্রাতৃভবনের বা স্বসৃনিলয়ের বা পিতৃব্য পত্নীর

আগমনে তাঁহার মনে অতিশয় লজ্জার সঞ্চার হয়। তখন তিনি বলিয়া উঠেন, ঈদৃশ সময় আমাদের পিতা ও সন্তান ও স্বজন ও কিঙ্কর বিনা অনুমতিতে আমাদিগের গৃহে উপস্থিত না হয় ঈশ্বর যদি এইরূপ আদেশ করিতেন কেমন ভাল হইত, তাহা হইলে গোপনীয় ব্যাপার সকল তাহারা জানিতে পারিত না। ইহার পরই তিনি হজরত প্রেরিত পুরুষের নিকটে উপস্থিত হন, তখন এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। প্রাভাতিক নমাজের পূর্ব্বে অনুমতি প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য এই যে সেই সময়ে গৃহস্থ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া রাত্রিবাস বস্ত্রের পরিবর্ত্তে সামাজিক বসন পরিধান করে। এবং মধ্যাহ্নকালে বস্ত্র ত্যাগ করা হইয়া থাকে, আর এক বার নৈশিক নমাজের পরে শয়নের পূর্ব্বে নির্জ্জনতার বস্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই তিন সময়ে অনুমতি ব্যতীত কোন গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করা নিষেধ। (ত, হো,)

* এ স্থলে বাহ্যিক বসন চাদর ও শিরোবাস, বর্ষীয়সী মহিলাগণ ইচ্ছা করিলে তাহা দ্বারা গ্রীবা মস্তক আবৃত না করিতে পারেন। কেহ কলঙ্কারোপ করিবে না, শুদ্ধতা রক্ষা পাইবে এই উদ্দেশ্যে যদি উহা পরিধান করেন তাহাতে বরং কল্যাণ হইবে। (ত, হো,)

গৃহের বা মাতৃস্বসৃপতির নিকেতনের বা মাতৃস্বসৃগৃহের অথবা যাহার (ধনাগারের) কুঞ্জিকা তোমরা হস্তগত করিয়াছ তাহাদের কিংবা আপন বন্ধুদিগের (ভবনের খাদ্য) ভোজন কর তাহাতে অন্ধের প্রতি কোন দোষ নাই, খঞ্জের প্রতি কোন দোষ নাই; রোগীর প্রতি কোন দোষ নাই, তোমাদের নিজের প্রতি কোন দোষ নাই, যদি তোমরা এক যোগে বা পৃথক্‌ভাবে ভোজন কর তাহাতে তোমাদের প্রতি কোন দোষ নাই, যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করিবে তখন স্বজাতির প্রতি ঈশ্বর সন্নিধানের বিশুদ্ধ কল্যাণযুক্ত মঙ্গলাশীর্ব্বাদ সূচক সলাম করিবে, এই প্রকার পরমেশ্বর তোমাদের জন্য নিদর্শন সকল বর্ণন করেন, সম্ভবতঃ তোমারা বুঝিতে পারিবে * । ৬১। (র, ৮)

---

* হজরতের সুস্থ ধর্ম্মবন্ধুগণ অন্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তিদিগের সঙ্গে একত্র ভোজন করিতেন না, অথবা বিকলাঙ্গ অসুস্থ লোক সকল সুস্থ ব্যক্তিদিগের সঙ্গে এক পাত্রে ভোজনে নিবৃত্ত থাকিত। তাহারা ভয় করিত বা পাছে তাহাদের সংসর্গ সুস্থ লোকের বিরক্তির কারণ হয়। হজরতের কোন কোন বন্ধু যখন বিদেশে যাত্রা করিতেন তখন তাঁহারা গৃহের ও ভাণ্ডারের কুঞ্জিকা সকল বিপদ্‌গ্রস্ত দরিদ্র লোকদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া যাইতেন, অভাবমতে সেই দুঃখী বিপন্নগণ তাঁহাদের ভাণ্ডার হইতে খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করিবে এই উদ্দেশেই তাঁহারা এরূপ আচরণ করিতেন। সচরাচর সেই সকল দুঃখি লোক গৃহস্বামীর সম্মতি নাই মনে করিয়া তদ্‌গ্রহণে বিরত থাকিত। কিংবা যদি কেহ আপন পিতৃ মাতৃ গৃহে বা নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজনের আলয়ে রুটিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিত তাহাও তাহারা গ্রহণ করিত না। এই আয়ত এতদুপলক্ষে আবির্ভূত হয়। সত্য বন্ধুর গৃহ হইতে কোন দ্রব্য তাহার অগোচরে গ্রহণ করিলে তাহার বিরক্তি না হইয়া বরং আহ্লাদ হইয়া থাকে। একদা তপস্বী ফতেহ মওসলি এক জন বন্ধুর দ্বারে উপস্থিত হন, বন্ধু গৃহে ছিলেন না। মও-

বিশ্বাসী তাহারা ইহা বৈ নহে,যাহারা ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, এবং যখন সে তাঁহার (প্রেরিত পুরুষের) সঙ্গে কোন কার্য্য সংগ্রহ সাধনে অবস্থিতি করে যে পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে অনুমতি চাওয়া (না) হয় চলিয়া যায় না; নিশ্চয় যাহারা তোমার নিকটে (হে মোহম্মদ,) অনুমতি প্রার্থনা করে ইহারাই তাহারা যে ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, অনন্তর যখন তাঁহারা আপনাদের কোন কার্য্যের নিমিত্ত তোমার নিকটে অনুমতির প্রার্থী হয় তখন তাহাদের যাহাকে ইচ্ছা কর তুমি অনুমতি দান করিও তাহাদের জন্য ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর, ক্ষমাশীল দয়ালু * । ৬২। তোমাদের মধ্যে প্রেরিত

সলি বন্ধুর মুদ্রাধার তাঁহার দাসীর নিকটে চাহিয়া লইলেন, এবং দুইটি মুদ্রা গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট দাসীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। গৃহস্বামী গৃহে আসিয়া ইহা শ্রবণপূর্ব্বক মহা আহ্লাদিত হন, এবং দাসীকে পুরস্কার দান করিয়া দাসত্ব হইতে মুক্তি প্রদান করেন। এ স্থলে উক্ত হইয়াছে অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি লোকের সঙ্গে এক পাত্রে ভোজনে দোষ নাই। ওমরের পুত্র বনি লয়সের সম্বন্ধে এরূপ কথিত আছে যে তিনি একাকী ভোজন করিতেন না, ভোজ্যপাত্র স্থাপন করিয়া সমুদায় দিন ও রজনীর তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত অতিথির প্রতীক্ষা করিতেন, কাহাকে না পাইলে অগত্যা একাকী কিছু খাইতেন। অপিচ একদল আনসারী বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতেন, তাঁহারা অভ্যাগত না পাইলে অন্ন গ্রহণ করিতেন না। পুনশ্চ এরূপ এক সম্প্রদায় ছিল যে দল বদ্ধ ভাবে ভোজন করিতেন না। ইহাদের অবস্থা বর্ণনেও এই আয়তের অবতারণা হইয়া থাকিবে। (ত, হো,)

* খন্দকের সংগ্রাম উপস্থিত হইলে কতকগুলি কপট লোক যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত থাকিবার ছলে হজরতের নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

পুরুষের প্রার্থনা তোমাদের পরস্পরের প্রার্থনার অনুরূপ গণ্য করিও না, * নিশ্চয় তোমাদের যাহারা দৃষ্টি বাঁচাইয়া হঠাৎ বাহির হইয়াছে ঈশ্বর তাহাদিগকে জানেন, অতএব যাহারা তাঁহার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করে তাহাদিগের প্রতি যে বিপদ উপস্থিত হইবে অথবা তাহাদিগকে যে দুঃখজনক শাস্তি আশ্রয় করিবে উচিত যে তাহারা তাহা হইতে ভীত হয়। ৬৩। জানিও স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে যে কিছু আছে তাহা নিশ্চয় ঈশ্বরের, তোমরা যাহাতে (প্রবৃত্ত) আছ একান্তই তাহা তিনি জানেন, এবং যে দিবস তাহারা তাঁহার নিকটে ফিরিয়া আসিবে তাহারা যাহা করিয়াছে তখন তিনি তাহাদিগকে সংবাদ দিবেন, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। ৬৪ (র, ৯)

---

* প্রেরিত পুরুষের প্রার্থনা ও তোমাদের প্রার্থনা তুল্য নহে, তাঁহার প্রার্থনা একান্তই ঈশ্বর কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। অথবা এস্থলে যে শব্দের অর্থ প্রার্থনা লিখিত হইল তাহার অন্যতর অর্থ আহ্বান, (ডাকন) যথা তোমাদের আহ্বান ও প্রেরিত পুরুষের আহ্বান তুল্য নহে। তাঁহার আহ্বানকে অবজ্ঞা করিয়া বিনা অনুমতিতে যাহারা চলিয়া যায় তাহাদের গুরুতর অপরাধ।

সুরা ফোরকাণ *।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

৭৭ আয়ত, ৬রকু।

(দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।).

যিনি আপন দাসের প্রতি কোরাণ অবতারণ করিয়াছেন যেন জগদ্বাসীদিগের জন্য ভয় প্রদর্শক হয় তিনি বহু গৌরবান্বিত। ১। তিনিই যাহার স্বর্গ লোক ও ভূলোকের রাজত্ব, এবং তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই, ও রাজত্বে তাঁহার কোন অংশী নাই, এবং তিনি সমস্ত পদার্থ সৃজন করিয়াছেন, অনন্তর তাহা পরিমাণে পরিমিত করিয়াছেন। ২। এবং তাহারা তাঁহা ব্যতীত (এমন) ঈশ্বরদিগকে গ্রহণ করিয়াছে যে, তাহারা সৃষ্ট হয় এবং আপনাদের জীবন সম্বন্ধে ক্ষতি ও বৃদ্ধি করিতে সক্ষম নহে, ও জীবন ও মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের প্রতি ক্ষমতা রাখে না। ৩। ধর্ম্মবিদ্বেষিগণ বলিয়াছে যে "ইহা অপলাপ বৈ নহে, সে তাহা বন্ধন (রচনা) করিয়াছে এবং অন্য দল তদ্বিষয়ে তাহাকে সাহায্য দান করিয়াছে;" অনন্তর একান্তই তাহারা অত্যাচার ও মিথ্যা আয়ন করিয়াছে † । ৪। এবং তাহারা বলিয়াছে (এই কোরাণ)

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† অর্থাৎ তাহারা পরস্পর এরূপ বলে যে জরার ও ইয়সার প্রভৃতি কতগুলি রোম দেশীয় লোক প্রাচীন উপাখ্যান সকল মোহম্মদের নিকট পাঠ করে ও সে

পুরাতন উপন্যাসাবলী, ইহা লিখাইয়া লইয়াছে, পরে ইহা তাহার নিকটে প্রাতঃসন্ধ্যা পঠিত হয় *। ৫। তুমি বল-(হে মোহম্মদ,) যিনি স্বর্গ মর্ত্তো নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞাত আছেন তিনিই ইহা অবতারণ করিয়াছেন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু। ৬। এবং তাহারা বলিয়াছে "এই প্রেরিত পুরুষ কেমন যে অন্ন ভোজন করে ও বাজারে বিচরণ করিয়া থাকে, তাহার নিকট কেন দেবতা প্রেরিত হয় নাই, তাহা হইলে সে তাহার সঙ্গে ভয়-প্রদর্শক হইত। ৭। + অথবা তাহার প্রতি ধনরাশি নিক্ষিপ্ত কিংবা তাহার জন্য উদ্যান যে উহার (ফল) ভক্ষণ করিবে" (কেন হয় নাই) । ৮। এবং অত্যাচারী লোকেরা বলিয়াছে যে "তোমরা ইন্দ্রজালগ্রস্ত পুরুষের অনুসরণ বৈ করিতেছ না।" ৯। তুমি দেখ তোমার জন্য কেমন দৃষ্টান্ত সকল তাহারা প্রয়োগ করিয়াছে, অনন্তর তাহারা পথ ভ্রান্ত হইয়াছে. অবশেষে তাহারা কোন পথ পাইতে পারিবে না। ১০। (র, ১)

যিনি ইচ্ছা করিলে ইহা অপেক্ষা উত্তম উদ্যান সকল তোমাকে দান করিবেন যাহাদের নিম্নে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হয় এবং তোমাকে প্রাসাদ সকল দান করিবেন তিনি গৌরবান্বিত প।

তাহা আরবী ভাষায় আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিয়া থাকে। এইরূপ মিথ্যাবাদী লোকেরাই অত্যাচারী। (ত, হো,)

* কাফের লোকেরা বলে যে কোরাণ মিথ্যা। উহা কতগুলি লোকের সাহায্যে রচিত হইতেছে মোহম্মদ নিজে লিখিতে জানেনা, অন্য লোকদ্বারা লিখাইয়া লয় এবং উহা প্রাতঃসন্ধ্যা তাহার নিকটে পঠিত হয়, তাহাতে সে মুখস্থ করিয়া লোকের নিকটে পাঠ করে। (ত, হো,)

+ যখন ধনশালী কোরেশগণ দুঃখী দরিদ্র বলিয়া হজরতের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিল তখন স্বর্গোদ্যানের অধ্যক্ষ রজওয়ান এই আয়ত সহ অবতীর্ণ হইয়া

১১। বরং তাহারা কেয়ামত সম্বন্ধে অসত্যারোপ করিয়াছে. যে ব্যক্তি কেয়ামত সম্বন্ধে অসত্যারোপ করে আমি তাহার জন্য অগ্নি প্রস্তুত রাখিয়াছি। ১২। যখন (নরক) দূরদেশ হইতে তাহাদিগকে দেখিবে, তখন তাহারা তাহার গর্জ্জন ও কোপনিনাদ শ্রবণ করিবে। ১৩। যখন তাহারা বদ্ধভাবে তাহাহইতে সঙ্কীর্ণ-ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইবে তখন তথায় মৃত্যুকে ডাকিবে *। ১৪। আমি বলিব যে "অদ্য তোমরা এক মৃত্যুকে আহ্বান করিও না, বহু মৃত্যুকে আহ্বান কর"।। ১৫। তুমি জিজ্ঞাসা করিও (হে মোহম্মদ) "ইহা কি উত্তম? না নিত্য স্বর্গধাম যাহা ধর্ম্মভীরু দিগের প্রতি অঙ্গীকার করা হইয়াছে (উত্তম)? তাহাদের জন্য উহা পুরস্কার ও প্রত্যাবর্ত্তন স্থান হয়। ১৬। তাহারা যাহা চাহিবে তথায় তাহা-দের জন্য তাহা চিরস্থায়ী, তোমার প্রতিপালকের নিকটে অঙ্গী-কার প্রার্থিত হইয়াছে।" †। ১৭। এবং যে দিবস তিনি

হজরতের সম্মুখে এক জ্যোতির ভাণ্ড সমর্পণ পূর্ব্বক বলিলেন যে "তোমার প্রভু পর-মেশ্বর আজ্ঞা করিতেছেন, এস্থানে অগণ্য পার্থিব ধন সম্পত্তির কুঞ্জিকা আছে, তিনি তাহা তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছেন, কিন্তু যে পারলৌকিক সম্পদ্ তোমার নামে লিখিত হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ ন্যূন করা যাইবে।" হজরত বলিলেন "তদ্দ্বারা আমার প্রয়োজন নাই, আমি দীনতাকে সমধিক প্রেম করিয়া থাকি, ইচ্ছা করি যে সহিষ্ণু ও কৃতজ্ঞ দাস থাকি।" ইহা শ্রবণ করিয়া রজওয়ান বলিলেন "তুমিই ঈশ্বরের দান প্রাপ্ত হইয়াছ তাহাতেই এই সৎ সাহসের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে।" হজরত নানা অভাব ও কষ্টে পড়িয়া ও পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যের প্রতি কটাক্ষ পাত করেন নাই। (ত, হো,)

* অর্থাৎ সাধারণ নরক ভূমি হইতে অত্যন্ত ক্লেশ জনক সঙ্কীর্ণ স্থানে পাপী দিগকে নিঃক্ষেপ করা হইবে। তথায় পড়িয়া তাহারা মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিবে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ বিশ্বাসিগণ প্রার্থনা করিয়াছেন যে হে পরমেশ্বর তুমি যাহা অঙ্গীকার

তাহাদিগকে ও তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাকে অর্চনা করিতেছিল তাহাকে সমুথাপন করিবেন, তথন জিজ্ঞাসা করিবেন "তোমরা কি আমার এই দাসদিগকে পথভ্রান্ত করিয়াছ, অথবা ইহারা (স্বয়ং) পথ হারাইয়াছে ?" ১৮। তাহারা বলিবে "পবিত্রতা তোমার (হে পরমেশ্বর,) আমাদের জন্য উচিত নয় যে আমরা তোমাকে ছাড়িয়া কোন সহায় গ্রহণ করি, কিন্তু তুমি তাহাদিগকে ও তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে এত দূর লাভমান করিয়াছ যে তোমার উপদেশ তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে এবং বিনাশোন্মুখ দল হইয়াছে"। ১৯। অনন্তর (হে ধর্ম্মদ্বেষিগণ,) তোমরা যাহা বলিতেছিলে তাহাতে (এই উপাস্যগণ) নিশ্চয় তোমাদিগের প্রতিই অসত্যারোপ করিয়াছে, পরে তোমরা (শাস্তি) ফিরাইতে ও সাহায্য দান করিতে সক্ষম হইতেছ না, তোমাদের মধ্যে যাহারা অত্যাচার করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে মহা শাস্তি ভোগ করাইব। ২০। তোমার পূর্ব্বে (হে মোহম্মদ,) নিশ্চয় যাহারা অন্নাহার করিত ও বাজারে বিচরণ করিত তাহাদিগকে ব্যতীত আমি প্রেরিত পুরুষ প্রেরণ করি নাই, এবং আমি তোমাদের এক জনকে (হে বিশ্বাসিগণ,) অন্য জনের জন্য পরীক্ষা করিয়াছি, তোমরা কি ধৈর্য্য ধারণ করিতেছ? তোমাদের প্রতিপালক দর্শক আছেন *। ২১। (র, ২)

করিয়াছ তাহা আমাদের নিকটে উপস্থিত কর, অথবা দেবগণ বিশ্বাসীদিগের জন্য এরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন। (ত, হো,)

* অর্থাৎ ধনীদিগের দ্বারা দরিদ্রগণের স্ব স্ব মণ্ডলীদ্বারা প্রেরিত পুরুষদিগের সুস্থদ্বারা অসুস্থের অন্ধদ্বারা চক্ষুষ্মাণের পরীক্ষা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সংসারের লোক পরীক্ষার স্থল। অবস্থার প্রতিকূলতাকে মনুষ্য কিছুতেই এড়াইতে পারে

এবং যাহারা আমার সাক্ষাৎকারের আশা রাখে না তাহারা বলিয়াছে যে "কেন আমাদের নিকটে দেবতাগণ প্রেরিত হয় নাই, অথবা আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না?" সত্য সত্যই তাহারা স্ব স্ব জীবন সম্বন্ধে অহঙ্কৃত ও মহা অবাধ্যতায় অবাধ্য হইয়াছে। ২২। যে দিবস তাহারা দেবতাদিগকে দর্শন করিবে, সেই দিবস সেই অপরাধীদিগের জন্য কোন সুসংবাদ নাই এবং তাহারা (দেবতারা) বলিবে "বিঘ্ন ও অন্তরায়" *। এবং তাহারা যে সকল কর্ম্ম করিয়াছে, আমি তাহার দিকে অগ্রসর হইব, অনন্তর আমি তাহা রেণুপুঞ্জ সদৃশ বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিব †। ২৪। সেই দিবস স্বর্গবাসী অবস্থিতি স্থান অনুসারে উত্তম এবং সুখ স্থান

না। ঈশ্বর বলিতেছেন যে আমি প্রতিকূলতা দ্বারা মনুষ্যকে পরীক্ষা করিয়া থাকি যে সে সহিষ্ণু ও কৃতজ্ঞ, না অধৈর্য্য ও অকৃতজ্ঞ। কথিত আছে যে আবুজোহল ও অলিদ ও তাহাদের অনুগামী লোকেরা যখন বেলাল ও এমার ও সহিব এবং অপর দীন বিশ্বাসী লোকদিগকে দেখিত তখন পরস্পর বলিত "আমরা কি এস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইহাদের ন্যায় দুঃখী দরিদ্র নীচ হইব"? তদুপলক্ষেই পরমেশ্বর এই আয়ত প্রেরণ করেন। তিনি দুঃখী দরিদ্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে আমি সজ্জনকে নীচ গর্ব্বিত লোক দ্বারা নীচ ব্যক্তিকে মহদ্ ব্যক্তি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া থাকি। (ত, হো,)

* মক্কানিবাসী কাফেরগণ ঈশ্বর দর্শন ও দেবতাদিগের সাক্ষাৎ কার লাভ এই এই দুইটি বিষয় প্রার্থনা করিয়াছিল। ঈশ্বর জ্ঞাপন করিতেছেন যে তাহারা কেয়ামতের সময় দেবতাদিগকে দেখিতে পাইবে, কিন্তু দেবতাদের নিকটে শুভ সংবাদ লাভ করিবে না, শাস্তির সংবাদ শুনিতে পাইবে। দেবতারা তাহাদিগকে বলিবেন যে তোমাদের ঈশ্বর দর্শন পক্ষে বিঘ্ন ও অন্তরায় আছে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ আকাশে বিকীর্ণ রেণু বা বায়ুবিক্ষিপ্ত ভস্মের ন্যায় আমি ইহাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলকে বিলুপ্ত করিব। যেহেতু এই সকল কর্ম্ম গৃহীত হইবার সূত্র বিশ্বাস, তাহাদের সেই বিশ্বাস নাই। (ত, হো,)

অনুসারে উৎকৃষ্টতর। ২৫। এবং যে দিবস মেঘসহ আকাশ বিদীর্ণ হইবে এবং দেবগণ অবতারণরূপে অবতারিত হইবে * । ২৬। সেই দিবস প্রকৃত রাজত্ব ঈশ্বরের এবং সেই দিবস কাফেরদিগের প্রতি কাঠিন্য হইবে। ২৭। এবং (স্মরণকর) যে দিবস অত্যাচারিগণ আপন হস্তের উপরে দংশন করিতে থাকিবে বলিতে থাকিবে "হায়! যদি আমি প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে পথ অবলম্বন করিতাম †। ২৮। হায়! আমার প্রতি আক্ষেপ যদি আমি

* কথিত আছে যে পুনরুত্থানের সময় দেবতাগণ সপ্ত দলে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন, নভোমণ্ডল মেঘমুক্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়িবে। মেঘ ভূতলে বর্ষিত হইবে। (ত, হো,)

† আবু মযিতের পুত্র অক্বা দেশান্তরহইতে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া আত্মীয় প্রতিবেশীদিগকে এক ভোজ দেয় প্রতিবাসী বলিয়া হজরতকেও নিমন্ত্রণ করে। হজরত বলেন যে "ধর্ম্মদীক্ষার বাক্য (কলেমা) উচ্চারণ না করিলে আমি তোমার অন্ন গ্রহণ করিব না"। তাহাতে অক্বা কলেমা উচ্চারণ করে। তাহার বন্ধু খলফের পুত্র আবি এ কথা শ্রবণ করিয়া তাহার নিকটে আসিয়া বলে "শুনিলাম তুমি মোহম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ, মোহম্মদের কথা মান্য করিয়া কলেমা পড়িয়াছ"। অক্বা বলিল "বস্তুতঃ তাহা নহে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ভোজন না করিয়া চলিয়া যাইবে এই ভাবিয়া দুঃখ হইল, তজ্জন্য কলেমা উচ্চারণ করিয়াছি, আমি ধর্ম্ম গ্রহন করি নাই।" তখন আবি বলিল "যে পর্য্যন্ত না তুমি মোহম্মদের মুখে থুক ফেলিবে সে পর্য্যন্ত আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইতে পারি না"। অক্বা তাহাতে সম্মত হইয়া হজরতের মুখে থুক ফেলিতে তাঁহার অন্বেষণে বহির্গত হয়। তখন হজরত দারন্নদওয়াতে নমাজ পড়িতে ছিলেন। সে যাইয়া তাঁহার পবিত্র মুখমণ্ডলে থু থু নিক্ষেপ করে। কথিত আছে সেই থুক অগ্নি শিখা হইয়া ফিরিয়া আসিয়া তাহার মুখ দগ্ধ করে, হজরতকে স্পর্শও করে না। পরে বদরের যুদ্ধে মহাত্মা আলির হস্তে সে নিহত হয়। এই আয়ত তাঁহার সম্বন্ধেই অবতারিত হইয়াছে। ইহার মর্ম্ম

অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করিতাম (ভাল ছিল)"। ২৯। সত্য সত্যই উপদেশ হইতে তাহা আমার নিকটে পহুঁছিবার পরে সে আমাকে বিপথে লইয়া গিয়াছে এবং শয়তান মানবমণ্ডলীর (বিপদে) নিক্ষেপকারী "। ৩০। এবং প্রেরিত পুরুষ বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এই কোরাণকে বর্জিত করিয়াছে"। ৩১। এবং এইরূপে আমি অপরাধিগণ হইতে প্রত্যেক তত্ত্ববাহকের জন্য শত্রু উপস্থিত করিয়াছি, তোমার প্রতিপালক যথেষ্ট পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী। ৩২। ধর্ম্মদ্বেষী লোকেরা বলিয়াছে "কেন তাহার প্রতি কোরাণ একযোগে একবারে অবতীর্ণ হয় নাই?" এইরূপই (অবতারণ করিয়াছি) যেহেতু তদ্দ্বারা আমি তোমার অন্তর দৃঢ় করিব ও তাহা আমি ক্রমশঃ পাঠ করিয়াছি *। ৩৩। তাহারা তোমার নিকটে এমন কোন প্রস্তাব উপস্থিত করে না,

---

এই যে সেই অত্যাচারী অকবা কেয়ামতের দিন আক্ষেপ করিতে করিতে আপন হস্তপৃষ্ঠ দংশন করিবে ও বলিবে যে "হায়! আমি প্রেরিত পুরুষের অনুগামী কেন হই নাই।" (ত, হো,)

* মুসা ও দাউদের গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্নরূপে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত না হইয়া এক যোগে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাঁহারা একবারে লিখিয়া লইয়াছিলেন ও পাঠ করিয়াছিলেন। কোরাণ তদ্রূপ অবতীর্ণ হয় নাই, তাহার এক একটি ক্ষুদ্র অংশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছে। এজন্য অংশিবাদিগণ তৎপ্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে যে উহা ঐশ্বরিক গ্রন্থ হইলে খণ্ড খণ্ড রূপে প্রকাশিত না হইয়া পূর্ণভাবে একবারে অবতীর্ণ হইত। এইরূপ ক্রমশঃ কোরাণের প্রকাশ হওয়ার নানা কারণ আছে, এক এই যে হজরত লেখা পড়া জানিতেন না, এক যোগে সমুদায় গ্রন্থ অবতীর্ণ হইলে তাহা স্মরণ করিয়া রাখা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইত। দ্বিতীয়তঃ এক এক ঘটনা অবলম্বন করিয়া তাহার তাৎপর্য্যের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ ও অনুসন্ধান বৃদ্ধি করিবার জন্য এক এক সূরা বা আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। (ত, হো,)

যাহার সত্য (উত্তর) ও উত্তমতম ব্যাখ্যা আমি তোমাকে যোগাই না। ৩৪ যাহারা আপন মুখোপরি (অধোমুখে) নরকের-দিকে সমুত্থাপিত হইবে, ইহারাই স্থানানুসারে নিকৃষ্ট পথ অনু-সারে ভ্রান্ত। ৩৫। (র, ৩,)

সত্য সত্যই আমি মুসাকে গ্রন্থ দান করিয়াছিলাম এবং তাহার সঙ্গে তাহার ভ্রাতা হারুণকে সহকারী করিয়া দিয়াছি-লাম। ৩৬। অনন্তর আমি বলিয়াছিলাম যে, যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, তোমরা সেই জাতির নিকটে যাও, পরে আমি তাহাদিগকে সংহারে সংহার করিয়াছি। ৩৭। এবং নুহীয় সম্প্রদায় যখন আপন প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল, তখন আমি তাহা-দিগকে জলমগ্ন করিয়াছিলাম ও মানবমণ্ডলীর জন্য তাহাদিগকে নিদর্শন করিয়াছিলাম, এবং অত্যাচারীদিগের জন্য আমি কষ্টকর দণ্ড সজ্জিত রাখিয়াছি। ৩৮। এবং আদ ও সমুদ ও রস্-নিবাসিগণ এবং ইহাদের মধ্যবর্ত্তী বহুদলকে আমি (বিনষ্ট করিয়াছি) *। ৩৯। এবং প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্ত সকল ব্যক্ত

---

* রস্ এক কূপের নাম, উহা ইয়ামায় বা আজরবায়জানে কিংবা এন্তাকি-য়াতে ছিল। কেহ বলেন যে রস্ একটি প্রস্রবণ, কেহ বলেন উদ্যান ছিল। সেই রসের নিকটস্থ লোকেরা বাবেলাধিপতি নমরুদের অনুগামী দলের অন্তর্গত ছিল। তাহারা এয়মন দেশস্থ কোন নগরে তথায় আবির্ভূত এক প্রেরিত পুরুষকে বধ করিয়াছিল। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন যে তাহারা সেই প্রেরিত পুরুষকে হত্যা করিয়া তাঁহার মাংস ভক্ষণ করে, তাহাতে তাহাদের প্রতি শাস্তি উপস্থিত হয়। অথবা রস্‌নিবাসী এক দল পৌত্তলিক ছিল, প্রেরিত পুরুষ শোঅব তাঁহাদের নিকটে আসিয়া উপদেশ দান করেন, তাহারা তাঁহাকে মিথ্যা-

করিয়াছি এবং প্রত্যেককে সংহারে সংহার করিয়াছি। ৪০। এবং সত্য সত্যই তাহারা এমন এক গ্রামেতে উপস্থিত হয়, যাহাতে কুবৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছিল, অনন্তর তাহারা কি উহা দেখিতেছিল না? বরং তাহারা পুনরুত্থানের আশা করিত না। * । ৪১। এবং যখন তাহারা তোমাকে (হে মোহম্মদ,) দর্শন করে তখন

বাদী বলে। একদা তাহারা যে কূপের পার্শ্বে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছিল, তথায় লোকদিগকে উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন অকস্মাৎ সেইকূপ ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহারা সকলে গৃহসম্পত্তি এবং পশ্বাদি সহ ভূগর্ভশায়ী হয়। অথবা একদল লোক ছিল যে তরুবিশেষকে তরুরাজ বলিয়া পূজা করিত। ইয়কুবের পুত্র ইহুদার বংশ সম্ভূত এক প্রেরিত পুরুষ তাহাদের নিকটে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া হত্যা করে ও কূপে ফেলিয়া দেয়। তখন এক কৃষ্ণ মেঘ তাহাদের উপর প্রকাশ পায় ও তাহা হইতে বজ্রপাত হইয়া তাহাদিগের সকলকে দগ্ধ করে। প্রসিদ্ধ বিবরণ এই যে রস্‌নিবাসীরা সফওয়ার পুত্র হন্‌জলার মণ্ডলী। যখন তাহারা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে মিথ্যাবাদী বলিল তখন পরমেশ্বর এক বৃহদাকার বিহঙ্গম দ্বারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। সেই পক্ষীর গ্রীবা দীর্ঘ ডানা নানা বর্ণে রঞ্জিতছিল। তাহার নাম অন্‌কা। গ্রীবাকে আরব্য ভাষায় অনক বলে, উক্ত পক্ষীর গ্রীবা দীর্ঘ ছিল বলিয়া উহা অনকা নামে অভিহিত হইয়াছে। সেই পক্ষী জমহা নামক পর্ব্বতে বাস করিত। সময়ে সময়ে আসিয়া উক্ত ধর্ম্মদ্বেষী লোকদিগের বালক বালিকা ও ছাগ মেষাদি পশু চঞ্চুপুটে বহন করিয়া লইয়া যাইত ও সেই সকলকে মারিয়া ভক্ষণ করিত। একদা রস্‌নিবাসিগণ এজন্য প্রেরিত পুরুষের নিকটে আসিয়া দুঃখ প্রকাশ করে এবং এই অঙ্গীকার করে যে সেই পক্ষীর অত্যাচারের নিবৃত্তি হইলে তাহারা ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। তাহাতে সেই মহাপুরুষ প্রার্থনা করেন, প্রার্থনা সিদ্ধ হয়। অনকা একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়ে, তাহার নাম মাত্র থাকে। অনকা অদৃশ্য হইলে তাহাদের অহঙ্কার ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি হয়, তাহারা হন্‌জলাকে হত্যা করে। ঈশ্বর বলিতেছেন যে আমি রস্‌নিবাসীদিগকে সংহার করিয়াছিলাম। (ত, হো,)

* সেই স্থানের নাম সদুমা, মওতফকাত প্রদেশের মধ্যে সদুমা প্রধান

তোমাকে উপহাস করিয়া বৈ গ্রহণ করে না, (বলে) "যাহাকে ঈশ্বর প্রেরিতরূপে পাঠাইয়াছেন এ কি? ৪২। নিশ্চয় সে আমাদের উপাস্যগণ হইতে ভুলাইয়া লইয়া যাইতে উদ্যত ছিল, যদি আমরা তাহাদের প্রতি ধৈর্য্য ধরিয়া না থাকিতাম;" যখন শাস্তি অবলোকন করিবে তখন তাহারা অবশ্য জানিবে যে কে পথহারা হইয়াছে *। ৪৩। তুমি তাহাকে কি দেখিয়াছ যে স্বীয় বাসনাকে স্বীয় ঈশ্বররূপে গ্রহণ করিয়াছে? অনন্তর তুমি কি তাহার সম্বন্ধে কার্য্যসম্পাদক হইবে †। ৪৪। তুমি কি মনে করিতেছ যে তাহাদের অধিকাংশ লোক শ্রবণ করে বা বুঝিতে পায়? তাহারা পশুসদৃশ বৈ নহে, বরং তাহারা অধিকতর পথভ্রান্ত ‡। ৪৫। (র, ৪)

স্থান। তথায় মহাত্মা লুত বাস করিতেন, সেই স্থানে প্রস্তর বৃষ্টি হইয়াছিল। বহু কাল পরে ধর্ম্মদ্রোহী কোরেশগণ তথায় গিয়াছিল, তাহাতেই ঈশ্বর বলিতেছেন যে কোরেশগণ সদুমা নিবাসীদিগের দুর্দ্দশা কি দেখিতেছে না? (ত, হো,)

* অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের উপাস্য দেবগণকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন না করিতাম তবে মোহম্মদ নানা চেষ্টা যত্নেও মনোহর বাক্যে আমাদিগকে ভুলাইয়া লইয়া যাইত। (ত, হো,)

† এক সময়ে অংশিবাদিগণ কোন প্রস্তর বা লোষ্ট্র কিংবা কাষ্ঠ খণ্ড পূজা করিত, যখন অন্য কোন প্রস্তর বা লোষ্ট্র কিংবা কাষ্ঠ তদপেক্ষা সুন্দর দেখিতে পাইত তখন আপন সেই উপাস্যকে পরিত্যাগ করিয়া উহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইত। তাহাতেই ঈশ্বর বলেন "তুমি তাহাকে কি দেখিয়াছ যে স্বীয় বাসনাকে স্বীয় ঈশ্বর রূপে গ্রহণ করিয়াছে?" অর্থাৎ তাহারা আপনার কামনাকে পূজা করে, আপন মনে যাহা ভাল বোধ হয় তাহারই অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হয়। যাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া অন্য পদার্থকে ভাল বাসে ও তাহাতে লিপ্ত থাকে এবং তাহার পূজা করে। প্রকৃত পক্ষে তাহারা স্বীয় বাসনার পূজা করিয়া থাকে। যেহেতু তাহার বাসনাই তাহাকে ঈশ্বর ভিন্ন অন্য বস্তুর প্রেমে সংলিপ্ত রাখে। (ত, হো,)

‡ পশু সকল আপন স্বামীর অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকে, অংশিবাদিগণ

তুমি কি আপন প্রতিপালকের দিকে দৃষ্টি করিতেছ না যে তিনি কেমন ছায়া বিস্তৃত করিয়াছেন? এবং যদি তিনি চাহিতেন তবে তাহাকে স্থির রাখিতেন, তৎপর আমি তাহার দিকে সূর্য্যকে পথপ্রদর্শক করিয়াছি, তাহার পরে আমি সহজ ধারণে তাহাকে আপনার দিকে ধারণ করিয়াছি*। ৪৬। এবং তিনিই যিনি

স্বীয় প্রতিপালকের পূজা অস্বীকার করে। যাহাতে লাভ আছে পশুযূথ তাহারই দিকে ধাবিত হয়, যাহাতে ক্লেশ ও ক্ষতি তাহা হইতেনিবৃত্ত থাকে। অংশিবাদি-গণ মহা লাভজনক যে পুণ্য তাহা প্র ত্যাখ্যান করে, অত্যন্ত ক্লেশকর যে পাপ তাহাতে তাহারা লিপ্ত থাকে, এজন্য অংশিবাদিগণ পশু অপেক্ষা অধম। (ত, হো,)

* উষা সমাগম হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সুখপ্রদ ছায়ার কাল। নিরবচ্ছিন্ন অন্ধ-কার অন্তরের ক্লেশ জনক ও নয়নের জ্যোতি হারক এবং দিবাকরের দীপ্তি বায়ুকে উত্তপ্ত করে ও চক্ষের উদ্বেগ জন্মায়। কিন্তু এ দুই উষাকালে মৃদুতা প্রাপ্ত হয়, এজন্য বিস্তৃত ছায়া স্বর্গীয় সম্পদ্ বিশেষ রূপে পরিগণিত হইয়াছে। ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে এই ছায়াকে এক ভাবে স্থির রাখিয়া দিতে পারিতেন। পরমেশ্বর সূর্য্যকে ছায়ার পথ প্রদর্শন করেন, অর্থাৎ সূর্য্যের প্রকাশ ব্যতীত ছায়া পরিচিত হয় না। সূর্য্যোদয় হইলে পরমেশ্বর ছায়াকে নিজের দিকে টানিয়া লন, ক্রমে ছায়া অন্ত-র্হিত হয়। অর্থাৎ ঈশ্বর ক্রমশঃ সূর্য্যের কিরণকে সূর্য্যের উর্দ্ধগমনানুসারে ছায়ার দিকে আনয়ন করেন ও ছায়া অধিকৃত হইতে থাকে। একেবারে অকস্মাৎ ছায়াকে বিলুপ্ত করা হইলে ছায়াতে মনুষ্যের যে সকল কার্য্য হইয়া থাকে তাহা রহিত হইত। কাহার কাহার মতে ছায়া তামসী নিশা। পরমেশ্বর সেই নৈশিক ছায়া বিস্তৃত করিয়া জগৎকে অন্ধকারাবৃত করেন। সেই ছায়া চিরকাল রাখেন না। বরং তিনি সূর্য্যকে প্রকাশ করিয়া তাহার পরিচয়ের উপায় করেন, এবং রজনীর বিপরীত দিবা ভাগকেও তিনি চিরস্থায়ী করেন নাই, নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে তাহাকে লুক্কায়িত করেন, তখন রজনী উপস্থিত হয়। এই দিবা ও রজনী লোকের কার্য্য সৌকার্য্য ও সুখ শান্তি বিধানের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার আধ্যাত্মিক ভাব এই যে ছায়া ধর্ম্ম শূন্য যুগ যে যুগে মানবাত্মা অধর্ম্মের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল,

তোমাদের জন্য রজনীকে আবরণ ও নিদ্রাকে আরাম করিয়াছেন এবং দিবাকে সমুত্থানের সময় করিয়াছেন। ৪৭। এবং তিনিই যিনি আপনার দয়ার পূর্ব্বে বায়ুকে সুসংবাদদাতারূপে প্রেরণ করিয়াছেন, * এবং আমি আকাশ হইতে নির্ম্মল বারি বর্ষণ করিয়াছি। ৪৮। যেহেতু তাহা দ্বারা আমি মৃত নগরকে জীবিত করি, যে সকলকে আমি সৃজন করিয়াছি সেই পশু ও বহু মনুষ্য-দিগকে তাহা পান করাইয়া থাকি। ৪৯। এবং সত্য সত্যই আমি তাহাদের মধ্যে উহা (অর্থাৎ উপদেশ) নানা প্রকারে ব্যক্ত করিয়াছি, যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে, পরন্তু অধিকাংশ মনুষ্য অধর্ম্ম বৈ গ্রাহ্য করে নাই। ৫০। এবং যদি আমি ইচ্ছা করিতাম তবে অবশ্য প্রত্যেক গ্রামে ভয়প্রদর্শক প্রেরণ করিতাম। ৫১। অনন্তর তুমি কাফেরদিগের অনুগত হইওনা, এবং তদনুসারে (কোরাণের মতে) মহাজেহাদে জেহাদ কর। ৫২। এবং তিনিই যিনি দুই

সূর্য্য এস্‌লাম ধর্ম্মের জ্যোতিঃ, যাহা হজরত মোহম্মদের আবির্ভাবে প্রকাশ পাই-য়াছে। সেই ছায়া সর্ব্বদা থাকিলে মনুষ্য অজ্ঞানতার অন্ধকারে থাকিয়া জ্যোতির তত্ত্ব কিছুই পাইত না। কশফোল্‌আস্রারে উক্ত হইয়াছে যে হজরতের এক অলৌকিক ক্রিয়ার প্রকাশানুসারে এই আয়তের আবির্ভাব হইয়াছে। একদা হজরত দেশ পর্য্যটন কালে মাধ্যাহ্নিক বিশ্রামের সময় কোন বৃক্ষতলে উপস্থিত হন, তাঁহার সঙ্গে বহু সংখ্যক অনুচর ছিল, সেই তরুচ্ছায়া সঙ্কীর্ণা ছিল। পরমেশ্বর আপনার অলৌকিক শক্তি যোগে সেই সঙ্কীর্ণা ছায়াকে দূর ব্যাপিনী করেন। তখন সমুদায় এস্‌লাম সৈন্য তাহার মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়া আরাম লাভ করে। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

* এস্থলে ঈশ্বরের দয়া অর্থে বৃষ্টিপাত। ঈশ্বর বারিবর্ষণরূপ দয়া প্রকাশের পূর্ব্বে জগতে সেই সুসংবাদ প্রচারের জন্য শীতল সমীরণ প্রেরণ করিয়া থাকেন। (ত, হো,)

সাগরকে মিলিত করিয়াছেন, এই (এক) মিষ্ট তৃষ্ণানিবারক এবং এই (অন্য) লবণাক্ত বিরস, এবং উভয়ের মধ্যে আবরণ ও দৃঢ় প্রাচীর রাখিয়াছেন *। ৫৩। এবং তিনিই যিনি (শুক্ররূপ) জল হইতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অনন্তর তাহাকে বংশ ও সম্বন্ধ (পতি) করিয়াছেন †। ৫৪। এবং তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তাহাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকে যে তাহাদের কোন ক্ষতি ও তাহাদের কোন বৃদ্ধি করে না এবং কাফেরগণ আপন প্রতিপালকের দিকে পৃষ্ঠস্থাপক হয়। ৫৫। এবং আমি তোমাকে সংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক বৈ প্রেরণ করি নাই। ৫৬। তুমি বল (হে মোহম্মদ,) যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিতেছে যে আপন প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করে সে (করুক) তদ্ব্যতীত আমি তৎসম্বন্ধে (কোরাণ প্রচার সম্বন্ধে) তোমাদের নিকটে কোন পারিশ্রমিক প্রার্থনা করি না। ৫৭। যিনি মরেন না, জীবিত, তুমি তাঁহার প্রতি নির্ভর স্থাপন কর এবং তাঁহার প্রশংসাযোগে স্তব কর, তিনি আপন দাসগণের অপরাধ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানী। ৫৮। যিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য এবং উভয়ের ভিতরে যাহা কিছু আছে তাহা সাত

---

* এ দুই রোম সাগর ও পারস্য সাগর। এ দুইয়ের মধ্যে এরূপ সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে যে এক অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। অপিচ কথিত আছে যে নীল সয়হুন জয়হুন ও দজলা এই সকল বৃহৎ জলস্রোত সুমিষ্ট ও তৃষ্ণানিবারক ও অন্যান্য নদী লবণময় বিরস, ইহাদের মধ্যে প্রান্তর ও নগর সকল ব্যবধান আছে। দুই সাগর বা নদীকে মিলিত করার অর্থ নিকটস্থ করা। (ত, হো,)

† বিবিধ অবস্থাপন্ন পুরুষ সৃষ্ট হইয়াছে। এক বংশপতি যাহা দ্বারা বংশ উৎপন্ন ও রক্ষা হয় যথা পিতা, দ্বিতীয় সম্বন্ধপতি যাহা দ্বারা সম্বন্ধ রক্ষা পায় যথা শ্বশুর। (ত, হো,)

দিবসের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর স্বর্গোপরি অবস্থিত আছেন, তিনি রহমাণ (পুনর্জীবন দাতা) অবশেষে তুমি তাঁহার (গুণ ও স্বরূপ) সম্বন্ধে কোন জ্ঞানীকে প্রশ্ন কর। ৫৯। এবং যখন তাহাদিগকে বলাহইল যে রহমাণকে তোমরা নমস্কার কর, তখন তাহারা বলিল "কে রহমাণ? আমরা কি তাহাকে প্রণাম করিব যাহাকে (প্রণাম করিতে) তুমি আমাদিগকে আদেশ করিতেছ?" (এ কথা) তাহাদের সম্বন্ধে বিচ্ছেদ বৃদ্ধি করিল। ৬০। (র, ৫)

যিনি গগনে গ্রহমণ্ডল সকল সৃজন করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে দীপ (সূর্য্য) ও উজ্জ্বল চন্দ্রমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি মহিমান্বিত। ৬১। এবং তিনিই যিনি যাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে বা ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করে তাহাদের জন্য (পরস্পর) বিপরীত স্বভাব রজনী ও দিবা সৃজন করিয়াছেন। ৬২। তাহারাই ঈশ্বরের দাস যাহারা ভূতলে ধীরে গমন করে এবং যখন মূর্খ লোকেরা তাহাদের সঙ্গে কথা কহে তাহারা সলাম বলিয়া থাকে *। ৬৩। এবং যাহারা আপন প্রতিপালকের উদ্দেশে প্রণাম ও (নমাজের জন্য) দণ্ডায়মান ভাবে রজনী যাপন করে। ৬৪। এবং যাহারা বলে "হে আমাদের প্রতিপালক" আমাদিগহইতে নরকদণ্ড দূর কর, নিশ্চয় তাহার শাস্তি (আমাদের সম্বন্ধে) সমুচিত হইয়াছে, নিশ্চয় উহা স্থান ও অবস্থিতভূমি অনুসারে মন্দ।

---

* ধীরে গমন করা অর্থাৎ বিনম্র ও গাম্ভীর্য্য ভাবে চলা। "মূর্খ লোকেরা যদি তাহাদের সঙ্গে কথা কহে তাহারা সলাম করিয়া থাকে" অর্থাৎ তাঁহাদের সঙ্গে মূর্খ ও পাষণ্ড লোকেরা কলহ ও বাগ্বিতণ্ডা করিলে তাঁহারা তদুত্তরে বিনম্রভাবে কথা বলিয়া থাকেন। (ত, হো,)

৬৫। এবং যাহারা যখন ব্যয় করে অপব্যয় করে না ও কৃপণতা করে না এবং এ উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয়। ৬৬। এবং যাহারা পরমেশ্বরের সঙ্গে অন্য ঈশ্বরকে আহ্বান করে না এবং ঈশ্বর যাহাকে অবৈধ করিয়াছেন এমন ব্যক্তিকে ন্যায়ানুরোধে ব্যতীত হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করে না *। ৬৭। এবং যে ব্যক্তি ইহা করে সে আসামে মিলিত হয় †। ৬৮।+কেয়ামতের দিন তাহার জন্য শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে তথায় সর্ব্বদা সে লাঞ্ছিত থাকিবে। ৬৯।+ কিন্তু যে ব্যক্তি প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে ও বিশ্বাস স্থাপন এবং সৎ-

---

* একদা কয়েক দল অংশিবাদী হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিয়াছিল যে "হে মোহম্মদ, আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে অংশী স্থাপন করিয়াছি ও অন্যায়রূপে বহু লোককে হত্যা করিয়াছি এবং ব্যভিচার ও নানা দুষ্ক্রিয়া আমাদিগের দ্বারা হইয়াছে, যদি তোমার ঈশ্বর আমাদের এই সকল অপরাধ ক্ষমা করেন তবে আমরা এস্লাম ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি"। তাহাতেই এই আয়ত আবির্ভূত হয়। মসউদের পুত্র হজরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে "পাপের মধ্যে কোন্ কোন্ পাপ প্রধান?" তিনি বলেন "যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার অংশী আছে বলা এই একটি গুরুতর পাপ। এবং অন্নদানে প্রতিপালন করিতে হইবে এই ভয়ে আপন সন্তানকে হত্যা করা, এবং প্রতিবেশিনী নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করা গুরুতর পাপ" তাহাতেই ঈশ্বরের অনুগত ভৃত্যগণ অংশিবাদী হয় না, ব্যভিচার ও অন্যায়রূপে হত্যা করে না এ সকল কথা এই আয়তে প্রকাশ পায়। (ত, হো,)

† নরকের প্রান্তর বিশেষের নাম আসাম, ব্যভিচারী লোকেরা তথায় শাস্তি ভোগ করিবে। অথবা শোণিত বা পিত্তরস যাহা নরকগত লোকদিগের শরীর হইতে নির্গত হইবে, তাহার নাম আসাম, কিংবা আসাম ও ঘয়্যি নিরয়ান্তর্গত শাস্তিদানের দুইটি কূপ বিশেষ। (ত, হো,)

কর্ম্ম করিয়াছে সে নহে, অনন্তর ইহারাই যে ঈশ্বর ইহাদের পাপ সকলকে পুণ্যেতে পরিবর্ত্তিত করিবেন, এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু হন। ৭০। এবং যে ব্যক্তি (পাপ হইতে) ফিরিয়া আইসে ও শুভ কর্ম্ম করে অনন্তর নিশ্চয় সে ঈশ্বরের দিকে প্রত্যাবর্ত্তনরূপে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়। ৭১। এবং যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, এবং যখন নিরর্থক বিষয়ের প্রতি উপস্থিত হয় তখন মহদ্ভাবে চলিয়া যায়।৭২। এবং যাহারা যখন আপন প্রতিপালকের নিদর্শন সকল সম্বন্ধে উপদিষ্ট হয় তখন তৎপ্রতি বধির ও অন্ধরূপে পতিত (উপস্থিত) থাকে না। ৭৩। এবং যাহারা বলে "হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদিগকে ভার্য্যা ও নয়ন জ্যোতিস্বরূপ সন্তানবৃন্দ দান কর এবং আমাদিগকে ধর্ম্মভীরুদিগের অগ্রণী কর। ৭৪। ইহারা যে ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছে তজ্জন্য ইহাদিগকে উচ্চ অট্টালিকা পুরস্কার দেয়া যাইবে এবং ইহারা তথায় মঙ্গল ও শান্তির আশীর্ব্বাদ-প্রাপ্ত হইবে। ৭৫।+এবং তথায় ইহারা চিরস্থায়ী হইবে, বাসভূমি ও স্থান অনুসারে তাহা উত্তম। ৭৬। তুমি বল (হে মোহম্মদ,) যদি তোমাদের প্রার্থনা না থাকে আমার প্রতিপালক তোমাদিগকে কি গণ্য করিবেন? অনন্তর নিশ্চয় তোমরা অসত্যারোপ করিয়াছ, পরে অবশ্য (তাহার প্রতিফল) সমুচিত হইবে। ৭৭। (র, ৬)

সুরা শওরা * ।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

২২৭ আয়ত, ১১রকু।

(দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

পবিত্র ও (পাপ) গোপনকারী এবং মহিমান্বিত †। ১। উজ্জ্বল গ্রন্থের এই আয়ত সকল। ২। হয়তো তুমি (হে মোহম্মদ,) আপন জীবনের বিনাশক হইয়াছ যেহেতু তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে না ‡। ৩। আমি ইচ্ছা করিলে স্বর্গ হইতে তাহাদের নিকটে কোন নিদর্শন প্রেরণ করিতাম, তখন

* এই সুরা মক্কাতে প্রকাশ পায়।

† "তাস্‌ম্" এই ব্যবচ্ছেদক শব্দের সাঙ্কেতিক অর্থ পবিত্র ও গোপনকারী ও মহিমান্বিত। এই কয়েকটী ঈশ্বরের নাম। বহরোল্ হকায়কে উক্ত হইয়াছে যে ত, এই বর্ণের অর্থ একত্বের আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষী, অর্থাৎ ঈশ্বরের অভিমুখে ধাবমান ব্যক্তি। স, এই বর্ণের অর্থ তত্ত্বপথের যাত্রিক, ম বর্ণের অর্থ দাসত্বের পথে বিচরণকারী। এ সকল হজরতের বিশেষণ স্বরূপ। এতদ্ভিন্ন এই কয় বর্ণের অন্য অনেক অর্থ হইতে পারে। (ত, হো,)

‡ যখন কোরেশগণ ঈদৃশ কোরাণ গ্রন্থকে অসত্য বলিতে লাগিল, কিছুতেই বিশ্বাস করিতেছিল না, এদিকে হজরত তাঁহাদের বিশ্বাস লাভ ও ধর্ম্মগ্রহণের জন্য একান্ত ব্যাকুল হইলেন, তখন পরমেশ্বর তাঁহার মনের সান্ত্বনার জন্য এই আয়ত প্রেরণ করেন। (ত, হো,)

তাহার নিকট তাহাদের গ্রীবা নত হইত। ৪। ঈশ্বর হইতে তাহাদের নিকটে (এমন) কোন নূতন উপদেশ আসে নাই যে তাহারা তাহাহইতে বিমুখ হয় নাই। ৫। অনন্তর তাহারা অসত্যারোপ করিয়াছে, অবশেষে যাহারা তাহার প্রতি উপহাস করিতেছিল সত্বরই তাহাদের নিকট তাহার তত্ত্ব সকল আসিবে *। ৬। তাহারা কি পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি করে না যে আমি তাহাতে সকল উত্তম প্রকারের কত উৎপাদন করিয়াছি। ৭। নিশ্চয় ইহার মধ্যে এক নিদর্শন আছে, এবং তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে। ৮। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক হে (মোহম্মদ,) তিনি পরাক্রমশালী দয়ালু। ৯। (র, ১)

এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক মুসাকে ডাকিলেন যে, "তুমি অত্যাচারী দলের নিকট যাও †। ১০। + ফেরওণের দল, তাহারা কি ধর্ম্মভীরু হইতেছে না?" ১১। সে বলিল "হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি ভয় পাইতেছি যে তাহারা আমার প্রতি অসত্যারোপ করিবে। ১২। এবং আমার বক্ষ সঙ্কুচিত হইতেছে ও আমার রসনা সঞ্চালিত হইতেছে না, অতএব হারুণের প্রতি (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ কর। ১৩। এবং তাহাদের সম্বন্ধে আমার প্রতি কোন অপরাধ আছে, অতএব আমি শঙ্কিত আছি যে তাহারা আমাকে বধ করিবে।" ১৪। তিনি বলিলেন "এরূপ হইবে না, অনন্তর তোমরা দুই জন আমার নিদর্শন

---

* "সত্বরই তাহার তত্ত্ব সকল আসিবে" অর্থাৎ শীঘ্র তজ্জন্য তাহাদিগকে পরিতাপিত হইতে হইবে। (ত, হো,)

† ফেরওণ ও তাহার অনুবর্ত্তি কিব্‌তিজাতি অত্যাচারী দল, যেহেতু তাহারা আপন জীবনের প্রতি ও বনি এস্রায়েলের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল। (ত, হো)

সকল সহ যাও, নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে শ্রোতা আছি। ১৫। অনন্তর তোমরা ফেরওণের নিকটে যাও, পরে বল যে নিশ্চয় আমরা বিশ্বপালকের প্রেরিত। ১৬। যথা আমাদের সঙ্গে বনি এস্রায়িলকে প্রেরণ কর"। ১৭। সে (ফেরওণ) বলিল "আমি কি তোমাকে আপনার মধ্যে শিশুকালে প্রতিপালন করি নাই ও আমাদের মধ্যে তুমি আপন জীবনের বহু বৎসর স্থিতি কর নাই? ১৮। এবং তুমি যাহা করিয়াছ তাহা নিজের কার্য্য করিয়াছ ও তুমি অধর্ম্মাচারীলোকদিগের (একজন)"। *। ১৯। সে (মুসা) বলিল "আমি তাহা করিয়াছি ও তখন আমি পথভ্রান্ত দিগের (একজন) ছিলাম।। ২০। পরে যখন তোমাদিগকে ভয় করিলাম তখন তোমাদিগহইতে পলায়ন করিয়াছিলাম, অবশেষে আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করিয়াছেন। ২১। এবং ইহা কি এক দান হয় যে তুমি তাহার উপকার আমার উপরে রাখিয়াছ যে বনি এস্রায়িলকে দাস করিয়াছ"? ২২। ফেরওণ জিজ্ঞাসা করিল "এবং জগতের প্রতি-পালক কি?" ২৩। সে বলিল "তিনি দ্যুলোক ও ভূলোকের এবং উভয়ের মধ্যে যাহা আছে তাহার প্রতিপালক, যদি তুমি বিশ্বাস স্থাপন কর"। ২৪। যাহারা পার্শ্বে ছিল সে তাহাদিগকে বলিল "তোমরা কি শুনিতেছ না?" ২৫। সে (মুসা) বলিল "তিনি তোমা-দের প্রতিপালক ও তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পিতৃপুরুষদিগের প্রতি-পালক"।২৬। সে আপন দলকে বলিল "তোমাদের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে যে তোমাদের এই প্রেরিতপুরুষ সে একান্ত

---

* মুসা এক জন কিব্‌তিকে হত্যা করিয়াছিলেন, সেই ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়া ফেরওণ এই কথা বলিয়াছে। (ত, হো,)

ক্ষিপ্ত"। ২৭। সে (মুসা) বলিল "তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিমের ও যাহা উভয়ের মধ্যে আছে তাহার প্রতিপালক যদি তোমরা জ্ঞান রাখ"। ২৮। সে কহিল "যদি তুমি আমাকে ছাড়িয়া (অন্য) ঈশ্বর গ্রহণ করিয়া থাক তবে অবশ্য আমি তোমাকে কারাবাসিদিগের (একজন) করিব"। ২৯। সে বলিল "যদিচ আমি তোমার নিকটে কোন উজ্জ্বল বস্তু আনয়ন করি তথাপি কি তুমি ইহা করিবে?" ৩০। সে বলিল "যদি তুমি সত্য-বাদীদিগের (একজন) হও তবে তাহা উপস্থিত কর"। ৩১। অনন্তর সে আপন যষ্টি নিক্ষেপ করিল, অবশেষে অকস্মাৎ উহা স্পষ্ট অজগর হইল। ৩২।+এবং সে আপন হস্ত বাহির করিল, অনন্তর হঠাৎ উহা দর্শকদিগের জন্য শুভ্র হইল। ৩৩। (র, ২)

সে আপন পার্শ্বস্থ প্রধান পুরুষদিগকে বলিল যে "নিশ্চয় এ জ্ঞানী ঐন্দ্রজালিক। ৩৪।+সে আপন ইন্দ্রজালযোগে তোমা-দিগকে তোমাদের দেশ হইতে বাহির করিতে ইচ্ছা করে, অনন্তর তোমরা কি আজ্ঞা করিতেছ?" ৩৫। তাহারা বলিল যে "তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে অবকাশ দাও এবং নগর সকলে (লোক) সংগ্রহকারীদিগকে প্রেরণ কর। ৩৬।+তাহারা সমুদায় জ্ঞানী ঐন্দ্রজালিক তোমার নিকটে আনয়ন করিবে"। ৩৭। অনন্তর নির্দ্ধারিত দিনের সময়ের জন্য ঐন্দ্রজালিকগণ একত্রীকৃত হইল। ৩৮।+এবং লোকদিগকে বলা হইল "তোমরা কি একত্র হইবে?" ৩৯।+হয়তো আমরা (মুসাকে দূর করিতে) ঐন্দ্রজালিকদিগের অনুসরণ করিব যদি তাহারা বিজয়ী হয়"। ৪০। অন্তর যখন ঐন্দ্রজালিকগণ উপস্থিত হইল তখন তাহারা ফেরওণকে জিজ্ঞাসা করিল "যদি আমরা বিজয়ী হই আমাদের জন্য কি পুরস্কার হইবে?" ৪১। সে বলিল "হাঁ, এবং তখন নিশ্চয় তোমরা

সন্নিহিত লোকদিগের (অন্তর্বর্ত্তী) হইবে"। ৪২। মুসা তাহাদিগকে বলিল "তোমরা যাহার নিক্ষেপকারী নিক্ষেপ কর"। ৪৩। অনন্তর তাহারা আপনাদের রজ্জু ও আপনাদের যষ্টি সকল নিক্ষেপ করিল এবং বলিল "ফেরওণের গৌরবের শপথ, নিশ্চয় আমরা বিজয়ী হইব"। ৪৪। অবশেষে মুসা নিজের যষ্টি নিক্ষেপ করিল, পরে হঠাৎ উহা তাহারা যাহা প্রবঞ্চনা করিতেছিল গ্রাস করিতে লাগিল। ৫৫। অনন্তর ঐন্দ্রজালিকগণ প্রণত হইয়া পড়িয়া গেল। ৪৬। তাহারা বলিল "বিশ্বপালকের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। ৪৭। মুসা ও হারুণের প্রতিপালকের প্রতি (বিশ্বাস স্থাপন করিলাম)"। ৪৮ সে (ফেরওণ) বলিল "তেমোদিগকে আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে তোমরা কি তাহার (মুসার) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলে? নিশ্চয় এ তোমাদিগের দলপতি যে তোমাদিগকে ইন্দ্রজাল শিক্ষা দিয়াছে, অনন্তর তোমরা অবশ্য জানিতে পাইবে। ৪৯। অবশ্য আমি তোমাদের হস্ত ও তোমাদের পদ (পরস্পর) বিপরীত ভাবে ছেদন করিব * এবং অবশ্য একযোগে তোমাদিগকে শূলে চড়াইব"। ৫০। তাহারা বলিল "ক্ষতি নাই, নিশ্চয় আমরা স্বীয় প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্ত্তনকারী। ৫১। নিশ্চয় আমরা আশা করি যে আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধ আমাদিগের নিমিত্ত

---

* অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিকদিগের এক এক জনের দক্ষিণ হস্ত ও বাম পদ, বা বাম হস্ত দক্ষিণ পদ এই রূপে ছেদন করিয়া সকলকে শূলে চড়াইতে ফেরওণ আদেশ করিল। তাহাতে মূসা তাহাদের জন্য আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তখন পরমেশ্বর আবরণ উদ্ঘাটন করিয়া তাহাদের জন্য যে স্বর্গলোকে উচ্চ স্থান আছে তাহা প্রদর্শন পূর্ব্বক মুসাকে সান্ত্বনা দান করিলেন। (ত, হো,)

ক্ষমা করিবেন, যে হেতু আমরা প্রথম বিশ্বাসী হইলাম"। ৫২। (র, ৩)

এবং আমি মুসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম যে তুমি আমার দাসবৃন্দ সহ রজনীতে প্রস্থান কর, নিশ্চয় তোমরা অনুসৃত হইবে *। ৫৩। অনন্তর ফেরওণ নগর সকলে (লোক) সংগ্রহ কারীদিগকে প্রেরণ করিল। ৫৪। (বলিল) নিশ্চয় ইহারা এক ক্ষুদ্র দল †। ৫৫। + এবং একান্তই ইহারা আমাকে ক্রুদ্ধ করিয়াছে। ৫৬। + এবং নিশ্চয় আমরা অস্ত্রধারী দল"। ৫৭। অনন্তর আমি তাহাদিগকে (ফেরওণীয় সম্প্রদায়কে) উদ্যান ও প্রস্রবণ সকল হইতে ও ধন ও উত্তমাগার হইতে বাহির করিয়াছি। ৫৮। + ৫৯। + এইরূপ (করিয়াছি) এবং বনিএস্রায়িলকে তাহার উত্তরাধিকারী করিয়াছি ‡। ৬০। অনন্তর তাহারা সূর্য্যোদয়ের সময়ে তাহাদের পশ্চাদ্গামী হইয়াছিল। ৬১। পরে

---

* মুসা এই প্রকারে কয়েক বৎসর ফেরওণের নিকটে থাকিয়া প্রচার ও অলৌকিক ক্রিয়া সকল প্রদর্শন করিতে থাকেন। তাহাতে প্রত্যহ ফেরওণের ও তাহার অনুগামিগণের ক্রোধ বিদ্বেষ ও অত্যাচার বৃদ্ধি হইতে থাকে। তজ্জন্য তাহাদের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হয়, ঈশ্বর মুসাকে আদেশ করেন যে তুমি আপন দল সহ মেসর হইতে প্রস্থান কর। (ত, হো,)

† বনি এস্রায়িল দলে বিংশতি বৎসর হইতে ষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ছয় লক্ষ সত্তর সহস্রলোক ছিল। তদ্ভিন্ন স্ত্রী বালক ও নব যুবক সহস্র সহস্র ছিল। ফের-ওণ তাহাদিগকে স্বীয় সৈন্যদলের তুলনায় অত্যল্প সংখ্যক মনে করিয়া চব্বিশ লক্ষ সৈন্য সহ মুসার বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিল। (ত, হো,)

‡ কেহ কেহ বলেন যে ফেরওণ ও তাহার অনুগামিগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইলে বনি এস্রায়িল মেসরে প্রত্যাগমন করিয়া তাহাদের সমুদায় ধন সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃত বিবরণ এই যে দাউদ ও সোলয়মান মেসর দেশ জয় করিয়া কিব্‌তিদিগের সমুদায় সম্পত্তি হস্তগত করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

যখন দুই দল (পরস্পরকে) দৃষ্টি করিল তখন মুসার সহচরগণ বলিল যে "নিশ্চয় আমরা (তাহাদিগ কর্ত্তৃক) প্রাপ্ত হইলাম"। ৬২। সে বলিল "এরূপ নহে, একান্তই আমার সঙ্গে আমার প্রতিপালক আছেন, শীঘ্র তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন"। ৬৩। অনন্তর আমি মুসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম যে তুমি সাগরকে আপন যষ্টি দ্বারা আঘাত কর;" পরে তাহা বিদীর্ণ হইল, পরিশেষে (তাহার) প্রত্যেক অংশ বৃহৎ পর্ব্বত সদৃশ হইল। ৬৪। এবং আমি সেই স্থানে অন্য দলকে সন্নিহিত করিলাম। ৬৫। এবং মুসাকেও তাহার সঙ্গী লোকদিগকে এক যোগে উদ্ধার করিলাম। ৬৬। তৎপর অপর দলকে জলমগ্ন করিলাম। নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন আছে, এবং তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না *। ৬৭। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক (হে মোহম্মদ,) তিনি পরাক্রমশালী দয়ালু। ৬৮। (র, ৪)

এবং তুমি (হে মোহম্মদ,) তাহাদের নিকটে এব্রাহিমের বৃত্তান্ত পাঠ কর। ৬৯। যখন সে স্বীয় পিতাকে ও স্বীয় সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কাহাকে পূজা করিয়া থাক" ? ৭০। তাহারা বলিল "আমরা প্রতিমূর্ত্তি সকলকে অর্চ্চনা করি, অনন্তর তাহাদের সহবাসে স্থিতি করিয়া থাকি"। ৭১। সে জিজ্ঞাসা করিল" যখন তোমরা তাহাদিগকে আহ্বান কর তাহারা কি তোমাদের কথা শুনিতে পায় ? ৭২। + অথবা তাহারা তোমাদিগের উপকার করে কিংবা অপকার করিয়া থাকে" ? ৭৩। তাহারা

---

* কথিত আছে ফেরওণের পরিবারের অজবিন নামক ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহই তখন মুসার ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, সে মুসার সঙ্গে মেসর হইতে চলিয়া গিয়াছিল। (ত, হো,)

বলিল "বরং আমরা স্বীয় পিতৃপুরুষদিগকে এরূপ করিতে প্রাপ্ত হইয়াছি"। ৭৪। সে জিজ্ঞাসা করিল "অনন্তর তোমরা যাহাদি-গকে অর্চ্চনা করিয়া থাক ও তোমাদের পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষগণ (অর্চ্চনা করিয়াছে) তোমরা কি তাহাদিগকে দেখিতেছ (জানি-তেছ)? ৭৫+৭৬। অনন্তর বিশ্বপালক ব্যতীত নিশ্চয় তাহারা আমার জন্য শত্রু। ৭৭। যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন পরে তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ৭৮। এবং তিনি যিনি আমাকে ভোজন পান করাইয়া থাকেন *। ৭৯। এবং যখন আমি পীড়িত হই তখন তিনি আমাকে আরোগ্য দান করেন। ৮০। এবং তিনি আমার প্রাণ হরণ করেন তৎপর আমাকে জীবিত করিয়া থাকেন। ৭ं। ৮১। + এবং আমি আশা করি যে কেয়ামতের দিনে আমার পাপ সকল তিনি আমার জন্য ক্ষমা করিবেন। ৮২। + হে

---

১১ অন্নপান দ্বিবিধ. বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিক অন্ন ঈশ্বরার্চ্চনা তদ্দ্বারা আত্মা জীবিত থাকে, আধ্যাত্মিক পানীয় ঈশ্বরের স্বরূপের প্রকাশ তদ্দ্বারা আত্মা সতেজ হয়। এই স্থানে তপস্বী জোল্ নুন বলিয়াছেন যে এই অন্ন ভোজন তত্ত্বান্ন ভোজন, এই জল পান, প্রেম জল পান। (ত, হো,)

১২ অর্থাৎ পরমেশ্বর ন্যায় বিচারে মারেন কৃপাতে প্রাণে বাচান। অথবা পাপে মৃত্যু, ঈশ্বর ভজনায় জীবন, কিংবা অজ্ঞানতায় মৃত্যু জ্ঞানে জীবন, অথবা লোভে মৃত্যু অলোভে জীবন, কিংবা অবৈরাগ্যে মৃত্যু বৈরাগ্যে জীবন, বা বিচ্ছেদে মৃত্যু সম্মিলনে জীবন। কোন সাধু পুরুষ বলিয়াছেন যে ঈশ্বর আমাকে আমাতে বিনাশ ও আপনাতে জীবিত করিয়া থাকেন, মানবীয় গুণে বিনাশ ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতিতে জীবন দান করেন আধ্যাত্মিক উন্নতির গৌরবে বিনাশ ও ঐশ্বরিক স্বরূপে জীবিত করেন। কোন কোন তত্ত্বদর্শীর মতে ভয় ও আশাতে বা ভজনহীনতা ও সাধন ভজনাতে, ঈশ্বরের অদর্শন ও তাঁহার আবির্ভাবে মৃত্যু ও জীবন স্থিতি করে। (ত, হো,)

আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে জ্ঞান দান কর ও সাধু পুরুষগণের সঙ্গে আমাকে মিলিত কর। ৮৩।+ এবং পশ্চাদ্বর্ত্তীদিগের মধ্যে আমার জন্য সত্য রসনা দান কর *। ৮৪।+ এবং আমাকে সম্পদের স্বর্গের উত্তরাধিকারী কর। ৮৫।+ এবং আমার পিতাকে তুমি ক্ষমা কর, নিশ্চয় তিনি পথভ্রান্তদিগের (একজন)। ৮৬।+ যে দিবস (লোক সকল) সমুত্থাপিত হইবে সেই দিবস আমাকে লজ্জিত করিও না। ৮৭।+ যে ব্যক্তি প্রশান্ত হৃদয় ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত করে † তাহা ব্যতীত যে দিবস সম্পত্তি ও সন্তানগণ উপকার করে না। ৮৮। ৮৯। + এবং (যে দিবস) ধর্ম্মভীরু লোকদিগের জন্য স্বর্গ সন্নিহিত করা যাইবে (এবং বিপথগামী লোকদিগের জন্য নরক প্রকাশিত হইবে সে দিবস

---

* অর্থাৎ যে সকল লোক আমার পরে আসিবে সেই ভবিষ্যদ্বংশীয় লোকদিগের রসনায় তুমি আমার নিমিত্ত খ্যাতি প্রতিপত্তি দান কর। তাঁহার এই প্রার্থনা গৃহীত হইয়াছিল। সমুদায় সূর্য্যোপাসক ও ইহুদি ঈসায়ী এবং মোসলমানমণ্ডলী মহাত্মা এব্রাহিমের গুণানুকীর্ত্তন করিতেন। কেহ কেহ, বলেন যে সত্য রসনার অর্থ সত্য প্রিয় পুরুষ। এই আয়তের মর্ম্ম এই যে আমার ধর্ম্মের মূল গৌরবান্বিত করিবার জন্য তুমি ভবিষ্যৎ মণ্ডলীর মধ্যে এক জন সত্যবাদী পুরুষ প্রকাশ কর। হজরত মোহম্মদই সেই সত্যবাদী পুরুষ স্থলে লক্ষিত হইয়াছেন। (ত, হো.)

† "লা এলাহ এল্লেলা মোহম্মদ রসুলাল্লা" এই বাক্যের সত্যতাতে যে একান্ত আস্থা তাহাই অন্তরের শান্তি। অন্য মত এই যে, যে হৃদয় সংসারপ্রেমশূন্য, উহাই প্রশান্ত হৃদয়। অনেক সাধুলোকেরা বলিয়াছেন, যে মন ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছু জানে না, তাহাই প্রশান্ত মন। অন্য কেহ কেহ বলিয়াছেন, যে হৃদয়ে সাংসারিক গোলযোগ স্থান পায় না, পারলৌকিক সুখের ও আশা নাই তাহাই শান্ত হৃদয়। অন্য অনেকে এ বিষয়ে এরূপ অনেক প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। (ত, হো)

(আমাকে লজ্জিত করিও না)"। ৯২। প' তাহাদিগকে বলা হইবে তোমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাকে অর্চ্চনা করিতে ছিলে সে কোথায়? ৯২। তাহারা কি তোমাদিকে সাহায্য দান করে বা স্বয়ং প্রতিশোধ তুলিতেছে? ৯৩। অনন্তর তথায় তাহারা ও বিপথগামিগণ এবং শয়তানের সেনাদল এক যোগে অধোমুখে নিক্ষিপ্ত হইবে। ৯৪+৯৫। (কাফের গণ) বলিবে এবং তাহারা (প্রতিমা সকল) তথায় পরস্পর বিতণ্ডা করিতে থাকিবে। ৯৬।+"ঈশ্বরের শপথ, নিশ্চয় আমরা স্পষ্ট বিপথে ছিলাম। ৯৭।+যখন তোমাদিগকে বিশ্বপতির সঙ্গে তুল্য করিয়াছিলাম। ৯৮। এই পাপগিণ বৈ আমাদিগকে (কেহ) বিপথগামী করে নাই। ৯৯। অনন্তর আমাদের জন্য পাপক্ষমার কোন অনুরোধকারী নাই। ১০০।+ এবং সহানুভূতিকারী বন্ধু নাই। ১০১। অনন্তর যদি আমাদের জন্য একবার পুনর্গমন হয় তবে আমরা বিশ্বাসীদলের হইব"।১০২। নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন আছে এবং তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না। ১০৩। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক (হে মোহম্মদ,) তিনি পরাক্রম শালী দয়ালু। ১০৪। (রে, ৫)

নুহীয় সম্প্রদায় প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল। ১০৫। (স্মরণ কর) যখন তাহাদের ভ্রাতা নুহ তাহাদিগকে বলিল "তোমরা কি ভয় পাইতেছেন না? ১০৬। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত প্রেরিত পুরুষ। ১০৭। অনন্তর তোমরা ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক ও আমার অনুগত হও। ১০৮। আমি এবিষয়ে তোমাদের নিকটে কোন পরিশ্রমিক প্রার্থনা করি না, বিশ্বপালকের নিকটে বৈ আমরা পরিশ্রমিক নাই। ১০৯। অনন্তর ঈশ্বরকে ভয় কর ও আমার অনুগত হও"। ১১০। তাহারা

বলিল "আমরা কি তোমাকে বিশ্বাস করিব ? বস্তুতঃ নিকৃষ্ট লোকেরা তোমার অনুসরণ করিয়াছে" * । ১১১। সে কহিল "তাহারা যাহা করিতেছিল তাহা আমি কি জানি ? ১১২। যদি তোমরা বুঝিতেছে তবে আমার প্রতিপালকের নিকটে বৈ তাহাদের গণনা নাই।১১৩। এবং আমি বিশ্বাসীদিগের দূরকারী নহি। ১১৪। আমি স্পষ্ট ভয় প্রদর্শক বৈ নহি"। ১১৫। তাহারা বলিল "হে নুহ, যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তবে অবশ্য চূর্ণীকৃত হইবে"। ১১৬। সে কহিল "হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় আমার প্রতি অসত্যারোপ করিতেছে। ১১৭। অতএব তুমি আমার ও তাহাদের মধ্যে মীমাংসায় মীমাংসিত কর এবং আমাকে ও আমার সঙ্গে বিশ্বাসীদিগের যাহারা আছে তাহাদিকে উদ্ধার কর"। ১১৮। অনন্তর আমি তাহাকে ও তাহার সঙ্গী লোকদিগকে নৌকায় পূর্ণ করিয়া উদ্ধার করিলাম। ১১৯। তৎপর আমি পরিশেষে অবশিষ্ট লোকদিগকে জলমগ্ন করিলাম। ১২০। নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন আছে, এবং তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না। ১২১। নিশ্চয় তোমার প্রতি পালকে (হে মোহম্মদ) পরাক্রমশালী দয়ালু। ১২২। (র, ৬)

আদ সম্প্রদায় প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল। ১২৩। (স্মরণ কর) যখন তাহাদের ভ্রাতা হুদ তাহাদিগকে বলিল "তোমরা কি শঙ্কিত হইতেছে না ? ১২৪ নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত প্রেরিত পুরুষ। ১২৫। অনন্তর

---

* অর্থাৎ যাহারা বাহ্যে তোমার অনুগত হওয়া বিশ্বাসী বলিয়া পরিচয় দেয় ও বিশ্বাসীদিগের অনুরূপ কার্য্য করে কিন্তু অন্তরে তোমার বিরোধী এমন নিকৃষ্ট লোকেরা তোমার অনুসরণ করিয়াছে। (ত, হো,)

তোমরা ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক ও আমার অনুগত হও। ১২৬। আমি এবিষয়ে তোমাদের নিকটে কোন পারিশ্রমিক প্রার্থনা করি না, বিশ্বপালকের নিকটে বৈ আমার পারিশ্রমিক নাই। ১২৭। তোমরা কি সকল উচ্চ স্থানে আমোদ করত এক এক নিদর্শন নির্ম্মাণ করিতেছ * ? ১২৮।+ এবং তোমরা কারু কার্য্যযুক্ত আলয় সকল প্রস্তুত করিয়া লইতেছ যেন সর্ব্বদা থাকিবে। ১২৯। এবং যখন তোমরা আক্রমণ কর তখন দুর্দ্দান্ত হইয়া আক্রমণ করিয়া থাক। ১৩০। অনন্তর ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক ও আমার অনুগত হও। ১৩১। তোমরা যাহা জানিতেছ যিনি তদ্বিষয়ে তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, পশু ও সন্তানবর্গ দ্বারা এবং উদ্যান ও জলপ্রণালী দ্বারা তোদিগকে সাহায্য করিয়াছেন তোমরা তাঁহাকে ভয় কর। ১৩২+১৩৩+১৩৪। আমি মহাদিনের শাস্তিকে তোমাদের সম্বন্ধে ভয় করিতেছি" । ১৩৫। তাহারা বলিল "তুমি উপদেশ দান কর বা উপদেষ্টা-দিগের (এক জন) না হও আমাদের সম্বন্ধে তুল্য। ১৩৬। ইহা পূর্ব্বতন লোকদিগের স্বভাব বৈ নহে। ১৩৭।+এবং আমরা শাস্তিগ্রস্ত লোক নহি। ১৩৮। অনন্তর তাহারা তাহার প্রতি অসত্যা-রোপ করিয়াছিল, পরিশেষে আমি তাহাদিগকে সংহার করি-লাম, নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন আছে, এবং তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না। ১৩৯। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক (হে মোহম্মদ,) তিনি পরাক্রমশালী দয়ালু। ১৪০। (র, ৭)

---

* আদ সম্প্রদায় পথের পার্শ্বে কপোত গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাকে অবস্থিতি করিয়া পথিকদিগের সঙ্গে কপোত যোগে ক্রীড়া আমোদ করিত। (ত, হো,)

সমুদ জাতি প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল।১৪১। (স্মরণ কর) যখন তাহাদের ভ্রাতা সালেহ তাহাদিগকে বলিল "তোমরা কি শঙ্কিত হইতেছে না? ১৪২। নিশ্চয় আমি তোমাদিগের জন্য বিশ্বস্ত প্রেরিত পুরুষ। ১৪৩।+ অনন্তর ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক এবং আমার অনুগত হও। ১৪৪। আমি এবিষয়ে তোমাদের নিকটে কোন পারিশ্রমিক প্রার্থনা করি না, বিশ্বপালক পরমেশ্বরের নিকটে বৈ আমার পারিশ্রমিক নাই। ১৪৫। এস্থানে তোমরা যে ভাবে আছ উদ্যান ও প্রস্রবণ সকলে এবং শস্য ক্ষেত্রে ও খোর্ম্মা তরু যাহার পুষ্প কোমল হয় তাহাতে কি তোমরা নিরাপদে রক্ষিত হইবে? ১৪৬+১৪৭+১৪৮। তোমরা নিপুণ হইয়া পর্ব্বত হইতে আলয় সকল কাটিয়া লইতেছ। ১৪৯। অনন্তর ঈশ্বরকে ভয় কর ও আমরা অনুগত থাক। ১৫০। এবং যাহারা ধরাতলে উৎপাত করে ও সৎকর্ম্ম করে না এমন সীমা লঙ্ঘনকারীদিগের আদেশ মান্য করিও না"। ১৫১+১৫২। তাহারা বলিল "তুমি ইন্দ্রজলগ্রস্ত (লোকদিগের) এক জন বৈ নও। ১৫৩। তুমি আমাদের ন্যায় এক মনুষ্য বৈ নও, অনন্তর যদি তুমি সত্যবাদীদিগের (একজন) হও তবে কোন নিদর্শন উপস্থিত কর"। ১৫৪। সে বলিল "এই উষ্ট্রী, নির্দ্দিষ্ট দিবসে ইহার জন্য পানীয় হইবে ও তোমাদের জন্য পানীয় হইবে *। ১৫৫। এবং ক্লেশ

---

* সমুদ জাতি সালেহকে আপনাদের সদৃশ দেখিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, তুমি আমাদেরই ন্যায় একজন, তোমার প্রেরিতত্বের অদ্ভুত ক্রিয়া কি আছে? সালেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কিসের প্রার্থী? তাহাতে তাহারা বলিল যে এই সম্মুখস্থ প্রস্তর হইতে একটী উষ্ট্র বাহির কর। তখনই এক উষ্ট্রী বাহির হইল এবং সালেহ বলিল, এই তোমাদের প্রার্থিত উষ্ট্র, জলাশয়ের জল এক দিবস ইহার পান

দিতে তোমরা তাহাকে স্পর্শ করিও না, তবে মহা দিবেসে তোমাদিগকে শাস্তি আশ্রয় করিবে।" ১৫৬। অনন্তর তাহারা তাহার পদচ্ছেদন করিল, পরে মনক্ষুন্ন হইল। ১৫৭।+ অনন্তর তাহাদিগকে শাস্তি আশ্রয় করিল, নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন আছে, ও তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে ১৫৮। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক (হে মোহম্মদ,) তিনি পরাক্রম শালী দয়ালু। ১৫৯। (র, ৮,)

লুতীর সম্প্রদায় প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল। ১৬০। (স্মরণ কর) যখন তাহাদের ভ্রাতা লুত তাহাদিগকে বলিল "তোমারা কি শঙ্কিত হইতেছে না? ১৬১। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত প্রেরিত পুরুষ। ১৬২। অনন্তর ঈশ্বরকে ভয় কর ও আমার অনুগত হও। ১৬৩। আমি এবিষয়ে তোমাদের নিকটে কোন পারিশ্রমিক প্রার্থনা করি না, বিশ্বপতির নিকটে বৈ আমার পারিশ্রমিক নাই। ১৬৪। জগ-দ্বাসী পুরুষদিগের নিকটে কি তোমরা (ব্যভিচার উদ্দেশ্যে) উপ-স্থিত হও? ১৬৫।+ এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদিগের জন্য তোমাদিগের ভার্য্যাগণকে যে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদিগকে কি তোমরা পরিত্যাগ কর? বরং তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী জাতি"। ১৬৬। তাহারা বলিল "হে লুত, যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তবে একান্তই তুমি বহিষ্কৃত লোকদিগের (একজন) হইবে"। ১৬৭। সে বলিল "নিশ্চয় আমি তোমাদিগের ক্রিয়ার বিপক্ষদিগের (এক জন)। ১৬৮। হে আমার প্রতিপালক, তাহারা যাহা করিতেছে

করা একদিবস তোমাদের পান করা নির্দিষ্ট হইল। ইহার জল পান করার দিন তোমরা প্রতিবন্ধক হইবে না। (ত, হো,)

তাহা হইতে তুমি আমাকে ও আমার পরিজনকে রক্ষা কর"। ১৬৯। অনন্তর আমি তাহাকে ও তাহার পরিজনকে অবশিষ্ট স্থিত এক বৃদ্ধা নারীকে ব্যতীত এক যোগে উদ্ধার করিয়া ছিলাম *। ১৭০। তৎপরে অন্য লোকদিগকে বিনাশ করিয়াছিলাম। ১৭১। এবং তাহাদের উপরে আমি বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম, অনন্তর ভয় প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে সেই বৃষ্টি অকল্যাণ হয়। ১৭২। নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন আছে ও তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল। ১৭১। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক, (হে মোহম্মদ,) তিনি পরাক্রমশালী দয়ালু। ১৭৪। (র, ৯,)

এয়কা নিবাসিগণ, প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল। ১৭৫। (স্মরণ কর) যখন শোঅব তাহাদিগকে বলিল "তোমরা কি শঙ্কিত হইতেছে না ? ১৭৬। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত প্রেরিত পুরুষ। ১৭৭। + অনন্তর ঈশ্বরকে ভয় কর ও আমার অনুগত হও। ১৭৮।+ এবিষয়ে আমি তোমাদের নিকটে কোন পারিশ্রমিক চাহি না, বিশ্বপালকের নিকটে বৈ আমার পারিশ্রমিক নাই। ১৭৯। তোমরা পূর্ণ পরিমাণ পাত্র রাখিও এবং ক্ষতিকারকদিগের (অন্তর্বর্ত্তী) হইও না। ১৮০ সরল তুল যন্ত্রদ্বারা তুল করিও। ১৮১। এবং লোকদিগকে তাহাদের দ্রব্য কম দিও না, এবং পৃথিবীতে উৎপাৎজনক হইয়া (নির্ভয়ে) ঘূরিয়া বেড়াইও না। ১৮২। এবং যিনি তোমাদিগকে এবং পূর্ব্বতন জাতিকে সৃজন করিয়াছেন তাঁহাকে ভয়করিও"। ১৮৩ তাহারা বলিল "তুমি ইন্দ্রাজল গ্রস্ত লোকদিগের (একজন) বৈ

---

* সেই স্ত্রী লূতের সঙ্গে চলিয়া গেল না, সে বলিল সকলের ভাগ্যে যাহা ঘটে আমার তাহা হইবে। (ত, হো.)

নও। ১৮৪। + এবং তুমি আমাদের ন্যায় মনুষ্য বৈ নও এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদিগের (এক জন) বৈ মনে করি না। ১৮৫। যদি তুমি সত্যবাদীদিগের (এক জন) হও তবে তুমি আমাদের নিকটে আকাশের এক খণ্ড নিক্ষেপ কর"। ১৮৬। সে বলিল "তোমরা যাহা করিতেছ আমার প্রতিপালক তাহা উত্তম জ্ঞাত"। ১৮৭। অনন্তর তাঁহার প্রতি তাহারা অসত্যারোপ করিল, পরিশেষে তাহাদিগকে চন্দ্রাতপ সমন্বিত দিবসের শাস্তি আশ্রয় করিল, নিশ্চয় উহা মহাদিনের শাস্তি (স্বরূপ) ছিল *। ১৮৮। নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন ছিল এবং তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না। ১৮৯। এবং একান্তই তোমার প্রতিপালক (হে মোহম্মদ,) তিনি পরাক্রমশালী দয়ালু। প° ১৯০। (র, ১০)

---

* যখন শোঅবের মণ্ডলী অত্যন্ত অহঙ্কার করিয়া ধর্ম্ম অস্বীকার করিল তখন পরমেশ্বর ক্রমাগত সাত দিবস তাহাদের প্রতি উষ্ণতার সঞ্চার করেন। উষ্ণতা এরূপ বৃদ্ধি হইল যে তাহাতে কূপ ও নির্ঝরের জল ফুটিতে লাগিল। সেই দুরাত্মাদিগের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হইল, সকলে গৃহাভ্যান্তরে প্রবেশ করিল, তাপ আরও বৃদ্ধি হইল, পরে তাহারা ঘর ছাড়িয়া অরণ্যে যাইয়া প্রবেশ করিল। তথায় প্রত্যেকে বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া পড়িয়া রহিল, উত্তাপে যেন তাহারা দগ্ধ হইতেছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ এক কৃষ্ণ মেঘ তাহাদের উপরে প্রকাশ পায় ও তাহা হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। তখন তরুচ্ছায়াশ্রিত ব্যক্তিগণ আনন্দিত হইয়া আপন আপন বন্ধুবর্গকে ডাকিতে লাগিল যে চলিয়া আইস, জলদচন্দ্রাতপের নিম্নে সকলে বিশ্রাম সুখ ভোগ করি। ক্রমে ক্রমে সকলে মেঘ পটলের নিম্নে একত্রিত হইল। তখন সেই মেঘ হইতে অগ্নি বহির্গত হইয়া সকলকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। এস্থলে মেঘ চন্দ্রাতপের আকারে কাফেরদিগের মস্তকের উপরে ছায়া বিস্তার করিয়াছিল। (ত, হো,)

† এই সপ্ত সংবাদবাহকের বৃত্তান্ত পরমেশ্বর সঙ্ক্ষেপে হজরতের মনের শান্ত

এবং নিশ্চয় এই (কোরাণ) বিশ্বপালক কর্তৃক অবতারিত। ১৯১। জেব্রিল তৎসহ তোমার অন্তরে অবতীর্ণ হইয়াছে যেন তুমি স্পষ্ট আরব্য ভাষায় ভয় প্রদর্শকদিগের (এক জন) হও। ১৯২+১৯৩+১৯৪। এবং নিশ্চয় ইহা (এই কোরাণ) পূর্ব্বতন গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৯৫। তাহাদের জন্য কি এমন কোন নিদর্শন নাই যে বনি এস্রায়িলের পণ্ডিতগণ তাহা জ্ঞাত আছে *। ১৯৬। এবং যদি আমি আজ্মীদিগের কাহার প্রতি তাহা অবতারণ করিতাম পরে সে তাহা তাহাদিগের নিকটে পাঠ করিত তাহারা তৎপ্রতি বিশ্বাসী হইত না †। ১৯৭। এইরূপে আমি পাপীদিগের অন্তরে বৈমুখ্য আনয়ন করিয়া থাকি। ১৯৮। যে পর্য্যন্ত তাহারা ক্লেশকর শাস্তি দর্শন (না) করে সে পর্য্যন্ত তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না। ১৯৯। অনন্তর তাহাদের

নার জন্য এই সুরাতে বিবৃত করিলেন এবং এতদ্দ্বারা মিথ্যাবাদী কোরেশদিগকে-ও ভয় দেখাইলেন যে, যে মণ্ডলী প্রেরিত পুরুষদিগকে অপবাদ গ্রস্ত করিয়াছে, তাহারাই শাস্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব তোমাদিগকেও সেই আচরণের জন্য শাস্তি পাইতে হইবে। (ত, হো,)

* কথিত আছে যে আরবের পৌত্তলিকগণ কোন কঠিন ব্যাপার উপস্থিত হইলে এস্রায়িল বংশীয় পণ্ডিতদিগের নিকটে আগমন করিত, ও তাহারা যাহা বলিত তাহা গ্রাহ্য করিত এবং সেই কথাকে প্রমাণ বলিয়া জানিত। ঈশ্বর বলিতেছেন যে কোরাণের সত্যতা সম্বন্ধে কি বনি এস্রায়িল পণ্ডিতগণ প্রাচীন গ্রন্থের বা জ্ঞানী লোকদিগের সাক্ষ্যদ্বার কোন প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারে না যাহা কাফেরদিগের বিশ্বাসের কারণ হয়? (ত, হো,)

† অর্থাৎ যদি আমি কোরাণকে আজ্মী ভাষায় আজ্মী লোকদিগের নিকটে অবতারণ করিতাম তবে আরবের কাফেরগণ তাহা বিশ্বাস করিত না, তাহারা বলিত আমরা ইহার অর্থ কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। (ত, হো,)

প্রতি অকস্মাৎ শাস্তি উপস্থিত হয় এবং তাহারা জানিতে পারে না। ২০০। পরে তাহারা "বলে আমাদিগকে কি অবকাশ দেওয়া যাইবে? ২০১। অনন্তর আমাদিগের শাস্তি কি শীঘ্র আনয়ন করিতেচাহে?" ২০২। অবশেষে তুমি কি দেখিয়াছ যদি বহু বৎসর আমি তাহাদিগকে ফলভোগী করি। ২০৩+তৎপর (শাস্তি-বিষয়ে) যাহা অঙ্গীকার করা যাইতেছিল তাহা তাহাদের নিকটে উপস্থিত হয়। ২০৪।+তাহারা যে ফল ভোগ করিতেছিল উহা তাহাদিগ হইতে (শাস্তি) নিবারণ করে না। ২০৫। আমি (এমন) কোন গ্রামকে বিনাশ করি নাই যে, শিক্ষা দিবার জন্য যাহার ভয় প্রদর্শনকারী হয় নাই, আমি অত্যাচারী ছিলাম না *। ২০৬+২০৭ এবং শয়তান সকল তাহাকে (কোরাণকে) অবতারণ করে নাই। ২০৮। তাহাদের জন্য (উহা) উপযুক্ত নয় এবং তাহারা সক্ষম নহে। ২০৯। নিশ্চয় তাহারা (তৎ) শ্রবণে বিরত। ২১০। অনন্তর তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে অন্য উপাস্যকে আহ্বান করিও না, তবে শাস্তি প্রাপ্তদিগের (এক জন) হইবে। ২১১। এবং আপন নিকটস্থ জ্ঞাতিকে ভয় দেখাও †। ২১২। এবং বিশ্বাসীদিগের যে ব্যক্তি তোমার অনুসরণ করিয়াছে তাহার জন্য তুমি আপন বাহু

* অর্থাৎ যে কোন গ্রামের লোক সংহার করা গিয়াছে, প্রথমতঃ তথায় উপদেশ দানের জন্য প্রেরিত পুরুষকে প্রেরণ করা হইয়াছে। উপদেশ গ্রাহ্য করিয়া সৎপথ অবলম্বন না করিলে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া গিয়াছে। (ত, হো,)

† এই আয়ত অবতীর্ণ হইলে হজরত সফা গিরির উপরে আরোহণ করিয়া কোরেশদিগকে ডাকিতে লাগিলেন। সকলে সমবেত হইলে হজরত বলিলেন তোমরা আমার কথা কি বিশ্বাস করিবে? আমি তোমাদিগের ভবিষ্যৎ গুরুতর শাস্তির প্রদর্শক। এই কথা শুনিয়া সমস্ত লোক তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া ইতস্ততঃ চলিয়া গেল। এবং আবু লহব তাঁহার উৎপীড়নে প্রবৃত্ত হইল। (ত, হো,)

নত কর। ২১৩। অনন্তর যদি তাহারা তোমার সম্বন্ধে ত্রুটি করে তবে তুমি বলিও যে "তোমরা যাহা করিতেছ নিশ্চয় আমি তদ্বি-ষয়ে বীতরাগ"। ২১৪। এবং তুমি সেই পরাক্রমশালী দয়ালু (ঈশ্বরের) উপর নির্ভর কর। ২১৫। যিনি তোমাকে (নমাজে) উত্থান করিবার সময়ে দর্শন করেন। ২১৬।+এবং প্রণামকারীর অবস্থায় তোমার ক্রিয়া (দর্শন করেন) *। ২১৭। নিশ্চয় তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ২১৮। যে ব্যক্তির উপর শয়তান অবতীর্ণ হয় আমি কি তোমাদিগকে তাহার সংবাদ দান করিব? ২১৯। সমু-দায় মিথ্যাবাদী পাপীর উপরে সে অবতরণ করে। ২২০।+(শয়-তানের উক্তিতে) তাহারা কর্ণ স্থাপন করে এবং তাহাদের অধিকাংশ মিথ্যাবাদী। ২২১।+এবং কবি, বিপথগামী লোকেরা তাহাদের অনুসরণ করে। ২২২। তুমি কি দেখ নাই যে নিশ্চয় তাহারা প্রত্যেক প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। ২২৩।+এবং যাহা করে না তাহা তাহারা বলে। ২২৪।+নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎ-কর্ম্ম সকল করিয়াছে এবং ঈশ্বরকে অত্যন্ত স্মরণ করিয়াছে এবং অত্যাচারগ্রস্ত হওয়ার পরে প্রতিশোধ লইয়াছে তাহারা ব্যতীত, (তদ্রূপ বলে,) এবং শীঘ্রই অত্যাচারী লোকেরা জানিতে পাইবে যে কোন্ স্থানে ফিরিয়া যাইবে। ২২৫। (র, ১১)

---

* অর্থাৎ নামাজে মণ্ডলীর নেতৃত্ব করিবার সময় তুমি কি ভাবে দণ্ডায়মান হও, ও উপবেশন এবং প্রণামাদি কর ঈশ্বর তাহা দেখিতেছেন। (ত, হো,)

স্মুরা নম্‌ল *।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

৯৩ আয়ত, ৭ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

তাসা † এই আয়ত সকল কোরাণের ও উজ্জ্বল গ্রন্থের। ১। + সেই বিশ্বাসীদিগের জন্য উপদেশ ও সুসংবাদ হয়। ২। + যাহারা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে ও জকাত দান করে, বস্তুতঃ তাহারা পরলোকে বিশ্বাস করিয়া থাকে। ৩। নিশ্চয় যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাহাদের জন্য আমি তাহাদের ক্রিয়া সকলকে সজ্জিত রাখিয়াছি, অনন্তর তাহারা ঘূর্ণায়মান হইয়া থাকে, ‡। ৪। ইহারাই তাহারা যে ইহাদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে, এবং, ইহারাই তাহারা যে পরলোকে ক্ষতিকারক। ৫। এবং

---

* এই স্মুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়।

† তাসা ব্যবচ্ছেদক শব্দ। বাক্যের আরম্ভ ও বাক্যের শেষ অর্থে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা শোআরা স্মুরার উপসংহার নম্‌ল স্মুরার উপক্রম। অথবা ত বর্ণের অর্থ ঈশ্বরের পবিত্রতা, স, বর্ণের অর্থ তাঁহার জ্যোতি। এতদ্ভিন্ন ইহার অন্যবিধ অর্থও হয়। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ আমি তাহাদের দুষ্ক্রিয়া সকলের প্রতি তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছি। কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় দুষ্ক্রিয়া সকল তাহাদের নিকটে ভাল বোধ হয়, তাহাতেই তাহারা তৎপ্রতি অনুরক্ত হইতেছে। (ত, হো,)

নিশ্চয় কৌশলময় জ্ঞানময় (ঈশ্বরের) নিকট হইতে তোমাকে কোরাণ শিক্ষা দেওয়া যাইতেছে। ৬। (স্মরণ কর) যখন মুসা আপন পরিজনকে বলিল যে "নিশ্চয় আমি অনল দেখিতেছি, শীঘ্র তাহা হইতে তোমাদের নিকটে কোন (পথিকের) সংবাদ আনয়ন করিব, অথবা জ্বলন্ত অগ্নি খণ্ড তোমাদের নিকটে লইয়া আসিব, হয়তো তোমরা উত্তাপ লাভ করিবে"। ৭। অনন্তর যখন সে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল তখন ধ্বনি হইল যে, "যে ব্যক্তি অগ্নিতে ও যে ব্যক্তি তাহার পার্শ্বে আছে তাহারা ধন্য এবং (বল) বিশ্বপালক পরমেশ্বর পবিত্র *। ৮। হেমুসা, ইহা নিশ্চয় যে আমি পরমেশ্বর পরাক্রমশালী কৌশলময়। ৯। + এবং তুমি আপন যষ্টি নিক্ষেপ কর" অনন্তর যখন তাহাকে দেখিল যে নড়িতেছে যেন উহা সর্প, সে পশ্চাদ্ভাগে মুখ ফিরাইল, ও ফিরিল না, (আমি বলিলাম) "হে মুসা, ভয় করিও না, নিশ্চয় আমি আছি, আমার নিকটে অত্যাচারী লোক ভিন্ন প্রেরিত পুরুষগণ ভয় পায় না, তৎপর (অত্যাচারী) অকল্যাণের অন্তে কল্যাণ বিনিময় করে † অনন্তর নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল দায়ালু। ১০ + ১১। এবং তুমি স্বীয় হস্তকে স্বীয় গ্রীবাদেশে লইয়া যাও, তাহাতে উহা কলঙ্কশূন্য শুভ্র হইয়া বাহির হইবে, ফেরওণ ও তাহার দলের নিকটে নব অলৌকিক-ক্রিয়ার মধ্যে (এই দুই অলৌকিকক্রিয়া,) নিশ্চয় তাহারা দুর্বৃত্ত দল হয়"। ১২। অনন্তর যখন তাহাদের নিকটে আমার উজ্জ্বল নিদর্শন সকল উপস্থিত হইল, তখন তাহারা বলিল "ইহা স্পষ্ট ইন্দ্রজাল।"

---

* উক্ত হুতাশনের ভিতরে ও চতুষ্পার্শ্বে স্বর্গীয় দূতগণ ছিলেন, এবং ঈশ্বর অন্তর্জগত হইতে ধ্বনি করিলেন। (ত, শা,)

† অর্থাৎ পাপ করিয়া পরে তাহারা অনুতাপ করে। (ত, হো,)

১৩। এবং তাহাদের অন্তঃকরণ তাহা বিশ্বাস করা সত্ত্বে অত্যাচার ও অহঙ্কার বশতঃ তাহারা তাহা অস্বীকার করিল, অনন্তর দেখ উপদ্রবকারীদিগের পরিণাম কেমন হয়। ১৪। (র, ১)

এবং সত্য সত্যই আমি দাউদ ও সোলয়মানকে জ্ঞান দান করিয়াছিলাম এবং তাহারা বলিয়াছিল যে সেই ঈশ্বরের প্রশংসা যিনি স্বীয় বিশ্বাসীদাসদিগের অধিকাংশের উপর আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। ১৫। এবং সোলয়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হইয়াছিল ও সে বলিয়াছিল "হে লোক সকল, আমি পক্ষীর বচনে শিক্ষিত হইয়াছি ও আমাকে সকল বস্তু প্রদত্ত হইয়াছে, নিশ্চয় ইহা অবশ্য স্পষ্ট উন্নতি *। ১৬। এবং সোলয়মানের জন্য তাহার সৈন্য দানব ও মানব এবং বিহঙ্গম হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, অনন্তর তাহারা নিবারিত হইত †। ১৭। এপর্য্যন্ত,

---

* রাজ্যাধিপতি মহাপুরুষ দাউদের উনবিংশতি পুত্র ছিল, প্রত্যেকেই তাঁহার রাজত্বের প্রার্থী হয়। পরমেশ্বর দাউদকে এক পুস্তিকা প্রদান করিয়া বলেন যে ইহার মধ্যে কত গুলি প্রশ্ন আছে, তোমার সন্তানবর্গের মধ্যে যে ব্যক্তি এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর দান করিবে সেই তোমার স্থলবর্ত্তী হইবে। দাউদ এক সভা করিয়া সমুদায় সন্তানকে ডাকিয়া তাহাদের নিকট প্রশ্ন সকল উপস্থিত করেন। দাউদের সমস্ত সন্তানই উক্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর দানে অক্ষম হয়, কিন্তু তাঁহার পুত্র সোলয়মান প্রত্যেক প্রশ্নের সদুত্তর দান করেন। তাহাতেই তিনি পিতৃ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তাহার এক দিন পরেই দাউদ প্রাণত্যাগ করেন। মানব ও দানব এবং পশুপক্ষী সোলয়মানের অনুচর ও সৈন্য ছিল। (ত, হো,)

† সোলয়মান পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদির কথা বুঝিতে পারিতেন, ইহাই তাঁহার এক প্রধান অলৌকিকতা ছিল। কথিত আছে যে সোলয়মানের এরূপ এক বিচিত্র সিংহাসন ছিল যে কোন রাজার তদ্রূপ ছিল না। কোথাও যাইতে হইলে দৈত্যগণ সেই সিংহাসন বহন করিত। তাঁহার সঙ্গে

যখন তাহারা পিপীলিকার প্রান্তরে উপস্থিত হইল তখন এক পিপীলিকা বলিল "হে পিপীলিকাগণ, আপন আলয়ে তোমরা প্রবেশ কর, তাহা হইলে সোলয়মান ও তাহার সৈন্যগণ তোমাদিগকে বিদলিত করিবে না, বস্তুতঃ তাহারা জানিতেছে না"। ৮। ১৮। অনন্তর (সোলয়মান) তাহার বাক্যে হাস্য করিল এবং বলিল "হে আমার প্রতিপালক, তোমার সেই দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে তুমি আমাকে সাহায্য কর যে দান তুমি আমার প্রতি এবং আমার পিতা মাতার প্রতি করিয়াছ এবং যাহা তুমি মনোনীত করিবে এমন সৎকর্ম্ম করিতে আমাকে (সাহায্য দান কর) এবং তুমি স্বীয় করুণায় স্বীয় সাধু দাসদিগের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও"। ১৯। এবং সে পক্ষীদিগকে অনুসন্ধান করিল, অনন্তর বলিল "আমার কি হইল যে আমি হোদ্‌হোদ্‌কে দেখিতেছি না, সে কি লুক্কায়িত হইল? *। ২০। অবশ্য আমি

বহুক্রোশ ব্যাপিয়া অগণ্য সৈন্য চলিত, অগ্র পশ্চাৎ কোটি কোটি সৈন্যের গমনে কোন শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম হইত না। যাত্রাকালে অগ্রগামী সৈন্য শ্রেণীকে নিবারণ করা হইত যে পর্য্যন্ত না পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্য আসিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইত। তজ্জন্যই "অনন্তর তাহারা নিবারিত হইত" এস্থলে এরূপ উক্ত হইয়াছে। সোলয়মানের শিবির বহু শত ক্রোশ ব্যাপিয়া স্থাপিত হইত। এবং তাঁহার জন্য অতি মূল্যবান্, এক বৃহৎ আসন প্রস্তুত হইয়াছিল উহা তিন চারি মাইলের পথ ব্যাপিয়া বিস্তৃত হইত। সেই আসনের মধ্যে তাঁহার সিংহাসন থাকিত, বায়ু সেই আসন এক মাসের পথ এক দিনে বহন করিয়া লইয়া যাইত। এক দিন তিনি শামদেশ হইতে এয়মন রাজ্যের দিকে যাত্রা করিয়াছেন, পথে পিপীলিকা পূর্ণ এক প্রান্তরে উপস্থিত হন। (ত, হো)

* হোদ্‌হোদ্‌ এক জাতীয় পক্ষী, একটী হোদ্‌হোদ্‌ সোলয়মানের সঙ্গে থাকিত। যাত্রাকালে সে সৈন্যদিগের জন্য জল অন্বেষণ করিত, কোথায় জলা-

তাহাকে কঠিন শাস্তিতে শাস্তিদান করিব, অথবা তাহাকে বলিদান করিব, কিংবা সে আমার নিকটে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করিবে। ২১। অনন্তর সে অল্প বিলম্ব করিল, পরে সে বলিল "তুমি যাহা ধরিতে পাও নাই আমি তাহা ধরিয়াছি এবং তোমার নিকটে সবা নগর হইতে এক নিশ্চয় সংবাদ আনয়ন করিয়াছি *। ২২। নিশ্চয় আমি এক নারীকে প্রাপ্ত হইয়াছি যে তাহাদের মধ্যে রাজত্ব করে এবং তাহাকে সমুদায় পদার্থ প্রদত্ত হইয়াছে এবং তাহার এক মহা সিংহাসন আছে। ২৩। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সূর্য্যের উদ্দেশে প্রণাম করিতে তাহাকে ও তাহার দলকে প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং শয়তান তাহাদের ক্রিয়াকে তাহাদের জন্য শোভিত করিয়াছে, অনন্তর সে তাহাদিগকে পথ হইতে নিবৃত্তি

শয় আছে সে তাহা জ্ঞাত হইয়া পূর্ব্বে সংবাদ দান করিত। কথিত আছে যে এক দিন এক জলশূন্য প্রান্তরে সোলয়মান উপস্থিত হন। একবিন্দু জল ছিল না যে তিনি নমাজের পূর্ব্বে অজু করেন, হোদ্‌হোদ্‌কে অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে সে আসিয়া সংবাদ বলে। (ত, হো,)

* হোদ্‌হোদ্‌ সোলয়মানের প্রশ্নানুসারে বলিল "আমি সবা নামক নগর হইতে এক সংবাদ সহ আসিয়াছি, সেই সংবাদ এই যে আমি গগনমার্গে সেই দেশের এক হোদ্‌হোদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। সে আমার নিকটে সে দেশের রাজার মহিমা ও প্রতাপ এবং রাজ্যের শোভা ও সৌন্দর্য্যের বর্ণন করে, তাহা শুনিয়া আমার দর্শনের ইচ্ছা হয়, তদনুসারে আমি সেই রাজ্যে চলিয়া যাই।" তখন সোলয়মান জিজ্ঞাসা করিলেন "তথাকার রাজা কে ও তাহার এবং তাহার প্রজাবর্গের ধর্ম্ম কিরূপ?" হোদ্‌হোদ্‌ বলে যে "বল্‌কিস্‌ নাম্নী এক নারী সেই রাজ্যের রাজ্ঞী, তাহার মণিমাণিক্যখচিত স্বর্ণময় অত্যাশ্চর্য্য এক প্রকাণ্ড সিংহাসন আছে। রাজ্ঞী ও তাঁহার প্রজাবর্গ ঈশ্বরের পূজা না করিয়া সূর্য্যের পূজা করিয়া থাকে"। (ত, হো,)

রাখিয়াছে, পরিশেষে তাহারা সে দিকে পথ প্রাপ্ত হইতেছে না যে সেই ঈশ্বরকে প্রণাম করে, যিনি স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে গুপ্ত বিষয় বাহির করেন এবং তোমরা যাহা গুপ্ত রাখ ও যাহা প্রকাশ করিয়া থাক তাহা জ্ঞাত হন। ২৪ + ২৫ + ২৬। সেই ঈশ্বর তিনি বৈ উপাস্য নাই তিনি মহাসিংহাসনের অধিপতি" *। ২৭। সে (সোলয়মান) বলিল "আমি এইক্ষণ দেখিব যে তুমি সত্য বলিয়াছ, না তুমি মিথ্যাবাদীদিগের (একজন)। ২৮। আমার এই পত্র লইয়া যাও, পরে তাহাদের নিকটে ইহা নিক্ষেপ কর, তৎপর তাহাদের নিকট হইতে ফিরিয়া আইস, পরে দেখ তাহারা কি উত্তর দান করে"। ২৯। সে (বল্‌কিস) বলিল "হে সম্ভ্রান্ত পুরুষগণ, নিশ্চয় আমার প্রতি এক মাননীয় পত্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, একান্তই ইহা সোলয়মানের, নিশ্চয় ইহা এস্‌মল্লা আর্‌রহমাণ আর রহিম" বচনযুক্ত। ৩০। + এই মর্ম্ম যে "আমার প্রতি তোমরা গর্ব্ব করিও না, এবং মোসলমান (বিশ্বাসী) হইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হও"। ৩১। (র, ২)

সে বলিল "হে প্রধান পুরুষগণ, আমার কার্য্য বিষয়ে আমাকে উত্তর দান কর, যে পর্য্যন্ত (না) তোমরা আমার নিকটে উপস্থিত হও আমি কোন কার্য্য নিষ্পত্তি করি না"। ৩২। তাহারা বলিল "আমরা শক্তিশালী ও কঠিন যোদ্ধা, কার্য্য তোমার প্রতি (অর্পিত) অনন্তর দেখ যে কি আজ্ঞা কর"। ৩৩। সে বলিল "নিশ্চয় যখন রাজগণ কোন স্থানে উপস্থিত হয় তখন তাহা উচ্ছিন্ন করে এবং তাহার সম্মানিত নিবাসিগণকে দুর্দ্দশাপন্ন করিয়া থাকে, ও

---

* ঈশ্বরের সিংহাসন স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই সিংহাসনের সঙ্গে বল্‌কিসের সিংহাসনের কি তুলনা হইতে পারে? (ত, হো,)

এই প্রকার করে। ৩৪। এবং নিশ্চয় আমি তাহাদের নিকটে উপঢৌকন সহ দূতের প্রেরয়িত্রী, অনন্তর দূতগণ কি লইয়া ফিরিয়া আইসে তাহার দৃষ্টিকারিণী”। ৩৫। অনন্তর যখন (দূত) সোলয়মানের নিকটে উপস্থিত হইল তখন (সোলয়মান) বলিল “ধন দ্বারা তোমরা কি আমার সাহায্য করিতেছ? যাহা তোমাদিগকে দান করিয়াছেন ঈশ্বর তদপেক্ষা অধিক আমাকে দিয়াছেন, বরং তোমরা আপন উপঢৌকনে সন্তুষ্ট থাক *।

। ৩৬। তুমি তাহাদের নিকটে যাও, নিশ্চয় আমি সেই সৈন্যবৃন্দ তাহাদের উপরে আনয়ন করিব, যাহার সম্মুখীন হওয়া

---

* কথিত আছে যে বল্‌কিস্ নারীবেশে সুসজ্জিত পাঁচ শত দাস ও পুরুষবেশে শোভিত পাঁচ শত দাসী ও সহস্র খণ্ড সুবর্ণশিলা, এবং মাণিক্য খচিত এক মুকুট ও মৃগনাভি ও অন্য উৎকৃষ্ট সুগন্ধি দ্রব্য এবং একটী মুক্তা পূর্ণ কৌটা এবং একটি অভিন্ন মুক্তা ও বক্রভিন্ন একটি কপর্দ্দক উপহার-স্বরূপ মঞ্জর নামক এক প্রধান রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে পাঠান এবং অপর অনেক প্রধান পুরুষকে তাহার সঙ্গে গমনে নিযুক্ত করেন, এবং মঞ্জরকে বলেন যে “তুমি ভালরূপ দৃষ্টি করিয়া দেখিও, যদি সোলয়মান তোমার প্রতি ক্রোধনয়নে নিরীক্ষণ করেন তবে তিনি বাদশা, যদি সহাস্য প্রসন্নভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলেন তবে তিনি প্রেরিত পুরুষ। তাঁহার প্রেরিতত্বের অন্য প্রমাণ এই যে কাহারা দাস কাহারা দাসী তিনি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিবেন না, অভিন্ন মুক্তাকে ভিন্ন করিবেন ও বক্রভিন্ন কপর্দ্দকে সূত্র সংলগ্ন করেন।” অনন্তর তাহারা এই সকল উপঢৌকন সহ যাত্রা করে। হোদ্‌ হোদ্‌ এই বৃত্তান্ত সোলয়মানকে জ্ঞাপন করিলে, সোলয়মান দৈত্যদিগের যোগে অগণ্য সুবর্ণ ও রজতময় শিলা প্রস্তুত করিয়া দীর্ঘে প্রায় বিশ মাইল প্রান্তর আচ্ছাদন করেন, মঞ্জর উপস্থিত হইলে তাঁহার সঙ্গে সহাস্য বদনে কথোপকথন করেন, এবং তাহার সমুদায় উপঢৌকন ফিরাইয়া দেন, অভিন্ন মুক্তাকে ভিন্ন এবং কপর্দ্দকে সূত্র সংলগ্ন করেন। এবং আপন দাস দাসীদিগকে মঞ্জর ও তাহার সঙ্গী দিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রাখেন। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো)

তাহাদের ঘটিবে না, আমরা তথা হইতে তাহাদিগকে দুর্দ্দশাপন্ন-রূপে বাহির করিব এবং তাহারা অধম হইবে। ৩৭। সে (সোলয়মান) বলিল "হে প্রধান পুরুষগণ, তাহারা মোসলমান হইয়া আমার নিকটে আসিবার পূর্ব্বে তোমাদের কে তাহার সিংহাসন আমার সন্নিধানে আনয়ন করিবে?" ৩৮। দৈত্যদিগের এক দৈত্য বলিল "তোমার আপন স্থান হইতে উঠিবার পূর্ব্বে আমি তাহা তোমার নিকটে আনয়ন করিব, নিশ্চয় আমি তৎ সম্বন্ধে বিশ্বস্ত ক্ষমতাশালী" ।৩৯। যাহার গ্রন্থে জ্ঞান ছিল এমন এক ব্যক্তি বলিল "তোমার দৃষ্টি তোমার দিকে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে আমি তাহা তোমার নিকটে লইয়া আসিব, অনন্তর যখন সে (সোলয়-মান) আপনার নিকটে তাহাকে স্থির দেখিল তখন বলিল "ইহা আমার প্রতিপালকের দয়াতেই হয় যে আমাকে তিনি পরীক্ষা করি-তেছেন যে কৃতজ্ঞ না কৃতঘ্ন হই, এবং যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ হয়, অন-ন্তর সে আপন জীবনের জন্য কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে ইহা বৈ নহে, যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন হয় তবে নিশ্চয় আমার প্রতিপালক নিষ্কাম অনু-গ্রহকারী" । ৪০। সে বলিল "তাহার (বল্‌কিসের) জন্য তাহার সিংহাসনকে অপরিচিত কর, দেখি সে পথ প্রাপ্ত হয় কিনা, অথবা যাহারা পথ প্রাপ্ত হয় না, সে তাহাদের একজন হয় * ।৪১।অনন্তর যখন (বল্‌কিস) আগমন করিল তখন বলা হইল "এই রূপ তোমার সিংহাসন?" সে বলিল "যেন এ তাহাই, এবং আমাদিগকে ইহার পূর্ব্বেই (সোলয়মানের সম্বন্ধে) জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে, ও আমরা মোসলমান আছি" । ৪২। এবং ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সে যাহার

* অর্থাৎ সিংহাসনের আকৃতি ও গঠনের এরূপ পরিবর্ত্তন কর, যথা, তাহার উপরি ভাগকে নিম্নভাগ অগ্রভাগকে পশ্চাদ্ভাগ করিয়া ফেল। তাহার বর্ণ মণি মুক্তাদির ব্যত্যয় কর। (ত, হো,)

অর্চনা করিতেছিল তাহা হইতে (সোলয়মান) তাহাকে নিবৃত্ত করিল, নিশ্চয় সে ধর্ম্মদ্বেষীদিগের (একজন) ছিল। ।৪৩। তাহাকে বলা হইল "এ প্রাসাদে তুমি প্রবেশ কর;" অনন্তর যখন সে তাহা দেখিল তাহাকে ক্ষুদ্র সরোবর মনে করিল এবং আপন পদ দ্বয় হইতে বস্ত্র তুলিয়া লইল, (সোলয়-মান) বলিল "নিশ্চয় ইহা কাচ খচিত প্রাসাদ;" সে (বল্‌কিস) বলিল "হে আমার প্রতিপালক, একান্তই আমি নিজের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি, এবং আমি সোলয়মানের সঙ্গে বিশ্বপালক পরমেশ্বরের অনুগত হইলাম *। ৪৪। (র, ৩,)

এবং সত্য সত্যই আমি সমুদ জাতির প্রতি তাহাদের ভ্রাতা সালেহ্‌কে প্রেরণ করিয়াছিলাম যেন তাহারা ঈশ্বরের অর্চনা করে, অনন্তর হঠাৎ তাহারা দুই দল হইয়া বিবাদ করিতে লাগিল †।৪৫। সে বলিল "হে আমার সম্প্রদায়, কেন কল্যাণের পূর্ব্বে তোমরা অকল্যাণে সত্বর হইতেছ? কেন ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছনা? সম্ভবতঃ তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হইবে"।৪৬। তাহারা বলিল "আমরা তোমার ও তোমার সঙ্গী-

---

* সোলয়মান বল্‌কিসের পদদ্বয় পরীক্ষার জন্য এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করি-য়াছিলেন। সেই প্রাসাদের মধ্যভূমি উজ্জ্বল শুভ্র কাচফলকে খচিত হইয়াছিল, এবং তাহার নিম্নে জল স্থাপন করিয়া মৎস্য সকল ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছিল। তাহাতে গৃহাভ্যন্তরস্থ সমুদায় ভূমি বারিবৎ প্রতীয়মান হয়। সোলয়মান প্রাসা-দের ভিতরে সিংহাসন স্থাপন করিয়া বল্‌কিসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বল্‌-কিস প্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়া জল মনে করিয়া পদের বসন উঠাইলেন, তখন সোলয়মান দেখিলেন যে দেবাঙ্গনার পদ নয়, মনুষ্যের পদ সদৃশ রোম-যুক্ত, পদ সে দেবী নহে, মানবী। (ত, হো,)

† ইহার বিশেষ বিবরণ সূরা এরাফে বিবৃত হইয়াছে।

দিগের সম্বন্ধে মন্দ ভাব ধারণ করিয়াছি," সে বলিল "তোমাদের মন্দভাব ঈশ্বরের নিকটে হয়, বরং তোমরা এক দল হও যে পরীক্ষিত হইতেছ"। ৪৭। সেই নগরে নয় জন লোক ছিল যে পৃথিবীতে উৎপাত করিত ও সদাচরণ করিত না * । ৪৮। তাহারা পরস্পর ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিল যে অবশ্য আমরা তাহাকে ও তাহার পরিজনকে নিশায় আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিব তৎপর অবশ্য তাহার উত্তরাধিকারীকে বলিব যে তাহার স্বগণের হত্যার সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম না এবং নিশ্চয় আমরা সত্যবাদী। ৪৯। এবং তাহারা প্রবঞ্চনারূপে এক প্রবঞ্চনা করিল ও আমিও বঞ্চনারূপে বঞ্চনা করিলাম এবং তাহারা বুঝিতেছিল না। ৫০। অনন্তর দেখ তাহাদের প্রবঞ্চনার পরিণাম কেমন ছিল, নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে ও তাহাদের দলকে এক যোগে সংহার করিলাম † । ৫১। অনন্তর তাহারা যে অত্যাচার করিয়াছিল তজ্জন্য এই তাহাদের গৃহ সকল শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, যে জাতি জ্ঞান রাখে তাহাদের জন্য নিশ্চয় ইহার মধ্যে

* সেই নয় জনের এক জনের নাম কদ অপর জনের নাম মসদা ছিল। (ত, হো,)

† এক গর্ত্তের ভিতরে সালেহের এক মন্দির ছিল। রাত্রিতে তিনি তথায় সাধন ভজন করিতেন। সেই নয় পাষণ্ড পরস্পর বলিল যে তিন দিন পরে আমাদের প্রতি শাস্তি হইবে এরূপ অঙ্গীকার আছে। চল ইহার পূর্ব্বেই সালেহকে সংহার করি। পরে তাহারা প্রথম রজনীতে সেই গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া গুপ্তভাবে বসিয়া রহিল। সালেহ উপস্থিত হইলেই অতর্কিত ভাবে তাঁহাকে বধ করিবে এই তাহাদের লক্ষ্য ছিল। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ এক বৃহৎ প্রস্তর তাহাদের উপর পতিত হইল ও সকলেই তাহার নিম্নে চাপা পড়িয়া মারা গেল, এবং অবশিষ্ট কাফেরগণ জেব্রিলের নিনাদে প্রাণত্যাগ করিল। (ত, হো,)

নিদর্শন আছে। ৫২। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম ও তাহারা ধর্ম্মভীরু ছিল। ৫২। এবং লুতকে (পাঠাইয়াছিলাম কেমন) (স্মরণ কর) সে যখন আপন দলকে বলিল "তোমরা নির্লজ্জ কাষ করিতেছ ও তোমরা দেখিতেছ। ৫৪। তোমরা কি স্ত্রীগণকে ছাড়িয়া কামভাবে পুরুষের নিকটে আসিয়া থাক, বরং তোমরা (এমন) এক দল যে মূর্খতা করিতেছ"। ৫৫। "অনন্তর লুতের পরিবারকে আপনাদের গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত কর, নিশ্চয় তাহারাএরূপ লোক যে পবিত্রতা প্রকাশ করে;" পরম্পর ইহা বলা ভিন্ন তাহার দলের উত্তর ছিল না, *। ৫৬। অবশেষে আমি তাহাকে ও তাহার ভার্য্যা ব্যতীত তাহার পরিজনকে উদ্ধার করিলাম, তাহাকে (ভার্য্যাকে) পশ্চাদ্বর্ত্তিগণের মধ্যে নিরূপণ করিয়াছিলাম। ৫৭। এবং তাহাদের প্রতি আমি বৃষ্টি বর্ষণ করিলাম, অন্তর ভয় প্রাপ্ত লোকদিগের জন্য (উহা) কুবৃষ্টি হয়। ৫৮। (র, ৪,)

তুমি বল "ঈশ্বরেরই প্রশংসা, এবং তাঁহার সেই দাসদিগের প্রতি আশীর্ব্বাদ যাহারা গৃহীত হইয়াছে, ঈশ্বর কি শ্রেষ্ঠ? না তাহারা যাহাকে অংশী করে (শ্রেষ্ঠ)? ৫৯। কে দ্যুলোক ও ভূলোক সৃজন করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়াছেন? অনন্তর আমি তদ্দারা উদ্যান সকলকে সরসভাবে উৎপাদন করিয়াছি, তোমাদের (ক্ষমতা) নাই যে

---

* "নিশ্চয় তাহারা এরূপ লোক যে পবিত্রতা প্রকাশ করে" অর্থাৎ লুত ও তাহার অনুবর্ত্তি লোকেরা বলিয়া থাকে আমরা পবিত্র, তোমরা পাপী।

তাহার বৃক্ষকে সমুৎপাদন কর, সেই ঈশ্বরের সঙ্গে কি কোন উপাস্য আছে? বরং ইহারা এক দল যে বক্রভাবে চলিয়া থাকে। ৬০। কে ধরাতলকে স্থির রাখিয়াছেন ও তাহার ভিতর হইতে নির্ঝর সকল উৎপন্ন করিয়াছেন? এবং তাহার জন্য পর্ব্বত সকল সৃষ্টি করিয়াছেন ও দুই সাগরের মধ্যে আবরণ রাখিয়াছেন? সেই ঈশ্বরের সঙ্গে কি (অন্য) উপাস্য আছে? বরং তাহাদের অধিকাংশই বুঝিতেছে না। ৬১। ব্যাকুল ব্যক্তি যখন তাঁহাকে প্রার্থনা করে কে গ্রাহ্য করিয়া থাকেন এবং অকল্যাণ দূর করেন এবং তোমাদিগকে পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী ক[illegible] সেই ঈশ্বরের সঙ্গে কি (অন্য) উপাস্য আছে? তোমরা অল্প উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক। ৬২। কে তিমিরাচ্ছন্ন প্রান্তরে ও সাগরে পথ প্রদর্শন করেন, এবং (বৃষ্টিরূপ) আপন অনুগ্রহের পূর্ব্বে সুসংবাদ দাতারূপে সমীরণকে প্রেরণ করিয়া থাকেন? সেই ঈশ্বরের সঙ্গে কি (অন্য) উপাস্য আছে? তাহারা যাহাদিগকে অংশী করে পরমেশ্বর তাহা অপেক্ষা উন্নত। ৬৩। কে প্রথম সৃষ্টি করেন তৎপর তাহা দ্বিতীয় বার করেন এবং কে আকাশ ও ভূতল হইতে তোমাদিগকে উপজীবিকা দিয়া থাকেন, সেই ঈশ্বরের সঙ্গে কি (অন্য) উপাস্য আছে? তুমি বল (হে মোহম্মদ,) যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। ৬৪। তুমি বল স্বর্গে ও পৃথিবীতে ঈশ্বর ব্যতীত কেহ গুপ্ততত্ত্ব জানে না এবং কখন (কবর হইতে লোক) সমুত্থাপিত হইবে জ্ঞাত নহে। ৬৫। বরং পরলোক সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান বিভিন্ন হইয়াছে, বরং তাহারা তদ্বিষয়ে সন্দেহের মধ্যে আছে, বরং তাহারা তদ্বিষয়ে অন্ধ। ৬৬। (র, ৫,)

এবং ধর্ম্মদ্রোহিগণ বলিয়াছে "যখন আমাদের পিতৃপুরুষগণ ও আমরা মৃত্তিকা হইয়া যাইব তখন কি আমরা (কবর হইতে)

বহিষ্কৃত হইব ? ৬৮। সত্য সত্যই আমাদিগের প্রতি ও ইতিপূর্ব্বে আমাদের পিতৃপুরুষগণের প্রতি এই অঙ্গীকার করা হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বতন উপন্যাসাবলী বৈ নহে"। ৬৮। তুমি বল "তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ করিতে থাক, অনন্তর দেখ অপরাধীদিগের পরিণাম কেমন হয়"। ৬৯। তাহাদের প্রতি তুমি শোক করিও না, ও তাহারা যে প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে তাহাতে সঙ্কুচিত্ত থাকিও না। ৭০। এবং তাহারা বলিয়া থাকে "যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে (বল) কবে এই অঙ্গীকার (পূর্ণ) হইবে" ? ৭১। তুমি বলিও "তোমরা যাহা শীঘ্র চাহিতেছ তাহার কিছু সত্বরই তোমাদের পৃষ্ঠে সংলগ্ন হইবে"। ৭২। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক (হে মোহম্মদ,) মানবমণ্ডলীর প্রতি বদান্য, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞ হইতেছে না। ৭৩। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাহাদের অন্তর যাহা গোপন করে ও যাহা প্রকাশ করিয়া থাকে জ্ঞাত হন। ৭৪। এবং উজ্জ্বল গ্রন্থে লিখিত ভিন্ন স্বর্গে ও পৃথিবীতে কোন বিষয় প্রচ্ছন্ন নাই *। ৭৫। নিশ্চয় এই কোরাণ বনি এস্রায়িলের নিকটে তাহারা যেবিষয়ে বিরোধ করিয়া থাকে তাহার অধিকাংশ বর্ণন করে। ৭৬। এবং নিশ্চয় ইহা বিশ্বাসী দিগের জন্য উপদেশ ও অনুগ্রহ। ৭৭। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক আপন আজ্ঞানুসারে তাহাদের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবেন এবং তিনি পরাক্রমশালী জ্ঞানী। ৭৮।+ অনন্তর তুমি পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর কর, তুমি স্পষ্ট সত্য (ধর্ম্মে) আছ। ৭৯। যখন তাহারা পৃষ্ঠ দিয়া ফিরিয়া যায় তখন নিশ্চয় তুমি সেই মৃতকে আহ্বান ধ্বনি শুনাইতে পারিবে না ও বধিরকে শুনাইতে

---

* এস্থলে উজ্জ্বল গ্রন্থ ঈশ্বরের স্মৃতিরূপ পুস্তক। (ত, হো,)

পারিবে না। ৮০। এবং তুমি অন্ধদিগকে তাহাদের পথভ্রান্তির পথ প্রদর্শক নও, যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস করিতেছে ও যাহারা মোসলমান তুমি তাহাদের বৈ শুনাইতেছ না। ৮১। যখন তাহাদের প্রতি (শাস্তির) কথা উপস্থিত হইবে তখন আমি তাহাদের জন্য এক পশু ভূগর্ভ হইতে বাহির করিব, সে তাহাদের সম্বন্ধে কথা বলিবে যে এই সকল লোক ছিল যে আমার নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই *। ৮২। (র; ৬)

যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিতেছিল যে দিন আমি প্রত্যেক মণ্ডলী হইতে, (তাহাদের প্রধান লোকের) দল সমুত্থাপন করিব, তখন তাহারা (আপামর সাধারণের আগমন প্রতীক্ষায়) নিবারিত হইবে। ৮৩। এ পর্য্যন্ত, যখন তাহারা উপস্থিত হইবে, তখন (ঈশ্বর) বলিবেন "তোমরা কি আমার নিদর্শন সকলকে মিথ্যা বলিয়াছ, এবং জ্ঞানযোগে তাহা ধারণ করিতে পার নাই, তোমরা কি করিতেছিলে ?" ৮৪। এবং তাহারা যে অত্যাচার করিয়াছিল, তজ্জন্য তাহাদের প্রতি (অঙ্গীকারের) উক্তি প্রমাণিত হইবে, অনন্তর তাহারা কথা বলিতে পারিবে না। ৮৫। তাহারা কি দেখে নাই যে, আমি রজনীকে সৃষ্টি করিয়াছি যেন তাহাতে বিশ্রাম লাভ করে এবং আলোকযুক্ত দিবসকে (সৃষ্টি করিয়াছি) নিশ্চয়

---

* যখন প্রলয় কাল নিকটবর্ত্তী হইবে তখন বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত এক পশু মৃত্তিকার ভিতর হইতে বাহির হইবে, সে মনুষ্যের ন্যায় কথা বলিবে। কেয়ামতের অন্য অন্য লক্ষণের মধ্যে এই একটি লক্ষণ। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে এই পশুর নানা প্রকার বর্ণনা আছে। (ত, হো,)

বিশ্বাসী দলের জন্য ইহার মধ্যে নিদর্শন সকল আছে। ৮৬। এবং যে দিবস সুরে ফুৎকার করা হইবে, তখন যাহারা স্বর্গে ও যাহারা পৃথিবীতে থাকিবে ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করিয়াছেন সে ব্যতীত (সকলে) অস্থির হইবে, এবং সকলেই তাঁহার নিকটে লাঞ্ছিত ভাবে আগমন করিবে। ৮৭। এবং তুমি পর্ব্বত সকলকে দেখিবে, (যেন) তাহা স্থির মনে করিতেছ, বস্তুতঃ উহা জলদগতিতে চলিতেছে, সেই ঈশ্বরেরই শিল্প নৈপুণ্য, যিনি প্রত্যেক পদার্থকে দৃঢ় করিয়াছেন, তোমরা যাহা করিয়া থাক, নিশ্চয় তিনি তাহার জ্ঞাতা। ৮৮। যাহারা শুভ আনয়ন করিবে, অনন্তর তাহাদের জন্য তদপেক্ষা (অধিক) শুভ হইবে এবং তাহারা সেই দিবসের ভয় হইতে নিরাপদ থাকিবে। ৮৯। এবং যাহারা অশুভ আনয়ন করিবে অনন্তর তাহাদের মুখমণ্ডল অগ্নিমধ্যে বিসর্জিত হইবে, তোমরা যাহা করিতেছিলে, তাহা ব্যতীত কি তোমাদিগকে বিনিময় প্রদত্ত হইবে? ৯০। (তুমি বল হে মোহম্মদ,) আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে এ (মক্কা) নগরের প্রভুকে যিনি ইহাকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন, * অর্চ্চনা করিব ইহা বৈ নহে, এবং সমুদায় পদার্থ তাঁহার, এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে, মোসলমানদিগের (এক জন) হইব। ৯১। + এবং (আদিষ্ট হইয়াছি) যে কোরাণ পাঠ করিব, অনন্তর যে ব্যক্তি পথ প্রাপ্ত হইয়াছে, অবশেষে সে আপন জীবনের (কল্যাণের) জন্য পথ পাইতেছে, বৈ নহে, এবং যে বিপথগামী হইয়াছে, পরে (তাহাকে) তুমি বল যে "আমি

---

* এই মক্কা নগরে কণ্টক তরু ও শুষ্ক তৃণাদি ছেদন ও শিকারের পশু পক্ষী অপহরণ করিতে ঈশ্বর নিষেধ করিয়া ইহাকে সম্মানিত করিয়াছেন, তজ্জন্য এই নগরকে নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে। (ত, হো,)

অর প্রদর্শকদিগের (এক জন) ইহা বৈ নহি। ৮২। এবং তুমি বল ঈশ্বরের গুণানুবাদ, শীঘ্র তিনি তোমাদিগকে আপন নিদর্শন সকল প্রদর্শন করিবেন, অনন্তর তোমরা তাহা চিনিবে, এবং তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর তদ্বিষয়ে অজ্ঞাত নহে। ৯৩। (র, ৭)